নাম্বার ওয়ান বেস্টসেলার

জেফরি আর্চার'র

শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু





'এ বইটি পড়ার জন্য আপনাকে সুপারিশ করছি। কারণ বইটি লেখা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, এ এমন এক বই যা একবার লেখা হয়েছে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে, এ এমন এক বই যা একবার ধরলে শেষ না করে রাখতেই পারবেন না... যখন শেষ পৃষ্ঠায় পৌঁছাবেন ততক্ষণে আপনার শিরদাঁড়া ঠেকে যাবে চেয়ারে।'

– নর্দার্ন টেলিগ্রাফ

দুঃসাহসী এবং শকিং... আর্চার তাঁর পাঠকদেরকে দারুণভাবে ধরে রাখেন, তাদেরকে অনুমান করতে দেন এবং ভীত করে তোলেন।' **– পাবলিশার্স উইকলি**

'দ্য ডে অভ দ্য জ্যাকাল'-এর মত টেনশন আছে বইটিতে। **– মিডলসব্রো গ্যাজেট**

'আমার পড়া বছরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস'

– জন সিগেনথালার, ন্যাশভিল টেনেসিয়ান

'মি. আর্চার জানেন কীভাবে পাঠকের মনোযোগ ধরে রাখতে হয়।' **– হাল ডেইলি মেইল**

গ্রাফিক্স : আক্কাস খান

শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট?

মূল : জেফরি আর্চার
অনুবাদ : অনীশ দাস অপু



রোদেলা প্রকাশনী

উৎসর্গ

আশরাফুল ইসলাম সাগর

প্রিয়বরেষু

স্বল্প দিনের পরিচয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি
হয়ে গেছেন আমার আপনজনদের একজন।

ভূমিকা

আমি এ পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত অনেক থ্রিলার লেখকের বহু থ্রিলার অনুবাদ করেছি। অনেকেই আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছেন তাঁদের লেখনি এবং কাহিনীর বৈচিত্র দিয়ে। কারও কারও গল্প অনুবাদ করতে গিয়ে বিরক্তও লেগেছে অযথা একটা কাহিনীকে রাবারের মত টেনে বড় করার অপপ্রয়াস দেখে।

তবে জেফরি আর্চারের '*শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট?*' আমি আক্ষরিক অর্থেই মুগ্ধ হয়ে অনুবাদ করেছি। এমন গা টান টান থ্রিলার আমার হাতে বহুদিন আসেনি। আমেরিকান প্রেসিডেন্টদের নিয়ে অনেকেই থ্রিলার রচনা করেছেন। কিন্তু জেফরি আর্চারের *শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট?* পড়ার সময় পাঠকের মনে হবে তিনি যেন সত্যি হোয়াইট হাউজে চলে গেছেন, চোখের সামনে ঘটতে দেখছেন সবকিছু! অবশ্য এ বইটি লেখার সময় লেখক বস্তুনিষ্ঠতার স্বার্থে হোয়াইট হাউজ, এফবিআইসহ বহুলোকের সঙ্গে কথা বলে গুরুত্বপূর্ণ নোটস নিয়ে তাঁর বইটিকে Authentic ভাবে সাজিয়েছেন। তিনি যাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন তাঁদের কথা আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

...যারা প্রকৃত অর্থেই দারুণ রোমাঞ্চে ভরা, এক নিশ্বাসে পড়ার মত থ্রিলার পছন্দ করেন, তাঁদের অবশ্যই *শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট?* ভালো লাগবে। আর থ্রিলার ভক্তদের বইটি ভালো লাগলেই মনে করব আমার পরিশ্রম স্বার্থক। পাঠকের ভালো লাগা, মন্দ লাগা সরাসরি আমাকে ফোন করে কিংবা SMS পাঠিয়ে জানালে খুশি হবো।

অনীশ দাস অপু
০১৭১২৬২৪৩৩৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট? লেখার সময় লেখক জেফরি আর্চারকে গবেষণা কাজে যারা পরামর্শ দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন তাঁদেরকে লেখক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

হোয়াইট হাউজ

ব্যারি ম্যাক ফারান, প্রেসিডেন্ট জনসনের বিশেষ উপদেষ্টা

এফবিআই

ক্লেয়ারেন্স কেলি- ডিরেক্টর

নিক স্টেমস- SAC ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস

বিল গান- পাবলিক রিলেশন্স অফিসার

সোসাইটি অব ফর্মার এজেন্টস

পল ল্যামবার্থ

জন ফ্লাটলি

গবেষকগণ

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনথিয়া ফারার

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটালি ওয়েক্সলার

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পল রোয়ি

লন্ডন

আমেরিকান এমব্যাসি

ফিলিপ কাইজার- মন্ত্রী, ১৯৬৪–৬৯

বিল কিশ- লিগাল অ্যাটাশে

গ্রীক অর্থডক্স চার্চ

হিজ এমিনেন্স আর্চবিশপ আথেনাগোরাস

বিশপ গ্রেগরি

এক

মঙ্গলবার, জানুয়ারি ২০, ১৯৮১ **দুপুর ১২:২৬**

'আমি এডোয়ার্ড মূর কেনেডি শপথ করছি যে...'

'আমি এডোয়ার্ড মূর কেনেডি শপথ করছি যে...

'...বিশ্বস্ততার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদটির সেবা করব...'

'...বিশ্বস্ততার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদটির সেবা করব...'

'...এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংরক্ষণ, রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কাজ করে যাব।'

'...এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংরক্ষণ, রক্ষা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আমার সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে কাজ করে যাব। ঈশ্বর আমার সহায় হোন।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই প্রথম দুভাই আমেরিকান রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে লোভনীয় দুটি পদ অধিকার করেছেন।

তাঁর হাত এখনও ডুয়ে বাইবেলের ওপর, একই বই থেকে ৩৫তম প্রেসিডেন্ট শপথ নিয়েছিলেন, এ বইয়ের মালিক ছিলেন তাঁদের দাদী, চল্লিশতম প্রেসিডেন্ট তেতাল্লিশতম ফার্স্ট লেডির দিকে তাকিয়ে হাসলেন। একটি সংগ্রাম শেষ হবার পরপর আরেকটি সংগ্রামের শুরু। সংগ্রাম কী জিনিস তা জানেন টেড কেনেডি। প্রাথমিক প্রচণ্ড নির্বাচনী প্রচারাভিযান শেষে তিনি প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারকে হিউস্টনের ডেমোক্রেটিজ ন্যাশনাল

কনভেনশনে পঞ্চম ব্যালটে সামান্য ব্যবধানে হারাতে পেরেছেন। ১৯৮০ সালের নভেম্বরে, রিপাবলিকান ক্যান্ডিডেট, ইলিনয়ের গভর্নর জেমস থম্পসনের সঙ্গে আরও ভয়ংকর ভোট যুদ্ধে জিতে এসেছেন। এডোয়ার্ড কেনেডি ১৪৭,০০০ ভোট পেয়ে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন যা আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে ক্ষুদ্র মার্জিন বলে অভিহিত।

বিদায়ী প্রেসিডেন্ট কার্টার নতুন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করলেন। এরপর তাঁর সঙ্গে হাত মেলালেন সাবেক প্রেসিডেন্ট জেরী ফোর্ড, যিনি রিপাবলিকান ক্যান্ডিডেট হিসেবে কেনেডির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৯৮০ সালে তাঁর শোভাযাত্রার বাদকদলের শকটখানি মাটি ছেড়ে এগোবার সুযোগ পায়নি। প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াবার আর কোন সুযোগ তাঁর নেই। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড ভন নিক্সন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত।

হাততালির আওয়াজ স্তিমিত হয়ে আসার পরে একুশবার তোপধ্বনি করে প্রেসিডেন্টকে সেলুট জানানো হলো। এডোয়ার্ড মূর কেনেডি কেশে পরিষ্কার করে নিলেন গলা। ক্যাপিটল প্লাজায়, তাঁর সামনে, তাঁর বক্তৃতা শোনার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ৫০,০০০ মানুষ, আরও দুশো কোটি মানুষ বসে আছে টিভির সামনে। জানুয়ারি শেষার্ধে আবহাওয়া অস্বাভাবিকরকম চমৎকার, ক্যাপিটল-এর সামনে ঘাসে মোড়া জমিন বরফ মুক্ত।

'ভাইস প্রেসিডেন্ট বাম্পারস, মি. চিফ জাস্টিস, প্রেসিডেন্ট কার্টার, ভাইস প্রেসিডেন্ট মন্ডেল, রেভারেন্ড ক্লার্কি এবং প্রিয় দেশবাসী।'

ফার্স্ট লেডি তাঁর স্বামীর দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে মৃদু হাসছেন কারণ প্রেসিডেন্টের বক্তৃতার কিছু কথা তিনি নিজে লিখে দিয়েছেন। আজ সকালে তাঁদের দিন শুরু হয়েছে ভোর সাড়ে ছ'টায়। আগের রাতে তাঁদের সম্মানে আয়োজিত প্রাক-সম্বর্ধনা কনসার্টে যেতে হয়েছে। ফলে রাতে দুজনের কারোরই তেমন ভালো ঘুম হয়নি। কেনেডি প্রেসিডেন্সিয়াল বক্তৃতায় শেষবারের মত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন, দু'একটা শব্দ পরিবর্তনও করেছেন।

ভোরে উঠে মুখহাত ধুয়ে দাড়ি গোঁফ কামানোর কাজটি নিঃশব্দে সেরেছেন প্রেসিডেন্ট। বেডরুমের জানালা দিয়ে পটোম্যাক নদীর অপার বিস্তৃতির দিকে তাকিয়েছেন চোখ মেলে, ভোরের প্রথম আলোয় ঝিকমিক করছে পানি। ঘুমন্ত স্ত্রীর গালে চুম্বন করে ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছেন ড্রইংরুমে। ড্রইংরুমের চার নম্বর দেয়ালটি কাচের। এখান

থেকেও পটোম্যাক নদীটি চোখে পড়ে। আজ তিনি নদীর অপর পাড়ে চলে যাবেন।

খিলানের মত দরজা দিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন কেনেডি। বাটলার, যে কিনা একই সঙ্গে সাড়ে পাঁচ একর জমির মালির দায়িত্বও পালন করে, বিনা বাক্যব্যয়ে খুলে দিল দরজা। হোয়াইট হাউজ থেকে নিয়োগ পাওয়া শোফার তাঁর নতুন বসকে দেখে এগিয়ে এল কাঠের একটি গেট খুলে। 'গুডমর্নিং, মি. প্রেসিডেন্ট।' কেনেডি কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখলেন। আর চারঘণ্টা পরে শুরু হবে অনুষ্ঠান। সাড়ে বারোটার সময় শপথ নেয়ার পরে তেইশতম সংশোধনীর বলে তিনি হবেন চল্লিশতম প্রেসিডেন্ট। তবে বিদায়ী প্রেসিডেন্টের কর্মচারীরা দুপুরের আগেই অফিস খালি করে দেবে।

কেনেডি নিজের গাড়ি নিজেই চালাতে পছন্দ করেন। তবে আজ সে সুযোগ হলো না এবং সম্ভবত আগামী আট বছর এ সুযোগ তিনি পাবেনও না। তিনি নিজের পন্টিয়াক GTO'র পেছনের আসনে চুপচাপ বসে পড়লেন, স্নেহভরা চোখে তাকিয়ে আছেন নিজের প্রকাণ্ড আধুনিক বাড়িটির দিকে। এই লম্বা এবং নীচু ভবনটির নির্মাতা স্থপতি জন কার্ল ওয়ারনেক, তিনি আর্লিংটন ন্যাশনাল সেমেট্রিতে জেএফকে'র সমাধিরও ডিজাইন করেছেন। বেডরুমের জানালায় চলে গেল তাঁর চোখ। পর্দা ফেলানো। তাঁর তিন বাচ্চা এখনও ঘুমাচ্ছে।

মাইলখানেক দূরে, ভার্জিনিয়ার ম্যাকলিনের চেইন ব্রিজ রোডে রবার্ট কেনেডির বিধবা স্ত্রী ইথেলও তাঁর বাড়ি থেকে এদিকেই আসছেন একই উদ্দেশ্যে।

কেনেডির গাড়িটি পটোম্যাকের জর্জ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল পার্কওয়ে ধরে এগিয়ে চলল। তাঁর গাড়ির সামনে এবং পেছনে দুটো গাড়ি আছে। পাঁচটি গাড়ি থেমে দাঁড়াল। কোনও সাংবাদিককে আশপাশে দেখা যাচ্ছে না। কেনেডি গাড়ি থেকে নামলেন, একজন প্রাইভেট সিটিজেন হিসেবে, শেষবারের মত। তিনি অনুরোধ করেছিলেন দিনের এ অংশটুকুতে যেন প্রেস তাঁকে বিরক্ত না করে। ওয়ার্ল্ড প্রেস তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছে। তিনি জ্যাক এবং ববি'র কবরের সামনে দাঁড়িয়ে, মাথা নিচু করে প্রার্থনা করলেন। ইথেল কেনেডি ইতিমধ্যে চলে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত কথা হলো।

পনেরো মিনিট পরে, পটোম্যাকের তীরে, ওয়াশিংটনের ডাউনটাউনের সফেদ চোখ ধাঁধানো ইমারতের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের

পন্টিয়াকে ফিরে এলেন কেনেডি। ম্যাকলিনে, শেষবারের মত এ গাড়িতে ফিরবেন তিনি।

রাঁধুনি স্টিভেন হালকা নাশতা বানিয়েছে। জোন, কারা, প্যাট্রিক এবং টেড জুনিয়র ব্রেকফাস্ট রুমে উত্তেজিত চেহারা নিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট নাশতা খেতে খেতে *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট* এবং *দ্য নিউইয়র্ক টাইমসে* চোখ বুলালেন। দুটি পত্রিকাই লিখেছে নতুন প্রধান নির্বাহী যেন যত দ্রুত সম্ভব তাঁর কাজ শুরু করে দেন। অতীতের স্ক্যান্ডালকে তারা সযত্নে এড়িয়ে গেছে।

কেনেডি তাঁর নির্বাহী সহকারী রিচার্ড বার্কের দিকে ফিরলেন। সে পাশে এসে দাঁড়াল।

'গুডমর্নিং, সিনেটর।'

'মর্নিং, রিক। সবকিছু ঠিক আছে তো?'

'জ্বী, স্যার।'

'গুড। তুমি তোমার মত কাজ করতে থাক। আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না। আমি তোমার নির্দেশ মেনে চলব। আমার প্রথম কাজটা কী?'

'আপনার কাছে ৮৪২টি টেলিগ্রাম এবং ২,৪১২টি চিঠি এসেছে। তবে ওগুলো পরে পড়লেও চলবে। শুধু হেডস অভ স্টেটের চিঠি বাদে। আমি বারোটার মধ্যে চিঠিগুলো রেডি করে নিয়ে আসছি।'

'ওগুলোতে আজকের তারিখ দিও। ওরা খুশি হবে। আমি প্রতিটি চিঠিতে সাইন করে দেব।'

'জ্বী, স্যার। আপনার শিডিউল রেডি করে ফেলেছি। প্রেসিডেন্ট কার্টার এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মন্ডেলের সঙ্গে সকাল এগারোটায় হোয়াইট হাউজে আপনার কফি পানের আমন্ত্রণ। তারপর আপনাকে অভিষেক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথমে আপনি সিনেটে লাঞ্চ-এ অংশগ্রহণ করবেন তারপর হোয়াইট হাউজের সামনে অভিষেক প্যারেড দেখবেন।'

বার্ক তাঁকে ৩ ইঞ্চি বাই ৫ ইঞ্চি মাপের এক তাড়া ইনডেক্স কার্ড ধরিয়ে দিল। সবগুলো একসঙ্গে স্ট্যাপল করা। গত পাঁচ বছর ধরে প্রতিদিন এ কাজটি নিষ্ঠার সাথে করে আসছে সে। এতে সিনেটের প্রতি ঘণ্টার শিডিউল পুঙ্খানুপুঙ্খ লেখা রয়েছে। কেনেডি কার্ডগুলো কোটের পকেটে ঢোকালেন, ধন্যবাদ দিলেন তাঁর নির্বাহী সহকারীকে। জোন কেনেডি নাশতার টেবিল থেকে উঠে পড়েছেন; পৃথিবী জানে না কী অসাধারণ এক ফার্স্ট লেডি হতে চলেছেন তিনি। স্বভাবতই দীর্ঘ সময় তিনি জ্যাকুলিনের

ছিলেন আড়ালে ঢাকা ছিলেন, এবারে তিনি দেখাতে বদ্ধপরিকর যে এই কেনেডিও এক দৃঢ়চেতা নারীকে বিয়ে করেছেন। হালকা নীল রঙের সুট পরনে, জোন স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছেন।

বাড়ির বাইরে ইতিমধ্যে ভিড় করেছে তাঁদের শুভানুধ্যায়ীরা।

'বৃষ্টি হলে ভালো হতো,' আপন মনে বললেন সিক্রেট সার্ভিস প্রধান এইচ স্টুয়ার্ট নাইট। আজ তাঁর জীবনেরও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিন। 'জানি বেশিরভাগ মানুষ নিরীহ তবু এ ধরনের অনুষ্ঠান আমার শরীরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।'

ভিড়ে জনতার সংখ্যা প্রায় শ দেড়েক; এর মধ্যে পঞ্চাশজন মি. নাইটের লোক। বাটলার নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে তাঁর মর্নিং কোট পরিয়ে দিল। ওঁদের মেইড ফ্লোরেন্স ইভান্স জোনের মাথায় পরিয়ে দিল হ্যাট।

সদর দরজা খুলল বাটলার, কেনেডির হাতে এগিয়ে দিল সিল্কের উঁচু হ্যাট। জনতা তাঁকে দেখে উল্লসিত চিৎকার দিল। কিঞ্চিৎ টেনশন বোধ করছেন এইচ. স্টুয়ার্ট কেনেডি। মনে মনে প্রার্থনা করলেন তিনি এবং কেনেডি যেন যথাসময়ে শান্তিপূর্ণভাবে অবসরে যেতে পারেন। ১৯৬৩ সালের ২২ নভেম্বর, জেএফকে খুন হওয়ার সময় তিনি ছিলেন জুনিয়র অফিসার। তবে সে দিনটির স্মৃতি আজও তাঁর মানসপটে জাজ্বল্যমান।

নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রী ভিড়ের হাসিহাসি চোখগুলোর দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লেন। লক্ষ করেননি পঞ্চাশজন মানুষ তাঁদের দিকে তাকিয়ে নেই। যে গাড়িটি সবসময় প্রেসিডেন্ট রওনা হবার পাঁচ মিনিট আগেই শুরু করে দেয় যাত্রা, সেটি ইতিমধ্যে হোয়াইট হাউজের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে দুপাশের রাস্তায় তীক্ষ্ণ নজর বুলাতে বুলাতে। সিক্রেট সার্ভিসের লোকেরা শ্যেন দৃষ্টিতে রাস্তার পাশের ছোট ছোট জটলায় নজর রাখছে। কেউ কেউ ওড়াচ্ছে পতাকা; এরা অভিষেক অনুষ্ঠান দেখতে এসেছে, নাতি নাতনীদের গর্ব করে বলবে এডোয়ার্ড কেনেডিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে দেখেছে।

সকাল ১০:৫৯ মিনিটে হোয়াইট হাউজের উত্তর গেটে নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল কালো লিমুজিন। অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল মেরিন অনার গার্ড, একযোগে খটাশ করে সেলুট ঠুকল পঁয়ষট্টি বছরের প্রেসিডেন্ট কার্টারকে। পোর্টিকোতে কেনেডিকে স্বাগত জানালেন তিনি প্রেসিডেন্ট তাঁর উত্তরসুরিকে নিয়ে লাইব্রেরিতে ঢুকলেন। এখানে তাঁরা একত্রে কফি পান করবেন। তাঁদের সঙ্গে আরও আছেন রোজালিন কার্টার, ভাইস

প্রেসিডেন্ট মন্ডেল এবং তাঁর স্ত্রী ও জোন। প্রেসিডেন্ট কার্টার কালো সুট পরেছেন, সরু কাঁধ এবং তামাটে ত্বকে তাঁকে কেনেডির চেয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে অনেক বেশি মানানসই লাগছে। জোন কেনেডি গল্প করছেন রোজালিন কার্টারের সঙ্গে। তিনি গত সোমবার প্রায় পুরোটা সময় কাটিয়েছেন ফার্স্ট লেডির সঙ্গে, দুই নারী একে অপরকে বেশ পছন্দও করে ফেলেছেন, যদিও ছমাস আগে নমিনেশন যুদ্ধে পরস্পরের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁরা।

প্রেসিডেন্ট তাঁর স্ত্রীর রান্নার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন, 'রোজালিন কয়েক বছর আগে ভালোই রান্না করত। কিন্তু হোয়াইট হাউজে আসার পর থেকে ও একটা ফ্রাইং প্যান ছুঁয়ে পর্যন্ত দেখেনি। তাই ওকে আমি *'দ্য নিউইয়র্ক টাইমস কুক বুক'* কিনে দিয়েছি। এ বইতেই কেবল আমার সমালোচনা করেনি ওরা।'

কেনেডি নার্ভাস। অভিষেক অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবছেন তিনি। তবে এ ব্যাপারেও লক্ষ আছে যে জিমি কার্টার তাঁর অফিসে জীবনের শেষ মুহূর্তগুলো কাটাচ্ছেন। তাই তিনি প্রেসিডেন্টের কথায় মনোযোগী শ্রোতা হবার ভান করছেন, মুখে মুখোশ পরে নিয়েছেন যা তাঁর গত কুড়ি বছরের রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় সঙ্গী হয়ে রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট এবং কেনেডি সময়টা পার করে দিলেন এমন কিছু সমস্যা নিয়ে কথা বলে যে বিষয়গুলো গত দুমাসে পারস্পরিক আলোচনায় বহুবার স্থান পেয়েছে।

'মি. প্রেসিডেন্ট,' জিমি কার্টারের প্রেস সচিব বললেন তাঁকে, 'বারোটা এক বাজে,'। কার্টার তাঁর প্রেস সচিবের দিকে একবার তাকালেন তারপর চেয়ার ছাড়লেন। নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে পা বাড়ালেন হোয়াইট হাউজের সিঁড়ি অভিমুখে। মেরিন ব্যান্ড দল কার্টারের সম্মানে শেষবারের মত বাজাল 'হেইল টু দ্য চিফ।' আবার একটার সময় একই গান তারা বাজাবে কেনেডির উদ্দেশ্যে।

কার্টার এবং কেনেডিকে এসকর্ট করে নিয়ে আসা হলো মোটর শোভাযাত্রার প্রথম গাড়িটিতে। কালো রঙের, বুলেট প্রুফ লিমুজিন। হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র টিপ ও'নিল, সিনেটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং কংগ্রেসের প্রতিনিধি রবার্ট বার্ড আগেই প্রেসিডেন্সিয়াল কার এর আসন দখল করেছেন। লিমুজিনের ঠিক পেছনে দুটো গাড়ি বোঝাই সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন। মিসেস কার্টার এবং মিসেস কেনেডি সারির চার নম্বর

গাড়িতে বসলেন। বিদায়ী এবং আসন্ন ভাইস-প্রেসিডেন্টদ্বয়, মন্ডেল ও বাম্পারস চড়লেন পরের গাড়িতে। তাঁদের স্ত্রীরা দখল করেছেন তাঁদের পেছনের লিমুজিনটি।

এইচ স্টুয়ার্ট নাইট আরেকবার রুটিন চেক করে নিচ্ছেন। পঞ্চাশ থেকে তাঁর লোকসংখ্যা একশোতে উন্নিত হয়েছে। দুপুর নাগাদ, স্থানীয় পুলিশ ও এফবিআই-র দলসহ সংখ্যাটা পৌছে যাবে পাঁচশোতে। তবে সিআইএ'র লোকজন থাকবে কিনা জানেন না নাইট। তাঁরা এ ব্যাপারে সিক্রেট সার্ভিস চিফকে কিছু জানায়নি। আর ভিড়ের মাঝ থেকে এদেরকে আলাদাভাবে সনাক্ত করাও মুশকিল। প্রেসিডেন্টের লিমুজিন ক্যাপিটলের উদ্দেশে রওনা হয়েছে, জনতা উল্লসিত ধ্বনি করে উঠল।

প্রথম গাড়িতে উপবিষ্ট ওঁরা চারজন গল্পে মেতে উঠলেন। তবে কেনেডির ভঙ্গি অন্যমনস্ক। পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার উদ্দেশ্যে যন্ত্রচালিতের মত হাত নাড়লেন তিনি।

ওঁরা পৌছে গেলেন ক্যাপিটলে। প্রেসিডেন্ট কার্টার নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে বললেন, 'ঈশ্বর তোমার সহায় হোন, টেড। যে কোনও প্রয়োজনে আমাকে ফোন কোরো, আমি জর্জিয়া চলে আসব। তোমাকে নিশ্চয় বলতে হবে না তোমার কাজটা বড় একাকিত্বে ঘেরা। তোমাকে কীসের মাঝ দিয়ে যেতে হবে তা আমি জানি, কাজেই আমাকে ফোন কোরো। যে কোনও সময়।' মাথা দোলালেন টেড, মুখে ফুটল আন্তরিক হাসি। ছটি গাড়ি থেমে দাঁড়াল।

ক্যাপিটলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে প্রবেশ করলেন কেনেডি। জিমি কার্টার শোফারকে শেষবারের মত ধন্যবাদ জানালেন। তাঁদের স্ত্রীরা, তাঁদেরকে ঘিরে রেখেছে সিক্রেট সার্ভিসের এজেন্টরা, জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে প্ল্যাটফর্মে যে যার আসন গ্রহণ করলেন। প্রধান দ্বারপাল কেনেডিকে টানেল দিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন রিসেপশন এলাকায়। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানালেন নব-নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট, আরকানসাসের ডেল বাম্পারস .

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জিমি কার্টার হাসিমুখে টানেল ধরে এগিয়ে এলেন। এতদিনের মস্ত বোঝা থেকে রেহাই পেয়েছেন, সে স্বস্তির হাসি তাঁর মুখে। আরও একবার তিনি কেনেডির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে হাত মেলালেন। এ নিয়ে আজ সাতবার তাঁদের হ্যান্ডশেক করতে হলো। প্রধান দ্বারপাল ওঁদের দুজনকে প্ল্যাটফর্মের ধারে ছোট একটি রিসেপশন কক্ষে

নিয়ে এলেন। প্রেসিডেন্ট এবং নব-নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে দেখে হর্ষধ্বনি দিল দর্শক, ওঁরা তাদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে চুপচাপ বসে রইলেন, অপেক্ষা করছেন সরকার বদলের মুহূর্তটির জন্য।

'প্রিয় দেশবাসী, আমি এমন একটা সময় দায়িত্ব নিয়েছি যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সারা বিশ্ব জুড়ে প্রচুর সমস্যা আর হুমকির মুখোমুখি। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা আর কালোয় চলছে নির্মম গৃহযুদ্ধ; মধ্যপ্রাচ্যে গত বছরের যুদ্ধ থেমেছে বটে তবে দুপক্ষই স্কুল এবং খামার নির্মাণের বদলে যে যার অস্ত্র পুনর্নির্মাণের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। চীন, ভারত এবং রাশিয়া, পৃথিবীর অন্যতম তিনটি শক্তিশালী ও জনবহুল দেশ। তাদের সীমান্ত নিয়ে রয়েছে যুদ্ধংদেহী অবস্থায়। দক্ষিণ আমেরিকায় কম্যুনিজম এবং ফ্যাসিজমের দ্বন্দ্ব চলছে, এরা কেউই তাদের জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে সচেষ্ট নয়। নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন-এর অন্যতম প্রধান দুই স্বাক্ষরকারী দেশ ফ্রান্স ও ইটালি কম্যুনিজমের কাছে আত্মসমর্পনের দ্বারপ্রান্তে।

'১৯৪৯ সালে প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান ঘোষণা করেছিলেন বিশ্বের কারও স্বাধীনতা কখনও বিপন্ন হতে দেখলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সমস্ত শক্তি ও সম্পদ নিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত। কিন্তু আজ, বত্রিশ বছর পরে, কেউ কেউ বলছেন এই মহানুভবতার ফলাফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, বলা হয় আমেরিকা বিশ্বনেতৃত্বের পুরো বোঝা বইতে অক্ষম। বারংবার আন্তর্জাতিক সংকটের মুখে যে কোন আমেরিকান নাগরিক জিজ্ঞেস করতেই প্যারেন তিনি কেন সুদূরের ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরের দেশের স্বাধীনতা বিঘ্নিত হতে দেখলে তিনি কেন তা রক্ষার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে যাবেন।

'আমি এ প্রশ্নের জবাবে ডানের সেই কথাটি উদ্ধৃত করছি যা পঞ্চাশ বছর আগে তিনি লিখে গেছেন। ডান বলেছিলেন, "কোনও মানুষ একটি আলাদা দ্বীপ নয়, প্রতিটি মানুষ একটি মহাদেশের অংশ।" আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিধি ছড়িয়ে রয়েছে আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর এবং আর্কটিক থেকে ইকুয়েডর পর্যন্ত।'

বক্তৃতার এ অংশটুকু বেশ পছন্দ হলো জোনের। নিজের অনুভূতিটুকু তুলে ধরা হয়েছে এ অংশে। জনতা তুমুল করতালিতে ফেটে পড়ে জানিয়ে দিল কেনেডির ভাষণের প্রতি তাদের সমর্থন রয়েছে।

'আমরা দেশে এমন একটি মেডিকেল সেবা গড়ে তুলব যা মুক্ত বিশ্বকে করে তুলবে ঈর্ষান্বিত। সকল নাগরিক এখান থেকে সমান মেডিকেল সেবা এবং সাহায্য পাবেন। কোনও আমেরিকানকে বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া হবে না।'

'প্রিয় দেশবাসী, আমি আপনাদেরকে বলতে চাই, ১৯৮০'র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিচার ও ক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রে বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে, এ যুগটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ ঘোষণা করছে রোগ, বৈষম্য এবং দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে।'

আসন গ্রহণ করলেন প্রেসিডেন্ট, সবাই এক যোগে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাল তাঁকে।

ষোল মিনিটের ১৪০০ শব্দের বক্তৃতাটি দশবার বাধা পেল দর্শকের করতালির জন্য। নতুন প্রধান নির্বাহী যখন মাইক্রোফোনের সামনে থেকে সরে দাঁড়ালেন, ততক্ষণে বুঝে গেছেন দেশের মানুষ তাঁর সঙ্গে আছে। তবে উৎফুল্ল জনতার দিকে তাঁর চোখ নেই, তাঁর দৃষ্টি প্ল্যাটফর্মে একজন মানুষকে খুঁজছে যাকে দেখার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে আছেন। লোকের সাহায্যে সেই মানুষটি খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন। নব্বুই বছরের এই বৃদ্ধা, রোজ কেনেডি, প্রেসিডেন্ট কেনেডির মা। রোজ যদি আজ এখানে উপস্থিত না থাকতেন, গোটা অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্টের কাছে নিষ্প্রভ এবং ম্লান হয়ে যেত। কিন্তু তিনি আছেন— বয়সের ভারে ন্যুব্জ শরীর তবে সন্তানের গর্বে গর্বিত। কেনেডি মা'র কাছে গিয়ে তাঁকে চুমু খেলেন।

এরপরে ফার্স্ট লেডির হাতখানা নিজের হাতের মুঠোয় পুরে নিলেন প্রেসিডেন্ট। তবে এখনই মঞ্চ ত্যাগ করার ইচ্ছে তাঁর নেই। প্রথমে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের সঙ্গে করমর্দন করলেন তারপর একে একে হাত মেলালেন নির্বাচনে জিততে তাঁকে যারা সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবার সঙ্গে।

শিডিউল মাফিক কাজ না হলে এইচ স্টুয়ার্ট নাইটের মাথা গরম হয়ে যায়। আজ কোন কিছুই সময় ধরে চলছে না। লাঞ্চে যেতে এঁদের সকলের কমপক্ষে ত্রিশ মিনিট দেরী হয়ে যাবে।

সিনেটর বার্ড এলেন প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছা জানাতে। হালকা-পাতলা গড়নের এ মানুষটির নির্দেশে পার্টির সমস্ত কল-কব্জা ঘোরে। ডেমোক্রেটিক পার্টিতে নিজের ভূমিকাটি যথাযথ পালন করেছেন সিনেটর, গড়ে তুলেছেন মৈত্রী যার কারণে একজন কেনেডি ক্ষমতায় আসতে পেরেছেন।

ডাইনিংরুমে প্রেসিডেন্টকে ঢুকতে দেখে উপস্থিত ছিয়াত্তরজন অতিথি চেয়ার ছেড়ে খাড়া হলেন। এ নারী-পুরুষরাই এখন ডেমোক্রেটিক পার্টিকে নিয়ন্ত্রণ করছেন। কেনেডি কার্টারের বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়াতে চাননি। কিন্তু পার্টির তৃণমূল নেতা-কর্মীদের চাপে নিউ হ্যাম্পশায়ার থেকে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেনেডি কিংবা কার্টার কেউই নিউ হ্যাম্পশায়ারে প্রচারাভিযান চালাননি। ওখান থেকে শতকরা সাতান্নভাগ ভোট পেয়ে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন কেনেডি। তারপরও নির্বাচনী প্রচার চালিয়ে যেতে তাঁর অনীহা ছিল। কিন্তু প্রাথমিকভাবে প্রতিটি প্রদেশে আশ্চর্যজনকভাবে জনতার রায় পেয়ে যাচ্ছিলেন কেনেডি। তাঁর ডেলিগেটদের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছিল। সবাই বুঝতে পারছিল একটি লড়াই আসন্ন এবং অনিবার্য। যেরকম লড়াই হয়েছিল ১৯৭৬ সালে, ফোর্ড এবং রিগানের মাঝে। আটলান্টায় কেনেডির পক্ষে জনতার বিপুল সমর্থনের বন্যায় ভেসে যান কার্টার। প্লেবয় পত্রিকার সাক্ষাৎকারে কার্টার প্রেসিডেন্ট জনসনকে 'মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক' বলার অপরাধে টেক্সানরা তাঁকে ক্ষমা করতে পারেনি।

লাঞ্চে উপস্থিত কয়েকজন অতিথি ইতিমধ্যে নতুন কেবিনেটের সদস্য। বহুজন এ মুহূর্তটির জন্য আঠের বছর ধরে অপেক্ষা করছিলেন, অন্যরা, যারা বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণ, তাদের জন্য কেনেডি যুগের এটা শুরু মাত্র।

প্রেসিডেন্ট তাঁর নতুন সেক্রেটারি অভ স্টেট অ্যাবি চেসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন, হেলথ এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ারের নতুন সেক্রেটারি জেরোমি উইজনারের সঙ্গেও হাত মেলালেন। সিনেটর বার্ড প্রেসিডেন্টের কনুই আলতো করে ধরে একেক জনের কাছে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। আজকের এ দিনটিতে সবাই প্রেসিডেন্টের স্পর্শ পেতে আগ্রহী।

লাঞ্চ খাওয়ার ইচ্ছে বা সুযোগ কোনটাই হলো না প্রেসিডেন্টের। কারণ সবাই তাঁর সঙ্গে একযোগে কথা বলতে চাইছেন। মেনু সাজানো হয়েছে প্রিয় খাবারগুলো দিয়ে। শুরু হলো লবস্টার বিস্ক দিয়ে, তারপর এল বীফ রোস্ট সবশেষে পরিবেশন করা হলো বিশেষ আইস চকোলেট কেক।

যখন শেষ মানুষটির সঙ্গে করমর্দন করা হলো ততক্ষণে অভিষেক প্যারেডের দেরী হয়ে গেছে। প্রেসিডেন্ট সস্ত্রীক এসে দাঁড়ালেন হোয়াইট হাউজের রিভিউইং স্ট্যান্ডে। প্রেসিডেন্সিয়াল গার্ড অব অনার-এর দল আধঘন্টা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে। প্রেসিডেন্ট আসন

গ্রহণ করার পরে শুরু হলো কুচকাওয়াজ। মিলিটারি শাখার স্টেট কনটিনজেন্ট মার্চ করে চলল, ইউএস মেরিন ব্যান্ড বাজাল সুসা এবং 'গড ব্লেস আমেরিকা।'

তিন ঘণ্টার কুচকাওয়াজ শেষ হবার পরে কেনেডির চিফ অব স্টাফ এডি মার্টিন, যিনি সিনেটে তাঁর প্রশাসনিক সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন, সামনে ঝুঁকে প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইলেন অভিষেকের প্রথম নৃত্যানুষ্ঠান শুরুর আগের সময়টুকু তিনি কী করতে চান। তড়িৎ গতির জবাব এল, 'কেবিনেট অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলোতে সই করব এবং আগামী কালকের জন্য পরিষ্কার রাখতে চাই ডেস্ক।'

প্রেসিডেন্ট সরাসরি হোয়াইট হাউজে চলে গেলেন। সাউথ পোর্টিকো ধরে হাঁটছেন, মেরিন ব্যান্ড বাজনার সুর তুলল, 'হেইল টু দ্য চিফ।' ওভাল অফিসে ঢোকার আগেই গা থেকে সকালবেলার কোট খসিয়ে ফেলেছেন প্রেসিডেন্ট। ওক এবং চামড়ার তৈরি ডেস্কে দৃঢ়ভাবে উপবেশন করলেন তিনি। এক মুহূর্ত বিরতি নিয়ে তাকালেন ঘরের চারপাশে। যেখানে যে জিনিসটি তাঁর দরকার তা সেখানটিতেই সাজানো রয়েছে। তাঁর পেছনে রাখা হয়েছে জন এবং রবার্টের ফুটবল খেলার দৃশ্যের ছবি; সামনে একটি পেপারওয়েটে জর্জ বার্নার্ড শ'র একটি উক্তি লেখা। কেনেডির বামে প্রেসিডেন্সিয়াল ফ্ল্যাগ আর ডানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা। ডেস্কের মাঝখানে সদম্ভে দাঁড়িয়ে রয়েছে এয়ার ক্রাফট-ক্যারিয়ার *জন.এফ. কেনেডি*'র রেপ্লিকা। এটি টেডি জুনিয়র কাঠ আর বোতলের মুখ দিয়ে বানিয়েছে। ফায়ার প্লেসে জ্বলছে কয়লা। নতুন প্রেসিডেন্টের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে লিংকনের একটি বাঁধানো ছবি। জানালার বাইরে সবুজ লন, গিয়ে মিশেছে ওয়াশিংটন মনুমেন্টে। প্রেসিডেন্ট হাসলেন। তিনি বাড়িতে এসেছেন।

একগাদা অফিসিয়াল কাগজপত্রের দিকে হাত বাড়ালেন তিনি। তাঁর কেবিনেটে কে কে কাজ করবেন, নামগুলোতে চোখ বুলালেন। উইসকনসিনের লেস অ্যাসপিন, MIT'র জেরোমি ওয়েজনার, নিউইয়র্কের রবার্ট রুসা, কলোরাডোর রিচার্ড ল্যাম; ত্রিশটিরও বেশি নিয়োগপত্র খসখস করে প্রতিটিতে দস্তখত করে দিলেন প্রেসিডেন্ট। হুকুম দিলেন কাগজগুলো যেন কংগ্রেসে দ্রুত পাঠিয়ে দেয়া হয়। কাগজগুলো তাঁর প্রেস সেক্রেটারি তুলে নিলেন, আগামী চারবছর এরাই আমেরিকাকে শাসন করবেন। প্রেস সচিব বললেন, 'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

হেডলি রোথ দীর্ঘ সময় কেনেডির সিনেট প্রেস সচিব ছিলেন। তিনি সচিবকে কিছু বলতে যাবেন, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন জোন। মনে করিয়ে দিতে এসেছেন ডিনারে যেতে হবে প্রেসিডেন্টকে। সপরিবারে ডিনার করবেন তিনি। আর আধঘণ্টা সময়ও নেই। প্রেসিডেন্ট তাঁর সোনার পার্কার কলমটি ডেস্কের চামড়ার ট্রেতে আরও এগারটি পার্কার কলমের সঙ্গে রেখে দিলেন।

'ঠিক আছে, ডিয়ার। আমি আসছি এখুনি।'

প্রেস সচিবকে নিয়ে প্রাইভেট এলিভেটরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে গল্প করতে লাগলেন প্রেসিডেন্ট। এ এলিভেটর তাঁকে প্রেসিডেন্সিয়াল সুইটে পৌঁছে দেবে। খুব ছোট এলিভেটর। নিজেই এলিভেটরের দরজা বন্ধ করে সেকেন্ড ফ্লোরের বোতাম টিপে দিলেন প্রেসিডেন্ট। ভাবছেন যদি এমন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এলিভেটরে আটকা পড়ে গেছেন এবং ওরা তাঁকে বের করতে পারছে না, তাহলে কেমন হবে? শেষে কী ঘটবে সে উপসংহারে যাবার আগেই এলিভেটর তাঁকে নিরাপদে দোতলায় পৌঁছে দিল।

তিনি লম্বা পা ফেলে প্রেসিডেন্টের বেডরুম অভিমুখে এগোলেন যেন এখানেই সারাটা জীবন কেটেছে তাঁর। তিনি এবং জোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাশে, ফার্স্ট লেডির শোবার ঘরটি তাঁরা বসার ঘর হিসেবে ব্যবহার করবেন।

দরজায় নক্ হলো।

'ঈশ্বর, আমাদের নিজেদের বেডরুমে একটু একাও থাকতে পারব না?'

'এটা আমাদের নিজেদের বেডরুম নয়, এটা একটা ঐতিহাসিক স্থান,' বললেন কেনেডি।

ওপরতলার মেইড ঢুকল ঘরে দেখতে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা। ঢুকেই থমকে গেল। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এই প্রথম সাক্ষাৎ তার। প্রেসিডেন্ট কোমরে শুধু একটা তোয়ালে পেঁচিয়ে আছেন।

প্রেসিডেন্ট মেইডের আড়স্টতা দূর করতে হালকা রসিকতা করলেন। মেইড আবছা হাসল। জোন কেনেডি তাঁর সান্ধ্যকালীন পোশাক পরতে দীর্ঘ সময় নিয়েছেন। আর টেডি মাত্র বারো মিনিটেই ড্রেস পরেছে সে ঘরে হাঁটতে হাঁটতে বলছে, 'আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তা, আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনকর্তা।'

'তা আমি জানি, ডার্লিং,' বললেন জোন, 'তুমি কি এখন দয়া করে আমার জিপারটা একটু টেনে দেবে?'

দুজনে সর্পিল সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন সেন্টার হল-এ, ফ্যামিলি ডাইনিংরুমে যোগ দিলেন গোটা কেনেডি পরিবারের সঙ্গে। প্রেসিডেন্ট ঘরে ঢুকতে দাঁড়িয়ে পড়লেন সকলে। ১৯৬৩ সালের পরে এই প্রথম আবার একজন কেনেডিকে সম্মান দেখানো হলো।

'প্রথম বলভান্স হবে ডি.সি আর্মোরিতে। ওখানে তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে, মি. প্রেসিডেন্ট। আমাদের ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে।' বললেন হেডলি রোথ। পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় কোর্সের খাবার শেষ করতে পারেননি। রোজ কেনেডি টেবিলের অপর প্রান্ত থেকে টেডের দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে হাত নাড়লেন। সে জোনের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে।

মোট ছটি বল ডান্স হলো, উপস্থিত থাকল কুড়ি হাজার মানুষ। এদের বেশিরভাগ প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করেছে। প্রেসিডেন্ট অনেকের সঙ্গে হাসিমুখে, ধৈর্য ধরে কথা বললেন, নিউ ইভস সেন্ট লরেন্ট ড্রেসে সজ্জিত জোন পুরো সন্ধ্যাটি বল ডান্সে কাটালেন। তাঁরা ১৬০০ পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর নতুন বাড়িতে যখন পৌঁছালেন, তখন বাজে রাত আড়াইটা।

লিংকন বেডরুমে ঢুকে নীরবতা ভঙ্গ করলেন জোন।

'ভাগ্যিস, চার বছরে মাত্র একবার এ কাজ করতে হবে। কারও জীবনে যেন দুবার এরকম অভিজ্ঞতার মাঝ দিয়ে যেতে না হয়।' অবশ্য তিনি ভুলে গেছেন আইজেন হাওয়ার ছাড়া আর কেউ দ্বিতীয় টার্মে প্রেসিডেন্ট হবার সৌভাগ্য অর্জন করেননি।

বিছানায় উঠে বসলেন প্রেসিডেন্ট, 'খুব একটা আরামদায়ক অভিজ্ঞতা নয়, কী বলো?'

'গুড এনাফ ফর লিংকন,' জবাব দিলেন জোন।

প্রেসিডেন্ট বাতি নিভিয়ে দিতে যাচ্ছেন, বেডসাইড ল্যাম্পের পাশে চোখে পড়ল শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সিজার' এর ক্ষুদ্র সংস্করণ। ইয়েল থেকে বেরিয়েছে বইটি। নীল রঙের প্রচ্ছদ। 'এটা তো ওভাল অফিসের জিনিস,' বিড়বিড় করলেন তিনি। জোন তাঁর কথা শুনতে পেলেন না। প্রেসিডেন্ট ৩৬ নম্বর পৃষ্ঠা খুললেন। লাল কালিতে আন্ডারলাইন করা লেখাটি পড়লেন :

Cowards die many times before their deaths,
The valiant never taste of death but once.
of all the wonders that I Yet have heard,
it seems to me most strange that men should fear;
Seeing that death, a neccesery end,
will come when it will come.

বাতি নিভিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট।
ঘুমিয়ে পড়ল আমেরিকা।

দুই

বৃহস্পতিবার, ৩ মার্চ, ১৯৮৩ **বিকেল ৫:৪৫**

বাড়ি ফেরার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছেন নিক স্টেমস। সকাল সাতটায় অফিসে এসেছেন, এখন বাজে বিকেল পৌনে ছটা। কাজের চাপে লাঞ্চ করেছে কিনা তাও মনে নেই। ডিনারে ঠিক সময়ে বাড়ি না ফিরলে তার স্ত্রী নরমা তাঁকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে। আর বাড়ি ফিরতে দেরি হলে গিয়ে দেখবেন সমস্ত খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুখে তোলা যাবে না। মনে পড়ছে না ঠিক কবে পেট ভরে, শান্তিতে একবেলা খাবার তিনি খেয়েছেন। ভোর সোয়া ছটায় ঘুমন্ত স্ত্রীকে বিছানায় রেখে অফিসের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েন নিক। বাচ্চারা স্কুলে যাওয়ার পরে নরমার হাতে তেমন কোনও কাজ থাকে না, রান্না ছাড়া। স্ত্রীর সঙ্গে কোনদিনই পেরে উঠবেন না নিক। যদি কর্মজীবনে ব্যর্থ হতেন, স্ত্রীর ঘ্যানঘ্যানানি তখনও শুনতে হতো কিন্তু মুশকিল হলো কর্মজীবনে, যে কোনও মানুষের তুলনায় তিনি যথেষ্ট সফল। এফবিআই'র ফিল্ড অফিসে সবচেয়ে কমবয়েসী স্পেশাল এজেন্ট হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। বর্তমানে একচল্লিশ চলছে, গত নবছর ধরে ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের প্রধান ব্যক্তিটির পদ অলংকৃত করে চলেছেন তিনি। আর এমন গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের দায়িত্বে থাকা মানুষটি প্রতিরাতে ডিনার করার সৌভাগ্য অর্জন করবেন, এমনটি ভাবা বাড়াবাড়ি নয় কী? তাছাড়া নিজের কাজকে খুবই ভালোবাসেন নিক। এ যেন তাঁর রক্ষিতার মত। যদিও বাস্তব জীবনে নিক স্টেমসের কোনও রক্ষিতা নেই। নরমার এজন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

নিক স্টেমস যে অফিসের প্রধান হিসেবে গত ন বছর ধরে কাজ করছেন সেটি আমেরিকার তৃতীয় বৃহত্তম ফিল্ড অফিস। যদিও এটির বিস্তৃতি সবচেয়ে কম অঞ্চল ঘিরে— ওয়াশিংটনের মাত্র একষট্টি বর্গ মাইল। অফিসের রয়েছে বাইশটি স্কোয়াড, বারোটি ক্রিমিনাল স্কোয়াড এবং দশটি সিকিউরিটি স্কোয়াড।

আজ তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরার তাগিদ থেকে নিক ইন্টারন্যাল ফোনে তাঁর ক্রিমিনাল কো-অর্ডিনেটর গ্রান্ট শান্নাকে ডায়াল করলেন।

'গ্রান্ট।'

'বস্।'

'আমি বাড়ি যাচ্ছি।'

'আপনার বাড়িঘর বলে কিছু আছে জানতাম না।'

'তোমারও তো তাই।'

ফোন নামিয়ে রাখলেন নিক স্টেমস। মাথার লম্বা কালো চুলে ঢুকিয়ে দিলেন হাত এফবিআই এজেন্টের চেয়ে তাঁকে সিনেমার ক্রিমিনালের ভূমিকায় অনেক বেশি মানাত। তাঁর সব কিছুই কালো—কালো চোখ, কালো চামড়া, এমনকী পরনের সুটখানাও কালো, জুতোও কালো রঙের। তাঁর কোটের এ্যাপেলের পিনে দুটি ছবি আঁকা। একটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা, অপরটি গ্রীসের।

বছর কয়েক আগে, প্রমোশন পেয়ে তাঁকে রাস্তার ওপারে, ব্যুরো হেডকোয়ার্টার্সে ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োগের প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি যাননি। গেলে বস্তি থেকে রাজপ্রাসাদে তাঁর উত্তরণ ঘটত। ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস গোটা ভবনের চার, পাঁচ এবং আটতলা দখল করে রেখেছে। এফবিআই'র এ অফিসটি পেনসিলভানিয়ার এভিন্যুর প্রাচীন পোস্ট অফিসে স্থানান্তর করা হয়েছে।

লম্বা ভবনের আড়ালে ডুব দিচ্ছে সূর্য, নিকের গভীর মুখে আরও ছায়া ঘনাল তিনি রাস্তার ওপারে গড়ে ওঠা নতুন এফবিআই সদরদপ্তরে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ১৯৭৬ সালে ভবনটির কাজ শেষ হয়। নিকের অফিসের চেয়েও বড় বড় আর কুৎসিত দর্শন এলিভেটর আছে ওখানে। তবে বিল্ডিং এর চেহারা যাই হোক তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না পদমর্যাদায় তাঁর চেয়ে বেশি বেতন মাত্র একজন পান – তাঁর বস্। ওরা তাঁর হাতে সোনালি হ্যান্ডকাফ পরিয়ে অবসরে যেতে বাধ্য না করা পর্যন্ত নিক টেবিলে বসবেন না। রাস্তায়, এজেন্টদের সঙ্গে পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব

ঘটলে বিরক্ত হয়ে ওঠেন নিক। তিনি ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে বসেই মরতে চান, তবে বসে নয়, দাঁড়িয়ে থেকে। নিক ইন্টার কমের বোতাম টিপলেন। 'জুলি, আমি বাড়ি গেলাম।'

জুলি বেয়ার্স তার ঘড়ির দিকে এমনভাবে তাকাল যেন এখন লাঞ্চ টাইম।

'জ্বী, স্যার।'

নিক নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে মিস্টি করে হাসলেন সেক্রেটারির দিকে। মাত্র একটা পা রেখেছেন দরজার বাইরে, ঝনঝন শব্দে বেজে উঠল তাঁর প্রাইভেট ফোন। আরেক পা বাড়ালেই অফিসের ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারতেন তিনি, কিন্তু নিক কে ফোন করেছে তা না জানা পর্যন্ত শান্তি পাবেন না। জুলি চেয়ার ছাড়ল। তার ফর্সা, সুঠাম পা জোড়া এক ঝলক দেখলেন নিক। মনে মনে প্রশংসা করলেন। সে নিজের কাজে এমনই মগ্ন থাকে, টাইপরাইটারের কী বোর্ডে কী লেখা আছে খেয়ালও করে না। নিজের সেক্রেটারির প্রতি কামনা জাগার অপরাধে নিক কি গ্রেফতার হতে পারেন? ফেডেরালের আইনের বইটাতে একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন

'না, ঠিক আছে, জুলি। আমি দেখছি।' নিক নিজের অফিসে ফিরে এলেন, ফোন তুললেন।

'স্টেমস বলছি।'

'গুড ইভনিং, স্যার, লেফটেনেন্ট ব্লেক, মেট্রোপলিটান পুলিশ।'

'হেই, ডেভ, প্রমোশন পাবার জন্য অভিনন্দন। তোমাকে অনেকদিন দেখি না...' বিরতি দিলেন তিনি। 'তা কমপক্ষে পাঁচ বছর তো হবেই, তখন তুমি সার্জেন্ট ছিলে। কেমন আছ তুমি?'

'ধন্যবাদ, স্যার, ভালো আছি।'

'তো লেফটেনেন্ট, এখন বড় দায়িত্ব পেয়েছ, তাই না? এক প্যাকেট চুয়িংগাম চুরির অপরাধে চোদ্দ বছরের এক কিশোরকে গ্রেফতার করেছ এবং আসামী কোথায় মালসামাল লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে বের করার জন্য আমাদের সেরা লোকটিকে এখন তোমার দরকার, না?'

হেসে উঠল ব্লেক, 'পেলে মন্দ হয় না, মি. ব্লেক। উড্রো উইলসনে মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি হওয়া এক লোক গোঁ ধরেছে সে এফবিআই'র প্রধানের সঙ্গে কথা বলবে। বলছে খুব গুরুত্বপূর্ণ কী কথা নাকি আছে তাঁর সঙ্গে।'

'সে কি আমাদের ভাড়া করা ইনফর্মারদের কেউ, ডেভ?'

'না, স্যার।'

'তার নাম কী?'

'অ্যাঞ্জেলো ক্যাসেফিকিস।'

'দেখতে কেমন?'

'জানি না, স্যার। লোকটাকে আমি দেখিনি, স্যার। শুধু ফোনে কথা হয়েছে। বলল এফবিআই যদি তার কথায় কান না দেয় তাহলে নাকি আমেরিকার কপালে অশেষ দুর্গতি আছে।'

'একটু ধরো তো একবার চেক করে নিই লোকটা ভুয়া কিনা।'

নিক স্টেমস একটি বোতামে চাপ দিলেন ডিউটি অফিসারের সঙ্গে কথা বলার জন্য। 'ডিউটিতে কে আছ?'

'পল ফ্রেডেরিকস, বস্।'

'পল, নাট বক্সটা একটু চেক করো তো।'

নাট বক্স হলো তিন বাই পাঁচ ইঞ্চি মাপের কতগুলো সাদা ইনডেক্স কার্ডের বাক্স। এর মধ্যে কিছু মাথা পাগলা মানুষের কথা লেখা আছে যারা মাঝরাতে এফবিআই অফিসে ফোন করে বলে মঙ্গলবাসী তাদের বাড়ির উঠোনে অবতরণ করেছে কিংবা সিআইএ'র পৃথিবী দখলের ষড়যন্ত্রের কথা তারা জানতে পেরেছে। স্পেশাল এজেন্ট ফ্রেডেরিক্স নাটবক্স নিয়ে ফিরে এল লাইনে।

'বস্, লোকটার নাম কী?'

'অ্যাঞ্জেলো ক্যাসেফিকিস।' জবাব দিলেন নিক।

'উন্মাদ গ্রীক,' বলল ফ্রেডেরিক্স। 'এ বিদেশীগুলোর কোনও তাল ঠিক নেই।'

'গ্রীকরা বিদেশী নয়,' ধমকে উঠলেন স্টেমস। তাঁর পুরো নাম নিক স্টামাটাকিস কিন্তু তাঁর বাবা নামটার ইংরেজিকরণ করেছেন চমৎকার পদবীটাকে ছেঁটে দিয়ে। এজন্য বাপের ওপরে রাগ আছে স্টেমসের।

'দুঃখিত, স্যার। নাট বক্স কিংবা ইনফর্মান্ট ফাইলে এ নামে কোনও লোক নেই। সে কি তার পরিচিত কোন এজেন্টের নাম বলেছে?'

'না, শুধু এফবিআই'র প্রধান কর্তার সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছে।'

নিক ব্লেককে তথ্যটা জানালেন। ব্লেক বলল সে তার এক লোককে হাসপাতালে পাঠিয়েছিল। কিন্তু গ্রীক কিছুই বলেনি। ভয়ে কাঁপছিল সে। পায়ে গুলি খেয়েছে। চিকিৎসা করতে দেরি করার ফলে ঘা হয়ে গেছে

'গুলি লাগল কীভাবে?' প্রশ্ন করলেন নিক।

'এখনও জানি না। সাক্ষী সাবুদ পাবার চেষ্টা করছি। পাচ্ছি না। ক্যাসেফিকিস কীভাবে এবং কবে গুলি খেয়েছে বলতে চাইছে না।'

'সে শুধু এফবিআইকে চাইছে, না? ঠিক আছে, লেফটেনেন্ট, আমি বিষয়টি দেখছি। কাল সকালে তোমাকে এ ব্যাপারে জানাব।'

ফোন নামিয়ে রাখলেন নিক স্টেমস। ছটা বেজে গেছে। তিনি কেন মরতে অফিসে ফিরে এলেন! গোল্লায় যাক টেলিফোন। তিনি ইন্টারকম ফোন তুলে ক্রিমিনাল সেকশনের প্রধানের সঙ্গে কথা বললেন।

'গ্রান্ট।'

'আপনার এতক্ষণে বাড়ি যাবার কথা?'

'এক মিনিটের জন্য আমার অফিসে একটু আসতে পারবে?'

'এখুনি আসছি, বস্।'

কয়েক সেকেন্ড পরে মুখে সবসময়ের সঙ্গী সিগার ঝুলিয়ে হাজির হয়ে গেলেন গ্রান্ট নান্না। গায়ে জ্যাকেট। শুধু নিকের অফিসে এলেই জ্যাকেটটা পরেন।

নান্নার ক্যারিয়ার গল্পের মত। তাঁর জন্ম টেক্সাসের এল কাম্পোতে। বেলর থেকে বি.এ করে তারপর সাউদার্ন মেথোডিস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে জোগাড় করেছেন আইনী ডিগ্রি। তরুণ এজেন্ট হিসেবে পিটসবার্গ ফিল্ড অফিসে যোগ দেন নান্না। ওখানে পরিচয় হবু স্ত্রী বেটির সঙ্গে। বেটি ছিল এফবিআই'র স্টেনোগ্রাফার। ওদের চার ছেলে। সবাই ভার্জিনিয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে পড়াশোনা করেছে। দুজন ইঞ্জিনিয়ার, একজন চিকিৎসক এবং সর্বশেষজন দাঁতের ডাক্তার। এজেন্ট হিসেবে ত্রিশ বছরেরও বেশি চাকরি করেছেন নান্না। নিকের চেয়ে বারো বছর বেশি। নিক নান্নার অধীনস্থ এজেন্ট ছিলেন। তবে এ নিয়ে নান্নার মনে কোনও খেদ নেই। কারণ তিনি এখন ক্রিমিনাল সেকশনের হেড। নান্না নিজের কাজটি ভালোবাসেন এবং নিককে খুব শ্রদ্ধা করেন। লোকচক্ষুর আড়ালে নিককে তিনি নাম ধরে ডাকেন।

'কী ব্যাপার, বস্?'

নান্না অফিসে ঢুকছেন, তাঁর দিকে মুখ তুলে চাইলেন স্টেমস। নান্না পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি লম্বা, পঞ্চান্ন বছর বয়স, মোটাসোটা, মুখে সবসময় সিগার ঝোলে।

নান্নাকে বসতে বললেন নিক। তারপর উড্রো উইলসন মেডিকেল সেন্টারে ভর্তি হওয়া গ্রীকের গল্প তাঁকে বললেন।

'তুমি দুজন লোককে ওখানে পাঠিয়ে দাও। গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যাপার হলে আমাকে বাসায় ফোন করবে। কাকে পাঠাবে, গ্রান্ট?'

'লোকটা যদি কোনও ইনফর্মার হয় তাহলে অ্যাসপিরিনকে পাঠানো যাবে না।'

'অ্যাসপিরিন' হলো ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এজেন্ট তাকে ঠাট্টা করে এ নামে ডাকা হয়। সে সমস্ত রহস্যের সমাধান করতে চায় বই পড়ে। সে সাতাশ বছর ধরে চাকরি করছে, তার সঙ্গে কেউ কাজ করতে গেলে তার 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি'র মত অবস্থা হয়। কারণ সব কাজ কেঁচে গণ্ডুষ করতে ওস্তাদ এই অ্যাসপিরিন। এ বছরের শেষ নাগাদ তার অবসরে যাওয়ার কথা।

'না, অ্যাসপিরিনকে দিয়ে চলবে না। তরুণ কাউকে পাঠাও।'

'কোলভার্ট আর অ্যান্ড্রুজকে পাঠাই?'

'পাঠাও,' জবাব দিলেন স্টেমস। 'ওদেরকে এখুনি ব্রিফ করো। আমি এখন রওনা হলেও ডিনারে হাজির হতে পারব।'

গ্রান্ট নান্না চলে গেলেন। নিক তাঁর সেক্রেটারির দিকে তাকিয়ে বিদায় বেলার দ্বিতীয় মধুর হাসিটি উপহার দিলেন। জুলি বসের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে হাসল। ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের সবচেয়ে সুন্দরী সেক্রেটারি সে। 'এফবিআই এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে আমার আপত্তি নেই তবে আমি এদের কাউকে বিয়ে করব না,' টপ ড্রয়ারে লাগানো ছোট আয়নার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথাগুলো বলল সে নিক স্টেমস অফিস থেকে বেরিয়ে যাবার পরে। তবে এ কথাটি মাঝে মাঝেই বলে সে।

গ্রান্ট নান্না নিজের অফিসে ঢুকে এক্সটেনশন ফোনে ক্রিমিনাল রুমের সঙ্গে কথা বললেন।

'কোলভার্ট এবং অ্যান্ড্রুজকে পাঠিয়ে দাও।'

'জ্বী, স্যার।'

দরজায় কড়াঘাতের শব্দ হলো। ভেতরে ঢুকল দুই স্পেশাল এজেন্ট। ক্রিমিনাল সেকশনের প্রধানের সামনে বসল। ব্যারি কোলভার্ট বিশালদেহী, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি লম্বা। মাত্র বত্রিশ বছর বয়স, তাকে বলা হয় ক্রিমিনাল বিভাগের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী দোয়েন্দা। সে গাঢ় সবুজ রঙের একটি জ্যাকেট পরেছে, কালো ট্রাউজার্স। বাদামী, খাটো চুলগুলো ডান দিকের সিঁথিতে সুন্দর করে আঁচড়ানো। সাড়ে পাঁচটায় অফিস ছুটি হলেও সে আরও অনেক পরে বাড়ি যায়। ডিউটি করে। কারণ সে ওপরে ওঠার সিঁড়ি

ক'ইবার চেষ্টা করছে। সে নিজের চাকরিটি খুব পছন্দ করে। ব্যারি আজতক কারও সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়ায়নি, অন্তত তার সহকর্মীরা তা-ই জানে। কোলভার্ট একজন মিডওয়েস্টার্নার, ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটি থেকে সমাজ বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েশন করে এফবিআইতে ঢুকেছে। তারপর কুয়ানটিকোতে, এফবিআই'র একাডেমিতে পনেরো সপ্তাহ'র একটি কোর্স শেষ করেছে। যে কোনও দিক থেকেই সে এফবিআই ম্যান হিসেবে আদর্শ।

তার সঙ্গে তুলনায় মার্ক অ্যান্ড্রুজকে বরং ম্লানই মনে হবে। সে ইয়েল থেকে ইতিহাসে পড়া শেষ করে ইয়েল ল স্কুলে ভর্তি হয়েছিল। একটি ল ফার্মে যোগ দেয়ার আগে কয়েক বছর রোমাঞ্চকর কোনও কাজে সম্পৃক্ত হতে চাইছিল মার্ক। এ জন্য সে ক্রিমিনাল এবং পুলিশের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এর ভেতরে ঢুকে বিষয়টি সে জানতে চাইছিল। তবে এফবিআইতে চাকরির জন্য আবেদন করার সময় এটাকে কারণ হিসেবে দেখায়নি মার্ক। কারণ ব্যুরোকে কেউ অ্যাকাডেমিক এক্সপেরিমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করে না।

মার্ক অ্যান্ড্রুজ ছফুট লম্বা হলেও দৈত্যাকার কোলভার্টের পাশে তাকে ক্ষুদ্রকায়ই লাগে। তার চুল কোঁকড়ানো, অত্যন্ত সুদর্শন সে, চোখের রঙ নীল, ঝকঝকে। তার বয়স আটাশ, বিভাগের কনিষ্ঠতম এজেন্টদের একজন। সে সবসময় ফ্যাশনেবল ড্রেস পরে। অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী মার্ক নিজের চিন্তাভাবনাগুলো কারও সঙ্গে শেয়ার করে না। তার ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার প্ল্যান কেউ জানে না।

গ্রান্ট নান্না উড্রো উইলসন হাসপাতালে শুয়ে থাকা, ভয়ে আধমরা লোকটার কথা ওদেরকে বললেন।

'কৃষ্ণাঙ্গ?' প্রশ্ন করল কোলভার্ট।

'না, গ্রীক।'

বিস্মিত কোলভার্ট। ওয়াশিংটনের অধিবাসীদের আশিভাগ কালো মানুষ, আর ক্রিমিনাল চার্জে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাদের আটানব্বুই ভাগ কৃষ্ণাঙ্গ।

'ওকে, ব্যারি, তোমরা ব্যাপারটা সামাল দিতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়। কাল সকালে রিপোর্ট দিলে চলবে?'

'না, এর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় জড়িত থাকলে বস্ সরাসরি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছেন। আর তেমন কিছু না হলে আজ রাতে শুধু একটা রিপোর্ট লিখে দিলেই চলবে।' বেজে উঠল নান্নার ফোন।

'মি. স্টেমস তাঁর গাড়ির রেডিও লাইনে আছেন, স্যার,' বলল রাত্রিকালীন সুইচ বোর্ড অপারেটর পলি। 'আপনাকে চাইছেন।'

'এ লোক এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া থাকতে পারে না, ঠিক না?' হাতের তালু দিয়ে চেপে ধরে দুই জুনিয়ার এজেন্টকে উদ্দেশ্য করে বলরেন নান্না

'হাই, বস্।'

'গ্রান্ট, তোমাকে কি বলেছিলাম গ্রীকের পায়ে বুলেট লেগে ঘা হয়ে গেছে?'

'জ্বী, বস্।'

'বেশ। এখন আমার একটা কাজ করে দাও দেখি। আমার লোকাল চার্চ সেইন্ট কন্সটানটিন এবং সেইন্ট হেলেনে ফোন করে ফাদার গ্রেগরির সঙ্গে যোগাযোগ করো। তাঁকে হাসপাতালে যেতে বলবে ওই লোকের সঙ্গে দেখা করার জন্য।'

'আচ্ছা।'

'তুমি এখন বাড়ি যেতে পার, গ্রান্ট। আজ রাতের অফিস অ্যাসপিরিনই সামলে নিতে পারবে।'

'এখুনি যাব, বস্।'

কেটে গেল লাইন।

'ওকে, তোমরা দুজন তাহলে রওনা হয়ে যাও,' বললেন নান্না।

দুই স্পেশাল এজেন্ট নোংরা, ধূসর করিডর ধরে পা বাড়াল। ঢুকল সার্ভিস এলিভেটরে।

যথারীতি বহু কষ্টে যেন স্টার্ট নিল এলিভেটর। ঘটর ঘটর শব্দ করে নেমে এল নীচে। ওরা অফিসের গাড়িতে চড়ল।

গাঢ় নীল রঙের ফোর্ড সেডান নিয়ে পেনসিলভানিয়া এভিন্যুতে চলে এল মার্ক, পাশ কাটাল ন্যাশনাল আর্কাইভ এবং মেলন গ্যালারি ছায়াঘেরা ক্যাপিটল বৃত্তাকারে ঘুরে উঠে এল ইনডিপেনডেন্স এভিন্যুতে, চলল ওয়াশিংটনের দক্ষিণ পশ্চিমে। লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসের কাছে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ল ওরা। ঘড়িতে একবার চোখ বুলিয়ে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল ব্যারি।

'এসব ফালতু কাজে ওরা অ্যাসপিরিনকে পাঠালেই পারে।'

'অ্যাসপিরিনকে হাসপাতালে পাঠাবে কে?' বলল মার্ক।

হাসল ও। কুয়ানটিকোতে এফবিআই একাডেমিতে পনেরো সপ্তাহ'র ট্রেনিং-এ ওদের দুজনের মধ্যে বেশ সখ্য গড়ে ওঠে, বেশিরভাগ

অ্যাসাইনমেন্টে ওরা দুজনে এক সঙ্গে যায়।

সবুজ আলো জ্বলে উঠল। কিন্তু ওদের সামনে, পাশের গলি থেকে আসা একটা গাড়ি বামে মোড় নিতে গেলে ওরা আবার জ্যামে আটকা পড়ে গেল।

'ওই লোকটা কী বলতে চায় বলো তো?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'কী জানি!' ঠোঁট ওল্টাল ব্যারি, 'আশা করি ব্যাটা ব্যাংক ডাকাতি ফাকাতি করেছে। আমি এখনও কেস এজেন্ট হয়েই আছি। গত তিন হপ্তা ধরে বড় ধরনের কোনও কেস পাচ্ছি না। এজন্য বোধহয় বিচলিত হয়ে আছেন স্টেমস।'

'মনে হয় না ওরকম কোনও কেস। হয়তো ঠিক সময় বাড়িতে ফেরেনি বলে লোকটার বউ তাকে ঠ্যাংয়ে গুলি করেছে।'

হেসে উঠল ওরা। ওরা জানে নিক স্টেমস জেনেশুনে কোনও বিপদের মুখে ওদেরকে ঠেলে দেবেন না। সাউথইস্ট ওয়াশিংটনের কেন্দ্রস্থলে চলে এসেছে গাড়ি, এদিকে ট্রাফিকের যন্ত্রণা কম। ওরা নাইনটিনথ স্ট্রিট এবং ডি.সি আর্মারি পার হয়ে পৌঁছে গেল উড্রো উইলসন মেডিকেল সেন্টারে। ভিজিটর্স পার্কিং লটে গাড়ি ঢোকাল মার্ক। গাড়ির প্রতিটি দরজা বন্ধ করে ডাবল চেক করল কোলভার্ট। গাড়ি চুরি হওয়া এবং পরে মেট্রোপলিটান পুলিশের সহায়তায় চুরি যাওয়া গাড়ি ফেরত পাবার ব্যাপারটি একজন এজেন্টের জন্য খুবই বিব্রতকর বিষয়।

হাসপাতালের প্রবেশপথটি প্রাচীন এবং সরু। করিডরগুলো ধূসর, অন্ধকারাচ্ছন্ন। রিসেপশন ডেস্কে বসা নাইট ডিউটিরত মেয়েটি জানাল ক্যাসেফিকিস চার তলায় আছে, ৪৩০৮ নাম্বার রুমে। এখানকার নিরাপত্তার অভাব দুজন এজেন্টকেই বিস্মিত করল। নিজেদের পরিচয়পত্র দেখাতে হয়নি, ওরা বিল্ডিং-এ এমনভাবে হাঁটাহাঁটি করছে যেন ইন্টার্নি ডাক্তার। কেউ ওদের দিকে দ্বিতীয়বার ফিরেও তাকাল না। হয়তো এজেন্ট বলেই ওরা অতিমাত্রায় নিরাপত্তা সচেতন।

ধুঁকতে ধুঁকতে এলিভেটর ওদেরকে চার তলায় পৌঁছে দিল। এলিভেটরে ওরা ছাড়া ক্রাচ হাতে এক লোক এবং হুইল চেয়ারে বসা এক মহিলা ছিল। তারা এলিভেটরের অসহ্য ধীর গতিকে বিস্মৃত হয়ে এমনভাবে গল্প জুড়ে দিল যেন দুজনের হাতেই রয়েছে পৃথিবীর সমস্ত সময়। চারতলায় এসে কোলভার্ট জানতে চাইল কে ডিউটিতে আছেন। স্টাফ নার্স জানাল, 'ডা ডেক্সটারের তো ডিউটি শেষ তবু দেখছি উনি আছেন কিনা।' ব্যস্ত

সমস্ত হয়ে চলে গেল সে। এফবিআই'র লোকজন তো আর প্রতিদিন এখানে আসে না। তাছাড়া অপেক্ষাকৃত খাটো, ঝকঝকে নীল চোখের লোকটা যা হ্যান্ডসাম! ডাক্তারকে নিয়ে ফিরল নার্স। ডা. ডেক্সটারকে দেখে কোলভার্ট এবং মার্ক দুজনেই বেশ অবাক। নিজেদের পরিচয় দিল ওরা ডাক্তারের লম্বা পা জোড়ার কারণেই তাকে এত আকর্ষণীয় লাগছে, ভাবছে মার্ক। এত সুন্দর পা সে শেষ দেখেছে পনেরো বছর বয়সে, 'দ্য গ্রাজুয়েট' ছবিতে নায়িকা অ্যান ব্যানক্রফটের পদযুগলের মতই মসৃণ এবং সুগঠিত ডেক্সটারের পা।

এলিজাবেথ ডেক্সটারের গায়ে সাদা কোট। তার নিচে সে লাল সিল্কের শার্ট পরেছে, কালো স্কার্টটিও বেশ স্টাইলিশ, হাঁটু পর্যন্ত এসে শেষ হয়েছে ওটার পরিধি। উচ্চতা মাঝারী, মুখে কোনও মেকআপ নেয়নি। অবশ্য এ নারীর চমৎকার ত্বক আর আশ্চর্য সুন্দর কালো চোখে মেকআপের প্রয়োজনও পড়ে না, মনে মনে বলল মার্ক। যাক, এখানে আসাটা একেবারে বৃথা যায়নি দেখা যাচ্ছে। তবে অপূর্ব সুন্দরী ডাক্তারের প্রতি কোনরকম কৌতূহল প্রকাশ করল না ব্যারি, সে ক্যাসেফিকিসের ফাইল দেখতে চাইল।

'আপনি কি সিনেটর ডেক্সটারের কিছু হন?' জিজ্ঞেস করল মার্ক, 'সিনেটর' শব্দটির ওপর একটু জোর দিল।

'হ্যাঁ, উনি আমার বাবা,' হালকা গলায় জবাব দিল যুবতী, এরকম প্রশ্ন শুনে সে অভ্যস্ত এবং যারা তার এ পরিচয়টির প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করে তাদের ওপর কিঞ্চিৎ বিরক্তও বোধ করে এলিজাবেথ।

'ইয়েলে ল ক্লাসে আমাদের শেষ বর্ষে উনি লেকচার দিয়েছিলেন,' বলল মার্ক.

'আচ্ছা? আপনি ইয়েলে পড়াশোনা করেছেন বুঝি? কবে গ্রাজুয়েশন করেছেন?'

'ছিয়াত্তরে,' জবাব দিল মার্ক, 'উনআশিতে বেরিয়েছি। আপনার সাথে হয়তো আগে কখনও আমার দেখা হয়েছে।' বলল এলিজাবেথ।

'আমি আশি সালে ইয়েল মেডিকেল থেকে বেরিয়েছি।'

'আপনার সঙ্গে আগে সাক্ষাৎ হলে আমি নিশ্চয় আপনাকে ভুলতাম না, ড. ডেক্সটার।'

'তোমরা তোমাদের ছাত্রজীবনের বকবকানি একটু বন্ধ করবে?' বাধা দিল ব্যারি কোলভার্ট, 'আমাকে একটু কাজ করতে দাও।'

নাহ, ব্যারি একদিন সত্যি ডিরেক্টর হতে পারবে, ভাবল মার্ক।

'এ লোক সম্পর্কে আপনি কী জানেন, ড. ডেক্সটার?' জিজ্ঞেস করল কোলভার্ট।

'তেমন কিছু জানি না,' ক্যাসেফিকিসের ওপর লেখা ফাইলটা ব্যারির কাছ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল ডাক্তার।

'সে নিজেই এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। বলল গুলি খেয়েছে। ক্ষতে ঘা হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হলো অন্তত হপ্তাখানেক সে কোনও চিকিৎসা করায়নি। আরও আগে আসা উচিত ছিল ওর। আমি আজ সকালে ওর শরীর থেকে বুলেট বের করি। আপনি জানেন, মি. কোলভার্ট, কেউ শরীরে গুলির ক্ষত নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হলে পুলিশে খবর দেয়া আমাদের কর্তব্য। তাই আমরা মেট্রোপলিটন পুলিশে আপনাদের লোকদের কাছে ফোন করি।'

'ওরা আমাদের লোক নয়,' শুধরে দিল মার্ক।

'ডাক্তারদের কাছে পুলিশ পুলিশই,' বলল এলিজাবেথ। 'কে কোন্ বিভাগে আছে তা নিয়ে তারা চিন্তা করে না।'

'আর পুলিশের কাছেও একজন ডাক্তার স্রেফ ডাক্তার, যদিও আপনাদের শ্রেণী বিন্যাস রয়েছে— কেউ অর্থোপেডিক, কেউ গাইনোকলজিস্ট, কেউবা নিউরলজিস্ট, তাই না? আমাকে নিশ্চয় মেট্রোপলিটনের ঠোলাদের মত লাগে না?'

রসিকতা করার মুডে নেই ডাক্তার। সে বলে যেতে লাগল, 'পুলিশ আসার পরে বলল কিছুক্ষণের মধ্যে নাকি এফবিআই'র লোক আসবে।' ম্যানিলা ফোল্ডার খুলল এলিজাবেথ। 'আমরা শুধু জানি এ লোক জাতিগতভাবে গ্রীক এবং তার নাম অ্যাঞ্জেলো ক্যাসেফিকিস। এ হাসপাতালে সে আগে কখনও আসেনি, আমাদের খাতায় তার নামও নেই। সে নিজের বয়স বলেছে আটত্রিশ। ব্যস, এর বেশিকিছু আমি জানি না।'

'ঠিক আছে, তথ্যটুকুর জন্য ধন্যবাদ, ড. ডেক্সটার,' বলল কোলভার্ট। 'ওর সঙ্গে কি এখন দেখা করা যাবে?'

'নিশ্চয়। আসুন আমার সঙ্গে।' ঘুরল এলিজাবেথ ডেক্সটার, পা বাড়াল করিডরে। ওরা চলল পেছন পেছন।

ব্যারি ৪৩০৮লেখা ঘর খুঁজছে, মার্কের দৃষ্টি এলিজাবেথের পায়ে। ঘরের সামনে এসে ওরা ছোট একটি জানালা দিয়ে উঁকি দিল ভেতরে। দুজন লোক, বিছানায় শুয়ে আছে অ্যাঞ্জেলো ক্যাসেফিকিস, হাসিখুশি চেহারার এক কৃষ্ণাঙ্গ পাশের বিছানায় বসে টিভি দেখছে। টিভির সাউন্ড

অফ করা। কোলভার্ট ফিরল ডা. ডেক্সটারের দিকে।

'ওর সঙ্গে একা কথা বলা যাবে, ড. ডেক্সটার?'

'কেন?'

'ও আমাদেরকে কী বলবে জানি না আমরা। অন্য কেউ তার কথা শুনে ফেলুক এটা নিশ্চয় চাইবে না সে।'

'ও নিয়ে ভাববেন না,' হাসল ড. ডেক্সটার। 'পাশের বিছানায় যাকে দেখছেন ও আমাদের ডাকহরকরা, বেনজামিন রেনল্ডস। ও বোবা এবং কালা। আমরা আগামী হপ্তায় ওর অপারেশন করব। ওর কানের পাশে বোমা ফাটালেও শুনবে না। কাজেই ওর সামনে স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারেন.'

কোলভার্ট এবং মার্ককে নিয়ে ঘরে ঢুকল এলিজাবেথ। তারপর সুঠাম গোড়ালির ওপর ভর করে ঘুরল, বেরিয়ে গেল। শীঘ্রি দেখা হবে সুন্দরী, মনে মনে বলল মার্ক। কোলভার্ট ভুরু কুঁচকে লক্ষ করছে রেনল্ডসকে। কালো মানুষটা ওদেরকে দেখে, হাত নেড়ে গালভরা হাসি দিয়ে আবার মনোযোগ ফিরিয়েছে টিভি অনুষ্ঠানে।

ব্যারি কোলভার্ট ডাকহরকরার বিছানার পাশে দাঁড়াল ক্যাসেফিকিসকে আড়াল করে যাতে গ্রীককে দেখতে না পায় লোকটা। ওর ঠোঁট নড়া দেখে রেনল্ডসকে কিছু বুঝে ফেলার সুযোগ দিতে চায় না ব্যারি। ওর সবদিকেই নজর আছে।

'মি. ক্যাসেফিকিস?'

'জ্বী।'

ক্যাসেফেকিসের গায়ের রঙ ধূসর, দেখলেই বোঝা যায় সে প্রচণ্ড অসুস্থ। তার নাকটা খাড়া, ঝোপের মত ভুরু, চেহারায় উদ্বেগ। সাদা বিছানার ওপর ছড়িয়ে রাখা হাতজোড়া প্রকাণ্ড, প্রকটভাবে ফুটে আছে শিরা। শেভ করেনি বলে দাড়িতে ঢেকে গেছে মুখ। চুল কালো, ঘন এবং এলোমেলো। তার একটি পায়ে ভারী ব্যান্ডেজ, অপরটি মেলে দিয়েছে বিছানার চাদরে। বিচলিত দৃষ্টিতে সে মার্ক এবং ব্যারিকে দেখছে।

'আমি স্পেশাল এজেন্ট কোলভার্ট আর ইনি স্পেশাল এজেন্ট অ্যান্ড্রুজ। আমরা ফেডেরাল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের কর্মকর্তা।'

ওরা কোটের ডান পকেট থেকে যে যার পরিচয়পত্র বের করে বাম হাতে দেখাল ক্যাসিফিকিসকে, এফবিআই'র সকল নতুন এজেন্টকে শেখানো হয় সবসময় ডান হাতটি খালি রাখতে যাতে প্রয়োজনে চট করে অস্ত্র বের করে গুলি করা যায়।

ক্যাসেফিকিস ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটে জিভ বুলাতে বুলাতে পরিচয়পত্র দেখল। সে মার্কের কার্ড নাম্বার ৩৩০২ এবং ব্যাজ নাম্বার ১৭২১-এ চোখ বুলাল, যেন ইংরেজি পড়তে পারে। তবে কথা বলছে না গ্রীক, যেন বুঝতে পারছে না কীভাবে শুরু করবে অথবা মতও বদলাতে পারে, বলবে না কিছুই। মার্কের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ক্যাসেফিকিস, একে ওর অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল মনে হয়েছে। তারপর শুরু করল গল্প বলা.

'পুলিশের কাছে আগে কখনও যাইনি আমি।' বলল সে। 'কারণ পুলিশের সঙ্গে কোনদিন কোনও ঝামেলায় জড়াইনি আমি।'

ওরা হাসল না বা কোনও মন্তব্য করল না।

'কিন্তু হঠাৎ করেই মস্ত এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। ঈশ্বরের দোহাই, এখন আমার সাহায্য দরকার।'

কোলভার্ট বলল, 'কীরকম সাহায্য?'

'আমি একজন অবৈধ অভিবাসী, আমার স্ত্রীও। আমরা দুজনেই গ্রীক, জাহাজে চেপে বাল্টিমোরে এসেছিলাম, এখানে গত দুবছর ধরে কাজ করছি। আমাদের আর দেশে ফিরে যাবার উপায় নেই। কথা দিতে হবে আমাদেরকে বের করে দেয়া হবে না। তাহলে আমি মুখ খুলব।'

'কিন্তু আমরা এমন কোন কথা দিতে পারি না যে...' ব্যারি মার্কের বাহুতে হাত রাখল। 'আপনার দেয়া তথ্য দিয়ে যদি কোনও অপরাধের সুরাহা করা সম্ভব হয়, সেক্ষেত্রে আমরা ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। এর বেশি কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।'

ক্যাসেফিকিসকে মরিয়া দেখাল। 'আমার একটা চাকরির দরকার ছিল, টাকার প্রয়োজন ছিল। আমার সমস্যাটা বুঝতে পারছেন তো?'

ওরা দুজনেই লোকটার সমস্যা বুঝতে পারছে। ওদেরকে এ ধরনের সমস্যার প্রায়ই মুখোমুখি হতে হয়।

'রেস্টুরেন্টে ওয়েটারের চাকরির প্রস্তাব পাই আমি। আমার স্ত্রী তো খুবই খুশি. কাজে যোগদানের দ্বিতীয় হপ্তায় একটি হোটেল রুমে এক বিশালদেহী লোককে লাঞ্চ পরিবেশন করার জন্য আমাকে পাঠানো হয় ইংরেজি জানে না এমন কোনও ওয়েটার চাইছিল সে। আমি ইংরেজি প্রায় বলতেই পারি না তাই আমার বস আমাকে ওখানে পাঠান। বলে দেন আমি যেন মুখ বন্ধ রাখি এবং শুধু গ্রীক ভাষায় কথা বলি। আমাকে কুড়ি ডলার দেয়া হয়েছিল। আমি রাজি হয়ে যাই। একটা ভ্যানের পেছনে চড়ে সেই হোটেলে যাই— সম্ভবত ওটা জর্জটাউনে। ওখানে পৌঁছার পরে আমাকে

বেযমেন্টে, রান্নাঘরে পাঠানো হয়। আমি ড্রেস পরে, খাবার নিয়ে যাই প্রাইভেট ডাইনিংরুমে। সেখানে পাঁচ/ছজন লোক ছিল। শুনতে পাই বিশালদেহী বলছে আমি ইংরেজি বলতে পারি না। তখন ওরা কথা চালিয়ে যেতে থাকে। আমি অবশ্য ওদের কথায় তেমন মনোযোগ দিইনি। তবে শেষ কাপ কফি যখন পরিবেশন করছি, কানে ভেসে এল 'কেনেডি' নামটি। আমি কেনেডিকে খুব পছন্দ করি। শুনলাম একজন বলছে, 'কাজটা আবার করতে হবে,' আরেকজন বলল, 'আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী সবচেয়ে ভালো দিন হবে ১০ মার্চ,' তারপর শুনলাম, 'সিনেটরের সঙ্গে আমি একমত। চলো, ওর ভাইয়ের মত ওকেও দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিই।' একজন আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে ছিল। তাই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। আমি নিচতলায় দাঁড়িয়ে বাসনকোসন ধুচ্ছি, এক লোক এসে চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই তুমি। হ্যান্ডস আপ।' আমি মাথার ওপর হাত তুলে ঘুরে তাকাই। লোকটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে দেখে দরজা লক্ষ্য করে ছুট লাগাই। লোকটা আমাকে গুলি করে। পায়ে গরম লোহার ছ্যাঁকা অনুভব করি আমি। কিন্তু ছোটায় বিরতি দিই না। আমি পালিয়ে আসতে পেরেছিলাম কারণ বুড়ো লোকটা প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে জোরে ছুটতে পারছিল না। সে চিৎকার করছিল। তবে জানতাম ও আমাকে ধরতে পারবে না। আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। দ্রুত বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাই। আশ্রয় নিই শহরের বাইরে, আমার এক গ্রীক বন্ধুর বাড়িতে। ভেবেছিলাম সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু আমার গুলি খাওয়া পায়ে ঘা সৃষ্টি হলে আরিয়ানা আমাকে নিয়ে হাসপাতালে যায় এবং আপনাদেরকে ফোন করে আমার বন্ধু বলছিল ওই লোকগুলো আমার খোঁজে আমার বাড়িতে যেতে পারে এবং বাড়িতে আমাকে পেলে খুন করে ফেলবে ' বিরতি দিল সে। জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে, দাড়িতে ঢাকা মুখ ভিজে গেছে ঘামে। ওদের দিকে অনুনয়ের চোখে তাকিয়ে রইল।

'আপনার পুরো নাম কী?' জিজ্ঞেস করল কোলভার্ট।

'অ্যাঞ্জেলো মেক্সিস ক্যাসিফিকিস।'

'কোথায় থাকেন?'

'বর্তমানে হুইটনের ১১৫০১ এলকিন স্ট্রিটের ব্রিজ ম্যানর অ্যাপার্টমেন্টে আছি। আমার বন্ধুর বাড়ি। সে খুব ভালো মানুষ প্লিজ, তাকে কিছু বলবেন না।'

'ঘটনা কবে ঘটেছে?'

'গত বৃহস্পতিবার,' সঙ্গে সঙ্গে বলল ক্যাসেফিকিস।

তারিখ দেখল কোলভার্ট, '২৪ ফেব্রুয়ারি?' শ্রাগ করল গ্রীক।

'গত বৃহস্পতিবার।'

'এ কাজ আপনাকে যে দিয়েছে তার নাম কী?'

'জানি না' কোনও ওয়ার্ক পারমিট দেয়নি সে, কোনও প্রশ্নও করেনি। তাই আমিও কিছু জিজ্ঞেস করিনি।'

'কোন্ রেস্টুরেন্টে কাজ করতেন?'

'আমার বাড়ির পাশের রাস্তায়। রেস্টুরেন্টের নাম গোল্ডেন ডাক।'

কোলভার্ট নোট নিচ্ছে। 'আর যে হোটেলে আপনাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওটার নাম কী?'

'জানি না। ওটা জর্জটাউনে। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে আপনাদেরকে ওখানে নিয়ে যেতে পারব।'

'মি. ক্যাসেফিকিস, ভেবেচিন্তে, জবাব দিন— লাঞ্চের সময় ওখানে অন্য কেউ কি কাজ করছিল যে আপনি যা শুনেছেন তা শুনে ফেলতে পারে?'

'না, স্যার। ওখানে আমিই একমাত্র ওয়েটার ছিলাম।'

'আপনি যা শুনেছেন তা কি কাউকে বলেছেন? আপনার স্ত্রীকে? কিংবা যে বন্ধুর সঙ্গে থাকছেন, তাকে? অথবা অন্য কাউকে?

'না, স্যার। শুধু আপনাদেরকে বললাম। স্ত্রীকে কিছু বলি নাই। কাউকে কিছু বলি নাই। আমি ভয়ে আধমরা হয়ে গেছিলাম।'

কোলভার্ট ইন্টারভিউ চালিয়ে যেতে লাগল। ওই ঘরে যারা ছিল তাদের সবার চেহারা বর্ণনা জানতে চাইল। গ্রীককে গল্পটা আবারও বলতে হলো। একই গল্প, বর্ণনায় কোনরকম উনিশ-বিশ ঘটল না। পুরো সময়টা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল মার্ক।

'ঠিক আছে, মি. ক্যাসেফিকিস, আজকের মত আমাদের কাজ শেষ। কাল সকালে আবার আসব। আপনাকে লিখিত একটি বিবৃতিতে সই করতে হবে।'

'কিন্তু ওরা আমাকে খুন করবে। ওরা আমাকে মেরে ফেলবে'

'ভয় নেই, মি. ক্যাসেফিকিস। আমরা যত দ্রুত সম্ভব আপনার রুমে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করছি। কেউ আপনাকে খুন করতে পারবে না।'

ক্যাসেফিকিস ওদের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিল। নিশ্চিত হতে পারেনি সে।

'কাল সকালে আবার দেখা হবে,' নোটবুক বন্ধ করল কোলভার্ট 'আপনি বিশ্রাম নিন। গুড নাইট, মি. ক্যাসেফিকিস।

কোলভার্ট হাসিখুশি বেনজামিনের দিকে তাকাল। সে টিভি অনুষ্ঠানে পুরোপুরি ডুবে আছে। কোলভার্টদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে হাসল, দেখিয়ে দিল তিনটি দাঁত। দুটো কালো, একটা সোনা দিয়ে বাঁধানো। কোলভার্ট এবং মার্ক ফিরে গেল করিডরে।

'লোকটার কথা একটুও বিশ্বাস হয়নি আমার,' বলল ব্যারি। 'লোকে তো সারাক্ষণই কেনেডিকে গালিগালাজ করছে। আমার বাবাও কেনেডিকে পছন্দ করেন না। তার মানে এ নয় যে তিনি প্রেসিডেন্টকে খুন করতে ছুটবেন '

'কিন্তু ও যে পায়ে গুলি খেয়েছে? তা তো আর মিথ্যা নয়,' বলল মার্ক।

'সেটাই ভাবছি,' বলল ব্যারি। 'অন্য কোনও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এটা একটা কাভারও হতে পারে। বসের সঙ্গে একবার কথা বলে দেখি।'

এলিভেটরের পাশে, পে ফোনে পা বাড়াল কোলভার্ট। পকেট থেকে দুটো দশ সেন্টের মুদ্রা বের করল। এজেন্টরা সবসময় পকেট ভর্তি ডাইম বা মুদ্রা রাখে। ব্যুরোর সদস্যদের জন্য বিশেষ টেলিফোনের কোনও সুবিধে নেই।

'তো কী হলো, ও কি ফোর্ট নক্সে ডাকাতি করেছে?' এলিজাবেথ ডেক্সটারের কণ্ঠ চমকে দিল মার্ককে। যদিও মনে মনে মেয়েটাকে আশা করছিল ও। এলিজাবেথ নিশ্চয় বাড়ি ফিরছে। সাদা কোটটা গায়ে নেই, শরীরে চাপিয়েছে লাল জ্যাকেট।

'না, ও ডাকাতি করেনি,' জবাব দিল মার্ক। 'কাল সকালে আবার আসছি আমরা। লিখিত বিবৃতিতে লোকটার দস্তখত লাগবে, ফিঙ্গারপ্রিন্টেরও দরকার হবে।'

'বেশ তো,' বলল এলিজাবেথ। 'ড. ডিলাগো তখন থাকবেন। কাল আমার ডিউটি নেই।' মিষ্টি করে হাসল সে। 'ড. ডিলাগোকেও আপনাদের পছন্দ হবে।'

'এ হাসপাতাল কি শুধু সুন্দরী ডাক্তারে ভর্তি?' রসিকতা করল মার্ক। 'আচ্ছা বলুন তো কী করলে অসুস্থ হওয়া যাবে?'

'ফ্লু বাঁধিয়ে বসুন,' পরামর্শ দিল এলিজাবেথ। 'এখন ফ্লুর সিজন চলছে প্রেসিডেন্ট কেনেডিকেও ধরেছে।'

কোলভার্ট নামটা উচ্চারিত হতে শুনে চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বুলাল। কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখল এলিজাবেথ ডেক্সটার।

'আমি বিনা পরিশ্রমিকে ইতিমধ্যে দুঘণ্টা ওভার টাইম করে ফেলেছি,' বলল ও। 'আপনাদের যদি আর কোনও প্রশ্ন না থাকে, মি. অ্যান্ড্রুজ, আমি এখন বাড়ি যেতে চাই।' হেসে ঘুরল সে, তার হাইহিল খটখট আওয়াজ তুলল টাইলস মোড়া মেঝেয়।

'আর একটি মাত্র প্রশ্ন আছে, ড. ডেক্সটার,' বলল মার্ক, হাঁটতে হাঁটতে করিডরের বাঁকে, ব্যারির দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে এসেছে।

'চলুন না, আজ রাতে একসঙ্গে ডিনার করি? আপনার আপত্তি নেই তো?'

'আমার আপত্তি আছে?' ঠাট্টার সুরে বলল এলিজাবেথ। 'আপনার দাওয়াত গ্রহণ করব কিনা ভাবছি। জি-ম্যানরা কেমন হয় জানার আগ্রহ যে জাগছে না তা বলব না।'

'আমরা কামড় দিই,' বলল মার্ক। ওরা একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'এখন বাজে সোয়া সাতটা। যদি রাজি থাকেন তো সাড়ে আটটা নাগাদ আপনার বাড়িতে হাজির হয়ে যাব আপনাকে নিয়ে আসতে। অবশ্য অনুগ্রহ করে যদি আপনার ঠিকানাটা আমাকে দেন।'

ডায়েরির একটি পৃষ্ঠায় বাম হাতে, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে নিজের ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার লিখে দিল এলিজাবেথ : এলিজাবেথ ডেক্সটার, ১০২১ অ্যাডাম স্ট্রিট, জর্জটাউন।

'তুমি তাহলে বাঁ-হাতি, লিজ?'

মায়াময় কালো চোখজোড়া মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে উঠল।

'একমাত্র আমার লাভাররাই আমাকে লিজ বলে ডাকে।' বলে চলে গেল সে।

'কোলভার্ট বলছি, বস্। বিষয়টা সত্য না মিথ্যা এখনও বুঝতে পারছি না। জানি না লোকটা ভুয়া নাকি সত্যি কথা বলেছে। তবে পুরোটা আপনার জানা দরকার।'

'ঠিক আছে, ব্যারি। বলে ফেলো।'

'বিষয়টি সিরিয়াস কিছু হতে পারে আবার স্রেফ ধোঁকা হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। লোকটা হয়তো ছিঁচকে চোর, তবে বড় কিছু বড়শিতে বাঁধাতে চাইছে, ঠিক জানি না। সে যা বলেছে সেরকম সত্যি যদি কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকে, আপনার পুরোটা জানা থাকা দরকার।' ব্যারি গ্রীকের রেস্টুরেন্টের ঘটনা বয়ান করল, শুধু এড়িয়ে গেল সিনেটরের প্রসঙ্গ। ফোনে

সিনেটরের কথা বলা ঠিক হবে না ভেবে আর বলেনি।

'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আর বুঝি আমাদের ডিভোর্সটা ঠেকানো গেল না— কারণ এক্ষুণি আমাকে আবার অফিসে ফিরতে হবে,' স্ত্রীর ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বললেন নিক স্টেমস। 'ওকে, ওকে, থ্যাংক গড, মাত্র মুসাকা শেষ করেছি। ত্রিশ মিনিটের মধ্যে তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে, ব্যারি।'

'রাইট, বস্।'

কোলভার্ট ফোন ক্রেডলে এক সেকেন্ডের জন্য রেখে আবার তুলে নিল। ডায়াল করল মেট্রোপলিটন পুলিশে। আরও দুটো ডাইম গেল, পকেটে আর আছে মাত্র ষোলোটি। ওর ধারণা, একজন এফবিআই এজেন্ট কতটা করিৎকর্মা তা জানার জন্য এজেন্টের পকেট পরীক্ষা করাই যথেষ্ট। সে যদি দিনে কুড়িটি মুদ্রা খরচ করে, বুঝতে হবে ওই লোক ব্যুরোর জন্য নিবেদিত প্রাণ

'লেফটেনেন্ট ব্রেক ফ্রন্ট ডেস্কে আছেন। আমি আপনার লাইনটি ওখানে দিচ্ছি।'

'লেফটেনেন্ট ব্রেক বলছি।'

'স্পেশাল এজেন্ট কোলভার্ট। তোমার গ্রীকের সঙ্গে কথা বলে এসেছি। তার রুম পাহারা দিতে একজন পুলিশ পাঠাও। বেচারা আততায়ীর ভয়ে আধমরা হয়ে আছে। আর আমরা কোনও ঝুঁকি নিতেও চাই না।'

'ও আমার গ্রীক নয়,' দাবড়ে উঠল ব্রেক। 'কেন, তোমাদের লোক পাঠানো যায় না?'

'এ মুহূর্তে আমাদের হাতে তেমন কেউ নেই, লেফটেনেন্ট।'

'আমিও লোকের পসরা সাজিয়ে এখানে বসে নেই, ফর গডস শেক। আচ্ছা তোমাদের কি ধারণা আমরা শোরহ্যাম হোটেল চালাচ্ছি! ওহ্, হেল, আমার পক্ষে যা করা সম্ভব তার বেশি করতে পারব না। এক্ষুণি লোক পাঠাতে পারছি না। দেরী হবে।'

'বেশ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, লেফটেনেন্ট। আমি আমার অফিসকে জানাচ্ছি ব্যাপারটা।' ব্যারি রেখে দিল রিসিভার।

মার্ক এবং ব্যারি এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করছে। কচ্ছপের গতিকে হার মানিয়ে ওপরে এল ওটা, যেন ওদেরকে তার পেটে আশ্রয় দিতে তীব্র অনীহা। ওরা গাড়িতে না ওঠা পর্যন্ত কেউ কোন কথা বলল না।

'গল্প শোনার জন্য স্টেমস আসছেন,' বলল কোলভার্ট।

ঘড়ি দেখল মার্ক। 'আমার একজনের সঙ্গে ডেট আছে।'

'আমাদের পরিচিত কেউ?'

'সুন্দরী ড. ডেক্সটার।'

ভুরু কপালে তুলল ব্যারি। 'একথা বস যেন জানতে না পারেন। উনি যদি শোনেন ডিউটি বাদ দিয়ে তুমি প্রেম করছ, নির্ঘাত মন্টানার বুটেতে লবণের খনিতে তোমাকে পাঠিয়ে দেবেন।'

'মন্টানার বুটেতে লবণের খনি আছে বলে শুনিনি তো।'

'ঘাড় ত্যাঁড়া এফবিআই এজেন্টরাই শুধু জানে বুটেতে লবণের খনি আছে।'

মার্ক গাড়ি ছোটাল ওয়াশিংটনের ডাউনটাউনের উদ্দেশে। ব্যারি গ্রীবের সঙ্গে ওর কথোপকথনের সারমর্ম লিখে ফেলল। ওল্ড পোস্ট অফিস পৌঁছাতে পৌঁছাতে ৭:৪০ বেজে গেল। পার্কিং লট ফাঁকা। এসময় সভ্য মানুষ বাড়িতে বসে সভ্য কাজগুলো করে। যেমন তারা মুসাকা খায়। স্টেমসের গাড়িটি দেখতে পেল ওরা। বস্ ওদের আগেই চলে এসেছেন। জাহান্নামে যাক ব্যাটা। এলিভেটরে চেপে পাঁচতলায় চলে এল ওরা। ঢুকল স্টেমসের রিসেপশন কক্ষে। জুলিবিহীন ঘরখানা খালিখালি লাগল। চিফের দরজায় মৃদু নক্ করল কোলভার্ট। তারপর ভেতরে ঢুকে পড়ল দুজনে। ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালেন স্টেমস। এসেই নানান কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যেন ভুলে গেছেন আসলে ওদের সঙ্গে দেখা করতেই তাঁর আসা।

'ঠিক আছে, ব্যারি। এবারে একদম প্রথম থেকে শুরু করো। তবে ধীরে ধীরে এবং গুছিয়ে।'

হাসপাতালে ঢোকা থেকে শুরু করে গ্রীককে পাহারা দেয়ার জন্য মেট্রোপলিটন পুলিশকে গার্ড পাঠানোর অনুরোধ করা পর্যন্ত পুরোটা বলে গেল ব্যারি। ওর তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তির পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ মার্ক। একটি শব্দও বাড়িয়ে বলেনি ব্যারি। সব কথা শোনার পরে কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন স্টেমস, তারপর অকস্মাৎ ফিরলেন মার্কের দিকে।

'তোমার কী মনে হচ্ছে, মার্ক?'

'জানি না, স্যার। আমার কাছে ব্যাপারটা একটু নাটকীয় লাগছে তবে লোকটার কথা শুনে মনে হয়নি সে মিথ্যা বলছে। খুব ভয় পেয়েছে সে। আমাদের ফাইলে ওর নাম নেই। আমি নাইট সুপারকে ফোন করে ক্যাসেফিকিসের নাম ফাইলে আছে কিনা জানতে চেয়েছিলাম, জবাব এসেছে নেই।'

নিক ফোন তুলে ব্যুরো সদর দপ্তরে দিতে বললেন। 'আমাকে ন্যাশনাল কম্পিউটার ইনফরমেশন সেন্টারে দাও, পলি।' সঙ্গে সঙ্গে লাইন পেয়ে গেলেন তিনি। এক তরুণী সাড়া দিল ফোনে।

'স্টেমস, ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস। একজন লোকের নাম বলছি, তার ব্যাপারে কম্পিউটারে কোনও তথ্য আছে কিনা জানাবেন, প্লিজ? লোকটার নাম অ্যাঞ্জেলো ক্যাসেফিকিস, ককেশিয়ান, পুরুষ, গ্রীক বংশোদ্ভুত, উচ্চতা পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি। ওজন ১৬৫ পাউন্ডের কাছাকাছি, চুল বাদামী, চোখ কালো, বয়স আটত্রিশ, বৈশিষ্ট্যহীন চেহারা, কোনও আইডেন্টিফাইং নাম্বারও নেই ' কোলভার্টের দেয়া রিপোর্ট থেকে পড়ে শোনালেন তিনি। অপেক্ষা করছেন নীরবে।

'ওর গল্প যদি সত্যি হয়,' বলল মার্ক, 'ওর সম্পর্কে কোন তথ্য হয়তো কম্পিউটারে থাকবে না।'

'যদি সত্যি হয়,' বলল কোলভার্ট।

মেয়েটি কিছুক্ষণ পরে লাইনে ফিরল।

'ক্যাসেফিকিস অ্যাঞ্জেলো নামে আমাদের কম্পিউটারে কিছু নেই,' জানাল সে। 'ক্যাসেফিকিস পদবীটাই নেই। ক্যাসেফিকিস নামে একজনের কথা জানিয়েছে কম্পিউটার। তার জন্ম ১৯০১ সালে। দুঃখিত, আপনাকে কোনও সাহায্য করতে পারলাম না, মি. স্টেমস।'

'অনেক ধন্যবাদ,' ফোন নামিয়ে রাখলেন স্টেমস। 'ঠিক আছে, ছেলেরা, ধরা যাক এই ক্যাসেফিকিস সত্যি কথাই বলছে। সেক্ষেত্রে এটি একটি সিরিয়াস ইনভেস্টিগেশন হতে চলেছে। আমাদের ফাইলে তার ব্যাপারে যেহেতু কিছু লেখা নেই, কাজেই আমরা ধরে নিচ্ছি তার গল্পটা সত্যি। সে হয়তো কিছুর সঙ্গে জড়িত। আর যদি তা-ই হয়, আমরা এ বিষয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারি না। কাল সকালে, ব্যারি, তুমি একজন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টকে নিয়ে হাসপাতালে যাবে, ওর আঙুলের ছাপ নেবে। আঙুলের ছাপ কম্পিউটারে ঢোকালেই প্রমাণ হয়ে যাবে ও নিজের নাম ভুয়া বলেছে নাকি সত্যি। একটি লিখিত স্টেটমেন্টে ওর সইও নেবে। তারপর MPD ফাইল চেক করে দেখবে ২৪ ফেব্রুয়ারি গোলাগুলির কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেই ওকে নিয়ে আমরা চলে যাব যেখানে লাঞ্চ খাওয়ানো হয়েছে, সেখানে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলো সম্ভব হলে কাল সকালেই যেন ওকে রিলিজ করে দেয়। মার্ক, তুমি এখুনি হাসপাতালে চলে যাও। গিয়ে দেখো ওখানে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করা

হয়েছে কিনা। যদি না থাকে, পুলিশ না আসা পর্যন্ত লোকটার সঙ্গে তুমি থাকবে। সকালে যাবে গোল্ডেন ডাক-এ। ওটা চেক করবে। আমি কাল সকাল দশটা নাগাদ ডিরেক্টরের সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করব। ততক্ষণে আমাকে রিপোর্ট করার মত যথেষ্ট সময় তুমি পাবে। কম্পিউটারে ফিঙ্গারপ্রিন্ট পরীক্ষা করে যদি আমরা কিছু না পাই এবং ওই হোটেল এবং রেস্টুরেন্টের অস্তিত্ব যদি থেকে থাকে, মহা ঝামেলায় পড়ে যাব সবাই। ডিরেক্টরকে না জানিয়ে আমি আর কিছুই করছি না। হাতে লেখা কোনও কিছু আমি চাই না। এর সঙ্গে একজন সিনেটর জড়িত থাকতে পারেন, একথা কাউকে বলা যাবে না— এমনকী গ্রান্ট নান্নাকেও নয়। হয়তো কাল সকালে ডিরেক্টরের সঙ্গে মিটিংয়ের পরে একটা রিপোর্ট করে পুরো ব্যাপারটা সিক্রেট সার্ভিসের হাতেও ছেড়ে দিতে হতে পারে। দায়িত্ব বিভাজনের কথা ভুলে যেয়ো না— সিক্রেট সার্ভিস প্রেসিডেন্টকে পাহারা দেয়, আমরা শুধু ফেডেরাল ক্রাইমগুলো কাভার করি। যদি এর সঙ্গে কোনও সিনেটর জড়িত থাকেন তাহলে এ নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব আর প্রেসিডেন্ট জড়িত থাকলে ওরা বিষয়টি নিয়ে ভাববে। ডিরেক্টরই সিদ্ধান্ত নেবেন তিনি কী করবেন— বুঝতে পেরেছ? আমি ক্যাপিটল হিলের সঙ্গে জড়াতে চাই না, ওটা ডিরেক্টরের এলাকা।'

স্টেমস লাল ফোন তুলে নিলেন। সরাসরি ডিরেক্টরকে ফোন করলেন।

'নিক স্টেমস বলছি। WFO।'

'গুড ইভনিং,' নীচু, মৃদু একটি কণ্ঠ ভেসে এল। এফবিআই'র পরিচালকের বিশ্বস্ত পার্সোনাল সেক্রেটারি মিসেস ম্যাক গ্রেগর। এ মহিলাকে সবাই-ই কম বেশি ভয় পায়।

'মিসেস ম্যাক গ্রেগর, আমি একটি প্রভিশনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে চাই আর স্পেশাল এজেন্ট কোলভার্ট এবং অ্যান্ড্রুজ পনেরো মিনিটের মধ্যে ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাবে। তবে এখন দেখা করা সম্ভব না হলে কাল সকাল নটা থেকে এগারোটার মধ্যে আমি তাঁর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চাই। আজ রাতে এবং কাল সকালের পরে ডিরেক্টর সাহেবকে আর হয়তো আমাদের বিরক্ত করতে হবে না।'

মিসেস ম্যাক গ্রেগর ডিরেক্টরের ডেস্ক ডায়েরি উল্টে দেখে জানাল, 'ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে পুলিশ চিফের একটা মিটিং আছে সকাল এগারোটায়। তবে উনি সকাল সাড়ে আটটায় অফিসে যাবেন এগারোটা পর্যন্ত সম্ভবত উনি ফ্রি থাকবেন। আমি সকাল সাড়ে দশটায় তাঁর সঙ্গে

আপনার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্টের ব্যবস্থা করে রাখব, মি. স্টেমস. কী বিষয় নিয়ে ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাইছেন আমাকে বলা যাবে কি?'

'না, তা বলা যাবে না।'

মিসেস ম্যাক গ্রেগর কখনও কাউকে চাপ দেয় না কিংবা দ্বিতীয়বার প্রশ্নও করে না। সে জানে স্টেমস স্বয়ং যখন ফোন করেছেন, নিশ্চয় ব্যাটারটা গুরুত্বপূর্ণ। বছরে বার দশেক ডিরেক্টরের সঙ্গে নানান সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা হয় নিক স্টামসের, পেশাগত কাজে বড় জোর তিন/চারবার. তিনি কখনও ডিরেক্টরের সময় নষ্ট করেন না।

'ধন্যবাদ, মি. স্টেমস। তাহলে কাল সকাল সাড়ে দশটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকল। ক্যান্সেল করলে দয়া করে জানাবেন '

নিক ফোন রেখে দিলেন। তাকালেন তাঁর দুই লোকের দিকে।

'কাল সকাল সাড়ে দশটায় ডিরেক্টরের সঙ্গে আমরা দেখা করতে যাচ্ছি। ব্যারি, তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দাও, তারপর নিজের বাড়িতে যেয়ো। কাল সকালে আমাকে আবার তুলে নেবে। তখন বিষয়টি নিয়ে আবারও বিস্তৃত আলাপ করা যাবে।' ব্যারি মাথা ঝাঁকাল। 'মার্ক, তুমি সোজা হাসপাতালে চলে যাও।'

মার্কের কানে ডিরেক্টরের কথা ঢোকেনি, তার মন চলে গেছে এলিজাবেথ ডেক্সটারের কাছে। দেখতে পাচ্ছে সুন্দরী ডাক্তারটি হাসপাতালের করিডর ধরে হেঁটে আসছে ওর দিকে, সাদা মেডিকেল কোটের ওপরে লাল সিল্কের কলার, কালো শার্ট উড়ছে। দৃশ্যটা মনে করে হাসল মার্ক।

'অ্যান্ড্রুজ, প্রেসিডেন্টের জীবন হুমকির মুখে শুনেও তোমার মুখে এত হাসি আসে কোথেকে?' ধমক দিলেন নিক।

'দুঃখিত, স্যার। আপনি আমার একটি সুখ কল্পনায় এইমাত্র বাগড়া দিলেন। আমি যদি নিজের গাড়ি ব্যবহার করি কোনও সমস্যা আছে? হাসপাতাল থেকে সরাসরি ডিনারে যেতে হবে আমাকে।'

'আচ্ছা, যাও। আমরা ডিউটি কার নিয়ে যাব। কাল সকালে যথাসময়ে তোমার চেহারা দেখতে চাই।' ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'সর্বনাশ, আটটা প্রায় বাজে।'

মার্ক বিরস বদনে অফিস ত্যাগ করল। ও যদি গিয়ে দেখেও পুলিশটা হাসপাতালে এসে গেছে তবু এলিজাবেথের কাছে পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাবে। হাসপাতাল থেকে ফোন করবে ও মেয়েটাকে।

'এক প্লেট গরম মুসাকা আর এক বোতল রেস্টিনা চলবে, ব্যারি?'

'খুব চলবে, বস।'

ওরা দুজন অফিস থেকে বেরুলেন। নিক বললেন, 'ব্যারি, একবার দেখে এসো তো অ্যাসপিরিন ডিউটিতে আছে কিনা। ওকে বোলো আজ রাতে আমরা আর ফিরছি না।'

কোলভার্ট ক্রিমিনাল রুমে গিয়ে অ্যাসপিরিনকে খবরটা দিয়ে এল. সে বসে বসে *'দ্য ওয়াশিংটন স্টার'*-এর শব্দ-জট খেলছে। মাত্র তিনটে জট ছাড়াতে পেরেছে, পুরোটা শেষ করতে রাত কাবার হয়ে যাবে।

নিক স্টেমসকে স্কোয়াড কারের ধারে আবিষ্কার করল ব্যারি। 'হ্যাঁ, বস্, ও কাজ করছে।'

ব্যারি ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। বেঁধে নিল সিট বেল্ট। কন্সটিটিউশন এভিন্যু ধরে এগোল, ই স্ট্রিট এক্সপ্রেসওয়েতে পার হয়ে এল হোয়াইট হাউজ, চলল মেমোরিয়াল ব্রিজ অভিমুখে।

'ক্যাসেফিকিসের কথা সত্যি হলে সামনের হপ্তাটা আমাদের নরক দেখিয়ে ছাড়বে,' বললেন নিক স্টেমস। 'প্রেসিডেন্টকে খুন করার যে তারিখটা স্থির হয়েছে সেটা ওর ঠিক মনে আছে তো?'

'জ্বী, স্যার। আমি ওকে দ্বিতীয়বার জেরা করার সময়ও ১০ মার্চের কথাই বলেছে।'

'হুম্‌ম্‌, সাত দিন। হাতে খুব বেশি সময় নেই। ভাবছি ডিরেক্টর কী করবেন,' বললেন স্টেমস।

'ঘটে বুদ্ধি থাকলে পুরো ব্যাপারটা তিনি সিক্রেট সার্ভিসের হাতে ছেড়ে দেবেন,' মন্তব্য করল ব্যারি।

'দূর, এসব চিন্তা এখন ছাড়ো। তারচেয়ে গরম গরম মুসাকার কথা ভাবতে থাকি। কালকেরটা কালকে দেখা যাবে।'

হোয়াইট হাউজ ছাড়িয়ে এসেছে ওরা, ট্রাফিক লাইটে দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। সবুজ আলো জ্বলতে আবার রওনা হলো।

ভার্জিনিয়া এভিন্যু পার হয়ে মেমোরিয়াল ব্রিজে উঠে গেল গাড়ি. ঝড়ের গতিতে ওদের পাশ কাটাল কালো একটি ৩.৫ লিংকন গতি ঘণ্টায় সত্তর মাইলের কম নয়।

'ব্যাটাকে শিওর পুলিশে ধরবে,' বললেন স্টেমস।

'বোধহয় ফ্লাইট ফেল করেছে,' বলল ব্যারি।

জর্জ ওয়াশিংটন পার্কওয়েতে আসার পরে ট্রাফিক জ্যাম একটু হালকা

হলো। স্পিড বাড়িয়ে দিল ব্যারি। পার্কওয়ের পাশে বয়ে চলেছে পটোম্যাক নদী। অন্ধকার এবং সর্পিল। খাড়া নেমে গেছে ঢাল। সার্ভিসের যে কোনও লোকের চেয়ে ব্যারির রিফ্লেক্স দ্রুত আর স্টেমস, বয়স হয়ে গেলেও একই সময়ে বুঝতে পারলেন কী ঘটতে চলেছে। কালো রঙের প্রকাণ্ড একটি বুইক বামে ওদেরকে ওভারটেক করতে শুরু করল। কোলভার্ট একঝলক ওদিকে একবার দেখেই সামনে তাকাল। ভোজবাজির মত সেখানে হাজির হয়েছে কিছুক্ষণ আগে ওদের পাশ কাটিয়ে যাওয়া দুরন্ত গতির সেই কালো লিংকন। রাইফেলের গুলির মত একটা শব্দ শুনল ব্যারি। দুহাতে হুইল ঘোরাচ্ছে ও দুটো গাড়ি একই সঙ্গে ওকে ধাক্কা দিল। উল্টে গেল ব্যারির গাড়ি। তবে লিংকনটাকে ঠেসে ধরেছিল ও। তাই গড়িয়ে পড়ার সময় ফোর্ড একাই পড়ল না, সঙ্গে নিয়ে চলল লিংকনকেও। পাথুরে ঢাল দিয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে নদীতে পড়ল ঝপাস শব্দে। নিক দরজা খোলার প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। হু হু করে পানি ঢুকছে গাড়িতে। কালো বুইক মসৃণ গতিতে হাইওয়ে ধরে চলতে লাগল যেন কিছুই ঘটেনি। একটা গাড়ি অকস্মাৎ ব্রেক কষেছে, ওটার পাশ দিয়ে চলে গেল বুইক। এ গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামল তরুণ এক দম্পতি। অ্যাক্সিডেন্টের দৃশ্যটা তারা দেখেছে। দৌড়ে গেল ঢালের কিনারে। অসহায়ভাবে দেখল নীল ফোর্ড সেডান এবং কালো লিংকনটা ওদের চোখের সামনে নদী গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'যী-শাস! কী করে ঘটল?' বলল তরুণ।

'জানি না। দেখলাম দুটো গাড়ি হঠাৎ উল্টে গেল। এখন কী করব, জিম?'

'আগে পুলিশে খবর দিতে হবে।'

ওরা দ্রুত ফিরে এল নিজেদের গাড়িতে।

তিন

বৃহস্পতিবার, ৩ মার্চ, ১৯৮৩ **রাত ৮:১৫**

'হ্যালো, লিজ।'

'হ্যালো, জি-ম্যান। ফোনটা একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল না?'

'জাস্ট উইশফুল থিংকিং। শোনো, এলিজাবেথ, পুলিশ না আসা পর্যন্ত ক্যাসেফিকিসকে পাহারা দেয়ার জন্য আবার হাসপাতালে আসতে হয়েছে আমাকে। লোকটার যাতে কোনও বিপদ না হয় এ জন্য ওকে গার্ড দিতে হচ্ছে। তোমার ওখানে যেতে একটু দেরি হবে। তুমি কিছু মনে করোনি তো?'

'না, একটু অপেক্ষা করলে খিদেয় মারা যাব না। আমি প্রতি বৃহস্পতিবার আমার বাবার সঙ্গে লাঞ্চ করি। আর বাবা প্রচুর খেতে এবং খাওয়াতে পছন্দ করেন। তুমি দেরি করে এলে বরং সুবিধেই হবে। ততক্ষণে হজম হয়ে যাবে খাবার।'

'বেশ। আমি এখনও ফ্লু বাঁধানোর চেষ্টা করছি।'

'তাহলে আমার ধারে কাছেও ঘেঁষবে না। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা আমার আবার কম। কারণ আমার কাজ শুধু অসুস্থদের সুস্থ করে তোলা, তুমি তো জানোই।'

'ধ্যাত, কেমন ডাক্তার গো তুমি? নেক্সট টাইম তোমার কাছে অসুস্থ হবার পরামর্শ চাইবার বদলে বরং ঠাণ্ডা পানিতে গোসল করে রোগ বাঁধানোর চেষ্টা করব।'

'উইশফুল থিংকিং-এর চেয়ে এটাই বরং ভালো।'

'আচ্ছা, দেখা হবে তাহলে।'

'আশা করি।'

মার্ক ওকে রেখে দিল ফোন, হেঁটে গেল এলিভেটরে, ওপরে ওঠার বোতামে চাপ দিল।

মনে মনে প্রার্থনা করল মার্ক ওপরে গিয়ে যেন দেখে পুলিশের লোকটা এসে গেছে। ওপরে পৌঁছুতে এই এলিভেটর কত সময় নেবে কে জানে? এর জন্য অপেক্ষা করতে করতে রোগী মরে যাবে। অবশেষে খুলে গেল এলিভেটরের দরজা, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল মাথায় উঁচু হ্যাট পরা এক গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্ট। প্রিস্টের গায়ে লম্বা আলখেল্লা, অর্থডক্স ক্রুশ ঝুলছে গলায় প্রিস্টের আচরণে অস্বাভাবিক কী যেন একটা ব্যাপার আছে, ঠিক বুঝতে পারল না মার্ক। অপসৃয়মান পাদ্রীর দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল ও তারপর লাফ মেরে উঠে পড়ল এলিভেটরে। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। চারতলার বোতামে কয়েকবার চাপ দিল মার্ক। হারামজাদা, তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠ। জলদি। কিন্তু মার্কের কথায় কর্ণপাত করল না এলিভেটর, হেলেদুলে, কচ্ছপের গতিতে ওপরে উঠছে। ও তো আর জানে না এলিজাবেথ ডেক্সটারের সঙ্গে ডেট আছে মার্কের। ধীর গতিতে খুলে যাচ্ছে দরজা, মোটামুটি শরীর গলে যাবার মত ফাঁক হতেই এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল মার্ক। ছুটল রুম নাম্বার ৪৩০৮-এ। পুলিশের লোকের কোনও চিহ্ন নেই। জনশূন্য করিডর। দরজার গায়ের ছোট জানালা দিয়ে উঁকি দিল মার্ক। ওরা দুজন যে যার বিছানায় ঘুমাচ্ছে, শব্দহীন টিভি চলছে। স্টাফ নার্সের খোঁজে গেল মার্ক। হেড নার্সের অফিসে বসে বই পড়ছিল সে। সেই দুই এফবিআই অফিসারের মধ্যে সুদর্শন মানুষটাকে আবার ফিরে আসতে দেখে মনে মনে খুশি হলো স্টাফ নার্স।

'৪৩০৮ নাম্বার রুম পাহারা দিতে মেট্রোপলিটান পুলিশ থেকে কেউ এসেছে?'

'না। কেউ আসেনি। কারও কি আসার কথা ছিল?'

'হুঁ। যাকগে, আমার একটু অপেক্ষা করতে হবে। বসার জন্য একটা? পুলিশ আসা না পর্যন্ত বসতে হবে আমাকে। আশা করি আপনাকে বিরক্ত করছি না।'

'আরে না, আমি একদম বিরক্ত হচ্ছি না। যতক্ষণ ইচ্ছা থাকুন না' আমি আপনার জন্য চেয়ারের ব্যবস্থা করছি।' হাতের বইটি নামিয়ে রাখল সে। 'কফি চলবে?'

'পেলে মন্দ হয় না,' মার্ক মনোযোগ দিয়ে দেখল নার্সকে। কে জানে আজ কপালে কী আছে। ডাক্তারের বদলে হয়তো নার্সের সঙ্গেই কাটাতে হবে সময়। তবে বসল না মার্ক। গ্রীকের ঘরে একবার যাওয়ার তাগিদ অনুভব করছে। ক্যাসেফিকিস যদি জেগে থাকে ওকে দু একটা ভরসার কথা শুনিয়ে আসবে ও। তারপর মেট্রোপলিটান পুলিশে ফোন করবে। জানতে চাইবে ওদের লোক এখনও কেন আসছে না। ধীর পায়ে দরজায় পা বাড়াল মার্ক। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। নিঃশব্দে খুলল দরজা। শুধু টিভি থেকে বিচ্ছুরিত আলো ছাড়া ঘরটা নিকষ আঁধারে ঢাকা, চোখে ঠাহর হয় না কিছু. লোক দুটোর দিকে তাকাল ও। বিছানায় এখনও নিশ্চল শুয়ে আছে দুজনে। ও ওদের দিকে দ্বিতীয়বার আর তাকাত না যদি না শব্দটা শুনত।

টপ, টপ, টপ।

পানি পড়ার শব্দ। কিন্তু এ ঘরে তো পানির ট্যাপ নেই।

টপ, টপ।

নিঃশব্দ পায়ে অ্যাঞ্জেলো ক্যাসেফিকিসের বিছানার পাশে চলে এল মার্ক, তাকাল নিচের দিকে।

টপ।

বিছানার চাদর ভেসে যাচ্ছে তাজা রক্তে, গ্রীকের মুখ থেকে বেয়ে পড়ছে, কোটর থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ, ফোলা জিভটা ঝুলছে মুখের পাশে। থুতনির ঠিক নিচে, এ কান থেকে ওকান পর্যন্ত গলাটা জবাই করে দুভাগ করে ফেলা হয়েছে।

মেঝেয় রক্তের পুকুর তৈরি হচ্ছে। পুকুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে মার্ক পা কাঁপছে ওর, বিছানার কিনারা হাত দিয়ে চেপে ধরল যাতে হাঁটু ভেঙে পড়ে না যায়। উঁকি দিল বোবা-কালা মানুষটার দিকে। আঁধারে চোখ সয়ে এসেছে মার্কের, বমি এসে গেল। পোস্টম্যানের মাথাটা আলগাভাবে ঝুলছে শরীরের বাকি অংশে। মার্ক কোনমতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। চলে এল পে ফোনের কাছে। কানের মধ্যে বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ধড়াশ ধড়াশ শব্দ। ঘামে ভিজে শার্ট লেগে গেছে গায়ে। হাত রক্তে মাখামাখি। উদভ্রান্তের মত পকেটে ডাইম খুঁজল মার্ক। হোমিসাইড বিভাগে ফোন করল, যা ঘটেছে তার অতি সংক্ষিপ্ত একটা বর্ণনা দিল। এবারে আর লোক পাঠাতে গড়িমসি করবে না ওরা। স্টাফ নার্স ফিরে এল হাতে কফির কাপ নিয়ে।

'আপনি ঠিক আছেন তো? কেমন পেরেশানি লাগছে,' বলল সে। এমন সময় মার্কের হাতে চোখ চলে গেল নার্সের। চিৎকার দিল।

'ভুলেও ৪৩০৮ নাম্বার ঘরে যাবেন না। আমি না বলা পর্যন্ত কাউকে ও ঘরে ঢুকতেও দেবেন না। এক্ষুনি একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিন।'

নার্স কফির কাপটা একরকম জোর করে গুঁজে দিল মার্কের হাতে, তারপর করিডরে দৌড়াল। মার্ক ফিরে এল ৪৩০৮ নাম্বার ঘরে। ওর এখন অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই। বাতি জ্বেলে দিল মার্ক, গেল বাথরুমে। রক্ত ধুতে লাগল। বমি করে দিল হড়হড় করে। কাপড়ে লাগল দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থটা। মার্ক দরজা খোলার শব্দ শুনল, ছুটে গেল ঘরে। সাদা কোট পরা আরেক তরুণী ডাক্তার... অ্যালিসিয়া ডেলগাডো, প্লাস্টিক লেবেলে লেখা নাম।

'কোন কিছু স্পর্শ করবেন না,' বলল মার্ক।

ওর দিকে কটমট করে তাকাল ড. ডেলগাডো, তারপর লাশ দুটোর দিকে। গুঙিয়ে উঠল।

'কে আপনি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ, এফবিআই,' অজান্তেই হাত চলে গেল পকেটে, ওয়ালেট খুলে পরিচয়পত্র দেখাল মার্ক।

'আমরা কি এখানে স্রেফ দাঁড়িয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকব নাকি আমাকে কিছু করার অনুমতি দেবেন?'

'হোমিসাইড বিভাগ তাদের তদন্ত শেষ করে ক্লিয়ারেন্স না দেয়া পর্যন্ত কিছু করা যাবে না। চলুন, বাইরে যাই।' ডাক্তারের পাশ কাটাল মার্ক, কাঁধের ধাক্কায় খুলল দরজা, কোন কিছু স্পর্শ করল না।

ওরা ফিরে এল করিডরে।

মার্ক ডা. ডেলগাডোকে দরজার বাইরে অপেক্ষা করতে বলল। ও পুলিশে ফোন করবে। এর মধ্যে কেউ যেন ভেতরে ঢুকতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে অনুরোধ করল তরুণীকে।

ডাক্তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন মাথা ঝাঁকাল।

মার্ক পে ফোনে আরও দুটো মুদ্রা ফেলল, মেট্রোপলিটান পুলিশে ফোন করে লেফটেনেন্ট ব্লেককে চাইল।

'লেফটেনেন্ট ব্লেক ঘণ্টাখানেক আগে বাড়ি গেছেন। আমি কোনও সাহায্যে আসতে পারি?'

'উড্রো উইলসন মেডিকেল সেন্টারের ৪৩০৮ নাম্বার রুমে একজন পুলিশ পাঠাতে বলেছিলাম গার্ড দেয়ার জন্য। তার কী হলো?'

'কে বলছেন?'

'অ্যান্ড্রুজ, এফবিআই, ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস,' ডাবল মার্ডারের ঘটনা পুনরাবৃত্তি করল মার্ক।

'আমাদের লোক আপনার ওখানে যে কোন সময় পৌঁছে যাবে। সে আধঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে। আমি এক্ষুনি হোমিসাইডকে খুনের ঘটনাটি জানাচ্ছি।'

'ওটা আমি আগেই জানিয়ে দিয়েছি,' খেঁকিয়ে উঠল মার্ক। ঘটাং করে নামিয়ে রাখল ফোন, নেতিয়ে পড়ল কাছের একটি চেয়ারে . করিডর এখন সাদা কোটে ভর্তি। ৪৩০৮ নাম্বার রুমের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দুটো ট্রলি। সবাই অপেক্ষা করছে। মার্কের এখন করণীয় কী?

আবার দুটো ডাইম খরচ করে ও নিক স্টেমসের বাড়িতে ফোন করল। ফোনটা যেন বহুক্ষণ ধরে বেজে চলল। উনি ফোন ধরছেন না কেন? অবশেষে একটি নারী কণ্ঠ শোনা গেল।

কণ্ঠে যেন আতংক ফুটে না ওঠে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকল মার্ক। 'গুড ইভনিং, মিসেস স্টেমস। স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ বলছি। আমি কি আপনার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?' মসৃণ গলায় বলল ও।

'নিক তো বাড়ি নেই, মি. অ্যান্ড্রুজ, ঘণ্টা দুয়েক আগে আবার অফিসে গেছে। কিন্তু ও তো বলল আপনার এবং ব্যারি কেলভার্টের সঙ্গে কী যেন কাজ আছে।'

'জ্বী, ওনার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। তবে উনি মিনিট চল্লিশ আগে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়েছেন।'

'কিন্তু এখনও এসে পৌঁছায়নি, ডিনারটাও পুরো খায়নি, মাত্র প্রথম কোর্স শেষ করেছে। বলল ফিরছে শীঘ্রি। কিন্তু ওর কোনও খবরই নেই। হয়তো এখনও অফিসেই আছে। আপনি বরং ওখানে একবার খোঁজ নিয়ে দেখুন।'

'জ্বী। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত।' ফোন নামিয়ে রাখল মার্ক মুখ তুলে দেখল কেউ ৪৩০৮-এ ঢুকেছে কিনা। না, কেউ যায়নি। আবার দুটো মুদ্রা ঢোকাল ও পে ফোনে। ডায়াল করল অফিসে সাড়া দিল পলি।

'মার্ক অ্যান্ড্রুজ। মি. স্টেমসকে দাও, জলদি।'

'মি. স্টেমস এবং স্পেশাল এজেন্ট কোলভার্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে অফিস থেকে বেরিয়েছেন—ওরা বোধহয় বাড়ির রাস্তায় আছেন, মি. অ্যান্ড্রুজ .'

'না, তুমি জানো না। ওরা এখনও অফিসেই আছে।'

'না, স্যার। আমি নিজে দেখেছি ওদেরকে বেরিয়ে যেতে।'

'আরেকবার খোঁজ নিয়ে দেখো না।'

'দেখছি, মি. অ্যান্ড্রুজ।'

অপেক্ষা করছে মার্ক। মনে হচ্ছে অনন্ত সময়, ফুরোতেই চায় না। ও এখন কী করবে? অন্যরা সব কোথায় গেল?

'নাহ্, ওরা অফিসে নেই, মি. অ্যান্ড্রুজ।'

ছাদের দিকে তাকাল মার্ক যেন কী করা উচিত সে জবাব পেয়ে যাবে ওখান থেকে। ওকে কঠোরভাবে বলে দেয়া হয়েছে এ বিষয়টি নিয়ে যেন কারও সঙ্গে বাতচিৎ না করে মার্ক। স্টেমসকে ওর খুঁজে পেতেই হবে, কোলভার্ট কোথায় আছে জানা দরকার। কথা বলার মত কাউকে ওর পেতে হবে। আবার দুটো ডাইম খরচ করে ব্যারি কোলভার্টের ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্টে ফোন করল মার্ক। ফোন বেজেই চলল। ধরছে না কেউ। আবার নরমা স্টেমসকে ফোন করল ও। 'মিসেস স্টেমস, মার্ক অ্যান্ড্রুজ। আবার বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। আপনার স্বামী এবং মি. কোলভার্ট ফিরলেই দয়া করে উড্রো উইলসনে, আমার কাছে ফোন করতে বলবেন।'

'বলব। নিক ঘরে আসলেই বলব।'

ফোন রেখে দিল মার্ক। ঠিক তখন মেট্রোপলিটান পুলিশের লোকটা হাজির হলো, লঘু পদক্ষেপে হেঁটে এল করিডর ধরে। কিছুক্ষণ আগের ফাঁকা করিডর এখন গিজগিজ করছে মানুষ। পুলিশের লোকটার বগলের নিচে এড ম্যাকবেইনের গোয়েন্দা গল্প। এত দেরিতে আসার জন্য ঘুসি মেরে ব্যাটার চোয়াল ভেঙে দিতে ইচ্ছে করল মার্কের। কিন্তু তাতে লাভ কী? রক্তাক্ত লাশ দুটোর কথা মনে পড়ল ওর। আবার গুলিয়ে উঠল গা ও তরুণ অফিসারকে এক পাশে টেনে নিয়ে গেল, ব্রিফ করল হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে, মৃত মানুষদুটো গুরুত্বপূর্ণ কেন ছিল সে প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল, শুধু যা ঘটেছে তা বলল। পুলিশ অফিসারের চিফকে ঘটনাটা জানাতে বলল মার্ক জানাল হোমিসাইড স্কোয়াড আসছে। পুলিশম্যান নিজের ডিউটি অফিসারকে ফোন করল, মার্ক ওকে যা যা বলছে তা নির্বিকার ভঙ্গিতে বয়ান করল। ওয়াশিংটন মেট্রোপলিটান পুলিশকে প্রতি বছর দুশোরও বেশি মার্ডার কেস সামাল দিতে হয়। এদিকে মেডিকেল পার্সোনেলরা অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত। মার্ক বুঝতে পারছে না ও কী করবে, কোথায় যাবে স্টেমস কোথায়? কোথায় কোলভার্ট? সবাই কোন্ চুলোয় গেছে?

মার্ক আবার পুলিশ কর্মকর্তাটির কাছে গেল। সে অপেক্ষমান ভিড়টাকে বোঝাচ্ছিল কেন কারও ঘরের ভেতরে ঢোকা উচিত হবে না। লোকগুলো বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে থাকল। মার্ক পুলিশম্যানকে বলল ও ফিল্ড অফিসে যাচ্ছে. কর্মকর্তা আপত্তি করল না। তার ধারণা সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে। তাছাড়া হোমিসাইড যে কোনও সময় হাজির হয়ে যাবে। জানাল ওরা পরে মার্কের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। মার্ক চলে এল।

গাড়ির সাইড কমপার্টমেন্ট থেকে লাল আলোটা বের করে নিয়ে ওটা ছাদে বসাল মার্ক। সুইচ রাখল স্পেশাল স্লটে। তারপর বেগে ছুটিয়ে দিল গাড়ি অফিসে যাচ্ছে ও।

গাড়ির রেডিও চালু করে দিল মার্ক। 'WFO I80' ইন সার্ভিস। মি. স্টেমস এবং মি. কোলভার্ট কোথায় আছেন, দয়া করে খুঁজে বের করুন। জরুরি আমি এক্ষুনি ফিল্ড অফিসে ফিরছি।'

'জ্বী, মি. অ্যান্ড্রুজ।'

'WFO I80' আউট অভ সার্ভিস।'

বারো মিনিট পরে ও পৌঁছে গেল ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে। পার্ক করল গাড়ি। দৌড়ে উঠল এলিভেটরে। চলে এল সাত তলায়। ঝড়ের বেগে এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল মার্ক।

'অ্যাসপিরিন, অ্যাসপিরিন। আজ রাতে ডিউটিতে কে আছে?'

'শুধু আমি।' চশমার আড়াল থেকে তাকাল অ্যাসপিরিন, চেহারায় বিরক্তি। 'কেন, কী হয়েছে?'

'স্টেমস কোথায়? কোলভার্ট কোথায়?' গর্জন ছাড়ল মার্ক।

'তারা এক ঘণ্টা আগে বাড়ি গেছে।'

সুইট যেশাস, এখন মার্ক কী করে? অ্যাসপিরিনকে বিশ্বাস করে কোন গোপন কথা বলা যাবে না। কিন্তু ও ছাড়া পরামর্শ চাইবার মত এ মুহূর্তে আর কাউকে দেখতে পাচ্ছে না মার্ক। স্টেমস যদিও পইপই করে ওকে বলে দিয়েছেন ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলার আগে এ নিয়ে কারও সঙ্গে একটি শব্দও উচ্চারণ করা যাবে না, তবে এখন পরিস্থিতি জটিল। মার্ক বিস্তারিত কিছু বলবে না তবে অ্যাসপিরিনের পরামর্শ ওর দরকার

'স্টেমস এবং কোলভার্টকে খুব দরকার। ওদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করব বলো তো?'

'সবগুলো কার রেডিও স্টেশনের সঙ্গে কথা বলেছ?'

'পলিকে চেক করতে বলেছি। তবে আমি আরেকবার চেষ্টা করে দেখছি।'

মার্ক পলিকে জিজ্ঞেস করল, 'পলি, মি. স্টেমস কিংবা মি. কোলভার্টকে ওদের কার রেডিওতে লোকেট করা গেছে?'

'এখনও চেষ্টা করছি, স্যার।'

অপেক্ষা করতে লাগল মার্ক। কিন্তু এ প্রতীক্ষার যেন শেষ নেই. 'কী হলো, পলি, পাচ্ছ না?'

'আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, স্যার। কিন্তু এক নাম্বার লাইনে শুধু গুণগুণ শব্দ হচ্ছে।'

'দুই, তিন এবং চারে চেষ্টা করো। সবগুলো স্টেশন ধরো '

'জ্বী, স্যার। তবে একবারে শুধু একটা স্টেশন ধরা যায়। চারটে স্টেশন। কিন্তু একবারে একটার বেশি যোগাযোগ করা সম্ভব নয়।'

মার্ক আতংকিত হয়ে পড়ছে। কিন্তু এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে চিন্তা করতে হবে। পৃথিবী নিশ্চয় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে না— যাচ্ছে কি?

'ওরা এক নাম্বার স্টেশনে নেই, স্যার। দুনম্বরেও নেই। এত রাতে ওরা তিন কিংবা চার নম্বরে থাকবেন কেন? তাঁরা তো বাড়ি যাচ্ছিলেন।'

'ওরা কোথায় যাচ্ছিল তা নিয়ে আমার মাথা ব্যথা নেই। জাস্ট ফাইন্ড দেম। আবার চেষ্টা করো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' পলি তিন এবং চার নম্বর স্টেশন ধরার চেষ্টা করল। পাঁচ এবং ছয় নম্বর লাইনে ঢোকার অনুমতি পলির নেই। মার্ক তাকাল অ্যাসপিরিনের দিকে। একমাত্র ডিউটি অফিসারই কোড ভাঙার অনুমতি দিতে পারে।

'এটা ইমার্জেন্সি— কসম খেয়ে বলছি এটা ইমার্জেন্সি।'

অ্যাসপিরিন পলিকে পাঁচ এবং ছয় নম্বর লাইনে চেষ্টা করতে বলল। পাঁচ এবং ছয় হলো এফবিআই'র ফেডেরাল কম্যুনিকেশন্স কমিশন। সংক্ষেপে একে সবাই কেজিবি বলে ডাকে। এফবিআই'র লোকেরা এ কোডে কথা বলার সময় 'কেজিবি' নামটা নিয়ে সবসময় হাসাহাসি করে। তবে এ মুহূর্তে হাস্যরস করার মুডে নেই মার্ক। কেজিবি ৫ এবং কেজিবি ৬ থেকেও ওদের দুজনের কোনও খোঁজ মিলল না। ঈশ্বর, মার্ক এখন কী করবে?

বাথরুমে ঢুকল ও। ট্যাপ খুলে ভালো করে হাত মুখ ধুয়ে নিল। গা থেকে এখনও রক্ত এবং বমির গন্ধ আসছে। ক্রিমিনাল রুমে ফিরে এল মার্ক। খুব ধীরে ধীরে এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণল। কী করবে, সিদ্ধান্ত নিতে হবে ওকে। ওর মন কুডাক ডাকছে। স্টেমস এবং কোলভার্টের কিছু একটা

হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গ পোস্টম্যান এবং গ্রীককে হত্যা করার পেছনে নিশ্চয় কারণ রয়েছে। ওর এখন ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তবে ওটা হবে চরম সীমায় পৌঁছে যাওয়া। ওর যে র‍্যাংক, চাইলেই ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলার অধিকার রাখে না। ও বড় জোর কাল সকাল সাড়ে দশটায় স্টেমসের করা অ্যাপয়েনমেন্ট অনুযায়ী ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে পারে। পরদিন সকাল সাড়ে দশটা। মানে আরও আধা দিন পরে। বারো ঘণ্টারও বেশি সময় বেকার যাবে। অতক্ষণ একটা গোপন কথা বুকের মাঝে চেপে রাখতে হবে, বলা যাবে না কাউকে।

ফোন বাজল। পলি। প্রার্থনা করল স্টেমস যেন লাইনে থাকেন। কিন্তু ওর প্রার্থনা মঞ্জুর হলো না।

'হেই, মার্ক, তুমি এখনও ওখানে আছ? হোমিসাইডের ক্যাপ্টেন হোগান তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'অ্যান্ড্রুজ?'

'জ্বী, ক্যাপ্টেন।'

'আমাকে নাকি তুমি কী বলবে?'

মার্ক রিপোর্ট করল ক্যাপ্টেন হোগানকে। বলল ক্যাসেফিকিস একজন অবৈধ অভিবাসী, গুলি খেয়ে দেরি করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিল। তাকে একজন ব্ল্যাকমেইল করছিল, হুমকি দিচ্ছিল ক্যাসেফিকিস যে আমেরিকায় অবৈধভাবে থাকছে তা সে ফাঁস করে দেবে। এ নিয়ে দুজনে তর্ক হয় এবং গুলি খায় ক্যাসেফিকিস। মার্ক জানাল কাল সকালে লিখিত পুরো রিপোর্ট সে পাঠিয়ে দেবে।

কিন্তু গোয়েন্দার সন্দেহ যায় না।

'তুমি কি কিছু চেপে যাচ্ছ, খোকা? এফবিআই ওখানে কী করছে? যদি জানি তুমি কোনও তথ্য আমার কাছে গোপন করেছ, তোমার কিন্তু আমি ছাল ছাড়াব।'

স্টেমসের সাবধানবাণী মনে পড়ল মার্কের।

'না, আমি কিছু চেপে যাচ্ছি না।' উঁচু গলায় বলল ও।

হোমিসাইড ডিটেকটিভ ঘোঁতঘোঁত করে উঠল, মার্ককে আরও দু-একটা প্রশ্ন করে রেখে দিল ফোন। মার্ক নামিয়ে রাখল রিসিভার. ভিজে গেছে ঘামে।

আবার নরমা স্টেমসকে ফোন করল মার্ক। নাহ্, বস্ এখনও বাড়ি ফেরেননি। পলিকে ও চারটে চ্যানেলে আবার চেষ্টা করতে বলল। পলি

জানাল চ্যানেল ওয়ান থেকে শুধু গুঞ্জন ধ্বনি ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না শেষে ফোন রেখে দিল মার্ক। অ্যাসপিরিনকে বলল ও চলে যাচ্ছে। অ্যাসপিরিন ওর দিকে ফিরেও তাকাল না। সে এখনও শব্দজট নিয়ে ব্যস্ত।

মার্ক পা বাড়াল এলিভেটরে। বাড়ি ফিরবে। তারপর ডিরেক্টরকে ফোন করবে। ফুল স্পিডে গাড়ি চালাতে লাগল মার্ক। ওয়াশিংটনের সাউথ ওয়েস্ট সেকশনে ওর অ্যাপার্টমেন্ট। ঘরে ঢুকেই ফোন তুলে নিল ও। বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পরে ব্যুরোর সুইচ বোর্ডের অপারেটর সাড়া দিল।

'ডিরেক্টরের অফিস। ডিউটি অফিসার বলছি।'

মার্ক আবার এক থেকে দশ গুণল।

'আমি স্পেশাল এজেন্ট অ্যান্ড্রুজ, ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস।' ধীর গলায় শুরু করল ও। 'আমি ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আর্জেন্ট এবং এক্ষুনি।'

ডিউটি অফিসার জানাল ডিরেক্টর সাহেব অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে ডিনার করছেন। মার্ক ফোন নাম্বার চাইল। এত রাতে ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলার জন্য বিশেষ অনুমতি কি আছে মার্কের? আছে কাল সকাল সাড়ে দশটায় ডিরেক্টরের সঙ্গে ওর একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট রয়েছে।

ডিউটি অফিসার মার্কের গলার স্বরে বুঝতে পারল বিষয়টি খুবই গুরুতর।

'আপনার নাম্বারটা দিন। আমি আপনাকে একটু পরেই ফোন করছি।'

মার্ক জানে লোকটা চেক করে দেখবে ও সত্যি এফবিআই'র লোক কিনা এবং কাল সকালে ডিরেক্টরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্টের বিষয়টি সত্যি কিনা। এক মিনিট পরে বেজে উঠল ফোন। ডিউটি অফিসার

'ডিরেক্টর এখনও অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে আছেন। ওনার প্রাইভেট নাম্বার হলো ৭৬১-৪৩৮৬।'

ডায়াল করল মার্ক।

'মিসেস এডেলম্যানের বাড়ি,' শ্রদ্ধার সঙ্গে বলল একটি কণ্ঠ।

'আমি স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ।' বলল মার্ক। 'আমি এফবি আই'র ডিরেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

ধীরে, পরিষ্কার গলায় প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করল ও, যদিও কাঁপছে

'একটু ধরুন, স্যার।'

অপেক্ষার প্রহর গোণার পালা শুরু হলো আবার।

ভেসে এল নতুন একটি কণ্ঠ। 'টাইসন বলছি।'

গভীর একটা দম নিল মার্ক।

'আমার নাম স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ। SAC নিক স্টেমস এবং স্পেশাল এজেন্ট ব্যারি কোলভার্টসহ আমার কাল সকাল সাড়ে দশটায় আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা। তবে এ অ্যাপয়েন্টমেন্টের কথা আপনার জানা নেই, স্যার। কারণ আপনি অফিস ত্যাগ করার পরে মিসেস ম্যাক গ্রেগরের সঙ্গে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্টটি ঠিক করা হয়। আপনার সঙ্গে আমার এখুনি দেখা করা দরকার। আপনি আমাকে ফোন করতে পারেন। আমি বাসায় আছি।'

'আচ্ছা, অ্যান্ড্রুজ,' বললেন টাইসন। 'আমি তোমাকে ফোন করছি। তোমার নাম্বারটা বলো।'

মার্ক ডিরেক্টরকে ওর বাসার নাম্বার দিল।

'ইয়াংম্যান,' বললেন টাইসন, 'নিশ্চয় কোনও সিরিয়াস বিষয় নিয়ে তুমি কথা বলতে চাইছ।'

আবার অপেক্ষা করতে লাগল মার্ক। এক মিনিট গেল, তারপর আরও এক মিনিট। টাইসন কি ওকে নির্বোধ ঠাউরেছেন? তাই ফোন করবেন না ভেবেছেন? চার মিনিট পার হলো।

বেজে উঠল ফোন। লাফিয়ে উঠল মার্ক।

'হাই, মার্ক। রজার বলছি। চলে এসো। এক সঙ্গে ড্রিংক করি।'

'এখন না, রজার, এখন যেতে পারব না।' দড়াম করে ফোন নামিয়ে রাখল মার্ক

সঙ্গে সঙ্গে আবার বাজল ফোন।

'ঠিক আছে, অ্যান্ড্রুজ, তুমি কী বলতে চাও বলো? তবে দ্রুত বলবে।'

'আপনার সঙ্গে মুখোমুখি বসে কথাগুলো বলতে চাই, স্যার। আমি মাত্র পনেরো মিনিট সময় নেব। আমার কথা শোনার পরে বলে দেবেন আমার কী করা উচিত।'

'ঠিক আছে, যদি খুব জরুরি কথা হয়ে থাকে...অ্যাটর্নি জেনারেলের বাসা চেন?'

'না, স্যার।'

'লিখে নাও : ২৪৯২ এজউড স্ট্রিট, আর্লিংটন।'

মার্ক ফোন নাম্বারটা বড় বড় হরফে একটি ম্যাচবুকের ভেতরে লিখে নিল। তারপর ফোন করল অ্যাসপিরিনকে।

'কিছু ঘটলে আমাকে ফোন কোরো। আমার কার রেডিও খোলা থাকবে। চ্যানেল দুই সারাক্ষণ খোলা রাখব। চ্যানেল এক থেকে কোনও সাড়া পাচ্ছি না। কিছু একটা ঝামেলা হয়েছে।'

মুখ বাঁকাল অ্যাসপিরিন। তরুণ এজেন্টরা আজকাল নিজেদেরকে খুব হামবড়া ভাবে। জে. এডগার হুভার বেঁচে থাকলে এরকমটি হতো না; তিনি এসব ঘটতে দিতেন না। যাক গে, অ্যাসপিরিন চাকরিতে আছেই বড় জোর আর বছরখানেক তারপর সে অবসরে চলে যাবে। সে শব্দজট সমস্যার সমাধানে ফিরে গেল।

মার্ক অ্যান্ড্রুজও ভাবছিল। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছে, এখন চলেছে আর্লিংটনের উদ্দেশে। ইস্ট বেসিন ড্রাইভ হয়ে ইনডিপেনডেন্স এভিন্যুতে ঢুকল, লিংকন মেমোরিয়াল পার হয়ে চলে এল মেমোরিয়াল ব্রিজে। যত দ্রুত সম্ভব গাড়ি চালাচ্ছে ও। রাস্তায় হাওয়া খেতে আসা লোকগুলোকে গালি দিচ্ছে। কারণ এরা গাড়ি ঘোড়া পাত্তা দিতে চায় না, হাঁটছে আপন মনে। মার্ক ভাবছে স্টেমস কোথায়? কোথায় ব্যারি? এসব ঘটছে কী? ডিরেক্টর কি ওকে পাগল টাগল ঠাওড়াবেন?

মেমোরিয়াল ব্রিজ পার হলো মার্ক, জি. ডব্লিউ পার্কওয়ের এক্সিট ধরল। এখানে জ্যামে আটকা পড়ে গেল ও। এক ইঞ্চিও সামনে এগোনো যাচ্ছে না। বোধহয় অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। শালার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার আর সময় পেল না। মার্ক গাড়ি নিয়ে সেন্টার লেনে চলে এল, জোরে জোরে টিপতে লাগল হর্ন। মার্কের গাড়ির ছাদে লাল বাতি জ্বলতে দেখে বেশিরভাগ গাড়িঅলা ভাবল ও পুলিশ রেসক্যু টিমের লোক। তাই তারা রাস্তা ছেড়ে দিল। মার্ক চলে এল কতগুলো পুলিশ কার আর রেসক্যু স্কোয়াড অ্যাম্বুলেন্সের সামনে। এক কমবয়েসী পুলিশ মার্ককে দেখে এগিয়ে এল।

'আপনি কি রেসক্যু টিমের লোক?'

'না, এফবিআই। আমাকে আর্লিংটন যেতে হবে। ইমার্জেন্সি।'

পরিচয়পত্র দেখাল মার্ক। পুলিশম্যান ওকে যাবার রাস্তা করে দিল কিছুক্ষণ পরে হালকা হয়ে এল জ্যাম। মিনিট পনের বাদে ২৪৯২, এজউড স্ট্রিট, আর্লিংটনে পৌঁছে গেল মার্ক। শেষবারের মত ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে পলির সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। নাহ্, স্টেমস কিংবা কোলভার্ট কারোরই কোনও খবর নেই।

মার্ক লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। কদম ফেলার আগেই হাজির হয়ে গেল সিক্রেট সার্ভিসের একজন লোক। মার্ক তাকে নিজের পরিচয়পত্র

দেখাল, জানাল ডিরেক্টরের সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। সিক্রেট সার্ভিস ওকে নম্রভাবে বলল গাড়িতে অপেক্ষা করতে। বাড়ির দরজায় গিয়ে ভেতরে ফোন করল সে। তারপর মার্ককে আসতে বলল। হলরুমের ঠিক পাশে ছোট একটি রুমে বসল মার্ক। এটা নিশ্চয় স্টাডিরুম, অনুমান করল ও। ডিরেক্টর ঘরে ঢুকলেন। দাঁড়িয়ে গেল মার্ক।

'গুড ইভনিং, ডিরেক্টর।'

'গুড ইভনিং, অ্যান্ড্রুজ। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিনারে তুমি বিঘ্ন সৃষ্টি করেছ। তুমি নিশ্চয় জান তুমি কী করছ।'

ডিরেক্টরের আচরণ অত্যন্ত শীতল এবং রূঢ়। অচেনা এক জুনিয়র এজেন্টের আগমনে তিনি যে খুব বিরক্ত তা তাঁর আচরণেই ফুটে উঠেছে। মার্ক স্টেমসের সঙ্গে ওর মিটিঙ থেকে শুরু করে জোড়াখুনের ঘটনা পর্যন্ত পুরোটা গড়গড় করে বলে গেল। ডিরেক্টর পাথর মুখ করে গল্প শুনলেন। এমনকী মার্কের কথা শেষ হবার পরেও তাঁর চেহারায় কোনও অভিব্যক্তি ফুটল না। মার্ক ভাবল : আমি আসলে এখানে এসে ভুল করে ফেলেছি। আমার উচিত ছিল স্টেমস এবং কোলভার্টের খোঁজ নেয়া। ওরা হয়তো এতক্ষণে বাড়ি চলে এসেছে। মার্কের কপালে ঘাম ফুটল। হয়তো আজই এফবিআইতে ওর শেষ দিন। তবে ডিরেক্টরের প্রথম কথাটি শুনেই ও ভীষণ অবাক হয়ে গেল।

'তুমি ঠিক কাজটাই করেছ, অ্যান্ড্রুজ। তোমার জায়গায় হলে আমিও তাই করতাম, তবু তোমার সাহসের প্রশংসা করছি।' মার্কের দিকে তিনি কটমট করে তাকালেন।

'তুমি নিশ্চিত তো যে আজ সন্ধ্যার ঘটনাটি শুধু স্টেমস, কোলভার্ট তুমি এবং আমি ছাড়া অন্য কেউ জানে না? সিক্রেট সার্ভিস কিংবা মেট্রোপলিটান পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কেউ জানে না?'

'জ্বী, স্যার, আমরা চারজন ছাড়া এ ঘটনা আর কেউ জানে না।'

'এবং তোমাদের কাল সকাল সাড়ে দশটায় আমার সঙ্গে তিনজনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, তাই না?'

'জ্বী, স্যার।'

'গুড। অ্যাটর্নি জেনারেলের নাম্বার তো জানাই আছে তোমার?'

'জ্বী, স্যার।'

'আমার বাড়ির নাম্বার হলো ৭২১-৪০৬৯। নাম্বারটা লিখে নাও মুখস্ত করে পুড়িয়ে ফেলবে কাগজ। এখন যা বলি মন দিয়ে শোনো এবং সেভাবে কাজ করবে। ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে ফিরে যাও। স্টেমস এবং কোলভার্ট

কোথায় আছে আবার খবর নেয়ার চেষ্টা করো। মর্গ, হাসপাতাল, হাইওয়ে পুলিশ সবাইকে ফোন করো। আজ রাতের মধ্যে ওদের যদি কোনও খোঁজ না পাওয়া যায়, কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করবে, এটা তোমার প্রথম কাজ। দ্বিতীয় কাজ হলো, এ জোড়া খুন নিয়ে মেট্রোপলিটান পুলিশের সঙ্গে হোমিসাইড বিভাগের যে সব কর্মকর্তা কাজ করছে, তাদের সবার নামের একটা তালিকা আমাকে দেবে। ক্যাসেফিকেসের সঙ্গে তোমরা দুজন যে দেখা করতে গিয়েছিলে তা এদের কাউকে বলোনি তো?'

'কিছু বলিনি, স্যার।'

'গুড।'

দরজা দিয়ে উঁকি দিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল।

'কোন সমস্যা নেই তো, হল্ট?'

'ফাইন, থ্যাংকস, মারিয়ান। তোমার সঙ্গে বোধহয় ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের স্পেশাল এজেন্ট অ্যান্ড্রুজের পরিচয় নেই।'

'না। নাইস টু মীট ইউ, অ্যান্ড্রুজ।'

'গুড ইভনিং, ম্যাম।'

'তোমার কি দেরি হবে, হল্ট?'

'না, অ্যান্ড্রুজকে ব্রিফিং শেষ করেই আসছি।'

'বিশেষ কিছু?'

'না, বিশেষ কিছু নয়।'

ডিরেক্টর চাইছেন না তৃতীয় কেউ তাদের আলাপচারিতায় নাক গলাক।

অ্যাটর্নি জেনারেল চলে যাবার পরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী যেন বলছিলাম?'

'আমাকে ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস যেতে বলছিলেন, স্যার, স্টেমস এবং কোলভার্টের খবর নিতে হবে।'

'হুঁ।'

'তারপর মর্গ, হাসপাতাল এবং হাইওয়ে পুলিশে খবর দেব।'

'রাইট।'

'এবং হোমিসাইড অফিসারদের নামের একটা তালিকা আপনাকে দিতে বলেছেন '

'ঠিক। প্যাডে লিখে নাও : ৪৩০৮ নাম্বার রুমের বাসিন্দাদেরকে কে কে দেখতে গিয়েছিল। ভিজিটর, এমপ্লয়ী সবার নাম আমার চাই। NCIC

এবং ব্যুরো ইনডেক্সে মৃত মানুষদুটির কোনও ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন থাকলে তা জোগাড় করবে। রুম ৪৩০৮ এ যারা ডিউটিতে ছিল, ভিজিটরসহ অন্যান্য সবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করবে, লাশ দুটোর আঙুলের ছাপসহ। এগুলো দরকার সম্ভাব্য সাসপেক্ট আইডেন্টিফিকেশনের জন্য। আর স্টেমস এবং কোলভার্টের যদি খোঁজ না পাও, কাল সকাল সাড়ে আটটায় আমার অফিসে চলে আসবে। আজ রাতে কিছু ঘটলে, আমাকে এখানে ফোন করবে অথবা বাড়িতে। কোনওরকম সংকোচ করবে না রাত সাড়ে এগারোটার পরে আমি বাড়ি ফিরব। ফোন করলে একটি কোড নেম ব্যবহার করবে— ধরো— জুলিয়াস। এবং তোমার নাম্বার আমাকে দেবে। পে ফোন দিয়ে ফোন করবে। আমি সাথে সাথে তোমাকে কলব্যাক করব। খুব বেশি জরুরি না হলে আমাকে সকাল সোয়া সাতটার আগে বিরক্ত করবে না। বোঝা গেছে?'

প্যাডে ডিরেক্টরের নির্দেশ লিখে নিচ্ছিল মার্ক। প্যাড মানে চার ইঞ্চি বাই দুই ইঞ্চি একটি কার্ড, যা সহজে হাতের তালুতে লুকিয়ে রাখা যায়। ও বলল, 'জ্বী, স্যার।'

'বেশ। আমি এখন ডিনারে ফিরছি।'

মার্ক সিধে হলো, চলে যাবে। ডিরেক্টর ওর কাঁধে একটা হাত রাখলেন।

'ডোন্ট ওরি, ইয়ংম্যান। এরকম ঘটনা খুব কমই ঘটে। আর তুমি সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছ। একটা হযবরল পরিস্থিতিতে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছ। যাও, এখন কাজে নেমে পড়ো।'

'জ্বী, স্যার।'

মার্ক স্বস্তি পাচ্ছে ভেবে অন্তত একজন মানুষ পাওয়া গেল যিনি বুঝতে পেরেছেন ও কীসের মাঝ দিয়ে যাচ্ছে : এমন একজন লোকের সঙ্গে ওর সাক্ষাৎ হয়েছে যার প্রশস্ত কাঁধে নিজের দুশ্চিন্তাগুলোর ভার তুলে দেয়া যায়, যার সঙ্গে নিশ্চিন্তে শেয়ার করা যায় সমস্যা।

এফবিআই অফিসে ফেরার পথে কার মাইক্রোফোন তুলে নিল মার্ক। 'WFO 180 ইন সার্ভিস। মি. স্টেমসের কোনও খবর মিলল?'

'এখনও কোনও খবর পাওয়া যায়নি WFO 180, তবে আমি চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।'

অফিসে এসে মার্ক দেখল অ্যাসপিরিন এখনও আছে। জানে না মার্ক এইমাত্র এফবিআই'র পরিচালকের সঙ্গে দেখা করে এসেছে। এফবিআই'র

পাঁচজন ডিরেক্টরের সবার সঙ্গে ককটেল পার্টিতে সাক্ষাৎ হয়েছে অ্যাসপিরিনের। কিন্তু কেউ ওর নাম মনে রাখেননি।

'ইমার্জেন্সি শেষ, বেটা?'

'হুঁ,' মিথ্যা বলল মার্ক। 'স্টেমস এবং কোলভার্টের কোনও খবর পেলে?' গলায় উদ্বেগ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করল ও।

'নাহ্, হয়তো কোথাও স্ফূর্তি করতে গেছে। ওদের নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। ওরা মজাটজা করে ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরবে।'

কিন্তু মার্কের দুশ্চিন্তা যাচ্ছে না। সে নিজের অফিসে ঢুকে পলিকে ফোন করল। পলি জানাল চ্যানেল ওয়ান থেকে সেই গুঞ্জন ধ্বনি ছাড়া আর কোনও কিছুর সাড়া সে পায়নি।

নরমা স্টেমসকে ফোন করল মার্ক। মিসেস স্টেমস জানতে চাইল দুশ্চিন্তা করার মত কিছু ঘটেছে কিনা।

'একদমই না,' আরেকটা মিথ্যা কথা। 'উনি কোন্ বার-এ আছেন সেটা আমরা খুঁজে পাচ্ছি না।'

হেসে উঠল নরমা। সে জানে নিক বারটারে যায় না।

মার্ক কোলভার্টের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করল। কিন্তু ওর ব্যাচেলর অ্যাপার্টমেন্টের ফোন কেউ ধরছে না। মার্কের বারবার মনে হচ্ছে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটা কী বুঝতে পারছে না। ঘড়ি দেখল মার্ক। রাত সোয়া এগারটা। এত তাড়াতাড়ি এত রাত হয়ে গেল? আজ রাতে ওর যেন কোথায় যাবার কথা ছিল? সেরেছে! ওর তো আজ রাতে এক সুন্দরীর সঙ্গে ডিনার করার কথা ছিল। আবার ফোন তুলল মার্ক।

'হ্যালো।'

'হ্যালো, এলিজাবেথ, মার্ক অ্যান্ড্রুজ। তোমাকে ডিনারে নিয়ে যেতে পারিনি বলে অত্যন্ত দুঃখিত। হঠাৎ এমন একটা ফ্যাসাদে জড়িয়ে পড়লাম...'

ওর কণ্ঠে পরিষ্কার টেনশন।

'ঠিক আছে,' হালকা গলায় বলল এলিজাবেথ। 'তুমি তো বলেইছ তোমার ওপর আস্থা রাখা যায় না।'

'আমাকে আরেকটা সুযোগ দাও। আশা করি কাল সকালের মধ্যে ঝামেলা মুক্ত হয়ে যাব। তারপর তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'সকালে? সকালে হাসপাতালে দেখা হবে না। কারণ কাল আমার ডিউটি অফ।'

একটু ইতস্তত করে মার্ক বলল, 'তোমার ডিউটি অফ হয়ে ভালোই হয়েছে। হাসপাতালে গেলে একটা দুসংবাদ শুনতে। ক্যাসেফিকিস আর তোমার সেই পোস্টম্যান আজ রাতে খুন হয়ে গেছে।'

'খুন হয়ে গেছে? দুজনেই? কেন, কে? ক্যাসেফিকিসকে অকারণে কেউ নিশ্চয় হত্যা করেনি, তাই না?' এলিজাবেথের মুখ থেকে স্রোতের মত বেরিয়ে আসছে কথা। 'এসব ঘটছে কী আসলে? না, জবাব চাই না' জানি সত্যি কথাটা তুমি আমাকে বলবে না।'

'তোমার কাছে মিথ্যা বলে আমি সময় নষ্ট করব না, এলিজাবেথ। তোমার সন্ধ্যাটা নষ্ট করে দেয়ার দুঃখিত। বড় একটা স্টিক আমার কাছে পাওনা হয়ে রইল তোমার। তোমাকে আবার পরে ফোন করব। গুড নাইট, লাভলি লেডি। স্লিপ ওয়েল।'

'তুমিও, মার্ক। যদি পারো।'

ফোন রেখে দিল মার্ক। সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার বোঝাটা ফিরে এল। এখন কী? কাল সকাল সাড়ে আটটার আগে ওর আর কিছু করার নেই, শুধু বাড়ি ফেরার আগ পর্যন্ত রেডিও ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। এখানে বসে জানালা দিয়ে অসহায়ের মত বাইরে তাকিয়ে থেকে কোনও লাভ নেই। এখানে ওর একা একা লাগছে, অসুস্থ বোধ করছে।

অ্যাসপিরিনের কাছে গেল মার্ক জানাতে ও বাড়ি যাচ্ছে। বলল পনের মিনিট অন্তর ফোন করবে স্টেমস এবং কোলভার্টের খবর নিতে। অ্যাসপিরিন ওর দিকে মুখ তুলে চাইল না পর্যন্ত।

'ঠিক আছে,' বলল শব্দ জট ছাড়াতে ব্যস্ত অ্যাসপিরিন। এগারটি জট ছাড়িয়েছে।

মার্ক পেনসিলভানিয়া এভিন্যু ধরে নিজের বাড়িতে ফিরে চলল। এবারে ও ধীর গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে। ও থাকে টিবের আইল্যান্ড অ্যাপার্টমেন্টে গাড়ি চালাতে চালাতে রেডিওর মধ্যরাতের খবর শুনছে অন্যমনস্ক মার্ক তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনও খবর নেই, সংবাদ পাঠকের গলাও কেমন বিরক্ত এবং একঘেয়ে শোনাচ্ছে। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে প্রেসিডেন্ট প্রেস কনফারেন্স করেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার পরিস্থিতি দিন দিন আরও খারাপের দিকে মোড় নিচ্ছে। তারপর লোকাল নিউজ : জি. ডব্লিউ পার্কওয়েতে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। দুটো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। ক্রেনের সাহায্যে নদী গর্ভ থেকে গাড়ি দুটো তোলা হচ্ছে। ওয়াশিংটনে ছুটি কাটাতে আসা

জ্যাকসনভিলের প্রত্যক্ষদর্শী এক দম্পতির মতে, গাড়ি দুটির একটি কালো রঙের একটি লিংকন, অপরটি একটি নীল ফোর্ড সেডান। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

নীল ফোর্ড সেডান। অন্যমনস্ক থাকলেও গাড়ির বর্ণনা ধাক্কা মারল মার্কের মস্তিস্কে— নীল রঙের ফোর্ড সেডান? ওহ্ নো, গড, প্লিজ নো. নাইনথ স্ট্রিট থেকে বিদ্যুৎ গতিতে গাড়ি ঘোরাল মার্ক, উঠে এল মেইন এভিন্যুতে, অল্পের জন্য রাস্তার পাশের ফায়ার হাইড্রান্টের সঙ্গে বাড়ি খেল না। ঝড়ো গতিতে ছুটল মেমোরিয়াল ব্রিজে। ওখান থেকে দু'ঘণ্টা আগে এসেছে ও। অ্যাক্সিডেন্ট যেখানে ঘটেছে ও জায়গায় এখনও ভিড় করে আছে মেট্রোপলিটান পুলিশ। ব্যারিয়ার তুলে জি. ডব্লিউর একটা লেন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে ছুটতে ছুটতে আসছিল মার্ক, ব্যারিয়ারের সামনে ওকে থামিয়ে দেয়া হলো। মার্ক নিজের পরিচয়পত্র দেখাল, দায়িত্বরত অফিসারের সঙ্গে কথা বলল। জানাল ওর টেনশন হচ্ছে এই ভেবে যে দুর্ঘটনায় পতিত দুটি গাড়ির একটি এফবিআই'র একজন এজেন্ট চালাচ্ছিলেন। অফিসার কি এ ব্যাপারে কিছু জানেন?

'গাড়িগুলোকে এখনও নদী থেকে তুলতে পারিনি,' জবাব দিল ইন্সপেক্টর। 'অ্যাক্সিডেন্টের দুজন প্রত্যক্ষদর্শী কেবল পেয়েছি আমরা, অবশ্য যদি এটা সত্যি দুর্ঘটনা হয়ে থাকে। আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি দুটো তুলে আনা হবে। আমাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে বলবেন।'

মার্ক রাস্তার ধারে গেল। বড় বড় ক্রেন নিয়ে আসা হয়েছে। ক্রেন আর ফ্রগম্যানরা একযোগে কাজ করছে নদীতে। ক্লিগ ফ্লাডলাইটের আলোতে আলোকিত এলাকা। ত্রিশ মিনিট যেন ফুরোতেই চাইছে না। শীত করছে মার্কের। ও অপেক্ষা করছে। দেখছে। চল্লিশ মিনিট গেল, পার হলো পঞ্চাশ মিনিট ষাট মিনিটের মাথায় পাতাল থেকে তুলে আনা হলো কালো লিংকন। ভেতরে একজন লোক বসা, সিটবেল্ট গায়ে। পুলিশ এগিয়ে গেল গাড়িটির দিকে। মার্ক গেল ডিউটিরত অফিসারের কাছে।

জানতে চাইল দ্বিতীয় গাড়িটি তুলতে আর কতক্ষণ সময় লাগবে।

'বেশিক্ষণ লাগবে না। ওই লিংকনটা আপনার গাড়ি নয়?'

'না,' জবাব দিল মার্ক।

দশ মিনিট, কুড়ি মিনিট, দ্বিতীয় গাড়িটির ওপরের অংশ দেখতে পেল মার্ক। গাঢ় নীল রঙ। গাড়ির একটা পাশ দেখতে পাচ্ছে ও, একটি জানালা

অল্প খোলা; তারপর পুরো গাড়িটি দৃষ্টিগোচর হল। দুজন লোক বসা ভেতরে। লাইসেন্স প্লেট দেখল মার্ক। ওই রাতে দ্বিতীয়বারের মত প্রচণ্ড অসুস্থবোধ করল ও। প্রায় কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল ইন্সপেক্টরের কাছে, তাকে গাড়ির লাশ দুটোর নাম জানিয়ে ছুটল রাস্তার পাশের পে ফোনে। রাস্তাটা পার হতে যেন অনন্তকাল লেগে গেল। বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করল মার্ক। ঘড়ি দেখল। রাত প্রায় একটা বাজে। একবার রিং হবার পরে ঘুম জড়ানো একটি কণ্ঠ সাড়া দিল, 'ইয়েস।'

মার্ক বলল, 'জুলিয়াস।'

কণ্ঠটি বলল, 'তোমার নাম্বার কত?'

নাম্বার দিল ও। ত্রিশ সেকেন্ড পরে বেজে উঠল ফোন।

'ওয়েল, অ্যান্ড্রুজ, এখন রাত একটা বাজে।'

'জানি, স্যার। স্টেমস আর কোলভার্টের খবর দিতে ফোন করেছি। ওরা মারা গেছেন।'

ও প্রান্তে এক মুহূর্তের বিরতি।

'তুমি ঠিক জানো?' এবারে কণ্ঠটিতে ঘুমের লেশমাত্র নেই।

'জ্বী, স্যার।'

মার্ক কার ক্রাশ সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে, পুরো বিবরণ দিল। তবে কণ্ঠে গোপন রইল আবেগ এবং কষ্ট।

'তোমার অফিসে এক্ষুণি ফোন করো, অ্যান্ড্রুজ,' বললেন টাইসন, 'কোনও বিস্তারিত বর্ণনায় যাবে না; ওদেরকে কার ক্রাশের কথা বলবে—আর কিছু না। সকালে এ ব্যাপারে আরও খবর তুমি পাবে পুলিশের কাছ থেকে। আমার অফিসে তুমি সাড়ে সাতটায় আসবে, সাড়ে আটটায় নয়। বিল্ডিং-এর দূর প্রান্তের এন্ট্রান্স দিয়ে এসো। ওখানে তোমার জন্য এক লোক অপেক্ষা করবে। সে তোমাকে চেনে। দেরি করবে না। এখন বাড়ি যাও। একটু ঘুমাবার চেষ্টা করো। কাল সকাল পর্যন্ত সমস্ত কন্টাক্ট থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে নিজেকে। চিন্তা কোরো না, অ্যান্ড্রুজ। তোমাকে যে কাজগুলো করতে বলেছিলাম ওগুলোর রুটিন চেক আমি আমার কয়েকজন এজেন্টকে দিয়ে করিয়ে নেব।'

কেটে গেল লাইন। মার্ক ফোন করল অ্যাসপিরিনকে। স্টেমস এবং কোলভার্টের মৃত্যুর খবর জানাল। ওকে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ না দিয়ে রেখে দিল রিসিভার। ফিরে এল নিজের গাড়িতে। ধীর গতিতে ফিরে চলল বাড়ি। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে। কুয়াশা পড়েছে। ভৌতিক লাগছে সবকিছু।

অ্যাপার্টমেন্ট গ্যারেজের প্রবেশ পথে সাইমনকে দেখতে পেল মার্ক। ওদের কৃষ্ণাঙ্গ, তরুণ অ্যাটেনডেন্ট। মার্ককে সে খুবই পছন্দ করে, তারচেয়েও বেশি পছন্দ করে ওর মার্সিডিজ গাড়িটি। গ্রাজুয়েট হবার পরে মার্ককে ওর ধনবতী খালা এ গাড়িটি উপহার দিয়েছিলেন। সাইমন জানে মার্ক গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে রাখে না। বরং ওকে গাড়ি চালানোর সুযোগ দিতে বাইরে পার্ক করে রাখে। আর সাইমন রুপোলি রঙের এই অসাধারণ মার্সিডিজ SLC 580 চালানোর সুযোগ পেলে গোটা দুনিয়া বিস্মৃত হয়। সাইমনের সঙ্গে দেখা হলে মার্ক সবসময়ই ঠাট্টা-মশকরা করে দু একটা কথা বলে। কিন্তু আজ সাইমনের দিকে ও ভালো করে তাকাল না পর্যন্ত। চাবির গোছা সাইমনের হাতে দিয়ে বলল, 'কাল সকাল সাতটায় আমার গাড়িটা দরকার।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হবার আগেই মার্সিডিজের ইঞ্জিন চালু হওয়ার মৃদু শব্দ শুনল মার্ক। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে সাইমন।

নিজের অ্যাপার্টমেন্টে চলে এল মার্ক। তিনটে ঘর নিয়ে ওর অ্যাপার্টমেন্ট। সবগুলো খালি। দরজা বন্ধ করল মার্ক, তারপর লাগিয়ে দিল ছিটকিনি। এ কাজ আগে কখনও করেনি ও। ঘরে হাঁটতে হাঁটতে আস্তে আস্তে জামা-কাপড় খুলল ও। বোটকা গন্ধ আসা শার্ট ছুঁড়ে দিল লন্ড্রি হ্যাম্পারে। তৃতীয়বারের মত মুখ-হাত ধুলো। তারপর শুয়ে পড়ল বিছানায়। তাকিয়ে আছে সাদা সিলিংয়ে। ঘুমাবার চেষ্টা করল। তারপর কোত্থেকে দু'ঘন্টা পার হয়ে গেল জানে না ও।

চার

শুক্রবার, ৪ মার্চ, ১৯৮৩ **সকাল ৭:০০**

সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে পড়ল মার্ক। বিছানায় আর শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল না ওর। গোসল সেরে পরিষ্কার একটা শার্ট চাপাল গায়ে, তারপর গায়ে দিল কোট। ওর অ্যাপার্টমেন্টের জানালা দিয়ে ওয়াশিংটন চ্যানেল এবং ইস্ট পটোম্যাক পার্ক দেখা যায়। কিছুদিনের মধ্যে চেরী গাছগুলো ভরে উঠবে ফুলে ফুলে। কিছুদিনের মধ্যে...

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা বন্ধ করে বাইরে পা বাড়াল মার্ক। সাইমন ওকে গাড়ির চাবি দিয়ে গেছে। প্রাইভেট পার্কিং লটে মার্কের মার্সিডিজ রেখেছে।

মার্ক সিক্সথ স্ট্রিট ধরে ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে জি-তে বামে মোড় নিল, তারপর সেভেনথ স্ট্রিটে চলল। রাস্তায় এ সময় ট্রাক ছাড়া অন্য কোনও যানবাহন নেই বললেই চলে। ও একে একে পার হলো হার্শহর্ন মিউজিয়াম, স্থানীয় ভাবে যার নাম কংক্রিট ডোনাট, ন্যাশনাল এয়ার এবং স্পেস মিউজিয়াম, ঢুকে পড়ল ইনডিপেনডেন্স এভিন্যুতে। ন্যাশনাল আর্কাইভের পাশে, সেভেনথ এবং পেনসিলভানিয়ার মাঝখানে, ট্রাফিকে লাল আলো জ্বলে উঠতে গাড়ি থামাল মার্ক। সবুজ আলোর সংকেত পেয়ে আবার ছোটাল গাড়ি।

এফবিআই সদর দপ্তরের পেছনের র‍্যাম্পে মার্সিডিজ নিয়ে চলে এল ও। গাঢ় নীল রঙের ব্লেজার, ধূসর ফ্ল্যানেল, কালো জুতো, নীল টাই পরা, রেগুলেশন ইউনিফর্মে সজ্জিত, ব্যুরোর এক লোক ওর জন্য অপেক্ষা করছিল মার্ক লোকটাকে ওর আইডি দেখাল। তরুণ কোন কথা না বলে

ওকে নিয়ে এলিভেটরে চলে এল। এলিভেটরে চেপে ওরা উঠে এল সাততলায়, মার্ককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো একটি রিসেপশন রুমে। বলা হলো অপেক্ষা করার জন্য।

ডিরেক্টরের অফিসের পাশে, রিসেপশন রুমে বসে রইল মার্ক। চারপাশটা তাকিয়ে দেখছে। চোখ আটকে গেল দেয়ালে। একটা ফলক ঝোলানো রয়েছে ওখানে। ওতে বলা হচ্ছে এফবিআই'র ষাট বছরের ইতিহাসে, মাত্র চৌত্রিশজন কর্মকর্তা কর্তব্যরত অবস্থায় মারা গেছে; মাত্র একবার একই দিনে মৃত্যু ঘটেছে দুজন অফিসারের। গতকালও একই ঘটনা ঘটেছে, গম্ভীর মুখে ভাবল মার্ক। ওর চোখ দেয়ালে ঘুরছে। ক্যাপিটলের বড় একটি ছবি আছে, সুপ্রিম কোর্টের ছবির পাশে. মার্কের বামে এফবিআই'র পাঁচ ডিরেক্টরের ছবি— হুভার, গ্রে, রুকেলশাস, কেলি এবং বর্তমান পরিচালক এইচ.এ. এল টাইসন। যাকে ব্যুরোর সকলে 'হল্ট' নামে জানে। পরিচালকের সেক্রেটারি মিসেস ম্যাক গ্রেগর ছাড়া আর কেউ ডিরেক্টরের আসল ডাক নাম জানে না।

টাইসন ৬ ফুট ১ ইঞ্চি লম্বা, ওজন ১৮০ পাউন্ড, চুলের রঙ বাদামী তাঁর স্ত্রী পাঁচ বছর আগে মাল্টিপল স্কেলেরোসিস-এ ভুগে মারা গেছেন। কুড়ি বছর স্বামীর প্রাণপণ সেবা করেছেন মহিলা।

টাইসন দুনিয়ার কাউকে ভয় পান না এবং তাঁর সততা ও ন্যায়পরায়ণতার কোনও তুলনা হয় না। জাতির চোখে তিনি হিরো। হুভারের মৃত্যুর পরে কেলি এবং হল্ট টাইসন মিলে নতুন করে গড়ে তুলেছেন প্রায় হারিয়ে যেতে বসা ব্যুরোকে। ব্যুরোর বর্তমান সুখ্যাতির জন্য এককভাবে টাইসনকে কৃতিত্ব দেয়া যায়। মার্ক পাঁচ বছর ধরে এফবিআইয়ে কাজ করছে। এবং সে সুখি।

মার্ক অস্থির ভঙ্গিতে জ্যাকেটের মাঝখানের বোতাম ধরে নড়াচড়া করছিল. সকল এফবিআই এজেন্টই এ কাজটা করে। কুয়ানটিকোতে পনের হপ্তার ট্রেনিং কোর্সে ওদেরকে শেখানো হয়েছে জ্যাকেটের বোতাম সর্বদা খোলা থাকবে। এতে হিপ হোলস্টারে রাখা পিস্তল বের করতে সুবিধে টিভি সিরিজে দেখানো হয় গোয়েন্দারা শোল্ডার স্ট্যাপে অস্ত্র রাখে। ভুল। এফবিআই'র একজন এজেন্ট যখন টের পায় বিপদ, সে তার কোটের বোতাম খোলা আছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখে। মার্ক ভয় পাচ্ছে, অজানা কিছুর ভয়। ভয় এইচ.এ. এল টাইসনকে, ভয় পাচ্ছে ওর ক্ষতটা স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন দূর করতে পারবে না।

অচেনা যুবক ঘরে ঢুকল।

'ডিরেক্টর আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।'

মার্ক খাড়া হলো, অস্বস্তি লাগছে। ট্রাউজার্সে ঘষে হাতের তালুর ঘাম মুছে নিল। তারপর অচেনা যুবকের পেছন পেছন আউটার অফিস থেকে ডিরেক্টরের খাস কামরায় ঢুকে পড়ল। ডিরেক্টর মুখ তুলে তাকালেন, ইশারায় একটি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। অচেনা যুবক দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। বসে আছেন ডিরেক্টর তারপরও তাঁকে লাগছে দৈত্যের মত। প্রকাণ্ড একটা মাথা, ভীষণ চওড়া কাঁধ, ঝোপের মত ভুরু জোড়া বেপরোয়া, তারের মত পেঁচানো, কোকড়ানো বাদামী চুলের সঙ্গে মানিয়ে গেছে। গরিলার মত হাত জোড়া রেখেছেন ডেস্কের ওপর। যেন তুললেই টেবিলটা তাঁর কাছ থেকে দৌড় দেবে। ডিরেক্টরের গাল দুটো লাল। মদ্যপানের কারণে নয়, অদ্ভুত আবহাওয়ার জন্য। মার্কের চেয়ার থেকে সামান্য দূরে আরেকজন লোক বসে আছে। ক্লিন শেভড, পেশীবহুল শরীরের মানুষটি নীরব। দেখেই বোঝা যায় এ হলো পুলিশের বাপ।

ডিরেক্টর বললেন, 'অ্যান্ড্রু, এ হলো সহকারী পরিচালক ম্যাথিউ রজার্স। ক্যাসেফিকিসের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে আমি ওকে ব্রিফ করেছি, তদন্তে তোমার সঙ্গে কয়েকজন লোক দিচ্ছি আমরা।' ডিরেক্টরের ধূসর চোখ যেন বিদ্ধ করছে মার্ককে।

'গতকাল আমি আমার দুজন সেরা লোককে হারিয়েছি, অ্যান্ড্রুজ এবং এ ঘটনার জন্য কে দায়ী তা আমি খুঁজে বের করবই। কেউ বা কোন কিছু আমাকে বাধা দিতে পারবে না। এমনকী স্বয়ং প্রেসিডেন্টও নন। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বী, স্যার।' শান্ত গলায় জবাব দিল মার্ক।

'*দ্য নিউইয়র্ক টাইমস* এবং *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট*-এ ছাপা হওয়া খবর থেকে পাবলিক জানতে পারবে গতকালকের ঘটনা স্রেফ অটোমোবাইল অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। কোনও সাংবাদিক উড্রো উইলসন মেডিকেল সেন্টারের জোড়া খুনের সঙ্গে আমার দুই এজেন্টের মৃত্যুকে জড়ানোর অবকাশ পাচ্ছে না। সে যাক গে, এ নিয়ে আমি এখন আর কিছু বলব না। তুমি গত রাতে আমাকে যা বলেছ, সে রিপোর্ট আমি দেখেছি। পরিস্থিতির একটা সারমর্মও সাজিয়েছি। যদি কোথাও গলদ থাকে শুধরে দিও।'

ডিরেক্টর ফাইলে নামিয়ে আনলেন চোখ।

'গ্রীক লোকটা এফবিআই প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছিল,' শুরু করলেন তিনি। 'বিষয়টি টের পেলে আমি তার অনুরোধ রক্ষা করতাম,' মুখ তুলে চাইলেন ডিরেক্টর।

'ক্যাসেফিকিস হাসপাতালে বসে তোমাদেরকে মৌখিক একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল। তার ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে ১০ মার্চ হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। সে জর্জটাউনের একটি হোটেলে, প্রাইভেট লাঞ্চ পরিবেশন করার সময় এ ষড়যন্ত্রের কথা জেনে ফেলে। সে বলছিল একজন মার্কিন সিনেটর ওখানে উপস্থিত ছিলেন। যা বললাম ঠিক আছে তো, অ্যান্ড্রুজ?'

'জ্বী, স্যার।'

আবার ফাইলে ফিরে গেল ডিরেক্টরের দৃষ্টি।

'পুলিশ মৃত মানুষটির আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করে দেখেছে মেট্রোপলিটান পুলিশ কিংবা NICI ফাইলে তার নাম নেই। গত রাতের চারটে হত্যাকাণ্ডের পরে আমরা এ ধারণায় উপনীত হতে পারি যে গ্রীক অভিবাসী যা বলেছে তা সত্যি। এই পৈশাচিক ঘটনার পেছনে যারা আছে তারা হয়তো ভাবছে তাদের বিপদ কেটে গেছে কারণ তাদের প্ল্যান জানতে পারে এমন লোকদেরকে তারা দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিয়েছে. তুমি ভাগ্যগুণে বেঁচে গেছ, ইয়ংম্যান।'

'জ্বী, স্যার।'

'ওরা নিশ্চয় ভেবেছে তুমি নীল ফোর্ড সেডানে ছিলে?'

মাথা দোলাল মার্ক।

'আমি চাই ষড়যন্ত্রকারীরা ভাবতে থাকুক তাদের পথের কাঁটা দূর হয়ে গেছে আর এজন্য ১০ মার্চ প্রেসিডেন্টের যে শিডিউল প্ল্যান রয়েছে আমি তার হেরফের ঘটাতে চাই না।'

সাহস করে প্রশ্নটি করল মার্ক, 'কিন্তু, স্যার, এতে করে কি প্রেসিডেন্ট ঘোর বিপদের মধ্যে থাকছেন না?'

'অ্যান্ড্রুজ, কেউ, কোথাও, হতে পারে তিনি একজন মার্কিন সিনেটর, প্রেসিডেন্টকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন। তিনি ইতিমধ্যে আমার দুই সেরা এজেন্টকে মেরে ফেলেছেন, খুন হয়ে গেছে একজন গ্রীক যার কিনা ষড়যন্ত্রকারীদের চিনে ফেলার ভয় ছিল, আর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছে বোবা-কালা এক পোস্টম্যান। পোস্টম্যান ক্যাসেফিকিসের খুনীকে চিনে ফেলতে পারত, সে ভয়ে তাকেও সরিয়ে দেয়া হয়েছে দুনিয়ার বুক থেকে

এখন যদি আমরা হেভি অ্যাকশন নিতে যাই, ওরা ভয় খেয়ে যাবে আর আমরা এগোবোই বা কীসের ভিত্তিতে? ওদের পরিচয় আগে জানতে হবে। পরিচয় জানতে পারলেই যে ওদেরকে পাকড়াও করতে পারছি, তা-ও নয়। ওদেরকে ধরার একটাই উপায়— হারামজাদারা ভাবতে থাকুক ওরা বিপদমুক্ত— তারপর শেষ মুহূর্তে আমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। এমনও হতে পারে ওরা ইতিমধ্যে ভয় খেয়ে গেছে। তবে আমার ঠিক তা মনে হয় না। ওরা এমন নৃশংস খুনখারাবী করেছে, শুধু ওদের গোপন কথাটি গোপন রাখার জন্য। কাজেই ওরা ১০ মার্চ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের জন্য অপেক্ষা করবে এবং কেন ১০ মার্চ প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে চাইছে, তার পেছনে নিশ্চয় বিশেষ কোনও কারণ আছে এবং সে কারণটি আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।'

'আমরা কী প্রেসিডেন্টকে বলব?'

'না, না, এখনই কিছু বলার দরকার নেই। ওনার কাঁধে এমনিতেই বহু বোঝা চেপে রয়েছে। কে মার্ক অ্যান্টনি আর কে ব্রুটাস— এ চিন্তার বোঝা আমি আর তাঁর কাঁধে চাপাতে চাই না।'

'তাহলে আগামী ছয়দিন আমাদের করণীয় কী?'

'তুমি এবং আমি মিলে ক্যাসিয়াসকে খুঁজে বের করব।'

'কিন্তু যদি তাকে খুঁজে না পাই?'

'দেন গড হেল্প আমেরিকা।'

'আর যদি সন্ধান পেয়ে যাই?'

'তাকে তুমি খুন করবে।'

মার্ক জীবনেও খুনখারাবীর মধ্যে যায়নি। ও এমনকী পোকামাকড় মারাও পছন্দ করে না। আর একজন মার্কিন সিনেটরকে কিনা ওর হত্যা করতে হবে, ভাবলেই কেমন বুক কাঁপে।

'মুখ শুকানোর প্রয়োজন নেই, অ্যান্ড্রুজ। তোমাকে হত্যা নাও করতে হতে পারে। আমি এখন কী করব তা তোমাদেরকে বলছি আমি সিক্রেট সার্ভিস প্রধান এইচ. স্টুয়ার্ট নাইটকে ঘটনাটা জানাব। বলব আমাদের দুই অফিসার এক লোকের ব্যাপারে তদন্ত করতে গিয়ে জানতে পেরেছে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে আগামী মাসের কোন একদিন মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র চলছে। এর সঙ্গে যে একজন সিনেটর জড়িত, এ কথা তাঁকে বলার কোনও ইচ্ছে আমার নেই বলব না যে এ কারণে আমার দুজন লোক মারা গেছে। কারণ এসব তাঁর না জানলেও চলবে। সিনেটরের কথা উল্লেখ করব না কারণ

আমি চাই না সবাই তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থেকে ভাবুক এদের একজন ক্রিমিনাল।'

সহকারী পরিচালক কেশে পরিষ্কার করে নিল গলা। এই প্রথম কথা বলল, 'কেউ কেউ এরকমটা ভাবছেনও।'

অবিচল ভঙ্গিতে বলে যেতে লাগলেন ডিরেক্টর, 'অ্যান্ড্রুজ, আজ সকালে তুমি ক্যাসেফিকিসের মৃত্যুর ঘটনা নিয়ে একটি রিপোর্ট লিখে ওটা গ্রান্ট লান্নাকে দেবে। ওতে স্টেমস এবং কোলভার্টের হত্যাকাণ্ডকে জড়াবে না : কেউ যেন এ দুটো একত্রিত করে দেখার সুযোগ না পায়। প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর হুমকির কথা উল্লেখ করতে পার তবে এতে সিনেটরের জড়িত থাকার প্রসঙ্গটি এড়িয়ে যাবে। ঠিক আছে না, ম্যাট?'

'জ্বী,' জবাব দিল রজার্স। 'যাদের জানার দরকার নেই, তাদেরকে সন্দেহের কথা যদি জানিয়ে দিই, সেক্ষেত্রে সিকিউরিটি অপারেশনের ঝুঁকি বেড়ে যাবে, টের পেয়ে গুপ্তঘাতকরা পালাবে— তখন আবার নতুন করে সবকিছু শুরু করতে হবে— অবশ্য দ্বিতীয় সুযোগ যদি পাই।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিলেন ডিরেক্টর। 'আমরা কীভাবে খেলব বলছি, অ্যান্ড্রুজ একশো সিনেটর রয়েছেন। এদের মধ্যে কেবল একজন ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে যুক্ত। তোমার কাজ হলো এ লোকটিকে খুঁজে বের করা। অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর তার জুনিয়রদের নিয়ে আমাদের অন্যান্য কাজগুলো করবে। তবে কারও বিস্তারিত কিছু জানার দরকার নেই। ম্যাট, তুমি কাজ শুরু করবে গোল্ডেন ডাক রেস্টুরেন্ট দিয়ে।'

'জর্জটাউনের প্রতিটি হোটেল চেক করতে হবে,' বলল রজার্স। 'দেখতে হবে কোন্ হোটেলে ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রাইভেট লাঞ্চ পার্টি হয়েছে খোঁজ নিতে হবে হাসপাতালেও। হয়তো হাসপাতালের পার্কিং লট কিংবা করিডরে কাউকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। আপনি এবং কোলভার্ট ক্যাসেফিকিসের সঙ্গে কথা বলছিলেন, গুপ্তঘাতকরা নিশ্চয় আপনাদের ফোর্ড গাড়িটি লক্ষ করেছে।'

'হুঁ,' বললেন ডিরেক্টর। 'ওকে, থ্যাংকস, ম্যাট। তোমার আর সময় নষ্ট করব না। কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানিয়ো।'

'অবশ্যই,' বলল সহকারী পরিচালক। চেয়ার ছাড়ল সে। চলে গেল ঘর থেকে

মার্ক বসে রইল চুপচাপ। ডিরেক্টর ইন্টারকমের বোতাম টিপলেন।

'মিসেস ম্যাক গ্রেগর, দুজনের জন্য কফি পাঠিয়ে দিন, প্লিজ।'

'জ্বী, স্যার।'

'অ্যান্ড্রুজ, তুমি প্রতিদিন সকাল সাতটায় অফিসে এসে আমাকে রিপোর্ট করবে। কোন ইমার্জেন্সি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে জুলিয়াস কোড নেম ব্যবহার করে ফোন করবে আমাকে। আমিও তোমাকে ফোন করার সময় একই কোড নেম ব্যবহার করব। ঠিক আছে?'

'জ্বী, স্যার।'

'এখন সবচেয়ে জরুরি পয়েন্ট। যদি কোনও কারণে আমি মারা যাই কিংবা অদৃশ্য হয়ে যাই, তুমি অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে যোগাযোগ করবে, বাকিটা সামলে নেবে রজার্স। আর তুমি মারা গেলে, ইয়াংম্যান, আমি ব্যাপারটা সামাল দেব।' এই প্রথম হাসলেন তিনি। তবে মার্ক ডিরেক্টরের হাসিতে খুশি হতে পারল না।' তোমার ফাইলে দেখলাম দুহপ্তার ছুটি পাওনা আছে তোমার। আজ দুপুর থেকেই ছুটিটা নিয়ে নাও। অফিসিয়ালি অন্তত এক হপ্তা তোমার কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। গ্রান্ট নান্নাকে বলা আছে এ কটা দিন তুমি আমার সঙ্গে থাকছ' উপসংহার টানলেন ডিরেক্টর। 'আমাকে তোমার ছ'দিন এবং ছ'রাত সহ্য করতে হবে, ইয়াংম্যান, এর আগে শুধু আমার প্রয়াত স্ত্রীই এ কাজটা করেছেন।'

'আর আমাকেও আপনার সহ্য করতে হবে, স্যার,' কিছু না ভেবেই বলে ফেলল মার্ক। বলেই ভাবল এই বুঝি কড়া একটা ধমক খেতে হবে। বদলে হাসলেন ডিরেক্টর।

কফি নিয়ে হাজির হলো মিসেস ম্যাক গ্রেগর। কাপ দুটো টেবিলে রেখে চলে গেল। এক ঢোকে পুরোটা কফি সাবাড় করলেন ডিরেক্টর তারপর পায়চারি শুরু করলেন ঘরে। যেন ঘর নয় এটা একটা খাঁচা. মার্ক নিজের জায়গায় বসে রইল তবে টাইসনের ওপর থেকে এক পলকের জন্যও সরল না দৃষ্টি হাঁটার তালে প্রকাণ্ড কাঁধ জোড়া ওঠা-নামা করছে, বিশাল মস্তক এবং ঝাঁকড়া চুল প্রতিটি পদক্ষেপে ঝাঁকি খাচ্ছে। তিনি যখন গভীরভাবে চিন্তামগ্ন থাকেন, শুধু তখন এরকম পায়চারি করেন।

'তোমাকে সবার আগে যে কাজটি করতে হবে, অ্যান্ড্রুজ, তাহলো খুঁজে বের করতে হবে ২৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে কোন্ কোন্ সিনেটর উপস্থিত ছিলেন। উইকএন্ডের সময়ে ওই ডামিগুলোর বেশিরভাগ দেশের নানান জায়গায় চলে যায় ছুটি কাটাতে, বক্তৃতা দেয় কিংবা তাদের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়া সন্তানদের সঙ্গে ছুটি কাটায়।'

সবার কাছে ডিরেক্টরের প্রিয়ভাজন হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ তিনি লোকের পেছনে কিছু বলেন না, যা বলার সরাসরি মুখের ওপর বলে দেন। মার্ক হাসল। রিল্যাক্স অনুভব করছে ও।

'ওই তালিকাটি হাতে পাবার পরে আমরা দেখার চেষ্টা করব এদের মধ্যে কমন কোন্ ব্যাপারটি আছে। রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটদের আলাদা তালিকা করবে। এঁদের কার কোন্ বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে তা জানবে। তারপর আমরা খুঁজে বের করব কার কার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট কেনেডির সম্পর্ক রয়েছে, অতীত এবং বর্তমানে, কে বন্ধুসুলভ আর কে শত্রুভাবাপন্ন। তোমার রিপোর্টে এ বিষয়ে বিস্তারিত লেখা থাকবে। কাল সকালের মিটিংয়ে এটি আমি রেডি চাই। বুঝেছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'আজ আমাদের হাতে সময় আছে ছয়দিন, কাল থাকবে পাঁচদিন। আমি এ লোক এবং তার সঙ্গী-সাথীদের হাতেনাতে ধরতে চাই।'

ডিরেক্টর ডেস্কে ফিরে গেলেন। ডেকে পাঠালেন মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে।

'মিসেস ম্যাক গ্রেগর, এ হলো স্পেশাল এজেন্ট অ্যান্ড্রুজ। ও এখন থেকে আগামী ছদিন আমার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরি একটি কাজ করবে। ও যখন খুশি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে, তাকে আমার কাছে আসতে দেবেন ওকে কোনরকম অপেক্ষায় রাখবেন না।'

'জ্বী, স্যার।'

'আর এ বিষয়টি নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলার দরকার নেই।'

'বলব না, মি. টাইসন।'

ডিরেক্টর ফিরলেন মার্কের দিকে। 'তুমি এখন WFO তে ফিরে গিয়ে কাজ শুরু করে দাও। কাল সকাল সাতটায় তোমাকে আমার অফিসে হাজির দেখতে চাই। গুড মর্নিং, মি. অ্যান্ড্রুজ।'

সিধে হলো মার্ক। ওর কফি এখনও শেষ হয়নি। ডিরেক্টরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে দরজায় পা বাড়াল। দোরগোড়ায় পৌঁছেছে ও, পেছন থেকে ডিরেক্টর বলে উঠলেন, 'অ্যান্ড্রুজ, সাবধানে থেকো।'

ডিরেক্টরের কথা শুনে গা ছমছম করে উঠল মার্কের। দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে এল এলিভেটরে। নেমে এল নীচতলায়। মিশে গেল একদল ট্যুরিস্টের ভিড়ে। তারা দেয়ালে টাঙানো 'TEN MOST Wanted Criminals in America'র ছবি দেখছে।

মার্ক ভাবল আগামী হপ্তায় কি এ তালিকায় একজন সিনেটরের ছবি যুক্ত হবে?

রাস্তায় পৌঁছে গেছে মার্ক। রাস্তা পার হলো। চলে এল ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে। আজকের সকালটা অন্যান্য দিনগুলোর মত হবে না। দুজন মানুষ নিখোঁজ, স্রেফ ট্রেনিং ম্যানুয়ালের সাহায্যে এদের শূন্যস্থান পূরণ করা সম্ভব নয়. এফবিআই বিল্ডিং এবং ওল্ড পোস্ট অফিস ভবনের পতাকা দুটি অর্ধনিমীত।

মার্ক সোজা গ্রান্ট নান্নার অফিসে গেল। এক রাতেই মানুষটার বয়স বেড়ে গেছে দশ বছর। তাঁর দুজন বন্ধু মারা গেছে। একজন তাঁর অধীনে কাজ করত, অপরজনের অধীনে কাজ করতেন নান্না।

'বসো, মার্ক।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'ডিরেক্টর সকালে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি তাঁকে কোনও প্রশ্ন করিনি। শুনলাম তুমি আজ দুপুর থেকে দু'হপ্তার ছুটি নিচ্ছ এবং কাল হাসপাতালের ঘটনার ওপর একটি মেমোরান্ডাম লিখছ. আমি রিপোর্ট পাঠিয়ে দেব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে। এরপর হোমিসাইড বিভাগ দায়িত্ব নেবে, WFO আর এর সঙ্গে জড়িত থাকছে না। ওরা আমাকে বলার চেষ্টা করছে নিক এবং ব্যারি কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'জ্বী, স্যার,' বলল মার্ক।

'কিন্তু আমি বিশ্বাস করি না,' বললেন নান্না। 'তুমি যেভাবেই হোক এর মধ্যে জড়িয়ে পড়েছ। হয়তো তুমি এজন্য দায়ী বাস্টার্ডগুলোকে খুঁজে বের করতে পারবে। ওদের সন্ধান পেলে আগে ওদের ওল পিষে গুঁড়ো করবে তারপর আমাকে খবর দেবে। আমি যদি ওই হারামীর বাচ্চাগুলোকে হাতে পাই...'

মার্ক গ্রান্ট নান্নার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছু বলল না। অপেক্ষা করছে তার বসের মেজাজ ঠাণ্ডা হবার জন্য।

'ছুটি নিয়ে চলে যাবার পরে তোমার সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ থাকবে না, তবে আমার কোনরকম সাহায্যের প্রয়োজন হলে অবশ্যই ফোন করবে। খবরদার ডিরেক্টর যেন এ কথা জানতে না পারেন। তাহলে আমাদের দুজনকেই গুলি করবেন। আচ্ছা, যাও, মার্ক।'

মার্ক দ্রুত ফিরে এল নিজের অফিসে। রিপোর্ট লিখতে লাগল। ডিরেক্টর যেভাবে নির্দেশ দিয়েছে সেরকম একটি রিপোর্ট তৈরি করল ও তারপর

গেল নান্নার কাছে। রিপোর্ট চোখ বুলিয়ে তিনি একটি ট্রে-তে ওটা ছুড়ে ফেললেন। 'চমৎকার হোয়াইট ওয়াশ জব, মার্ক।'

মার্ক কোনও মন্তব্য করল না। বেরিয়ে এল ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস থেকে যেখানে গেলে ও নিজেকে নিরাপদ মনে করে। এখন ছটা দিন একা একা চলতে হবে ওকে।

একটি বোতামে চাপ দিলেন ডিরেক্টর। গাঢ় নীল রঙের ব্লেজার এবং হালকা ধূসর ট্রাউজার পরা লোকটি ঢুকল ঘরে।

'জ্বী, স্যার।'

'আমি অ্যান্ড্রুজের ওপর ফুল সার্ভিলেন্স চাই। সারা রাত এবং দিন। তিন শিফটে ছজন লোক ওর ওপর নজর রাখবে। প্রতিদিন সকালে আমাকে রিপোর্ট করবে। আমি বিস্তারিত জানতে চাই ওর ব্যাকগ্রাউন্ড, শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানিক অ্যাফিলিয়েশন, সবকিছু কাল সকাল পোনে সাতটার মধ্যে আমাকে জানাতে হবে। বোঝা গেছে?

'জ্বী, স্যার।'

মার্ক জানত সিনেট স্টাফ সদস্যদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হবে যদি তারা দেখে একজন এফবিআই এজেন্ট তাদের চাকুরিদাতার ব্যাপারে খোঁজখবর করছে। সে লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে ঢুকল গবেষণার জন্য। 'পাঠকদের জন্য' লেখা দরজা খুলে মূল পাঠকক্ষে চলে ও। প্রকাণ্ড, গোলাকার একটি ঘর। নীচতলায় সারি সারি কাঠের ডেস্ক। দোতলায় হাজার হাজার বই। মার্ক রেফারেন্স ডেস্কে এগিয়ে গেল। ফিসফিস করে ক্লার্কের কাছে জানতে চাইল কংগ্রেশনাল রেকর্ড-এর সাম্প্রতিক সংখ্যাটি কোথায় পাবে।

'রুম ২৪৪, ল লাইব্রেরি রিডিং রুম।'

'কীভাবে যাব ওখানে?'

'বিল্ডিংয়ের কার্ড ক্যাটালগের পাশ দিয়ে গিয়ে এলিভেটরে দোতলা।'

মার্ক ল লাইব্রেরির রাস্তা খুঁজে বের করল। সাদা রঙের চৌকোণা একটি ঘর। বামে তিন সারি বুক শেলফ। আরেকজন ক্লার্ককে জিজ্ঞেস করে ডান হাতি দেয়াল ঘেঁষা রেফারেন্স শেলফ থেকে 'কংগ্রেশনাল রেকর্ড' খুঁজে পেল ও। ২৪ মার্চ ১৯৮৩ লেখা সংখ্যাটি নিয়ে খালি একটি টেবিলে বসে পড়ল। শুরু করল পরিশ্রমের কাজটি।

আধঘণ্টা ঘাঁটাঘাঁটির পরে মার্ক বুঝতে পারল ওর দিকে মুখ তুলে চেয়েছে ভাগ্য। ২৪ ফেব্রুয়ারি অনেক সিনেটর সাপ্তাহিক ছুটিতে ওয়াশিংটন ত্যাগ করেছিলেন। মোট বাষট্টিজন সিনেটর সেদিন রাজধানীতে উপস্থিত ছিলেন। বাকি আটত্রিশজন সিনেটর কেন সেদিন ওয়াশিংটনের বাইরে গিয়েছিলেন সেসব কারণও দীর্ঘ পরিশ্রম শেষে বের করল মার্ক। ঘড়ি দেখল ও ১২:১৫। এখনই লাঞ্চে যাওয়া যাবে না। আরও কাজ বাকি আছে।

পাঁচ

শুক্রবার, ৪ মার্চ, ১৯৮৩ **দুপুর ১২:৩০**

তিনজন লোক এসে হাজির হলো। কারও সঙ্গে কারও চেহারায় মিল নেই; একটা দিকেই শুধু মিল আছে— সবাই এসেছে টাকা নিতে। তাদের কাজের পারিশ্রমিক। প্রথমজনের নাম টনি। তবে এটা তার আসল নাম নয়। তার অসংখ্য ছদ্মনাম। একমাত্র তার মা ছাড়া বোধহয় অন্য কেউ তার আসল নামটি জানে না। আর মা'র সঙ্গে টনির দেখা নেই কুড়ি বছর। কুড়ি বছর আগে সে সিসিলি ছেড়ে আমেরিকায় আসে বাপের কাজে যোগ দিতে।

টনির এফবিআই ক্রিমিনাল ফাইল বলছে তার উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন ১৪৬ পাউন্ড, মাঝারী স্বাস্থ্য, কালো চুল, খাড়া নাক, বাদামী চোখ, চোখে পড়ার মত কোনও বৈশিষ্ট্য নেই চেহারায়, ব্যাংক ডাকাতির অভিযোগে একবার তাকে গ্রেফতার করা হয়। সেবার দুবছর জেল হয়ে যায় টনির এফবিআই ফাইলে টনি সম্পর্কে যে তথ্যটি নেই তা হলো সে অসাধারণ একজন ড্রাইভার। পরশু দিন সে তার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। জার্মান গর্দভটা যদি মাথা ঠিক রেখে গাড়ি চালাত তাহলে আজ এ ঘরে তিনজনের বদলে চারজন লোক উপস্থিত থাকত। সে তার বসকে বলেছিল, 'আপনি কোনও জার্মানকে যদি কাজে লাগাতে চান তো গাড়ি তৈরির কাজে লাগান, ড্রাইভিং করতে দেবেন না কখনও।' কিন্তু বস্ টনির কথায় কর্ণপাত করেননি। তার ফলও মিলেছে। জার্মানটার লাশ পটোম্যাক নদীর তলা থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। আগামীতে বস হয়তো টনির কাজিন মারিওকে কাজে লাগাবেন। অন্তত তখন দলে একজন মানুষ যোগ দেবে।

টনির কাছে তার দলের সাবেক পুলিশ অফিসার এবং ক্ষুদ্রকায়, নির্বাক জাপানীকে ঠিক মানুষ বলে মনে হয় না।

টনি আড়চোখে জ্যান থো হাকের দিকে তাকাল। এ লোককে প্রশ্ন করা না হলে আগ বেড়ে কোনও কথা বলে না। এ আসলে ভিয়েতনামি, তবে ১৯৭৩ সালে পালিয়ে গিয়েছিল জাপানে। বিশ্ববাসী তাকে এক নামে চিনত যদি সে মন্ট্রিয়েল অলিম্পিকে যোগ দিত। কারণ রাইফেল শূটিং-এ সোনার মেডেলটি তার কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারত না। কিন্তু জ্যান নিজের ক্যারিয়ারের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল, সে লোকচক্ষুর অন্ত রালে থাকতেই ভালোবাসে। তাই জাপানী অলিম্পিক ট্রায়াল থেকে নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেয় জ্যান। তার কোচ ব্যাখ্যা চেয়েও ব্যর্থ হয়েছে। টনি জানে জ্যানের মত লক্ষ্য ভেদ কেউ করতে পারবে না। বেঁটেখাটো এই মানুষটি আটশো মিটার দূর থেকে কেনেডির কপালের সমান তিন ইঞ্চি লম্বা একটি ফলকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরপর দশবার নির্ভুল লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম।

জ্যান শিরদাঁড়া খাড়া করে চুপচাপ বসে আছে। তার ১১০ পাউন্ড ওজনের হালকাপাতলা শরীর এবং পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা উচ্চতার কাঠামো দেখে কল্পনাও করা যায় না এ এক অসাধারণ মার্কসম্যান। জ্যান একজন নির্দয় খুনীও বটে। খালি হাতেও সে মানুষ খুন করতে পারে। এক্ষেত্রে সে ফাঁসির রশি কিংবা নানচাকি অথবা বিষ ব্যবহার করে। তিনজনের এ দলে একমাত্র জ্যানই বিয়েশাদী করেছিল। সুন্দরী, চুপচাপ স্বভাবের একটি বউ আর ফুটফুটে দুটি মেয়ে নিয়ে সুখের সংসার ছিল তার। কিন্তু আমেরিকান বাস্টার্ডগুলো ওদের তিনজনকেই মেরে ফেলেছে। মৃতা স্ত্রীর ক্ষতবিক্ষত শরীর আর ছিন্নভিন্ন দুই কন্যার লাশ নিয়ে অঝোরে কাঁদছিল জ্যান। সে আমেরিকানদের সাপোর্টার ছিল। কিন্তু ওইদিন সে মনে মনে শপথ নেয় একদিন এর প্রতিশোধ নেবে। জাপানে পালিয়ে আসে জ্যান, সাইগনের পতনের পরে বছর দুই সে একটি চীনা রেস্তোরাঁয় কাজ করেছে এবং ভিয়েতনামি শরণার্থীদের জন্য মার্কিন সরকারের প্রোগ্রামেও অংশ নিয়েছে। তারপর ভিয়েতনামি ইন্টেলিজেন্স কমিন্যুটির ডাকে সে তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা করে। এখানে তার কিছু পুরানো বন্ধুবান্ধব ছিল। বেশ কিছুদিন বেকার অবস্থাতেও কাটাতে হয়েছে জ্যানকে, পরে সে জাপানে ফ্রিল্যান্সিং শুরু করে দেয়। ১৯৭৪ সালে সে জাপানি নাগরিকত্ব পেয়ে যাবার পরে নতুন ক্যারিয়ার শুরু করে।

টনির মত জ্যানের কোনও আফসোস বা বিরক্তি নেই সে কাদের সঙ্গে কাজ করছে তা ভেবে। জ্যানকে একটি বিশেষ কাজের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। এ জন্য তাকে প্রচুর টাকা দেয়া হবে। শুধু টাকা নয়, জ্যান এ কাজটি করতে রাজি হয়েছে এ ভেবে যে যদি সে সফল হতে পারে তবে তার স্ত্রী এবং কন্যা হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারবে। যদি কোনও অঘটন না ঘটে, জ্যান সুচারুভাবে নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করে ফিরে যাবে প্রাচ্যে। ব্যাংকক অথবা ম্যানিলায়, সিঙ্গাপুরেও যেতে পারে। এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি সে। এ কাজটা শেষ হবার পরে দীর্ঘ দিনের বিশ্রামের প্রয়োজন হবে জ্যানের।

কামরার সবচেয়ে বিপজ্জনক মানুষটি সম্ভবত তৃতীয় ব্যক্তিটি। তার নাম র‍্যালফ ম্যাটসন। লম্বা ছয় ফুট দুই, দশাসই চেহারা, মুখের ওপর প্রকাণ্ড একটি নাক, ভারী থুতনি। সে সবচেয়ে বিপজ্জনক কারণ সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান। এফবিআইতে পাঁচ বছর চাকরির সুবাদে অপরাধ বিজ্ঞানের হেন বিষয় নেই যা সে হজম করেনি। অসততার অভিযোগে চাকরি চলে যাবার পরে ছোটখাট ব্ল্যাক মেইলিং দিয়ে দিন গুজরান করত ম্যাটসন। কিন্তু এখন সময় এসেছে বিরাট কিছুতে হাত দেয়ার। সে কাউকে বিশ্বাস করে না— ব্যুরো তাকে এ শিক্ষাই দিয়েছে। বিশেষ করে কক্ষে উপস্থিত ড্রাইভারটাকে, যার সম্পর্কে ম্যাটসনের ধারণা বিপদে পড়লে ও ব্যাটা লেজ তুলে দৌড় দেবে, সে বিশ্বাস করে না নিরব-নিশ্চুপ ছোট ছোট চোখের, হলদে চামড়ার হিটম্যানকেও। ওরা এখন পর্যন্ত কেউ কারও সঙ্গে একটি কথাও বলেনি।

দরজা খুলে গেল। তিনটে মাথা ঘুরে গেল। এরা বিপদে অভ্যস্ত, কোনকিছুই এদেরকে বিচলিত কিংবা অবাক করে তুলতে পারে না। যে দুজন লোক ঘরে ঢুকল তাদেরকে দেখে এ তিনজনের পেশীতে ঢিল পড়ল

দুজনের মধ্যে বয়সে অপেক্ষাকৃত তরুণজন ধূমপান করছে। সে টেবিলের মাথার আসনটি দখল করল। ওটি চেয়ারম্যানের জন্য নির্ধারিত। অপরজন বসলেন ম্যাটসনের পাশে, চেয়ারম্যান থাকল তার ডানে। ওরা শুধু মৃদু মাথা দোলাল, কেউ কিছু বলল না। কমবয়েসী লোকটির নাম ভোটার রেজিস্ট্রেশন কার্ডে লেখা পিটার নিকলসন, তার বার্থ সার্টিফিকেটের নাম পিতর নিকোলাইভিচ। তার পরনের প্রতিটি পরিচ্ছদ অত্যন্ত দামী তার সুট চেস্টার ব্যারির তৈরি, জুতো চার্চেস অব লন্ডন থেকে কেনা, টাই টেড লাপিডাসের। তার ক্রিমিনাল রেকর্ডে তার সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ জন্যই সে টেবিলের প্রধান আসনটি দখল করে আছে। নিজেকে

সে ক্রিমিনাল মনে করে না। সে শুধু নিজের সামাজিক অবস্থানটি ধরে রাখতে চায়।

সে সাউদার্ন মিলিওনেয়ার দলের একজন। এ দলটি স্মল আর্মের ব্যবসা করে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছে। এরা জিমি কার্টারের আমলে অস্ত্র ব্যবসা ভালোই চালাচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান প্রেসিডেন্ট টেড কেনেডি ওদের ব্যবসায় বাদ সাধতে যাচ্ছেন। তিনি গান-কন্ট্রোল বিল পাশ করানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। আর দক্ষিণী কোটিপতিরা জানে কেনেডিকে বোঝানোর ক্ষমতা তাদের নেই। কেনেডি কোনভাবেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল থেকে সরে আসবেন না।

সে সাধারণ চেয়ারম্যানের মত আনুষ্ঠানিকভাবে সভার উদ্বোধন করল তার লোকদের কাছে রিপোর্ট চাইল। প্রথমে ম্যাটসন।

প্রকাণ্ড নাকটি দ্রুত ওঠানামা করতে লাগল, নড়ছে ভারী চোয়াল।

'আমি এফবিআই'র চ্যানেল ওয়ান টিউন করি,' এফবিআইতে, ক্রাইমে নিজের ক্যারিয়ার গড়ে তোলার বছরগুলোতে ম্যাটসন ব্যুরোর বহনযোগ্য একটি বিশেষ ওয়াকি-টকি চুরি করেছিল। সাধারণ রুটিন কাজে ব্যবহারের জন্য এটা সে নেয়, পরে রিপোর্ট করে হারিয়ে গেছে বলে। তাকে তিরস্কার করা হয় এবং হারানো যন্ত্রের দামও পরিশোধ করতে হয়েছে।

'আমি জানতাম গ্রীক ওয়েটারটা ওয়াশিংটনের কোথাও লুকিয়ে আছে। আমি সন্দেহ করি আহত পায়ের ক্ষতের কারণে তাকে শহরের পাঁচটি হাসপাতালের যে কোনও একটিতে ভর্তি হতেই হবে। টাকা-পয়সার অভাবে প্রাইভেট ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সংগতি তার হবে না, অনুমান করি। তারপর আমি চ্যানেল ওয়ানে মাদারচোদ স্টেমসের গলা শুনতে পাই। সে হাসপাতালে যাচ্ছিল।'

'অশ্লীল শব্দ পরিহার করো,' বলল চেয়ারম্যান।

এফবিআইতে কাজ করার সময় অন্তত চারবার স্টেমসের কাছে বকা খেয়েছে ম্যাটসন। সে রাগ এখনও যায়নি। তাই স্টেমসের মৃত্যুতে খুশি হয়েছে ম্যাটসন। আবার শুরু করল সে।

'আমি চ্যানেল ওয়ানে স্টেমসের কথা শুনতে পাই। সে জনৈক ফাদার গ্রেগরিকে গ্রীকের কাছে যাওয়ার কথা বলছিল। স্টেমস নিজে গ্রীক তাই তার ফাদার গ্রেগরিকে খুঁজে পেতে আমার বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। লোকটা বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, এমন সময় আমি তাকে ফোন করি বলি গ্রীক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছে। কাজেই তাকে আর কষ্ট করে ওখানে

যেতে হবে না। তাকে ধন্যবাদ জানাই। স্টেমস মারা গেছে। এখন আর কেউ ওই ফাদারের খোঁজ করবে না। খোঁজ করলেও লাভ হবে না। যা হোক, তারপর আমি কাছের একটি গ্রীক অর্থডক্স চার্চে যাই এবং চুরি করে নিয়ে আসি পুরোহিতের পোশাক, হ্যাট, ঘোমটা এবং একটি ক্রুশ। ওখান থেকে সোজা চলে যাই উড্রো উইলসনে। ডিউটিতে থাকা রিসেপশনিস্টের কাছে জানতে পারি ওখানে এফবিআই'র দুজন লোক এসেছিল এবং তারা অফিসে ফিরে গেছে। আমি ক্যাসেফিকিসের রুম খুঁজে বের করি এবং সহজেই ঢুকে পড়ি তার ঘরে। কেউ আমাকে লক্ষ করেনি। গ্রীক তখন ঘুমাচ্ছিল। আমি তার গলা কেটে ফেলি।'

গালের চামড়া কুঁচকে গেল সিনেটরের।

'গ্রীকের পাশের বিছানায় এক কালুয়া হারামজাদা শুয়ে ছিল। সে হয়তো সব শুনেছে এবং আমার বর্ণনা পুলিশকে দিতে পারে ভেবে আমি আর ঝুঁকি নিইনি। তাকেও জবাই করি।'

অসুস্থ বোধ করলেন সিনেটর। তিনি এ মানুষগুলোর মৃত্যু কামনা করেননি। তবে চেয়ারম্যানের চেহারায় আবেগ-অনুভূতির ছিটেফোঁটাও নেই। প্রফেশনাল এবং অ্যামেচারের মাঝে এখানেই পার্থক্য।

'তারপর আমি টনিকে ফোন করি। সে গাড়ি নিয়ে ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে চলে যায় এবং দেখে স্টেমস ও কোলভার্ট একসঙ্গে অফিস থেকে বেরুচ্ছে। তারপর আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি, বস্। এরপর টনি আপনার হুকুম তামিল করেছে।'

চেয়ারম্যান ম্যাটসনের দিকে একটি প্যাকেট ঠেলে দিলেন। এর মধ্যে রয়েছে দশ হাজার ডলার। আমেরিকান এমপ্লয়ীদের জ্যেষ্ঠতা এবং কাজের যোগ্যতা অনুসারে পারিশ্রমিক দেয়া হয়; এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই।

চেয়ারম্যান মাথা ঝাঁকিয়ে অস্ফুটে 'ধন্যবাদ' শব্দটি উচ্চারণ করল।

'টনি।'

'ওরা দুজন যখন ওল্ড পোস্ট অফিস বিল্ডিং ত্যাগ করে, আমরা হুকুম মোতাবেক ওদেরকে অনুসরণ শুরু করি। ওরা মেমোরিয়াল ব্রিজে গিয়েছিল জার্মানটা ওদের গাড়ি ওভারটেক করে সামনে এগিয়ে যায় আমরা যেমনটি ভেবেছিলাম, ওরা যখন জি.ডব্লিউ পার্কওয়েতে মোড় নিচ্ছিল, আমি ওয়াকি টকিতে গারবাচের সঙ্গে যোগাযোগ করি। সে মাইল খানেক দূরে গাছপালার আড়ালে, গাড়ির বাতিটাতি নিভিয়ে অপেক্ষা করছিল। ওর সঙ্গে কথা বলার পরে ও বাতি জ্বালিয়ে পাহাড় চুড়ো থেকে

হাইওয়ের রং সাইডে চলে আসে। ফেডেরালের গাড়ি উইন্ডিরান ব্রিজ পার হবার পরপরই সে ওই গাড়ির সামনে নিজের গাড়ি নিয়ে চলে আসে। আমি চলে যাই গাড়ির বাঁ দিকে। ঘন্টায় সত্তর মাইল বেগে ধাবমান আমার গাড়ি দিয়ে ওদের গাড়িতে আমি ধাক্কা দিই। বাকি ঘটনা আপনার জানা আছে, বস্। জার্মানটা যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখত,' অবজ্ঞার সুরে উপসংহার টানল টনি, 'তাহলে সে আজ এখানে রিপোর্ট করার জন্য নিজেই উপস্থিত থাকতে পারত।'

'গাড়িটির কী করলে?'

'আমি মারিও'র ওয়ার্কশপে গিয়েছিলাম। ইঞ্জিন ব্লক এবং লাইসেন্স প্লেট বদলে ফেলেছি, বাম্পারের ড্যামেজ সারিয়ে নিয়েছি, বদলে ফেলেছি রং, তারপর ওটাকে ডাম্প করেছি। গাড়ির মালিক স্বয়ং তার গাড়ি দেখলেও এখন আর চিনতে পারবে না। তারপর আরেকটা বুইক চুরি করেছি। ১৯৮০ মডেল, অবস্থা ভালো।'

'কোথায়?'

'নিউইয়র্ক। ব্রনক্স।'

'গুড। প্রতি চার ঘন্টা অন্তর একটি হত্যাকাণ্ড, নিখোঁজ গাড়ির সন্ধান করার খুব একটা সময় ওরা পাবে না।'

চেয়ারম্যান টনিকে একটি প্যাকেট দিল। পঞ্চাশ ডলারের নোট ভর্তি, পাঁচ হাজার ডলার। 'টনি, তোমাকে আবার আমাদের কাজে লাগবে।' কী কাজে টনিকে লাগানো হবে সে ব্যাখ্যায় আর গেল না সে। তাকাল জ্যানের দিকে। বলল, 'জ্যান,' হাতের সিগারেট নিভিয়ে আরেকটা ধরাল। সবার চোখ ঘুরে গেল স্বল্পভাষী ভিয়েতনামির দিকে। হেভী অ্যাকসেন্টে কথা বললেও ওর ইংরেজি ভালো।

'আমি সারাটা সন্ধ্যা টনির সঙ্গে ছিলাম। এমন সময় হুকুম পেলাম ফোর্ড সেডানের লোক দুটোকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে হবে। আমরা ওদের পিছু নিয়ে ব্রিজের ওপরে গেলাম। তারপর জার্মান যখন ফোর্ডের রাস্তা আটকে দাঁড়াল, আমি পরপর তিনটি গুলি করে ওদের পেছনের টায়ার ফাঁসিয়ে দিলাম, ঠিক টনির ধাক্কা দেয়ার আগ মুহূর্তে। এরপরে ওরা কিছুতেই গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না।'

চেয়ারম্যান আরেকটি প্যাকেট ঠেলে দিল। এতেও দেড়শো ডলারের নোট আছে, মোট সাড়ে সাত হাজার ডলার। প্রতিটি গুলির জন্য আড়াই হাজার ডলার।

'আপনার কোনও প্রশ্ন আছে, সিনেটর?'

মাথা তুলে চাইলেন না সিনেটর, শুধু মৃদু মাথা নাড়লেন।

চেয়ারম্যান বলল, 'প্রেস রিপোর্ট এবং আমাদের তদন্ত থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, দুটো ঘটনার মধ্যে কোনও যোগসূত্র দেখছে না কেউ। তবে এফবিআই বোকা নয়। আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে ক্যাসেফিকিসের কথা যারা শুনেছে তাদের সবাইকে আমরা নিকেশ করতে পেরেছি।'

'আমি একটা কথা বলতে পারি, বস?'

মুখ তুলে চাইল চেয়ারম্যান। এখানে অত্যন্ত প্রয়োজন ছাড়া কারও কথা বলার অনুমতি নেই। চেয়ারম্যান ম্যাটসনকে ফ্লোর দিল।

'একটা ব্যাপার আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে, বস। নিক স্টেমস কেন হাসপাতালে যাচ্ছিল?'

সবাই স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ম্যাটসনের দিকে। ও কী বলতে চাইছে বুঝতে পারেনি কেউ।

'আমার ইনকোয়ারি এবং কন্ট্যাক্ট থেকে জেনেছি কোলভার্ট ওখানে ছিল, তবে ঠিক জানি না স্টেমস ওখানে গিয়েছিল কিনা। শুধু জানি দুজন এজেন্ট ওখানে গিয়েছিল এবং স্টেমস ফাদার গ্রেগরিকে ওখানে যেতে বলেছিল। আমরা জানি স্টেমস কোলভার্টের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিল, কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা বলছে সিনিয়র কর্মকর্তা হিসেবে স্টেমস নিজে হাসপাতালে যাবে না, বদলে কাউকে সে ওখানে পাঠাবে।'

'যদি সে ব্যাপারটাকে অত্যন্ত সিরিয়াস বলে ভাবে তবু যাবে না?'

'সে কী করে জানবে বিষয়টি সিরিয়াস? এজেন্টরা তাকে রিপোর্ট করার আগ পর্যন্ত সে তো এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারছে না।'

কাঁধ ঝাঁকাল চেয়ারম্যান। 'স্টেমস হয়তো কোলভার্টের সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছিল। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসা গাড়িতেই সে কোলভার্টের সঙ্গে ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস ত্যাগ করে।'

'জানি, বস, তবু একটা ব্যাপারে খচখচ করছে মন। আমি জানি আমরা সবগুলো অ্যাংগেল কাভার করেছি। তবে এরকম ঘটতে পারে যে তিন বা তারচেয়ে বেশি লোক ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিস ত্যাগ করলেও এখনও অন্তত একজন এজেন্ট রয়ে গেছে যে জানে আসলে কী ঘটেছিল।'

'তোমার তাহলে মন খচখচ করছে, ম্যাটসন?'

'জ্বী, স্যার।'

'বেশ। ব্যাপারটা চেক করে দেখো। কোন কিছু জানতে পারলে আমাকে রিপোর্ট করবে।'

চেয়ারম্যান তার কাজে কোনও ভুলত্রুটি রাখে না। সে সিনেটরের দিকে তাকাল।

এ লোকগুলোকে সিনেটরের মোটেও পছন্দ হচ্ছে না। এরা ছোট মনের এবং লোভী। এরা টাকা ছাড়া কিছু চেনে না। আর কেনেডি এদের কাছ থেকে সে টাকা কেড়ে নিতে যাচ্ছেন। মধুরভাষী হারামী নিকলসন তাঁর গোপন ক্যাম্পেইন ফান্ড থেকে বহু টাকা বের করে নিয়েছে অবশ্য টাকা না ঢাললে তিনি সিনেটর হিসেবে নির্বাচিতও হতে পারতেন না. তিনি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের ঘোর বিরোধী। তাই বলে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করে এ বিলকে বাধা দেয়ার কথা তাঁর মাথাতেও আসেনি। বুদ্ধিটা দিয়েছে এই চেয়ারম্যান। সে গলায় মধু মাখিয়ে বলছিল, 'বন্ধু, সহযোগিতা করুন নতুবা সব কথা ফাঁস করে দেব।' সিনেটর তাঁর অর্ধেক জীবন ব্যয় করেছেন এ পদে আসীন হতে। প্রচুর ঘাম ঝরাতে হয়েছে তাঁকে। ভালো কাজও দেখাচ্ছেন। এখন যদি এরা তাঁর মুখোশ খুলে দেয় তো তিনি চিরদিনের জন্য শেষ হয়ে যাবেন। বিরাট পাবলিক স্ক্যান্ডাল হবে। নিক্সন, অ্যাগনিউ, হোয়ি এবং তারপর তিনি। নাহ্‌, এটা তিনি কিছুতেই সইতে পারবেন না।

'আপনার নিজের মঙ্গলের জন্যই সহযোগিতা করুন, বন্ধু। আমরা শুধু অভ্যন্তরীণ কিছু তথ্য চাই আর চাই মার্চের ১০ তারিখ ক্যাপিটল হিলে আপনার উপস্থিতি। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখুন, বন্ধু, কেন কেনেডির জন্য আপনার গোটা জীবন ধ্বংস করবেন?' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন সিনেটর।

'আমাদের প্ল্যানের কথা এফবিআই'র জানার প্রশ্নই নেই। মি. ম্যাটসন জানেন প্রেসিডেন্টকে হুমকি দিয়ে অনেক কিছু বলা হয় এবং ব্যুরো যদি মনে করত এ হুমকি অন্যগুলোর চেয়ে গুরুতর, তাহলে তারা তৎক্ষণাৎ সিক্রেট সার্ভিসকে ব্যাপারটা জানাত। কিন্তু আমার সেক্রেটারি বলেছে মার্চের ১০ তারিখে প্রেসিডেন্টের শিডিউল কোনরকম পরিবর্তন করা হয়নি। তিনি সকল অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করবেন। তিনি ওইদিন সকালে ক্যাপিটলে যাবেন সিনেটের উদ্দেশ্যে বিশেষ বক্তৃতা দিতে।'

'বাট দ্যাটস একজ্যাক্টলি দ্য পয়েন্ট,' নাক কোঁচকাল ম্যাটসন।

'প্রেসিডেন্টকে যেসব হুমকি দেয়া হয়, তা যতই নগণ্য হোক না কেন, সিক্রেট সার্ভিসকে রুটিন রিপোর্ট করা হয়। ওরা যদি কোনও রিপোর্ট করে না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে...'

'যে ওরা এ বিষয়টি সম্পর্কে কিছু জানে না,' দৃঢ় গলায় বলল চেয়ারম্যান। 'এবারে সিনেটরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : এফবিআই যদি বিস্তারিত জানতে পারে, তারা কি ব্যাপারটা প্রেসিডেন্টকে বলবে?'

ইতস্তত গলায় জবাব দিলেন সিনেটর। 'না, আমার তা মনে হয় না বিশেষ কোনও দিনের বিপদ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে তারা এ সম্পর্কে প্রেসিডেন্টকে কিছুই বলবে না। অন্যথায় তারা তাদের প্ল্যান মাফিক চলবে। সমস্ত হুমকি ধামকি যদি সিরিয়াসভাবে নেয়া হয় তাহলে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউজ থেকেই বেরুতে পারবেন না। গতবছর সিক্রেট সার্ভিস কংগ্রেসের কাছে রিপোর্ট করেছে প্রেসিডেন্টের জীবনের ওপর ১৫৭২টি হুমকি এসেছে। যদিও হুমকি বাস্তবায়নের চেষ্টা কাউকে করতে দেখা যায়নি।'

মাথা ঝাঁকাল চেয়ারম্যান। 'হয় ওরা সবকিছু জানে নতুবা কিছুই জানে না।'

ম্যাটসন বলল, 'আমি এখনও 'সোসাইটি অব ফর্মার স্পেশাল এজেন্ট'-এর একজন সদস্য। গতকাল একটা মিটিংয়ে অংশ নিয়েছিলাম। এ বিষয়ে ওখানকার কেউ কিছু জানে না। এখন হয়তো কেউ কিছু শুনে থাকতে পারে। পরে আমি আমার সাবেক বস, ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের গ্রান্ট নান্নার সঙ্গে ড্রিংক করি। স্টেমস ও কোলভার্টের অ্যাক্সিডেন্টের বিষয়ে তিনি একটি কথাও বলেননি। ব্যাপারটা আমার কাছে একটু অবাকই লেগেছে। আমি জানতাম স্টেমস তাঁর বন্ধু। তবে ও নিয়ে তেমন কিছু বলার অবকাশ পাইনি কারণ স্টেমস তো আর আমার বন্ধু ছিল না। তবে একটা জিনিস বুঝতে পারছি না কেউ স্টেমসের মৃত্যু নিয়ে কেন কোনও কথাই বলছিল না।'

'ঠিক আছে,' বলল চেয়ারম্যান। 'ও নিয়ে তোমাকে আর মাথা ঘামাতে হবে না। যেন কিছুই ঘটেনি এভাবে আমরা এগিয়ে যাব, অন্তত যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনও অঘটন ঘটে। আর পুরো ব্যাপারটাই তোমার ওপর নির্ভর করছে, ম্যাটসন। তোমার তরফ থেকে কোনও আপত্তি না এলে আমরা আমাদের প্ল্যানমত এগিয়ে যাব। এখন প্ল্যানটা বলি শোনো। আমি ওইদিন কেনেডির শিডিউল অনুযায়ী এগোব। কেনেডি— সিনেটর ছাড়া ঘরের আর কেউ কেনেডিকে প্রেসিডেন্ট বলে সম্বোধন করে না— সকাল দশটায় হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করবেন। এফবিআই ভবন পার হতে তাঁর সময় লাগবে তিন মিনিট, তিনি ক্যাপিটলের উত্তর পশ্চিম কিনারে পিস মনুমেন্টে

পৌঁছাবেন দশটা চার মিনিটে। দশটা ছয় মিনিটে ক্যাপিটলের পূর্বদিকে তিনি গাড়ি থেকে নামবেন। সাধারণত তিনি প্রাইভেট এন্ট্রান্স দিয়ে যান তবে সিনেটর আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছেন তিনি যে কোনও মূল্যে কেনেডিকে দেরি করিয়ে দেবেন। গাড়ি থেকে ক্যাপিটলের সিঁড়িতে পৌঁছাতে কেনেডির সময় লাগবে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। আমরা জানি পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ডের মধ্যে নিজের কাজ সেরে ফেলতে পারবে জ্যান। কেনেডি যখন এফবিআই ভবন পার হবেন ওই সময় আমি পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর মোড়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা দেখব। যদি গুরুতর কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সেজন্য টনি ওখানে গাড়ি নিয়ে হাজির থাকবে আর আমাদের যদি অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়, সিনেটর ক্যাপিটলের সিঁড়িতে কেনেডিকে দেরি করিয়ে দেবেন। অপারেশনে সবচেয়ে জরুরি পার্টটি হলো জ্যানের। সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময়ে তাকে কাজটা সারতে হবে ক্যাপিটলের সামনের অংশে যে সংস্কার কাজ চলছে, আমি ওখানে কন্সট্রাকশন ক্রু হিসেবে জ্যানকে ঢুকিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছি। এবারে জ্যান বলবে।'

মুখ তুলে চাইল জ্যান। সে এতক্ষণ চুপচাপ ছিল কারণ তাকে কথা বলার আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

'গত প্রায় ছমাস ধরে ক্যাপিটলের পশ্চিমাংশে কন্সট্রাকশনের কাজ চলছে। কেনেডি চান তাঁর দ্বিতীয় উদ্বোধনী ভাষণের আগেই যেন শেষ হয়ে যায় কাজ।' মুচকি হাসল জ্যান। সবাই ক্ষুদ্রকায় মানুষটির দিকে তাকিয়ে আছে, তার প্রতিটি কথা গিলছে। 'গত চার হপ্তা ধরে আমি ওখানে শ্রমিকদের সঙ্গে কাজ করছি। আমার কাজ হলো সাইটে যে সব মালসামাল আসে তা সব চেক করে দেখা। অর্থাৎ আমি সাইট অফিসে আছি। ওখান থেকে কন্সট্রাকশনের সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতিটি মুভমেন্ট ভালোভাবে লক্ষ করা যায়। ওখানকার গার্ডরা এফবিআই, সিক্রেট সার্ভিস কিংবা সিআইএ'র নয়, গভর্নমেন্ট বিল্ডিং সিকিউরিটি সার্ভিসের। ওরা সংখ্যায় মোট ষোলোজন, চার শিফটে চারজন করে। ওরা কোথায় মদ খায়, ধূমপান করে, তাস খেলে সব কিছুই আমার নখ-দর্পনে। সাইটের ব্যাপারে কারও কড়া নজর নেই। সাইটে মাঝেমধ্যে দুএকটা ছোটখাট চুরিচামারির ঘটনা ঘটে তবে ও নিয়ে গার্ডদের কখনও মাথা ঘামাতে দেখিনি।' ঘরে পিনপতন নিস্তব্ধতা। সবাই মনোযোগ দিয়ে জ্যানের কথা শুনছে।

'সাইটের মাঝখানে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্রেন। আমেরিকান হোয়েস্ট কোম্পানির ক্রেন। ক্যাপিটলের নতুন অংশগুলো যথাস্থানে বসিয়ে দেয়ার জন্য বিশেষভাবে এর ডিজাইন করা হয়েছে। ক্রেনটি ৩২২ ফুট উঁচু। পশ্চিম অংশে আমাদেরকে কেউ আশা করবে না, আর অত উঁচুতে কেউ থাকলে তাকে তেমন দেখাও যাবে না। ক্রেনের মাথায় ছাদঅলা একটি পাটাতন আছে, কপিকল মেইনটেন্যান্সের জন্য। তবে ওটা শুধু ব্যবহার করা হয় যখন ওটাকে জমিনের সমতলে নামিয়ে আনা হয়। পাটাতনটি নিচ থেকে ছোটখাট একটি বাক্সের মত দেখায়। চার ফুট লম্বা, দুই ফুট তিন ইঞ্চি চওড়া এবং উচ্চতা এক ফুট পাঁচ ইঞ্চি। আমি গত তিন রাত ওখানে ঘুমিয়েছি। আমি সবাইকে লক্ষ করেছি, কিন্তু কেউ আমাকে দেখতে পায়নি, এমনকী হোয়াইট হাউজের হেলিকপ্টারও নয়।'

সুনসান নীরবতা।

'তুমি ওখানে গেলে কী করে?' জানতে চাইলেন সিনেটর।

'বেড়ালের মত দেয়াল বেয়ে, সিনেটর। ক্ষুদ্রাকৃতির কারণে আমাকে কেউ লক্ষ করেনি। আমি গভীর রাতে ওখানে গিয়েছি, আবার ভোর পাঁচটায় ক্রেন থেকে নেমে এসেছি। গোটা ওয়াশিংটন শহর দেখেছি অত উঁচু থেকে কিন্তু কেউ আমাকে দেখতে পায়নি।'

'অত ছোট পাটাতন থেকে ক্যাপিটলের সিঁড়ি কি ভালোভাবে দেখা যায়?'

'মাত্র তিন সেকেন্ড সময় লাগবে আমার গুলি করতে,' বলল জ্যান। 'আমি এতটা পরিষ্কারভাবে হোয়াইট হাউজ দেখতে পাই যা আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। ওখানে দাঁড়িয়ে দিনে দশবার কেনেডিকে মারতে পারি, একবারও গুলি ফস্কাবে না। উনি যখন ক্যাপিটলের সিঁড়ি বেয়ে উঠবেন, কাজটা আমার জন্য আরও সহজ হবে। আমি মিস করব না।'

'বৃহস্পতিবার তো অন্যান্য শ্রমিকরাও কাজ করবে,' বললেন সিনেটর। 'তারা যদি ওইদিন ক্রেন ব্যবহার করতে চায়?'

হাসল চেয়ারম্যান। 'আগামী বৃহস্পতিবার ধর্মঘট ডাকা হবে, বন্ধু। ওভারটাইম ঠকানো হচ্ছে এ দাবিতে স্ট্রাইক করবে শ্রমিকরা। কেনেডি যখন ক্যাপিটলে যাবেন, কোনও শ্রমিক তখন ওই সাইটে কাজ করবে না। জ্যান কাল ভিয়েনা যাচ্ছে। আগামী বুধবারের চূড়ান্ত মিটিংয়ে সে তার সফরের ফলাফল জানাবে। ভালো কথা, জ্যান, হলুদ রঙের ক্যান জোগাড় করেছ?'

'জ্বী, সাইট থেকে একটা চুরি করে এনেছি।'

চেয়ারম্যান টেবিলের চারপাশে চোখ বুলাল। 'আমরা গতবারের চেয়েও এখন বেশি অর্গানাইজড। ধন্যবাদ, জ্যান।'

বিড়বিড় করল ম্যাটসন। 'আমার মনের খচখচানি কিছুতেই দূর হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কাজটা অতিরিক্ত সহজে হয়ে যাচ্ছে।'

'এফবিআই তোমাকে অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবন বানিয়ে দিয়েছে, ম্যাটসন। আমরা জানি আমরা কী করতে যাচ্ছি কিন্তু ওরা তা জানে না। চিন্তা কোরো না, তুমি আরেকজন কেনেডির অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় হাজির থাকতে পারবে।' চেয়ারম্যান অন্যদের দিকে ফিরল। 'আমরা আবার পাঁচদিন পরে ফাইনাল প্ল্যান নিয়ে বসছি। বুধবার সকালে কোথায় আসতে হবে সবাইকে জানিয়ে দেয়া হবে। জ্যান তার আগেই অস্ট্রিয়া থেকে ফিরে আসবে।'

চেয়ারম্যান হাসিমুখে আরেকটি সিগারেট ধরাল। সিনেটর চলে গেলেন। পাঁচ মিনিট পরে গেল ম্যাটসন। তার পাঁচ মিনিট বাদে টনি। সবশেষে জ্যান। জ্যান যাওয়ার পাঁচ মিনিট পরে লাঞ্চের অর্ডার দিল চেয়ারম্যান।

ছয়

শুক্রবার, ৪ মার্চ, ১৯৮৩ **বিকেল ৪:০০**

খুব খিদে পেয়েছে মার্কের। ও কাজে বিরতি দিয়ে লাঞ্চ করতে বেরিয়ে পড়ল। লাইব্রেরির নিচতলায় স্ন্যাক্সের দোকান আছে। নাম 'হ্যারিসন-হেলথ ' মার্ক একটা হ্যামবার্গার কিনল। তারপর ফোন করল উড্রো উইলসন হাসপাতালে। এলিজাবেথের কথা বড্ড মনে পড়ছে।

'দুঃখিত, ড. ডেক্সটারের আজ ডিউটি নেই,' জানাল একজন নার্স।

'ড. ডেলগাডোর সঙ্গে কথা বলবেন?'

'না,' বলল মার্ক। 'ওনাকে দিয়ে আমার কাজ হবে না।' ও ডায়েরি বের করে এলিজাবেথ ডেক্সটারের নাম্বারে ফোন করল। অবাক হয়ে গেল এলিজাবেথের সাড়া পেয়ে। ভাবেনি ওকে বাসায় পাবে।

'হ্যালো, এলিজাবেথ। মার্ক অ্যান্ড্রুজ বলছি। আজ রাতে আমার সঙ্গে ডিনার করবে?'

'নিশ্চয়। আমি বড়সড় স্টিক খাওয়ার আশায় অপেক্ষার প্রহর গুণছি।'

'গুড তোমাকে নিতে কখন আসব বলো?'

'রাত আটটায়?'

'আচ্ছা। সী ইউ দেন, এলিজাবেথ।'

'টেক কেয়ার, মার্ক।'

ফোন নামিয়ে রাখল মার্ক, হঠাৎ লক্ষ করল যে ও দুকান ভরে হাসছে। এলিজাবেথের কথা মনে পড়লেই মনটা এমন পুলকে ভরে যায় কেন? ঘড়ি দেখল মার্ক। সাড়ে চারটা বাজে। আরও ঘণ্টা তিনেক লাইব্রেরিতে কাটাবে ও। তারপর যাবে এলিজাবেথের বাসায়। মার্ক ফিরে

এল রেফারেন্স বইয়ের মাঝখানে, বাষট্টি জন সিনেটরের বায়োগ্রাফিকাল নোট নিতে শুরু করল।

প্রেসিডেন্টের কথা হঠাৎ মনে পড়ল মার্কের। ইনি মামুলি কোনও প্রেসিডেন্ট নন, ইনি কেনেডি। জন এবং রবার্টের মৃত্যুর মধ্যে কোনও ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো ছিল? টাইসন ব্যাপারটি উল্লেখ করেননি কেন? ওই দুজনের মৃত্যুতে কোনও সিনেটরের হাত ছিল কি? নাকি স্রেফ কোনও উন্মাদের কাজ ছিল ওটা? এ ইনকুয়ারিতে এখন পর্যন্ত যেসব প্রমাণ মিলেছে তাতে মনে হয়েছে এটি একটি টীম ওয়ার্ক, লী হার্ভে অসওয়াল্ড মারা গেছে আর শিরহান শিরহান এখনও জেল খাটছে অথচ তাদের গুপ্তহত্যার কারণ সম্পর্কে যুক্তিসংগত কোনও ব্যাখ্যা নেই। তৃতীয় কেনেডিও যদি খুন হতে চলেছেন, তাহলে টাইসন এ সম্ভাব্যতার কথা কেন বললেন না?

কারও কারও ধারণা জে এফ কে'র মৃত্যুর জন্য সিআইএ দায়ী। কারণ ১৯৬১ সালে, বে অব পিগস এর কলংকজনক পরিণতির পরে তিনি এদেরকে ফাঁসি দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন। আবারও কারও মতে, কাস্ট্রো প্রতিশোধ নিতে এ হত্যাকাণ্ড ঘটান। সবাই জানে জেএফকে'র খুনী অসওয়াল্ড গুপ্তহত্যার দুই হপ্তা আগে মেক্সিকোতে কিউবান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিল। আর সিআইএ পুরো ব্যাপারটা জানত। ওই ঘটনার পরে কুড়ি বছর কেটে গেছে, এখনও নিশ্চিত করে কেউ কিছু বলতে পারছে না। আর টেড কেনেডির বিরুদ্ধে বিখ্যাত ম্যাসাচুসেটস প্লট? এ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত লোকজনের পরিচয় আজতক জানা যায়নি।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কের এক রুমমেট ছিল, জে স্যান্ডবার্গ, চালাক চতুর এ মানুষটি কেনেডি হত্যাকাণ্ড নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছে। সে বলত কেনেডির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল শীর্ষ মহল থেকে, এমনকী এফবিআই'রও ওপর মহলে। তারা সবাই আসল সত্যটি জানত, কিন্তু কখনও প্রকাশ করেনি।

কে জানে টাইসন এবং রজার্স হয়তো ষড়যন্ত্রকারীদের দলে। ওরা তাকে অন্যত্র ব্যস্ত রাখার কাজে ফালতু খবর সংগ্রহ করতে পাঠিয়েছে। গত কালকের ঘটনা কাউকে জানাবার অনুমতি দেয়া হয়নি মার্ককে, এমনকী গ্রান্ট নান্নাকেও ও কিছু বলতে পারেনি।

যদি এটা সত্যি ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে, কার কাছে যাবে মার্ক? একজন মানুষই হয়তো ওর কথা শুনবেন— প্রেসিডেন্ট। কিন্তু তাঁর কাছে

পৌঁছানো প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। জে স্যান্ডবার্গকে ফোন করাব সিদ্ধান্ত নিল মার্ক। ও কেনেডি গুপ্তহত্যার ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ বলা যায়

মার্ক পে ফোনের কাছে আবার ফিরে এল। নিউইয়র্কে, স্যান্ডবার্গের বাড়ির নাম্বার ডায়েরি খুঁজে বের করল। দশ ডিজিটের নাম্বারে ফোন করল। এক মহিলা কণ্ঠ সাড়া দিল ফোনে।

'হ্যালো,' শীতল গলা মহিলার।

'হ্যালো, আমি জে স্যান্ডবার্গের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছি।'

'ও বাসায় নেই। কাজে গেছে।'

'আমি কি ওর অফিসের নাম্বারটা পেতে পারি?'

মহিলা নাম্বার দিল। কেটে গেল লাইন।

পরবর্তী ফোনে আইরিশ-আমেরিকান উচ্চারণে, উষ্ণ কণ্ঠে সাড়া মিলল।

'সুলিভান অ্যান্ড ক্রমওয়েল।'

এটি নিউইয়র্কের একটি বিখ্যাত ল ফার্ম।

'আমি কি জে স্যান্ডবার্গের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'দিচ্ছি, স্যার।'

'স্যান্ডবার্গ বলছি।'

'হাই, জে, মার্ক অ্যান্ড্রুজ বলছি। যাক বাবা, তোমাকে পেলাম। আমি ওয়াশিংটন থেকে ফোন করছি।'

'হ্যালো, মার্ক, নাইস টু হিয়ার ইউ। জি-ম্যানের জীবন কেমন চলছে? ঠা ঠা ঠা গুলি, ফাইটিং ইত্যাদি ইত্যাদি, না?'

'ওরকমই,' বলল মার্ক। 'জে, তোমার কাছে একটা তথ্য চাই। ১৯৭৯ সালে ম্যাসাচুসেটসে এডোয়ার্ড কেনেডিকে একবার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল, মনে পড়ে?'

'অবশ্যই। ওই ঘটনায় তিনজন লোককে গ্রেফতার করা হয়। দাঁড়াও, মনে করি।' একটু বিরতি দিল স্যান্ডবার্গ। 'সবাইকে পরে নির্দোষ হিসেবে খালাস করে দেয়া হয়। এদের একজন ১৯৮০ সালে অটো অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, অপরজন স্যান ফ্রান্সিসকোতে ছুরি খেয়েছিল, সে ১৯৮১ সালে মারা যায় আর তৃতীয়জন গত বছর অদৃশ্য হয়ে যায়। এটা ছিল আরেকটা ষড়যন্ত্র।'

'ষড়যন্ত্রটা কে করেছিল?'

'মাফিয়া এডোয়ার্ড মূর কেনেডিকে ১৯৭৬ সালে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল। কারণ তিনি স্যাম গিয়ানকানা এবং জন রসেল্লি নামে দুই গুণ্ডার মৃত্যুর ব্যাপারে তদন্ত করতে চাপ দিচ্ছিলেন। EMK যেভাবে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে ইদানিং মেতে উঠেছেন, এটা তারা মোটেই পছন্দ করছে না।'

'মাফিয়া? অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল? এসব তথ্য কোথায় পাব?' জানতে চাইল মার্ক।

'কার্ল ওগলেসবির লেখা 'ইয়াংকি অ্যান্ড কাউবয়' নামে একটি বই আছে। ওর মধ্যে এসব তথ্য মিলবে।'

বইয়ের নাম লিখে নিল মার্ক।

'সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ, জে। আরও তথ্যের প্রয়োজন হলে তোমাকে আবার ফোন করব। নিউইয়র্কে কেমন চলছে?'

'ভালোই। নিউইয়র্ক এলে দেখা কোরো, মার্ক।'

'নিশ্চয়।'

চিন্তিত চেহারা নিয়ে লাইব্রেরিতে ফিরে গেল মার্ক। এটা সিআইএ হতে পারে, হতে পারে মাফিয়া কিংবা কোন পাগলের কাজ হওয়াও বিচিত্র নয়। যে কোনও কিছু হতে পারে। ও মেয়েটির কাছে কার্ল ওগলেসবির বইটি চাইল। বেশ মোটাসোটা একটি পেপার ব্যাক এনে দিল মেয়েটি প্রকাশক শিড অ্যান্ড্রুজ অ্যান্ড ম্যাকমিন ইনক, ৬৭০ স্কুইব রোড, মিশন, ক্যানসাস। থ্রিলার টাইপের বই। মার্ক পাঠক হিসেবে উপভোগই করত বইটি কিন্তু এখন থ্রিলার পড়ার মজা নেয়া যাবে না, ওকে সিনেটরদের জীবন ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। আর এটাই এ মুহূর্তের সবচেয়ে জরুরি কাজ। ও আরও দুটো ঘণ্টা কাটিয়ে দিল সিনেটরদের তালিকা থেকে নাম বাদ দিতে কিংবা মোটিভ খুঁজল এসব সিনেটরের কেউ কেনেডিকে তাঁদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দিতে চাইছেন না কিনা। কিন্তু খুব বেশি দূর এগোতে পারল না ও।

'এখন আপনাকে চলে যেতে হবে, স্যার,' বলল তরুণী লাইব্রেরিয়ান, হাত ভর্তি বই ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে বাড়ি ফিরবে।

'সাড়ে সাতটায় লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যায়।'

'আর দুই মিনিট, প্লিজ। আমার কাজ প্রায় শেষ।'

'আচ্ছা,' বলল লাইব্রেরিয়ান।

মার্ক ওর নোটে চোখ বুলাল। বাষট্টিজন সিনেটরের মধ্যে অত্যন্ত বিখ্যাত কয়েকজন মানুষেরও নাম আছে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়ার অ্যালান

ক্রানসটন, যাকে হামেশাই সিনেটের 'লিবারেল চাবুক' বলে অভিহিত করা হয়। ম্যাসাচুসেটসের এডোয়ার্ড ডব্লু ব্রুক, একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ সিনেটর, পশ্চিম ভার্জিনিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা রবার্ট সি বার্ড যিনি ১৯৭১ সালে এডোয়ার্ড কেনেডিকে ডেমোক্রেটিক হুইপ থেকে বের করে দিয়েছিলেন, কানেক্টিকাটের হেনরী ডেক্সটার, যিনি ফোর্ডের সময়ে বিশেষ কূটনীতিকের দায়িত্ব পালন করেছেন, মেইনের এডমুন্ড এস. মুস্কি, ১৯৬৮ সালে ডেমোক্রেটিক ভাইস-প্রেসিডেন্সিয়াল ক্যান্ডিডেট, দক্ষিণ ক্যারোলাইনার রবার্ট ই. ডানকান, শহুরে, শিক্ষিত এ মানুষটির সংসদীয় দক্ষতা প্রশ্নাতীত; মারভিন থর্নটন, ১৯৮০ সালে কেনেডির শূন্য আসনটি ইনি পূরণ করেন, মার্ক ও হ্যাটফিল্ড, ওরিগনের লিবারেল এবং একনিষ্ঠ রিপাবলিকান, আরকানসাসের হেডেন উডসন, দক্ষিণী রিপাবলিকানদের নব উৎপাদন; নেব্রাস্কোর উইলিয়াম কেইন, গোঁড়া একজন রক্ষণশীল যিনি ১৯৮০ সালে স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী হিসেবে লড়াই করেছেন এবং ইন্ডিয়ানার বার্চ বেহ্, ইনি ১৯৬৭ সালে টেড কেনেডিকে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ থেকে টেনে বের করে তাঁর জীবন রক্ষা করেন। বাষট্টিজন সন্দেহভাজন মানুষ, ভাবছে মার্ক এবং হাতে সময় আছে আর ছদিন। আর প্রমাণ হতে হবে নিশ্ছিদ্র। নাহ্, ওর আজ আর তেমন কিছু করার নেই।

সরকারি অফিসগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মার্ক মনে মনে আশা করল ডিরেক্টর বাষট্টি জনের তালিকা একটি সহনীয় পর্যায়ে কমিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন। বাষট্টিটি নাম, ছয়দিন।

পাবলিক পার্কিং লটে রাখা নিজের গাড়িতে ফিরে এল মার্ক। গাড়ি ছোটাল বাড়ি অভিমুখে। সাইমনকে পেয়ে গেল। তার হাতে চাবির গোছা গুঁজে দিয়ে বলল, 'আমি এক্ষুনি আবার বেরুব।' পা বাড়াল ওর আট তলার অ্যাপার্টমেন্টে।

মার্ক যে এলাকায় থাকে সেটি ওয়াশিংটনের খুব বেশি অভিজাত এলাকা নয় বটে তবে এদিকে বহু অবিবাহিত পুরুষ এরকম অ্যাপার্টমেন্টে বাস করে। অ্যারেনা স্টেজের কাছে, ওয়াটার ফ্রন্টে ওর বাসা, কাছেই মেট্রো স্টেশন . ওর বাড়ি ভাড়াও সামর্থ্যের মধ্যে। দ্রুত গোসল এবং শেভ সেরে নিল মার্ক। তারপর একটি ক্যাজুয়াল সুট পরল।

নিচে নেমে দেখল সাইমন গেটের দিকে ঘুরিয়ে রেখেছে ওর গাড়ি যাতে দ্রুত বেরুনো যায়। জর্জটাউনে ছুটল মার্ক, থারটিয়েথ স্ট্রিটে মোড় নিল, গাড়ি থামাল এলিজাবেথ ডেক্সটারের বাড়ির সামনে। লাল ইটের

ছোট্ট, সুন্দর, ছিমছাম বাড়ি। এলিজাবেথ হয়তো খুব ভালো রোজগার করে কিংবা ওর বাবা ওকে বাড়িটি কিনে দিয়েছেন। ওর বাবা...

কল্পনার সঙ্গে মিলে গেল দোরগোড়ায় দাঁড়ানো এলিজাবেথের চেহারা। হাই কলারের লম্বা, লাল একটি ড্রেস পরেছে ও। রাতের মত কালো চুল আর চোখের সঙ্গে মানিয়ে গেছে দারুণ।

'তুমি কি ভেতরে আসবে নাকি ডেলিভারি বয়ের মত বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে?'

'আমি স্রেফ এখানে দাঁড়িয়ে তোমার রূপের প্রশংসা করতে চাই,' বলল মার্ক। 'তুমি জানো, ডাক্তার, আমি সর্বদা সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী নারীদের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি? আমার কথা শুনে কিছু বোঝা গেল?'

হেসে উঠল এলিজাবেথ, সরে দাঁড়িয়ে মার্ককে ভেতরে যাওয়ার জায়গা করে দিল।

'এসো, বসো। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তোমার একটা ড্রিংক দরকার।' মার্ককে বিয়ার দিল এলিজাবেথ। তারপর বসল। চোখে ফুটল সিরিয়াস ভঙ্গি।

'তুমি নিশ্চয় আমার মেইলম্যানের ভয়ংকর পরিণতির কথা নিয়ে আলোচনা করতে আসনি।'

'না,' জবাব দিল মার্ক। 'বিভিন্ন কারণে আমি এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলব না।'

'ওকে যে খুন করেছে সেই বাস্টার্ডটাকে আশা করি তুমি ধরতে পারবে,' বলে সিধে হলো এলিজাবেথ। স্টেরিওর দিকে ফিরল। 'গান শুনবে?' হালকা গলায় জানতে চাইল ও।

'আমি মাহলারের গান ভালোবাসি, আর পছন্দ করি বিঠোফোনের মিউজিক এবং তোমাকে।'

গালে লাল ছোপ ধরল এলিজাবেথের।

'কাল রাতে তুমি আসছ না দেখে বেশ কয়েকবার তোমার অফিসে ফোন করেছিলাম।'

মার্ক যুগপৎ বিস্মিত এবং খুশি।

'তারপর তোমার ডিপার্টমেন্টের একটি মেয়ে রিসিভ করল ফোন। বলল তুমি বাইরে এবং খুব ব্যস্ত। তাই তোমাকে আর মেসেজ দিইনি।'

'ওর নাম পলি,' বলল মার্ক। 'কঠিন চিজ।'

'এবং সুন্দরী?' হাসছে এলিজাবেথ। ওর হাসিতে আত্মবিশ্বাসের ছটা। কারণ ও জানে ও দেখতে খুব ভালো।

'আছে আর কী,' বলল মার্ক। 'পলির কথা থাক। তোমার নিশ্চয় এতক্ষণে খুব খিদে পেয়ে গেছে। টাইও পেপেতে আমি একটা টেবিল বুক করেছি। আশা করি স্প্যানিশ খাবার তোমার পছন্দ। স্টিক পরে কোনও একদিন খাওয়া যাবে।'

'অন্য কোনও মেয়েকে নিয়ে,' হাসল এলিজাবেথ। 'চলো, হেঁটে যাই, মার্ক। টাইও পেপের ধারে কাছে গাড়ি পার্ক করার জায়গা পাবে না।'

'আচ্ছা, চলো।'

চমৎকার একটি সন্ধ্যা। বইছে শীতল হাওয়া। তাজা বাতাস দরকার মার্কের। ও শুধু যে জিনিসটি চায় না তাহলো বারবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে কেউ ওদেরকে অনুসরণ করছে কিনা।

ওকে বারবার পেছন ফিরে দেখতে মশকরা করল এলিজাবেথ।

'অন্য কোনও মেয়েকে খুঁজছ বুঝি?'

'না,' বলল মার্ক। 'তোমার মত সুন্দরী সঙ্গে থাকলে আমার আরেকজনের দরকার কী?' হালকা গলায় কথাটা বলল বটে তবে জানে ধোঁকা দিতে পারেনি এলিজাবেথকে। দ্রুত প্রসঙ্গ বদলাল ও। 'তোমার কাজ কেমন উপভোগ করছ?'

'আমার কাজ?' গম্ভীর দেখাল এলিজাবেথকে। 'হাসপাতালটাকে ঘেন্না লাগে আমার। ওটা বিশাল একটা ব্যুরোক্রেসি, পুরানো এবং নোংরা। ওখানকার বহু লোকের অসুস্থ মানুষের জন্য কোনও দয়ামায়া নেই। ওদের কাছে হাসপাতাল মানে টাকা উপার্জনের আরেকটা ধান্ধা। গতকালই ইউটিলাইজেশন কমিটির সঙ্গে আমার এক চোট ঝগড়া হয়েছে। এক বুড়ো লোকের যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই। অথচ কমিটি তাকে হাসপাতালে থাকতে দেবে না।'

থারটিয়েথ স্ট্রিট ধরে হেঁটে যাচ্ছে ওরা। এলিজাবেথ নিজের অফিস আর কাজকর্ম নিয়ে কথা বলে যাচ্ছে। ও কথা বলে উচ্ছ্বাস নিয়ে। ওর কথা শুনতে বেশ ভালো লাগছে মার্কের। এক পাগলা যুগোশ্লাভের গল্প বলল এলিজাবেথ। সারাক্ষণ শ্লাভিক গান গাইত সে। এলিজাবেথের প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। একবার সুযোগ পেয়ে এলিজাবেথকে চেপে ধরে সে এবং ওর বাম কান চেটে দেয়।

হেসে উঠল মার্ক, এলিজাবেথের হাত ধরে রেস্টুরেন্টে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'তোমার কমব্যাট পে দাবি করা উচিত ছিল।'

'আমি অবশ্য ওর নামে নালিশ-টালিশ করিনি,' জানাল এলিজাবেথ।

হোস্টেস ওদেরকে ঘরের মাঝখানের একটি টেবিলে নিয়ে গেল কাছেই ফ্লোর শো। ওখানে নাচগান হয়। তবে এখানে বসল না মার্ক। দূর প্রান্তের একটি টেবিল বেছে নিল। দেয়ালের দিকে পিঠ করে বসল মার্ক। খোঁড়া যুক্তি দিল শব্দের অত্যাচার থেকে দূরে থাকতে চায় সে যাতে এলিজাবেথের সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়।

মার্ক জানে এসব যুক্তি এলিজাবেথের মত মেয়ের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে। এলিজাবেথ ঠিকই বুঝতে পারছে কোথাও একটা ভজকট আছে, মার্কের আড়ষ্টতাও সে টের পাচ্ছে, তবে চেহারার ভাবে কিছু ফুটতে দিল না মেয়েটা।

তরুণী এক ল্যাটিনো ওয়েটার এসে জানতে চাইল ওদেরকে ককটেল পরিবেশন করবে কিনা। এলিজাবেথ মার্গারিটার কথা বলল, মার্ক চাইল স্প্রিৎজার।

'স্প্রিৎজার কী জিনিস?' এলিজাবেথের প্রশ্ন।

'এটা খুব বেশি স্প্যানিশ নয়, হাফ হোয়াইট ওয়াইন, হাফ সোডা, প্রচুর বরফ, গরীবদের জেমস বন্ড পানীয়।'

হেসে ফেলল এলিজাবেথ।

রেস্টুরেন্টের হাসিখুশি আবহ মার্কের টেনশন অনেকটাই দূর করে দিল। গত চব্বিশ ঘণ্টায় এই প্রথম খানিক রিল্যাক্স বোধ করছে ও। ওরা সিনেমা, সঙ্গীত, বই, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি নিয়ে গল্প করল। মোমবাতির আলো পড়ে এলিজাবেথকে স্বর্গের অপ্সরার মত লাগছে। মুগ্ধ চোখে ওকে দেখছে মার্ক।

ওরা পায়েল্লা আর এক বোতল ফ্রাসকাটির অর্ডার দিল। মার্ক এলিজাবেথের কাছে জানতে চাইল ওর বাবা কীভাবে সিনেটর হলেন, প্রশ্ন করল তাঁর ক্যারিয়ার, কানেক্টিকাটে এলিজাবেথের শৈশব সম্পর্কে বিষয়টি যেন অপ্রস্তুত করে তুলল এলিজাবেথকে। মার্ক ভুলতে পারছে না যে ওর তালিকায় এলিজাবেথের বাবার নামও আছে। এলিজাবেথ মার্কের চোখে চোখে আর তাকাচ্ছে না, ওকে কেমন ম্রিয়মাণও লাগল। এই প্রথম ক্ষুদ্র সন্দেহের একটা বুদ্বুদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। এতে বরং বিব্রতই বোধ করল মার্ক কারণ এলিজাবেথের মত চমৎকার, সুন্দরী মেয়ে ওর জীবনে খুব একটা আসেনি। আর ও এলিজাবেথকে অবিশ্বাস করতে চায় না। এটা কী সম্ভব? এলিজাবেথ এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে? না, অবশ্যই না। চিন্তাটা জোর করে মাথা থেকে দূর করে দিতে চাইল মার্ক।

স্প্যানিশ ফ্লোর শো শুরু হয়ে গেছে। মার্ক এবং এলিজাবেথ নাচ দেখছে, শুনছে গান, শব্দের যন্ত্রণায় কথা বলতে পারছে না। এলিজাবেথের সঙ্গে বসে থাকতেই ভাল লাগছে মার্কের। ফ্লোর শো যখন শেষ হলো, ততক্ষণে ওদের পায়েল্লা খাওয়াও শেষ। ফিরে এল ওয়েটার। ওরা ডেসার্ট এবং কফি আনতে বলল। কফি আসার ফাঁকে টুকটাক কথা বলল, দুএকটা ঠাট্টা মশকরা করল। কফি এল। ওরা কফি পান করল। মার্ক বিল মিটিয়ে দিল। ওয়েটারকে মোটা বখশিস দিল। ফ্লোর শো'র মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দু-একটা প্রশংসাসূচক বাক্য বলল। শো শেষে মেয়েটি কিনারের টেবিলে বসে কফি পান করছে।

রাত বেড়েছে, ঠাণ্ডার তীব্রতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তায় হাঁটার সময় চারপাশটা একবার দেখে নিল মার্ক। এলিজাবেথের হাত ধরে পার হলো রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে টুকটাক কথা বলছে দুজনে। মার্কের খুব ইচ্ছে করছে এলিজাবেথের সঙ্গে প্রেম করতে। বহু মেয়ের সঙ্গে মিশেছে ও, তবে কারও হাত ধরে সে রাস্তা পার করে দেয়নি। হঠাৎ ওর মুড অফ হয়ে গেল। এর কারণ হলো ভয়।

একটা গাড়ি আসছে ওদের পেছন পেছন। মুখ শক্ত হয়ে গেল মার্কের। লক্ষ করল না এলিজাবেথ। গাড়ির গতি ক্রমে কমে আসছে। ওটা ঠিক ওদের পাশে এসে থেমে গেল। মার্ক কোটের মাঝের বোতামটা খুলে ফেলল, হাত ঢুকিয়ে দিল ভেতরে। নিজের চেয়ে এলিজাবেথের জন্য ওর দুশ্চিন্তা হচ্ছে বেশি। হঠাৎ খুলে গেল গাড়ির দরজা, লাফ মেরে নেমে এল চারটে কিশোর-কিশোরী। দুটো মেয়ে, দুটো ছেলে। হ্যামবার্গারের দোকানে ছুটল ওরা। মার্কের কপালে ঘাম ফুটেছে। এলিজাবেথের হাতটা ছেড়ে দিল ও। এলিজাবেথ ভুরু কুঁচকে তাকাল ওর দিকে। 'কী হলো? কোনও সমস্যা?'

'হুঁ,' জবাব দিল মার্ক। 'তবে প্রশ্ন কোরো না। জবাব দিতে পারব না।'

এলিজাবেথের হাত আবার খুঁজল মার্কের হাত, চেপে ধরল দৃঢ় মুষ্টিতে। ওরা হেঁটে চলল। গতকালকের ভয়ংকর ঘটনাগুলো মার্কের মস্তিষ্কে হানা দিয়েছে। ও কথা বলতে পারছে না। এলিজাবেথের বাড়ির সদর দরজায় পৌঁছে গেছে ওরা। হাঁপ ছেড়ে যেন বাঁচল মার্ক। ওকে কফি খেয়ে যেতে বলল এলিজাবেথ। মাথা নাড়ল মার্ক। খাবে না। মুডটা নষ্ট হয়ে গেছে তাছাড়া মাঝরাত হয়ে গেছে। ও গত দেড়দিন ধরে ঘুমায় না।

'কাল তোমাকে ফোন করব?'

'করলে খুশি হবো,' বলল এলিজাবেথ। 'যা ই ঘটুক, আমার সঙ্গে যোগাযোগটা রেখো।'

মার্ক ওর গালে চুমু খেল, চলে যেতে ঘুরল। রাস্তার চারপাশটায় চোখ বুলাল আবার। ওকে পেছন থেকে ডাকল এলিজাবেথ।

'দোয়া করি, আমার পোস্টম্যান এবং তোমার গ্রীকের হত্যাকারীকে যেন খুঁজে পাও।'

তোমার গ্রীক। তোমার গ্রীক, গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্ট, ফাদার গ্রেগরি। হা ঈশ্বর, এ কথাটা ওর আরও আগে মনে পড়ল না কেন?

এলিজাবেথকে এক মুহূর্তের জন্য ভুলে গেল মার্ক। দৌড় দিল নিজের গাড়ি লক্ষ্য করে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে ওর উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল। বিস্মিত দৃষ্টিতে মার্কের দিকে তাকিয়ে আছে এলিজাবেথ। বুঝতে পারছে না এমন কী বলেছে ও যে তাড়া খাওয়া কুকুরের মত ছুটল মার্ক?

মার্ক লাফ মেরে উঠে পড়ল গাড়িতে। যত দ্রুত সম্ভব ছুটল নিজের বাড়িতে। ফাদার গ্রেগরির ফোন নাম্বারটা দরকার ওর। গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্ট, সে দেখতে কেমন, যে লোকটা এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার চেহারাটা যেন কেমন ছিল? একে একে মনে পড়ে যাচ্ছে সব। ওই লোকটার চেহারায় কী যেন একটা ছিল। খারাপ কিছু একটা। ইস্, মার্ক এত বোকা কেন!

বাড়ি পৌঁছেই ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে ফোন করল মার্ক। ওর গলা শুনে সুইচবোর্ডে বসা পলি তাজ্জব।

'আপনি না ছুটিতে আছেন?'

'হ্যাঁ, একরকম ছুটিতে আছি। তোমার কাছে ফাদার গ্রেগরির নাম্বার আছে?'

'ফাদার গ্রেগরিটা আবার কে?'

'এক গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্ট, মি. স্টেমস যার সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগাযোগ করতেন। সম্ভবত লোকাল প্রিস্ট।'

'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আচ্ছা, নাম্বারটা দিচ্ছি।'

অপেক্ষা করছে মার্ক।

স্টেমসের রোলোডেক্স চেক করে মার্ককে ফাদার গ্রেগরির নাম্বার দিল পলি। মার্ক নাম্বার লিখে নিয়ে নামিয়ে রাখল ফোন। মাঝরাত পেরিয়ে গেছে। তবু ওকে ফোন করতেই হবে। নাম্বার ডায়াল করল ও।

বেশ কয়েকবার রিং হওয়ার পরে ওপাশে ফোন ধরল কেউ।

'ফাদার গ্রেগরি?'

'বলছি।'

'সব গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্টই কি মুখে দাড়ি রাখেন?'

'হ্যাঁ, বাখেন। মাঝরাতে এ ধরনের হাস্যকর প্রশ্নটা কে করছে?'

ক্ষমা প্রার্থনার সুরে মার্ক বলল, 'আমি স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ আমি নিক স্টেমসের অধীনে কাজ করতাম।'

অপবপ্রান্তের মানুষটার কণ্ঠ থেকে ঘুমঘুম ভাবটা মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে গেল। 'ওহ্, বুঝতে পেরেছি, ইয়াংম্যান। আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'ফাদার গ্রেগরি, গতরাতে মি. স্টেমসের সেক্রেটারি আপনাকে ফোন করে পায়ে বুলেটবিদ্ধ এক গ্রীককে দেখতে যেতে বলেছিল?'

'হ্যাঁ বলেছিল, মি. অ্যান্ড্রুজ। কিন্তু ত্রিশ মিনিট বাদেই আমি বেরুচ্ছি, এমন সময় একজন ফোন করে বলল আমাকে আর ব্যস্ত হতে হবে না। কারণ মি. ক্যাসেফিকিসকে নাকি হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেয়া হয়েছে।'

'কী করা হয়েছে?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল মার্ক।

'হাসপাতাল থেকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে।'

'লোকটা নিজের পরিচয় দিয়েছিল?'

'না, লোকটা আর কিছু বলেনি। আমি ভেবেছি আপনাদের অফিসের লোক।'

'ফাদার গ্রেগরি, কাল সকাল আটটায় কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?'

'অবশ্যই পারেন, মাই সান।'

'আর দয়া করে আজকের এ ফোনের কথা কাউকে বলবেন না, সে যে-ই হোক না কেন।'

'আচ্ছা বলব না, মাই সান।'

'ধন্যবাদ, ফাদার।'

ফোন ছেড়ে দিল মার্ক। মনোসংযোগের চেষ্টা করল। লোকটা আমার চেয়েও লম্বা ছিল, কাজেই তার উচ্চতা ছয় ফিটের ওপরে। গায়ের রঙ তামাটে, কালো চুল, মস্ত বড় নাক। হ্যাঁ, তার নাকটা ছিল বেখাপ্পা বড়। আর তার চোখ নাহ্, তার চোখের কথা মনে পড়ছে না। তার নাকটা ছিল প্রকাণ্ড, ভারী চিবুক। যা যা মনে পড়ল সব লিখে নিল মার্ক। বিশালদেহী এক লোক, আমার চেয়ে লম্বা, মস্ত নাক, ভারী থুতনি, বড় নাক, ভারী...আর চিন্তা করতে পারল না ও। ডেস্কে এলিয়ে পড়ল মাথা। ঘুমিয়ে গেল মার্ক।

সাত

শনিবার, ৫ মার্চ, ১৯৮৩ **সকাল ৬:২৩**

মার্ক জেগে উঠছে ঘুমের গভীর স্তর থেকে। অসংলগ্ন নানান চিন্তা সাঁতার কাটছে মস্তিস্কে। প্রথমে এলিজাবেথের কথা মনে পড়ল ওর, হাসল মার্ক। তারপর নিক স্টেমস; ভুরু কুঁচকে গেল মার্কের। সবশেষে ডিরেক্টর। একটা ঝাঁকি খেয়ে উঠে বসল ও। তাকাল ঘড়িতে। ৬:৩৫ বাজে।

যিশাস! চেয়ার থেকে লাফ মেরে খাড়া হলো নিক। আড়ষ্ট ঘাড় আর পিঠ ব্যথা করছে। এখনও আগের দিনের জামাকাপড় পরে আছে ও। কাপড় জামা খুলে দৌড় দিল বাথরুমে। তাপমাত্রা অ্যাডজাস্ট না করেই খুলে দিল শাওয়ার। কী ঠাণ্ডারে বাবা! হিমশীতল পানির কামড় খেয়ে চোখ থেকে ঘুম পুরোপুরি টুটে গেল মার্কের। গোসল সেরে এক লাফে বেরিয়ে এল শাওয়ার থেকে। একটা তোয়ালে টেনে নিল। ৬:৪০। মুখে দ্রুত ফেনা মাখল মার্ক। শেভও করল ঝড়ের গতিতে। তাড়াহুড়োয় দুতিন জায়গায় কেটে গেল। আফটার শেভ লোশনের ভয়ানক ভয়ানক দংশনে দারুণ জ্বালা করে উঠল গালের ক্ষত। ৬:৪৩। কাপড় পরল ও— পরিষ্কার শার্ট, একই কাফলিংক, ধোয়া মোজা, আগের দিনের জুতো, ধোয়া সুট, একই টাই। চট জলদি আয়নায় একবার বুলিয়ে নিল চোখ, গালের দুটো কাটা জায়গা থেকে এখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। ডেস্কের কাগজপত্রগুলো ব্রিফকেসে ঢোকাল মার্ক, ছুটল এলিভেটরে। ভাগ্য ভালো ওর, সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছে এলিভেটর। নিচতলায় চলে এল ও. ৬.৪৬।

'হাই, সাইমন।'

তরুণ, কৃষ্ণাঙ্গ গ্যারেজ অ্যাটেনডেন্ট নড়াচড়া করল না। গ্যারেজের প্রবেশপথে, নিজের ছোট ঘরটায় বসে ঢুলছিল সে।

'মর্নিং, মার্ক। ক্রাইস্ট, এরই মধ্যে আটটা বেজে গেছে?'

'না, সাতটা বাজতে তেরো মিনিট বাকি।'

'এত সকালে উঠে কী করছেন? জোসনা দেখছেন!' চোখ ঘষতে ঘষতে মার্কের হাতে গাড়ির চাবি দিল সাইমন। হাসল মার্ক। প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় নেই। সাইমন আবার নাক ডাকতে লেগে গেল।

৬:৪৮ মিনিটে রাস্তায় গাড়ি নিয়ে উঠে এল মার্ক। তবে স্পিড লিমিট অতিক্রম করল না। নিজের অফিসের বদনাম চায় না। সিক্সথ স্ট্রিটে চলে এল ও, দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাফিকের লাল আলো জ্বলে উঠতে : ৬:৫০। জি স্ট্রিট পার হলো, তারপর সেভেনথ, আবারও ট্রাফিক, পার হলো ইনডিপেনডেন্স এভিন্যু : ৬:৫৩। সেভেনথের মোড় এবং পেনসিলভানিয়া। ওই তো এফবিআই ভবন দেখা যাচ্ছে : ৬:৫৫। র‍্যাম্পে নামো, পার্ক করো গাড়ি, গ্যারেজ গার্ডকে এফবিআই পাস দেখাও, দৌড়াও এলিভেটরে, ৬:৫৭; এলিভেটরে চেপে সাততলায় চলে এল মার্ক : ৬:৫৮। করিডর ধরে হনহন করে এগোল, মোড় নিল বামে, রুম ৭০৭৪, ঘরে ঢুকল ও, পাশ কাটাল মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে। মহিলা চোখ তুলে তাকাল কী তাকাল না; ডিরেক্টরের অফিসের দরজায় নক করল মার্ক; কোনও সাড়া নেই; ও ঢুকে পড়ল ভেতরে। ডিরেক্টর এখনও আসেননি : ৬:৫৯; ধপ করে ইজি চেয়ারে বসে পড়ল মার্ক। ডিরেক্টর আসতে দেরি করে ফেলেছেন; তৃপ্তির হাসি ফুটল মার্কের ঠোঁটে। সাতটা বাজতে আর ত্রিশ সেকেন্ড বাকি; ঘরের চারপাশে চোখ বুলাল ও ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে, যেন অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছে। চোখ নিবদ্ধ হলো গ্রান্ড ফাদার ক্লকে। ওটা ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেছে। এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত।

খুলে গেল দরজা, ভেতরে ঢুকলেন ডিরেক্টর। 'গুড মর্নিং, অ্যান্ড্রুজ ' তিনি মার্কের দিকে নয়, তাকিয়েছেন দেয়াল ঘড়িতে। 'ওটা এক মিনিট ফার্স্ট।' নীরবতা। ওল্ড পোস্ট অফিস টাওয়ার ঢংঢং শব্দে ঘোষণা করল সাতটা বাজে

ডিরেক্টর নিজের চেয়ারে বসলেন, প্রকাণ্ড হাতজোড়া মেলে দিলেন ডেস্কে।

'আগে আমার খবরটা দিয়ে শুরু করি, অ্যান্ড্রুজ। পটোম্যাক নদীতে স্টেমস এবং কোলভার্টের সঙ্গে লিংকনের যে ড্রাইভার ডুবে মরেছে তার পরিচয় আমরা উদ্ধার করেছি।'

ডিরেক্টর 'আইজ ওনলি' লেখা নতুন একটি ম্যানিলা ফাইল খুললেন। চোখ বুলালেন লেখায়। ফাইলে কী লেখা আছে জানে না মার্ক।

'উল্লেখ করার মত তেমন কিছু নেই এতে। লোকটার নাম হ্যানস-ডিয়েটের গারবাচ, জার্মান। বন জানিয়েছে পাঁচ বছর আগে সে মিউনিখ র‍্যাকেটের সঙ্গে জড়িত ছিল। তারপর আর তার কোনও হদিশ মেলেনি। শোনা যায়, এ লোক রোডেশিয়ায় ছিল এবং সিআইএ'র সঙ্গে একসময় গোলমালে জড়িয়ে পড়ে। হোয়াইট-লাইটনিং ব্রিগেড। তবে এ ব্যাপারে ল্যাংলি কোনরকম সাহায্য করতে পারছে না। বৃহস্পতিবারের আগে ওদের কাছ থেকে তেমন কিছু তথ্য পাবার আশাও করি না। মাঝে মাঝে ভাবি ওরা আসলে কাদের পক্ষে। ১৯৮০ সালে গারবাচকে নিউইয়র্কে দেখা গেছে, তবে ওটা গুজব মাত্র। অবশ্য ও বেঁচে থাকলে ওর কাছ থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যেত।'

উড্রো উইলসন মেডিকেল সেন্টারের গলা কাটা লাশ দুটো মার্কের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

'ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, স্টেমস এবং কোলভার্টের গাড়ির টায়ারে ছোট ছোট গর্ত দেখা গেছে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ার সময় চাকায় ওরকম গর্ত সৃষ্টি হতেই পারে, তবে আমাদের ল্যাবরেটরি বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ওগুলো বুলেটের গর্ত।'

ইন্টারকমে কথা বললেন ডিরেক্টর। 'অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর রজার্সকে পাঠিয়ে দিন, মিসেস ম্যাক গ্রেগর।'

'জ্বী, স্যার।'

অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর দরজায় নক করে ঢুকে পড়ল। ডিরেক্টর তাকে শূন্য একটি আসন দেখিয়ে বসতে বললেন। রজার্স মার্কের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বসে পড়ল।

'বলো, ম্যাট।'

'গোল্ডেন ডাক-এর মালিক প্রথমে সহযোগিতা করতে চাইছিল না। পরে কড়া ধমক দিতেই স্বীকার করল সে ক্যাসেফিকিসকে কাজ দিয়েছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি সে ক্যাসেফিকিসকে উইসকনসিন এভিন্যু'র জর্জটাউন ইন এ একটি ছোট লাঞ্চ পার্টিতে খাবার পরিবেশন করার জন্য পাঠায়। যে লোকটি এসবের আয়োজন করেছে তার নাম লরেঞ্জো রোসি। সে ইংরেজি না জানা

একজন ওয়েটারকে পাঠাতে বলেছিল। এজন্য নগদ টাকাও দিয়ে দেয়। আমরা সমস্ত কম্পিউটার ঘেঁটেও এই রোসি সম্পর্কে কোনও তথ্য পাইনি—কিছু না। নিঃসন্দেহে ভুয়া নাম। জর্জটাউন ইন-এর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে। মালিক বলেছে ২৪ ফেব্রুয়ারি তার হোটেলের একটি ঘর ভাড়া করা হয় জনৈক মি. রোসির নামে। সে-ও আগাম অর্থ পরিশোধ করেছে। রোসির উচ্চতা প্রায় পাঁচ ফুট আট, ফর্সা, চেহারায় লক্ষ করার মত কিছু নেই, কালো চুল, চোখে ছিল সানগ্লাস। মালিকের ধারণা রোসি ইটালিয়ান। ওই দিন ওই রুমে কে বা কারা লাঞ্চ করেছে তা হোটেলের কেউ খেয়াল করেনি, এ ব্যাপারে কিছু জানেও না।'

ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'হাসপাতাল থেকে নতুন কোনও খবর জানতে পেরেছ, ম্যাট?'

'ওটা একটা গজবখানা, স্যার। সারা দিন, বিশেষ করে রাতের বেলা মানুষ আসছে আর যাচ্ছে। স্টাফরা সবাই শিফটে কাজ করে। ওরা নিজেদের কলিগদের পর্যন্ত চেনে না। আপনি ওখানে কাঁধে একটা কুড়োল নিয়ে হাঁটাহাঁটি করলেও কেউ জানতে চাইবে না আপনি কে কিংবা কী করছেন।'

'অ্যান্ড্রুজ,' মার্কের দিকে ফিরলেন টাইসন। 'গত চব্বিশ ঘণ্টায় তুমি কী করলে?'

মার্ক নীল প্লাস্টিকের রেগুলেশন পোর্টফোলিও খুলল। জানাল মোট বাষট্টিজন সিনেটর রয়েছেন সন্দেহের তালিকায়, বাকি আটত্রিশজন ২৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনের বাইরে ছিলেন। নামের তালিকাটি ডিরেক্টরকে দিল ও। তিনি ওতে চোখ বুলালেন।

'বড় বড় কয়েকটি মাছ এখনও ঘোলা জলে লুকিয়ে আছে, অ্যান্ড্রুজ হুঁ, বলে যাও।'

গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্টের সঙ্গে ওর ফোনালাপের কথা বলল মার্ক। ভেবেছিল এলিভেটরে দাড়িঅলা ভুয়া প্রিস্টের চেহারা ভালোভাবে খেয়াল না করার অপরাধে এই বুঝি ধমক খেল। কিন্তু ডিরেক্টর কিছু বললেন না মার্ক বলে চলল, 'আমি আজ সকাল আটটায় ফাদার গ্রেগরির সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি, স্যার। তারপর ক্যাসেফিকিসের বিধবা স্ত্রীর কাছে যাব। প্রয়োজনীয় কোনও তথ্য পাব কিনা জানি না। তবে আপনি হয়তো ফলো আপ জানতে চাইবেন তাই যাচ্ছি। তারপর লাইব্রেরি অভ কংগ্রেসে ফিরব। জানার চেষ্টা করব এই বাষট্টিজন সিনেটরের মধ্যে কে প্রেসিডেন্ট কেনেডির মৃত্যু কামনা করছেন।'

'ওঁদের একটা ক্যাটাগরি আগে করে নিও,' পরামর্শ দিলেন ডিরেক্টর। 'প্রথমে রাজনৈতিক ক্যাটাগরিতে ওঁদেরকে ফেলবে, তারপর জেনে নেবে ওরা কে কোন্ কমিটি করছেন, বাইরের কোন্ কোন্ বিষয়ে ওঁদের রয়েছে আগ্রহ, প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত জ্ঞানের বহর কতটুকু তাও খতিয়ে দেখবে। একটা কথা মনে রেখো, অ্যান্ড্রুজ, আমরা জানি আমাদের সন্দেহভাজন মানুষটি ২৪ ফেব্রুয়ারি জর্জটাউনে লাঞ্চ করেছিলেন। কাজেই তোমার নামের তালিকা আরও ছোট হয়ে আসবে।'

'কিন্তু, স্যার, এরা সকলেই যদি ২৪ ফেব্রুয়ারি লাঞ্চে গিয়ে থাকেন?'

'তা তো যেতেই পারেন। তবে সবাই নিশ্চয় একা একা লাঞ্চ করেননি। অনেকেই হয়তো পাবলিক প্লেসে কিংবা অফিশিয়ালি লাঞ্চ করেছেন, তাদের সঙ্গে নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্য, ফেডেরাল এমপ্লয়ী কিংবা লবিয়িস্টরা হয়তো ছিলেন। তোমাকে জানতে হবে কে, কোথায় লাঞ্চ করেছেন। তবে খোঁজ নিতেগিয়ে কারও মনে প্রশ্ন বা সন্দেহের উদ্রেক করা চলবে না।'

'কিন্তু কাজটা কীভাবে করব, স্যার?'

'খুব সহজ,' জবাব দিলেন ডিরেক্টর। 'প্রত্যেক সিনেটরের সেক্রেটারিকে ফোন করো। জানতে চাইবে তার বস 'শহুরে পরিবেশ বিষয়ক সমস্যা'র অনুষ্ঠানে লাঞ্চ করতে যেতে পারবেন কিনা। ওদেরকে একটা তারিখও দেবে— ধরো, ৫ মে। তারপর জিজ্ঞেস করবে,' ডিরেক্টর ক্যালেন্ডারে তাকালেন, 'জানুয়ারি ১৭ কিংবা ২৪ ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত লাঞ্চ পার্টিতে সিনেটররা উপস্থিত ছিলেন কিনা। বলবে সিনেটরদের ঠিকানায় লিখিত আমন্ত্রণপত্র চথেল যাবে। তুমি লিখিত কিছু না পাঠালে বেশিরভাগ সেক্রেটারি তোমার আমন্ত্রণের কথা ভুলে যাবে। আর কেউ যদি ৫ মে'র কথা মনেও রাখে, আমরা ওই দিনটির কথা বিস্মৃত হবো।'

মার্ক বলল, 'একটা কথা বলব, স্যার?'

'বলো।'

'আপনি কি কন্সপিরেসি থিওরীর কথা কখনও ভেবেছেন, স্যার? এ গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টার সঙ্গে জেএফকে এবং আরএফকে হত্যা ষড়যন্ত্রের কোনও সম্পর্ক নেই তো? মাফিয়া কিংবা...'

'বিষয়টি নিয়ে আমি চিন্তা করেছি, অ্যান্ড্রুজ। ডালাস হত্যাকাণ্ডের পরে কুড়ি বছর গেছে, দশ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে তদন্তে কিন্তু আজ অবধি আসল সত্যটা জানতে পারিনি। তবে আমাদের কেস-এ একটি সুতো আছে, আমরা জানি এর সঙ্গে একজন সিনেটর জড়িত। আর আমাদের

হাতে সময় আছে পাঁচ দিন। আমরা যদি বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্টকে বাঁচাতে ব্যর্থ হই, এ গুপ্তহত্যার সঙ্গে জেএফকে'র হত্যাকাণ্ডকে জড়িয়ে গল্প ফাঁদার জন্য আরও কুড়ি বছর সময় পাওয়া যাবে। আর তুমি এ নিয়ে বই লিখে রাতারাতি বড়লোক বনে যেতে পারবে।'

তবে আপনি যা-ই বলেন না কেন, আমি এ নিয়ে তদন্ত না করে ছাড়ছি না, মনে মনে বলল মার্ক।

'অ্যান্ড্রুজ, অত দুশ্চিন্তা করতে হবে না। আমি সিক্রেট সার্ভিসের প্রধানের সঙ্গে কথা বলেছি। তবে তোমার রিপোর্টের বাইরে কিছু বলিনি। হোমিসাইড বিভাগের সঙ্গেও কথা বলেছি। তারা অবশ্য ক্যাসেফিকিসের বউর সঙ্গে ইতিমধ্যে দেখা করেছে। যাক গে, তুমি মহিলার সঙ্গে দেখা করে এসো। হয়তো গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু পেয়ে যেতে পার যা ওরা মিস করেছে। চিয়ার আপ, তুমি ভালোই করছ। সামনে আরও কাজ পড়ে আছে। আমি আর তোমার সময় নষ্ট করব না, অ্যান্ড্রুজ।'

চেয়ার ছাড়ল মার্ক।

'দুঃখিত, তোমাকে কফি খাওয়াতে ভুলে গেছি, অ্যান্ড্রুজ।'

গতবার তো কফি শেষ করতেই পারলাম না, মনে মনে বলল মার্ক। ও ডিরেক্টরের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। চলল ব্যুরো ক্যাফেটেরিয়ায়। নাশতা করবে।

ডিরেক্টর মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে বললেন তাঁর ব্যক্তিগত সহকারীকে পাঠিয়ে দিতে। সেই নাম না জানা মানুষটি বগলে ধূসর একটি ফোল্ডার চেপে উদয় হলো। ফোল্ডারটি টেবিলে রেখে, কোনও কথা না বলে বিদায় হলো।

'ধন্যবাদ,' দরজা বন্ধ করতে করতে বললেন ডিরেক্টর।

ধূসর ফোল্ডারের পাতা ওল্টাতে লাগলেন তিনি। পড়ার সময় কখনও মুচকি হাসলেন, কখনও কুঞ্চিত করলেন ভুরু, ম্যাথিউ রজার্সকে উদ্দেশ্য করে গালিও পড়লেন। মার্ক অ্যান্ড্রুজ সম্পর্কে এমন সব তথ্য আছে ফোল্ডারে যা মার্ক নিজেও জানে না। মিসেস ম্যাক গ্রেগর কফি দিয়ে গিয়েছিল, কফি শেষ করতে করতে ফোল্ডারও পড়া হয়ে গেল টাইসনের তিনি ফাইল বন্ধ করে ওটা কুইন অ্যানি ডেস্কের পার্সোনাল ড্রয়ারে রেখে দিলেন। ওই ডেস্কে যত গোপন ফাইল আছে, কুইন অ্যানির জীবনেও অত গোপন ব্যাপার নেই।

পেটপুরে নাশতা খেল মার্ক। তারপর বেরিয়ে পড়ল ফাদার গ্রেগরির চার্চের উদ্দেশে লক্ষ করল না এক লোক ওর পিছু নিয়েছে নীল ফোর্ড সেডানে চড়ে। গাড়িটি চোখে পড়লেও হয়তো খেয়াল করেনি ও।

সকাল আটটার আগেই ফাদার গ্রেগরি চার্চে পৌঁছে গেল। দুজনে মিলে গেল প্রিস্টের বাড়িতে। মার্ক আপত্তি জানালেও ফাদার শুনলেন না, ওর জন্য নাশতা বানালেন। দুটো ডিম এবং বেকন ভাজলেন, সঙ্গে টোস্ট, মারমালেড এবং কফি। ফাদার গ্রেগরির কাছ থেকে তেমন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না। তিনি উড্রো উইলসনের জোড়া হত্যাকাণ্ডের কথা শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'হ্যাঁ, ওয়াশিংটন পোস্টে এ ঘটনা বিস্তারিত পড়েছি আমি,' বললেন তিনি। মোটাসোটা নাকের ডগায় এসে ঠেকেছে তার হাফ-রিম গ্লাস তাঁর গাল ফুলো ফুলো, লাল আর ভুঁড়িটা বাস্কেটবলের চেয়েও বড়। নিক স্টেমসের প্রসঙ্গ এলে ফাদারের ধূসর চোখ ঝিকিয়ে উঠল; বোঝা গেল প্রিস্ট এবং পুলিশম্যান কিছু গোপন কথাও শেয়ার করতেন।

'নিকের মৃত্যু এবং হাসপাতালের খুনের সঙ্গে কি কোনও যোগসূত্র রয়েছে?' আচমকা প্রশ্ন করে বসলেন ফাদার গ্রেগরি।

প্রশ্নটা শুনে চমকে গেল মার্ক। হাফ-রিমের চশমার পেছনে ক্ষুরধার একটি মস্তিষ্ক বসে আছে ঘাপটি মেরে।

'অবশ্যই না,' বলল মার্ক। নিকের মৃত্যু স্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট ছিল।'

'তাহলে ব্যাপারটা কাকতালীয় বলে ধরে নেব?' লঘু স্বরে প্রশ্ন করলেন ফাদার, চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে আছেন মার্কের দিকে। 'নাকি?' গ্রান্ট নান্নার সুর তাঁর কণ্ঠে। বলে চললেন তিনি, 'একটা কথা বলা উচিত মনে করছি। লোকটা আমাকে ঠিক কী কী বলেছিল পুরোপুরি মনে পড়ছে না, তবে মনে আছে বলছিল হাসপাতালে যাওয়া নিয়ে আমাকে বিচলিত না হলেও চলবে। লোকটার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল সে বেশ শিক্ষিত। একজন প্রফেশনালের মত কথা বলছিল সে।'

মিসেস ক্যাসেফিকিসের বাড়ি যেতে যেতে ফাদারের বলা কথা কানে বাজছিল। 'একজন প্রফেশনালের মত কথা বলছিল সে।

ও কানেক্টিকাট এভিনিউ হয়ে ওয়াশিংটন হিলটন এবং ন্যাশনাল জু পার হলো। ঢুকে পড়ল মেরীল্যান্ডে। সেখান থেকে ইউনিভার্সিটি বুলেভার্ডে। চলে এল হুইটনের শহরতলী এলাকায়। এদিকটাতে রয়েছে দোকানপাট, রেস্টুরেন্ট, গ্যাস স্টেশন এবং কিছু বিল্ডিং। হুইটন প্লাজার সামনে ট্রাফিকে

লাল বাতি জ্বলে উঠতে গাড়ি থামাল। মার্ক নোটবুকে চোখ বুলাল। ১১৫০১ এলকিন স্ট্রিটে ক্যাসফিকিসের বউ থাকে। ও ব্লু রিজ ম্যানর অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছে। নামটা বেশ গালভরা হলেও ভবনটা দেখতে হতচ্ছাড়া চেহারার। তিনতলা, নোনাধরা কতগুলো ইটের বিল্ডিং সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্লু রিজ এবং এলকিন স্ট্রিটে। ১১৫০১ হোল্ডিং নাম্বারের দিকে গাড়ি নিয়ে বাড়ল মার্ক। গাড়ি পার্ক করার জায়গা খুঁজছে। জায়গা নেই একটু ভেবে সে একটা ফায়ার হাইড্রান্টের সামনে পার্ক করল গাড়ি। রেডিও মাইক্রোফোনটা ওর রিয়ার ভিউ মিররের ওপর এমনভাবে বসিয়ে দিল যাতে মিটার ম্যান কিংবা পুলিশের কেউ এক নজর বুলিয়েই বুঝতে পারে গাড়িটি সরকারি, সরকারি প্রয়োজনে এসেছে।

মার্কের ব্যাজ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল আরিয়ানা ক্যাসেফিকিস। সে তার মৃত স্বামীর চেয়ে ভালো ইংরেজি বলে। জানাল ইতিমধ্যে দুবার তার কাছে পুলিশের লোক এসেছে। সে ওদেরকে বলেছে সে কিছুই জানে না। মেট্রোপলিটান পুলিশের এক দয়াবান কর্মকর্তা আরিয়ানাকে তার স্বামীর মৃত্যুর খবর জানায়। তারপর এসেছিল হোমিসাইড বিভাগের লেফটেনেন্ট। এ লোকটার প্রকৃতি একটু কঠোর। সে এমন সব প্রশ্ন করছিল যার জবাব ছিল না আরিয়ানার কাছে। আর এখন এফবিআই'র লোক এসেছে তার কাছে। তার স্বামী জীবনে কোনদিন কোনও ঝামেলায় জড়ায়নি, কে বা কী কারণে তার স্বামীকে গুলি করেছিল জানে না আরিয়ানা। ক্যাসেফিকিস ছিল নিরীহ, নির্ভেজাল একজন মানুষ। মহিলার কথা বিশ্বাস করল মার্ক।

একদম ভেঙে পড়েছে মিসেস ক্যাসেফিকিস। মহিলার বয়স ত্রিশও হয়নি, পরনের পোশাকটাতে অসংখ্য ভাঁজ, মাথার চুল আলুথালু, ধূসর চোখ ভরা জল। গালে জলের শুকনো দাগ। তিনদিন ধরে ক্রমাগত কেঁদে চলেছে সে। তার কোনও দেশ নেই, এখন স্বামীকেও হারিয়েছে সে জানে তার ভাগ্যে কী আছে। মার্ক মহিলাকে আশ্বাস দিল সে ব্যক্তিগত ভাবে ইমিগ্রেশন অফিস এবং ওয়েলফেয়ারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলবে যাতে মহিলার অভিবাসন সংক্রান্ত সমস্যার একটা সুরাহা হয়। মহিলার জন্য খুব মায়া লাগছিল। তার কথা শুনে যেন একটু ভরসা পেল আরিয়ানা।

'এবার, মিসেস ক্যাসেফিকিস, ভালো করে চিন্তা করে বলুন তো ফেব্রুয়ারির ২৩ এবং ২৪ অর্থাৎ, গত হপ্তার বুধ এবং বৃহস্পতিবারে আপনার স্বামী কোথায় কাজ করছিল এবং সে কি তার কাজের ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছে?'

না, বলেনি। অ্যাঞ্জেলো কোথায় কাজ করত কিছুই বলত না তার স্ত্রীকে। তাছাড়া কোথাও দুএকদিনের বেশি কাজ করার সাহসও পেত না তার স্বামী কারণ অবৈধ অভিবাসী হওয়ার কারণে তার কোনও ওয়ার্ক পারমিট ছিল না। ফলে দীর্ঘদিন কোথাও কাজ করার ঝুঁকি নিতে পারত না অ্যাঞ্জেলো। মহিলার তথ্য কোনই কাজে আসবে না মার্কের।

'আমি কি আমেরিকায় থাকতে পারব?'

'আপনি যাতে আমেরিকায় থাকতে পারেন সে জন্য আমার পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব আমি করব, মিসেস ক্যাসেফিকিস এক গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্টের সঙ্গে কথা বলব আমি। যাতে আপনাকে কিছু অর্থ সাহায্যে করতে পারেন।'

দরজা খুলল মার্ক। ফাদার গ্রেগরি কিংবা আরিয়ানা ক্যাসেফিকিসের কাছ থেকে কাজে লাগার মত কোনও তথ্য না পেয়ে হতাশ।

'আমাকে প্রিস্ট আগেই টাকা দিয়েছেন।'

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল মার্ক, ঘুরল ধীরে ধীরে। আরিয়ানার মুখোমুখি হলো। তবে চেহারায় কোনও আগ্রহ ফুটতে দিল না।

'কোন্ প্রিস্ট?' স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন করল ও।

'গতকাল এসেছিলেন উনি। খুব ভালো লোক, খুব দয়ালু। বললেন তিনি মানুষকে সাহায্য করেন। আমাকে বিশ ডলার দিলেন।'

গা ঠাণ্ডা হয়ে এল মার্কের। লোকটা ওর চেয়ে কয়েক কদম এগিয়ে আছে। ফাদার গ্রেগরি ঠিকই বলেছেন এ লোকের মধ্যে পেশাদারীত্ব রয়েছে।

'উনি দেখতে কেমন, মিসেস ক্যাসেফিকিস?'

'বিরাট চেহারা, তামাটে গায়ের রঙ।'

চেহারা ভাবলেশহীন করে রাখল মার্ক। এ নিশ্চয় এলিভেটরের সেই লোকটা যে ফাদার গ্রেগরিকে হাসপাতালে যেতে মানা করেছিল। মিসেস ক্যাসেফিকিসের কাছে এসেছিল জানতে অ্যাঞ্জেলো তাকে কোনও গোপন কথা বলেছিল কিনা। মিসেস ক্যাসিফিকিস গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কিছু জানলে এতক্ষণে স্বামীর সঙ্গে তার পরকালে দেখা হয়ে যেত

'লোকটার মুখে কি দাড়ি ছিল, মিসেস ক্যাসেফিকিস?'

'হ্যাঁ। অর্থডক্স ফাদারদের সবার দাড়ি থাকে।'

মার্ক মহিলাকে বাড়িতে থাকতে বলল, কোনভাবেই যেন বাড়ির বাইরে না যায় বলল সে ওয়েলফেয়ার এবং ইমিগ্রেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা

বলতে যাচ্ছে। মার্ক এখন স্বচ্ছন্দে মিথ্যা বলতে পারে। দাড়ি গোফ কামানো গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্টটি ওকে মিথ্যা বলা শেখাচ্ছেন।

লাফ মেরে গাড়িতে উঠল ও, চলে এল জর্জিয়া এভিন্যুর সবচেয়ে কাছের একটি পে ফোনে। ডিরেক্টরের প্রাইভেট লাইনে ডায়াল করল। ফোন ধরলেন ডিরেক্টর।

'জুলিয়াস।'

'তোমার নাম্বার কত?' জানতে চাইলেন ডিরেক্টর।

ত্রিশ সেকেন্ড পরে বেজে উঠল ফোন। মার্ক সাবধানে পুরো গল্প বয়ান করল।

'আমি এক্ষুনি তোমার কাছে একজন আইডেন্টিকিট ম্যানকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তুমি মহিলার কাছে ফিরে যাও। ওর হাত ধরে বসে থাকো। আর, অ্যান্ড্রুজ, আমি ওই কুড়ি ডলারের চেহারা দেখতে চাই। নোট কি একটা ছিল নাকি অনেকগুলো? ওতে ওই লোকের হাতের ছাপ থাকতে পারে।' কেটে গেল লাইন। ভুরু কোঁচকাল মার্ক। ভুয়া গ্রিক অর্থডক্স সবসময় ওর চেয়ে দুকদম এগিয়ে না-ও থাকতে পারে, তবে ডিরেক্টর সবসময় থাকেন।

মিসেস ক্যাসেফিকিসের বাড়িতে ফিরে এল ও। বলল সর্বোচ্চ মহলে মহিলার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে। আগামী মিটিংয়ে ডিরেক্টরকে এ ব্যাপারে ওর কথা বলতে হবে। প্যাডে বিষয়টি টুকে নিল মার্ক। তারপর খোশালাপের ভঙ্গিতে মহিলার সঙ্গে কথা শুরু করল।

'ওটা কি কুড়ি ডলারই ছিল, মিসেস ক্যাসেফিকিস?'

'অবশ্যই। কুড়ি ডলার তো আর প্রতিদিন চোখে দেখি না আমি।'

'টাকাটা দিয়ে কী করেছেন মনে আছে?'

'হ্যাঁ, আমি সুপার মার্কেট থেকে খাবার কিনেছি।'

'কোন্ সুপার মার্কেট, মিসেস ক্যাসেফিকিস?'

'হুইটন সুপার মার্কেট। রাস্তার ওপারে।'

'কখন?'

'গতকাল সন্ধ্যায়, ছ'টার দিকে। সুপার মার্কেট তখন প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল।'

মার্ক বুঝতে পারছে একটা মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করার জো নেই কে জানে ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে কিনা।

'মিসেস ক্যাসেফিকিস, এক লোক আসবে আপনার বাড়িতে। এফবিআই থেকে। সে আমার বন্ধু এবং সহকর্মী। যে ফাদারটি আপনাকে

টাকা দিয়েছে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। আপনি ওকে যতটুকু পারেন তথ্য দেবেন। তাতে আমাদের উপকার হবে। ভয় পাবেন না. আমরা এসব করছি আপনাকে সাহায্য করার জন্য।'

মার্ক একটু ইতস্তত করে ওয়ালেট খুলে মহিলাকে কুড়ি ডলার দিল। এই প্রথম হাসি ফুটল তার মুখে।

'আরেকটা কথা, মিসেস ক্যাসেফিকিস, গ্রিক প্রিস্ট যদি আবার আসে তাকে কিন্তু আমাদের আলাপচারিতার ব্যাপারে কিছু বলবেন না. শুধু এ নাম্বারে আমাকে একটা ফোন করবেন।'

মার্ক মহিলাকে একটি কার্ড দিল। মাথা ঝাঁকাল আরিয়ানা। মার্ককে গাড়িতে উঠতে দেখল সে। বুঝতে পারছে না কাকে সে বিশ্বাস করবে কারণ দুজনই ওকে কুড়ি ডলার দিয়েছে।

মার্ক হুইটন সুপার মার্কেটের সামনে, পার্কিং স্পেসে গাড়ি দাঁড় করাল। জানালায় মস্ত সাইন বোর্ড ঘোষণা করছে ভেতরে ঠাণ্ডা বিয়ার বিক্রি করা হয়। জানালার ওপরে নীল-সাদা কার্ড বোর্ডে ক্যাপিটলের ছবি। আর পাঁচদিন, ভাবল মার্ক।

ও দোকানে ঢুকল। ছোটখাট দোকান। চেইন সুপার মার্কেট নয়. এক দেয়ালে সার বাঁধা বিয়ারের ক্যান, অপর দেয়ালে সাজিয়ে রাখা হয়েছে মদের বোতল। মাঝখানে চার সারিতে টিনজাত এবং ফ্রোজেন খাবার। পেছনের দেয়াল জোড়া মাংসের কাউন্টার। কসাই চাপাতি দিয়ে গরুর রান কাটছে। মনে হচ্ছে লোকটা একাই দোকান চালায়। মার্ক কসাই'র দিকে পা বাড়াল।

'আপনাদের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

সন্দেহের চোখে ওকে দেখল কসাই। 'কী জন্য?'

মার্ক ওর পরিচয়পত্র দেখাল।

'জ্বী, জ্বী। আপনি কী জানতে চান, মি. অ্যান্ড্রুজ, বলুন? আমি ফ্লাভিও গুইডা। এটা আমার দোকান। আর আমি সৎভাবে দোকান চালাই।'

'সে তো নিশ্চয়, মি. গুইডা। একটা কাজে এসেছি আপনার কাছে। আমার মনে হয় আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। চুরি যাওয়া টাকা উদ্ধারের তদন্তে নেমেছি আমি। গতকাল এ সুপারমার্কেটে চুরি যাওয়া কুড়ি ডলারের একটি নোট চলে এসেছে বলে খবর পেয়েছি। নোটটা আমাদের দরকার।'

'আমি প্রতি রাতে মাল বিক্রির টাকা সিন্দুকে জমা করে রাখি,' জানাল ম্যানেজার। 'পরদিন সকালেই টাকাটা পাঠিয়ে দেয়া হয় ব্যাংকে। এক ঘণ্টা

আগে আমি সমস্ত টাকা ব্যাংকে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার মনে হয়...'

'কিন্তু আজ তো শনিবার,' বলল মার্ক।

'তাতে সমস্যা নেই। আমার ব্যাংক শনিবার দুপুর পর্যন্ত খোলা থাকে। ওই তো সামনেই ব্যাংকটি।'

'আমার সঙ্গে কি একটু ব্যাংকে যেতে পারবেন, মি. গুইডা?'

গুইডা ঘড়ি দেখল তারপর তাকাল মার্ক অ্যান্ড্রুজের দিকে

'ঠিক আছে। আমাকে আধা মিনিট সময় দিন।'

দোকানের পেছনে বসা অদৃশ্য এক মহিলার উদ্দেশ্যে হাঁক ছেড়ে তাকে দোকানের ওপর খেয়াল রাখতে বলল সে। তারপর মার্ককে সঙ্গে নিয়ে জর্জিয়া এবং হিকার্সের মোড়ে চলে এল। গুইডা পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বেশ উত্তেজিত, চেহারা দেখে বোঝা যায়।

মার্ক ব্যাংকে ঢুকে সরাসরি চলে গেল চিফ ক্যাশিয়ারের কাছে। জানল টাকাটা ত্রিশ মিনিট আগে মিসেস টাউনসেন্ড নামে এক টেলারের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। মহিলা টাকাগুলো স্তূপ করে রেখেছে, গুণবে মোট আটাশটি কুড়ি ডলারের নোট। ক্রাইস্ট অলমাইটি। হয় ডিরেক্টর নতুবা ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা গালি দিয়ে মার্কের চোদ্দগুষ্ঠি উদ্ধার করে ছাড়বে। মিসেস টাউনসেন্ডের সরবরাহ করা গ্লাভস পরে কুড়ি ডলারের নোটগুলো গুণে একপাশে সরিয়ে রাখল মার্ক। একটা কাগজে লিখে রাখা হলো এফবিআই'র স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ নিজের তত্ত্বাবধানে আটাশটি কুড়ি ডলারের নোট নিয়ে যাচ্ছে। কাজ শেষ হলেই সে টাকাগুলো ব্যাংককে ফিরিয়ে দেবে। কাগজে সই করল মার্ক, রশিদ দিল চিফ ক্যাশিয়ারকে। ব্যাংক ম্যানেজার রশিদটি নিলেন।

'এফবিআই'র লোকেরা না জোড়া বেঁধে কাজ করে?'

মার্ক অপ্রতিভ বোধ করল। 'জ্বী, স্যার। তবে এটি একটি বিশেষ অ্যাসাইনমেন্ট।'

'তবু আমি ব্যাপারটা চেক করে দেখতে চাই,' বললেন ম্যানেজার। 'কারণ আপনি স্রেফ মৌখিকভাবে বলে আমার কাছ থেকে ৫৬০ ডলার নিয়ে যাচ্ছেন।'

'জ্বী, স্যার, প্লিজ চেক করে দেখতে পারেন।'

দ্রুত চিন্তা করছে মার্ক। একজন লোকাল ব্যাংকের ম্যানেজারকে বলা উচিত হবে না এফবিআই'র পরিচালককে ফোন করতে বলার জন্য

'আপনি এফবিআই'র ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে ফোন করতে পারেন, স্যার। ক্রিমিনাল সেকশন প্রধান মি. গ্রান্ট নান্নাকে চাইবেন।'

'করছি।'

মার্ক ম্যানেজারকে নাম্বারটা দিল। তবে তিনি ওর নাম্বারের দিকে ফিরেও তাকালেন না। ওয়াশিংটন ডাইরেক্টরি ঘেঁটে নিজেই নাম্বার বের করে নিলেন। সরাসরি কথা বললেন নান্নার সঙ্গে।

'আপনার ফিল্ড অফিস থেকে এক যুবক এসেছেন আমার ব্যাংকে। তাঁর নাম মার্ক অ্যান্ড্রুজ। বলছেন আটাশটি কুড়ি ডলারের নোট নিয়ে যাওয়ার অথরিটি নাকি তাঁর আছে। কী একটা টাকা চুরির ব্যাপারে।'

নান্নার মস্তিস্ক চলে ঝড়ো গতিতে। তিনি ঠিকই বুঝতে পারলেন কোনও সমস্যায় পড়েছে তাঁর এজেন্ট। বাঁচিয়ে দিলেন তিনি মার্ককে। মার্কের প্রার্থনা কাজে লাগল।

'ও ঠিকই বলেছে, স্যার।' বললেন নান্না। 'ওই টাকাগুলো ওকে নিয়ে আসতে বলা হয়েছে। আপনি টাকাগুলো ওকে দিয়ে দিন। কাজ শেষ হয়ে গেলেই আপনাকে আমরা যত দ্রুত সম্ভব ফিরিয়ে দেব।'

'ধন্যবাদ, মি. নান্না। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। ভাবলাম বিষয়টি একটু চেক করে দেখা দরকার। কারণ বোঝেনই তো আজকাল মানুষকে সহজে বিশ্বাস করা যায় না।'

'না, না, আপনি ঠিক কাজটিই করেছেন, স্যার। আপনার মত সকলের সচেতন হওয়া উচিত,' বললেন নান্না।

রিসিভার রেখে দিলেন ব্যাংক ম্যানেজার। কুড়ি ডলারের বান্ডিলটা বাদামী একটি খামে ভরলেন, রশিদ নিয়ে মার্কের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করলেন। ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গিতে বললেন, 'আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন চেক না করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না?'

'অবশ্যই,' বলল মার্ক। 'আপনার জায়গায় হলে আমিও একই কাজ করতাম।'

মি. গুইডাকে ধন্যবাদ দিল ও। ম্যানেজার এবং গুইডা দুজনকেই অনুরোধ করল আজকের বিষয়টি নিয়ে তারা যেন কারও সঙ্গে আলাপ না করে। ওরা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল এ ব্যাপারে এফবিআই'র গোয়েন্দা নিশ্চিত থাকতে পারেন, তারা এ বিষয় নিয়ে কারও সঙ্গে কথা বলবে না।

মার্ক দ্রুত ফিরে এল এফবিআই অফিসে। সোজা চলে এল ডিরেক্টরের অফিসে। ওকে দেখে মৃদু মাথা ঝাঁকাল মিসেস ম্যাক গ্রেগর। নক্ করে ডিরেক্টরের ঘরে ঢুকে পড়ল মার্ক।

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যার।'

'নট অ্যাট অল, অ্যান্ড্রুজ। বসো। আমাদের কথাও শেষ।'

সিধে হলো ম্যাথিউ রজার্স, চকিত দৃষ্টি ফেলল মার্কের ওপর, হাসল।

'লাঞ্চের মধ্যে আপনার সমস্ত প্রশ্নের জবাব আশা করি পেয়ে যাবেন, ডিরেক্টর,' বলে চলে গেল সে।

'ওয়েল, ইয়াংম্যান, তুমি আমাদের সিনেটরের খোঁজ পেয়েছ?'

'না, স্যার। তবে এ জিনিসগুলো পেয়েছি।'

বাদামী খামটি খুলল মার্ক, কুড়ি ডলারের নোটগুলো রাখল টেবিলে।

'ব্যাংক-ফ্যাংক ডাকাতি করেছ নাকি হে? ফেডেরাল চার্জে কিন্তু পড়ে যাবে, অ্যান্ড্রুজ।'

'প্রায় তা-ই, স্যার। এ নোটগুলোর একটি, আপনাকে বলেছি, ভুয়া গ্রিক অর্থডক্স প্রিস্ট দিয়েছে মিসেস ক্যাসেফিকিসকে।'

'ওয়েল, এগুলো আমাদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টদের একটু কঠিন ধাঁধার মধ্যে ফেলবে, সম্ভবত হাজারটা ছাপ আছে ওতে। সময় লাগবে খুঁজে বের করতে। তবে চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নেই। তিনি সতর্ক থাকলেন যাতে নোটগুলোতে হাতের স্পর্শ না লাগে। 'সামারটনকে এক্ষুনি দিচ্ছি। মিসেস ক্যাসেফিকিসের আঙুলের ছাপও দরকার হবে। আমাদের লোকটা যদি ফিরে আসে, আমি একজন এজেন্টকে ওই বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি আঙুলের ছাপ জোগাড় করার জন্য।' ডিরেক্টর কথা বলছেন, একই সঙ্গে লিখেও চলেছেন। 'ব্যাপারটা আমার কাছে ফিল্ড অফিসের পুরানো দিনগুলোর মত লাগছে। তবে এটা যদি খুব সিরিয়াস কিছু না হতো, উপভোগ করতাম আমি।'

'আমি কি ভিন্ন একটি প্রসঙ্গে আপনার সাথে কথা বলতে পারি স্যার?'

'বলে ফেলো,' টাইসন মুখ তুললেন না, লেখায় ব্যস্ত।

'এ দেশে আর থাকতে পারবে কিনা তা ভেবে খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মিসেস ক্যাসেফিকিস তার কাছে টাকা পয়সা নেই, চাকরি নেই, স্বামীও মারা গেছে। মহিলা খুব কো অপারেটিভ। ওর কাছ থেকে আমরা ভবিষ্যতেও হয়তো সহযোগিতা পাব। আমার মনে হয় ওকে একটু সাহায্য করা দরকার।'

একটি বোতাম টিপলেন ডিরেক্টর।

'এলিয়টকে ভেতরে পাঠিয়ে দিন, আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিভাগের মি. সমারটনকে আসতে বলুন।'

যাক, অচেনা লোকটার তবু একটা নাম আছে।

'দেখি, ভদ্রমহিলার জন্য কী করা যায়। তোমার সঙ্গে সোমবার সকাল সাতটায় দেখা হবে, মি. অ্যান্ড্রুজ। আমি উইকএন্ডে বাসায় থাকব। প্রয়োজন হলে ফোন কোরো। আর কাজে বিরতি দেবে না।'

'না, স্যার।'

মার্ক বেরিয়ে এল অফিস থেকে। রিগসের সামনে থামল। পনেরো ডলারের ভাংতি নিল খুচরো পয়সায়। টেলার কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকাল ওর দিকে।

'আপনার পিনবল মেশিন আছে নাকি, স্যার?'

হাসল মার্ক।

গোটা সকাল এবং বিকেল মার্কের কেটে গেল বাষট্টিজন সিনেটরের উইকএন্ড ডিউটিতে থাকা সেক্রেটারিদেরকে ফোন করে। এরা সবাই ২৪ ফেব্রুয়ারি ওয়াশিংটনে ছিলেন। বাষট্টিটি ফোন কল করার পর কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল মার্কের। এঁদের সকল সেক্রেটারিকে ডিরেক্টরের শিখিয়ে দেয়া গান শুনিয়েছে ও। শেষে যে ফলাফল পেয়েছে ও তাহলো...ত্রিশজন সিনেটর লাঞ্চ করেছেন হয় নিজেদের অফিসে কিংবা সরকারি কোনও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে, পনেরো জন তাঁদের সেক্রেটারিদেরকে বলেননি তাঁরা কোথায় লাঞ্চ খাবেন কিংবা আবছাভাবে জানিয়েছেন। 'অ্যাপয়েন্টমেন্ট'-এর কথা, সতেরো জন গিয়েছিলেন লাঞ্চের দাওয়াত রক্ষা করতে ন্যাশনাল প্রেস ক্লাব কিংবা NAACPতে। এক সেক্রেটারি জানাল তার বস ২৪ ফেব্রুয়ারি এনভাইরনমেন্টাল লাঞ্চে গিয়েছিলেন।

ডিরেক্টরের সাহায্যে সিনেটরদের নামের তালিকা পনেরয় নামিয়ে আনল মার্ক। তারপর গেল লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে। বের করল কংগ্রেশনাল রেকর্ড। এতে ২৪ ফেব্রুয়ারি সিনেটররা কে কোথায় ছিলেন তার বর্ণনা আছে ওই দিন ফরেন রিলেশন্স কমিটি একটি বৈঠক ছিল। মার্কের ১৫ সিনেটরের তালিকার তিনজন এ কমিটির সদস্য, তাঁরা সকলে সকালে এ কমিটিতে বক্তৃতা করেছেন। ওই দিন সিনেটে দুটি বিষয় নিয়ে ডিবেট ছিল। সৌর-শক্তি গবেষণায় এনার্জি ডিপার্টমেন্টের ফান্ড বন্টন সম্পর্কিত বিতর্ক একটি, অপরটি অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে ডিবেট। বাকি বারোজন সিনেটরের কয়েকজন বিষয় দুটি বা একটি নিয়ে সিনেটে বক্তৃতা করেছেন। এ পনেরজনের কারও নামই তালিকা থেকে বাদ দিতে পারছে না মার্ক ও

পনেরটি কাগজে আলাদাভাবে পনেরটি নাম লিখল। তারপর ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিনের কংগ্রেশনাল রেকর্ড ঘেঁটে দেখল। সিনেটে কোন্ সিনেটর উপস্থিত কিংবা অনুপস্থিত ছিলেন সবার ব্যাপারে নোট নিল। খুবই পরিশ্রমের কাজ। প্রতিটি সিনেটরের শিডিউল ঘেঁটে দেখতে হলো। অনেক গ্যাপ আছে। বোঝাই যায় সিনেটররা সারাটা দিন সিনেটে তাঁদের সময় কাটান না।

তরুণী লাইব্রেরিয়ান এসে হাজির হলো। ঘড়ি দেখল মার্ক : ৭:৩০। লাইব্রেরি বন্ধ হবার সময়। সিনেটরদের কথা ভুলে গিয়ে এলিজাবেথকে দেখার সময়। ও এলিজাবেথের বাড়িতে ফোন করল।

'হ্যালো, লাভলি লেডি, আবার খাওয়ার সময় হয়েছে। নাশতার পরে কিছু পড়েনি পেটে। আমার করুণ অবস্থাটা একটু সহানুভূতির চোখে দেখবে, ডক্টর? আমার সঙ্গে খাবে?'

'তোমার সঙ্গে কী করব, মার্ক? মাত্র চুল ধুয়েছি। কানে এখনও ফেনা ঢুকে আছে।'

'বললাম আমার সঙ্গে খাবে কিনা। আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি তোমাকে তুলে নিতে। সে চুল ভেজা থাক আর শুকনোই থাক।'

জর্জটাউনে, 'মি. স্মিথ'স' নামে ছোট একটি রেস্টুরেন্টে ঢুকল মার্ক আর এলিজাবেথ। রেস্টুরেন্টের খদ্দেরদের বেশিরভাগের বয়স কুড়ির কোঠায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করার উপযুক্ত জায়গা।

'গড,' বলল এলিজাবেথ। 'মনে হচ্ছে কলেজ জীবনে ফিরে গেছি।'

ওরা দুজনেই চিকেন, বেকড পটেটো আর সালাদের অর্ডার দিল।

'দ্যাখো, মার্ক, ওই যে ওখানে কন্যার বয়সী একটি মেয়েকে নিয়ে বসে আছেন সিনেটর থর্নটন।'

'হয়তো মেয়েটি তাঁর কন্যাই।'

'কোনও সভ্য মেয়ে তাঁর মেয়েকে নিয়ে এখানে খেতে আসবে না,' হাসল এলিজাবেথ।

'উনি তোমার বাবার বন্ধু, না?'

'হুঁ কী করে জানলে?'

'কমন নলেজ,' জবাব দিল মার্ক।

'লোকটা আসলে ব্যবসায়ী। অস্ত্র বানিয়ে টাকা কামিয়েছে। আমি অস্ত্র ব্যবসায়ীদেরকে পছন্দ করি না।'

'তোমার বাবাও তো একটা অস্ত্র কোম্পানির অংশীদার।'

'ড্যাডি? হ্যাঁ, বাবার কাজও আমার পছন্দ হয় না। কিন্তু বাবা দোষ দেন দাদুকে। তিনিই নাকি কোম্পানিটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। স্কুলে থাকতে এ নিয়ে বাবার সঙ্গে অনেক তর্ক হতো আমার। আমি তাঁকে অস্ত্র কোম্পানির স্টক বিক্রি করে দিয়ে টাকাটা সামাজিক কোনও প্রতিষ্ঠানে খাটাতে বলতাম।' একটু বিরতি দিল এলিজাবেথ।

'জানো, মার্ক, একসময় আমার বাবাকে যুদ্ধাপরাধী বলতাম।'

'কিন্তু যদ্দুর জানি উনি যুদ্ধবিরোধী ছিলেন।'

'তুমি দেখছি আমার বাবা সম্পর্কে অনেক খবরই রাখো,' সন্দেহের চোখে মার্ককে দেখল এলিজাবেথ।

'বাবা ১৯৭৯ সালে ডিফেন্স বাজেট অনুমোদনের জন্য ভোট দিয়েছিলেন তারপর একটা মাস বাবার সঙ্গে এক টেবিলে বসে খাইনি পর্যন্ত। অবশ্য বাবা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিলেন বলে মনে হয় না।'

'আর তোমার মা?' প্রশ্ন করল মার্ক।

'আমার চোদ্দ বছর বয়সে আমার মা মারা যান। এ কারণে বাবার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ে।' বলল এলিজাবেথ। মুখ নামিয়ে তাকাল কোলে রাখা নিজের হাতের দিকে। বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে আর আগ্রহী নয়। ওর ঝলমলে কেশরাজিতে ঢাকা পড়ল কপাল।

'তোমার চুল খুব সুন্দর,' নরম গলায় বলল মার্ক।

'যেদিন প্রথম তোমায় দেখলাম সেদিন তোমার চুল ছুঁয়ে দেখতে খুব ইচ্ছে করছিল। এখনও করছে।'

হাসল এলিজাবেথ, 'কোঁকড়ানো চুল আমার বেশি পছন্দ।' জড়ো করা দুহাতের ওপর চিবুকের ভর রেখে দুষ্টুমি ভরা চোখে তাকাল মার্কের দিকে। 'চল্লিশ বছর বয়সে তোমাকে দারুণ দেখাবে। কারণ তখন তোমার চাঁদির চুলে ধূসর রঙ ধরবে। তবে শুরুতেই টাক পড়বে না। তুমি কি জান যাদের চাঁদিতে টাক পড়ে তারা খুব সেক্সি হয়?'

'আমার চাঁদিতে টাক পড়লে খুব খুশি হবো,' বলল মার্ক.

'তবে সে জন্য অনেকদিন অপেক্ষা করতে হবে।'

এলিজাবেথকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার পথে হঠাৎ রাস্তা দাঁড়িয়ে পড়ল মার্ক। ওর কোমর জড়িয়ে ধরল চুমু খেল। তবে ভঙ্গিতে ছিল দ্বিধা কারণ জানে না এলিজাবেথের প্রতিক্রিয়া কী হবে।

'তুমি কি জানো, আমি তোমার অর্ধেক প্রেমে পড়ে গেছি, এলিজাবেথ?'

এলিজাবেথের নরম চুলে নাক ডুবিয়ে বিড়বিড় করল মার্ক।

এলিজাবেথ কোনও জবাব না দিয়ে কিছুক্ষণ হাঁটল। তারপর খুব আস্তে বলল, 'আমিও তোমার প্রেমে পড়ে গেছি। তবে অর্ধেকের চেয়ে বেশি।'

ওরা হাতে হাত ধরে নীরবে, আনন্দের সাগরে অবগাহন করতে করতে ধীর গতিতে হাঁটতে লাগল। সচেতন নয় যে তিনজন আনরোমান্টিক মানুষ ওদের পিছু নিয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে, এলিজাবেথের চমৎকার বসার ঘরের ক্রীম রঙের সোফায় বসে আবার ওর নরম অধরে ভালোবাসার রেখা এঁকে দিল মার্ক।

বাইরে, ছায়ার মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল তিনজন আনরোমান্টিক মানুষ।

আট

রোববার, ৬ মার্চ, ১৯৮৩ **সকাল ৯:০০**

রোববার পুরোটা সকাল মার্কের কেটে গেল ডিরেক্টরের কাছে লেখা রিপোর্টে ফিনিশিং টাচ দিতে। ও ডেস্ক গুছিয়ে রাখল, সবকিছু পরিপাটিভাবে সাজানো না থাকলে মার্কের সুস্থির চিন্তায় বিঘ্ন ঘটে। সবগুলো নোট একত্রিত করে ওগুলোকে দিয়ে একটি লজিকাল সিকোয়েন্স তৈরি করল ও কাজ শেষ হতে হতে বেলা দুটো বেজে গেল। মার্কের মনেই নেই যে ও লাঞ্চ করেনি। ধীরে ধীরে ও তালিকাভুক্ত পনেরজন সিনেটরের নাম লিখল তালিকার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এদের একজন খুনী এবং খুনীর পরিচয় খুঁজে বের করার সময় আছে আর মাত্র চারদিন কাগজগুলো ব্রিফকেসে পুরল মার্ক, তালাচাবি দিয়ে রাখল ডেস্কে।

কিচেনে ঢুকল ও, স্যান্ডউইচ বানাল। ঘড়ি দেখল। বাকি দিনটা ও কীভাবে কাটাবে! এলিজাবেথ হাসপাতালে ডিউটি করছে। ও ফোন তুলে ডায়াল করল। তিনটার সময় এলিজাবেথের একটা অপারেশন আছে, এক মিনিটের বেশি কথা বলতে পারবে না সে।

'ঠিক আছে, ডাক্তার, আমি এক মিনিট সময়ও নেব না। আমি প্রতিদিন ফোন করে বলতে পারব না যে তুমি কত সুন্দর এবং বুদ্ধিমতী। তুমি আমাকে পাগল করে দিয়েছ। কাজেই মনোযোগ দিয়ে শোনো।'

'আমি শুনছি, মার্ক।'

'ওকে। তুমি সুন্দরী, বিদূষী এবং আমি তোমার জন্য উন্মাদ.. কী, কোনও প্রত্যুত্তর নেই?'

'প্রত্যুত্তর আছে। তবে বিনিময়ে যে সুন্দর কথাগুলো আমি বলতে চাই তা তোমার কাছ থেকে তিন ইঞ্চি দূরে থেকে, তিন মাইল দূরত্বে থেকে নয়।'

'তাহলে জলদি ব্যবস্থা করো। নইলে আমার দফারফা হয়ে যাবে কিন্তু।'

হেসে উঠল এলিজাবেথ। হাসতে হাসতে রেখে দিল ফোন। মার্ক ঘরে পায়চারি শুরু করে দিল। মস্তিস্কে পনের সিনেটরের নাম ভনভন করছে, ঘুরে ফিরে সেখানে জায়গা করে নিচ্ছে এলিজাবেথ। তারপর আবার সিনেটরদের নিয়ে ভাবছে মার্ক। ব্যারি কোলভার্টের কথা মনে পড়ছে রোববারের বিকেলগুলোতে ওরা একসঙ্গে স্কোয়াশ খেলত। মনে পড়ছে নিক স্টেমসের কথা। মার্ক জানত না স্টেমস ওর হৃদয়ের কতখানি জায়গা দখল করে আছেন। স্টেমস বেঁচে থাকলে এখন কী করতেন? হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল মার্কের। গত ক্রিসমাসের এক পার্টিতে নিক ওকে বলেছিলেন, 'আমাকে যদি কোনও কারণে পাওয়া না যায় তাহলে যে কোনও সাহায্যের জন্য দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-এর জর্জ স্টামপুজিসের সঙ্গে যোগাযোগ কোরো। এ দেশে আমার পরেই ও সেকেন্ড বেস্ট ক্রাইম ম্যান।' জর্জ স্টামপুজিস নিশ্চয় মাফিয়া এবং সিআইএ'র সম্পর্কে অনেক খোঁজ-খবর রাখে।

মার্ক নিউইয়র্কের ইনফরমেশন বিভাগে ফোন করে জর্জ স্টামপুজিসের নাম্বার চাইল। নাম্বার পেয়ে নিউইয়র্ক টাইমস-এ ফোন করল ও।

'ক্রাইম ডেস্ক, জর্জ স্টামপুজিস, প্লিজ।' ওরা জর্জের লাইন দিয়ে দিল

'স্টামপুজিস,' বলল একটি কণ্ঠ। ওরা দ্য নিউইয়র্ক টাইমস শব্দটা উচ্চারণ করে সময় নষ্ট করতে চায় না।

'গুড আফটার নুন। আমার নাম মার্ক অ্যান্ড্রুজ। ওয়াশিংটন থেকে ফোন করছি। আমি নিক স্টেমসের বন্ধু। ইন ফ্যাক্ট উনি আমার বস ছিলেন '

বদলে গেল কণ্ঠস্বর। 'হ্যাঁ, আমি মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটির কথা শুনেছি, অবশ্য ওটা যদি সত্যি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে থাকে আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমার কিছু অভ্যন্তরীণ তথ্য দরকার। আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?'

'এর সঙ্গে কি নিকের মৃত্যুর বিষয়টিও জড়িত?'

'জ্বী।'

'আপনি কি আটটার মধ্যে টোয়েন্টি-ফার্স্ট এবং পার্ক এভিন্যু সাউথের নর্থ-ইস্ট কর্নারে চলে আসতে পারবেন?'

'পারব,' ঘড়ি দেখে বলল মার্ক।

'আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব।

ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের শাটল ফ্লাইট সাতটার খানিক পরে পৌঁছে গেল নিউইয়র্ক। একটা ট্যাক্সি নিয়ে ম্যানহাটান চলে এল মার্ক নির্ধারিত জায়গায় পৌঁছে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে ও, টুইড ওভারকোট পরা, মধ্য পঞ্চাশের বিশালদেহী এক লোক এগিয়ে এল ওর দিকে। মার্ক শিউরে উঠল। এই মার্চ মাসেও নিউইয়র্কে অনেক ঠাণ্ডা।

'মার্ক অ্যান্ড্রুজ?'

'জ্বী, ঠিক ধরেছেন।'

'যখন সারাটা জীবন ক্রিমিনালদের বিশ্লেষণে আপনার কেটে যায়, আপনি তাদের মত ভাবতেও শুরু করবেন,' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মার্ককে লক্ষ করছে ক্রাইম রিপোর্টার জর্জ স্টামপুজেস। 'জি-ম্যানরা তো এখন আগের চেয়ে ভালো পোশাক-আশাক পরে বলে জানি।'

বিব্রত বোধ করল মার্ক। স্টামপুজিস খবর রাখে একজন এফবিআই এজেন্ট নিউইয়র্কের পুলিশের দ্বিগুণ বেতন পায়।

'আপনার ইটালিয়ান খাবারে আপত্তি নেই তো?' মার্কের জবাবের অপেক্ষা করল না সে। 'আপনাকে আমি নিকের একটি প্রিয় রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাই চলুন।' হাঁটা দিয়েছে সাংবাদিক। লম্বা ব্লকটা ওরা পার হলো নীরবে। হঠাৎ একটি দরজার ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল স্টামপুজিস। মার্ক তার পেছন পেছন জরাজীর্ণ একটি বার-এ ঢুকল। বার ভর্তি লোক। অনেকেই কাউন্টারে হেলান দিয়ে আকণ্ঠ মদ পান করছে। এদের বাড়িঘর কিংবা সংসার নেই। অথবা থাকলেও সেখানে যেতে ভালো লাগে না।

বার পার হয়ে ইটের দেয়াল ঘেরা পরিচ্ছন্ন ডাইনিং রুমে প্রবেশ করল ওরা লম্বা, রোগা এক ইটালিয়ান ওদেরকে কিনারার একটি টেবিলে নিয়ে গেল। স্টামপুজিসের নির্ঘাত এখানে নিয়মিত যাতায়াত আছে। সে মেনুর দিকে তাকাল না।

'আমি শ্রিম্প মারিয়ানা খাব। আপনি কী খাবেন বলুন।'

মার্কও শ্রিম্প মারিয়ানার অর্ডার দিল, সঙ্গে যোগ করল *Piccata al limone* এবং আধ বোতল চিয়ান্টি। স্টামপুজিস নিল কোল্ট ৪৫। খেতে

খেতে নানান বিষয় নিয়ে গল্প করর দুজনে। জাবাগলিওনের বড় একটা অংশ সাবাড় করে, সামবুকার সঙ্গ ডাবল এসপ্রেসো গলাধঃকরণ করার পরে চেয়ার হেলান দিল সাংবাদিক। তাকাল মার্কের দিকে। যখন কথা বলল, গলার স্বর একদম বদলে গেছে।

'আপনি অসাধারণ এবং দুর্লভ একজন ল-ম্যানের সঙ্গে কাজ করেছেন. এফবিআই'র এক-দশমাংশও যদি নিক স্টেমসের মত বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমান হতো, ইটের ওই কলোসিয়ামটাকে নিয়ে আপনি গর্ব করতে পারতেন, কাজ করেও আরাম পেতেন।'

মার্ক স্টামপুজিসের দিকে তাকাল, মুখ খুলতে যাচ্ছে।

'না, নিক সম্পর্কে কিছু বলতে হবে না। আর ব্যুরো সম্পর্কে আমার অভিমতও আমি বদলাব না। আমি ত্রিশ বছর ধরে ক্রাইম রিপোর্টারগিরি করছি, এফবিআই আর মাফিয়ার মধ্যে শুধু একটা পরিবর্তনই লক্ষ করেছি— ওরা আকারে শুধু বড় হয়েছে এবং গতরে জোর হয়েছে ' কফিতে সামবুকা ঢেলে নিল জর্জ, ঢকঢক শব্দে গিলল। 'তো, আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি যা বলব সব কিন্তু অফ দা রেকর্ড,' বলল মার্ক।

'রাজি,' বলল স্টামপুজিস, 'দুজনের স্বার্থেই।'

'আমার দুটো তথ্য দরকার। প্রথমটি হলো, অর্গানাইজড ক্রাইমের সঙ্গে কোনও সিনেটরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে কিনা এবং দ্বিতীয়, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনের ব্যাপারে মাফিয়ার মনোভাব কী?'

'প্রথম প্রশ্নের জবাবটিই আগে দিই। কারণ এটার জবাব সহজ। হ্যাঁ, সত্যি এটাই যে অর্ধেক সিনেটরের অর্গানাইজড ক্রাইম অর্থাৎ মাফিয়ার সঙ্গে অল্প বিস্তর সম্পর্ক রয়েছে। আর মাফিয়ার যদি কোনও সিনেটরের প্রয়োজন হয়, তাহলে তারা থার্ড পার্টির সাহায্যে সম্পর্ক গড়ে তোলে কিছু সিনেটর আছেন যারা ক্ষমতায় গেছেন মাফিয়ার সাহায্যে। এদের চাকরি জীবন শুরু হয়েছিল সিভিল কোর্টের বিচারক হিসেবে। মাফিয়া থেকে এদের কেউ কেউ প্রত্যক্ষ আর্থিক সহযোগিতা পেয়েছেন। তবে অনেকে বুঝতেও পারেন না যে তাদেরকে মদদ জোগাচ্ছে মাফিয়া।'

'আমি পনেরজন সিনেটরের নাম বলছি। এদের কারও মাফিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা বলা যাবে?' জানতে চাইল মার্ক।

'চেষ্টা করব বলতে,' জবাব দিল জর্জ স্টামপুজেস।

'পার্সি।'

'কক্ষনো নয়।' বলল সাংবাদিক।

'থর্নটন।'

স্টামপুজিসের মুখের একটি পেশিও কাঁপল না।

'বেহ্।'

'শুনিনি কোনদিন।'

'ডানকান।'

'ঠিক বলতে পারব না। দক্ষিণ ক্যারোলাইনার রাজনীতি সম্পর্কে আমি তেমন কিছু জানি না।'

'চার্চ '

'ফ্রাঙ্ক-সানডে স্কুল? স্কাউট'স অনার চার্চ? ঠাট্টা করছেন।'

'গ্লেন .'

'নাহ্।

মার্ক একের পর এক তালিকা থেকে নামগুলো বলে গেল। স্টিভেনসন, বাইডেন, ময়নিহান, উডসন, ক্লার্ক, ম্যাথিয়ান, প্রতিবার নিঃশব্দে মাথা নাড়ল স্টামপুজিস।

'ডেক্সটার।'

ইতস্তত করছে স্টামপুজিস।

'ট্রাবল, ইয়েস,' বলল সে। 'বাট মাফিয়া, নো।'

মার্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। জানতে চাইছে ডেক্সটারকে নিয়ে বিপদ বা ঝামেলাটা কীসের। কিন্তু স্টামপুজিস কিছু বলল না।

'বার্ড।'

'মাফিয়া তাঁর স্টাইল নয়।'

'পিয়ারসন।'

'প্রশ্নই ওঠে না।'

'ধন্যবাদ,' বলল মার্ক। একটু বিরতি দিল। 'এবার অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বিলের ব্যাপারে মাফিয়াদের মনোভাব কীরকম বলুন।'

'এ মুহূর্তে নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছি না,' শুরু করল স্টামপুজিস 'মাফিয়া এখন আর মনোলিথিক নয়। এদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ লেগেই রয়েছে। পুরানোরা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ-আইনের ঘোর বিরোধী। কারণ এ আইন পাশ হলে ভবিষ্যতে আর বৈধভাবে অস্ত্র জোগাড় করা যাবে না। এ আইন পাশ হলে ফেডেরালের পোয়াবারো। তারা যে কোনও চিহ্নিত অপরাধীকে ধরতে পারবে, তাকে সার্চ করবে। তার কাছে যদি অবৈধ অস্ত্র

পাওয়া যায়, সাথে সাথে গ্রেপ্তার করে চালান দেবে হাজতে। তবে কিছু তরুণ তুর্কী এ আইন পাশ হবে কী হবে না সে অপেক্ষায় আছে। তারা লাইসেন্স বিহীন অস্ত্র সরবরাহ করবে অসংগঠিত গুণ্ডা কিংবা উন্মাদ কোনও মৌলবাদীর কাছে। তারা বিশ্বাস করে পুলিশ এ আইন প্রয়োগ করতে পারবে না, আর প্রয়োগ করতে করতেও এক দশক কেটে যাবে। আপনার প্রশ্নের জবাবের ধারে কাছে কি পৌছাতে পারলাম?'

'হ্যাঁ, খুব কাছে পৌছাতে পেরেছেন,' বলল মার্ক।

'এখন আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে, মার্ক।'

'একই শর্ত?'

'একই শর্ত। এসব প্রশ্ন কি নিকের মৃত্যুর সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল মার্ক।

'তাহলে আর কোনও প্রশ্ন আমি করব না। কারণ জানি সত্যি জবাব পাব না। আসুন, একটা চুক্তি করি। এটা যদি বড়সড় কোনও ঘটনায় মোড় নেয়, আমি যেন আমার পত্রিকার জন্য এক্সক্লুসিভ লেখার সুযোগ পাই।'

'পাবেন,' রাজি হলো মার্ক।

হাসল স্টামপুজিস। খাবারের বিল মিটিয়ে দিল। ঘড়ি দেখল মার্ক। ভাগ্য ভালো থাকলে লা গুয়ারডিয়া থেকে ওয়াশিংটনের শেষ শাটল ফ্লাইটটা ও হয়তো পেয়ে যাবে।

চেয়ার ছাড়ল স্টামপুজিস। পা বাড়াল দরজায়। রাস্তায় এসে হাত তুলে একটি ক্যাব ডাকল মার্ক।

'যদি আর কোনও তথ্য পেয়ে যাই আপনাকে জানাব,' বলল ক্রাইম রিপোর্টার।

তাকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্যাবে চড়ে বসল মার্ক।

'লা গুয়ারডিয়া, প্লিজ।'

গাড়ির জানালার কাচ নামিয়ে দিল মার্ক, স্টামপুজিস ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

'কাজটা আপনার জন্য নয়, করব নিকের জন্য।' বলে চলে গেল সে।

মার্ক নিজের অ্যাপার্টমেন্টে যখন ফিরল তখন মাঝরাত। কাল ডিরেক্টরের কাছে কী রিপোর্ট দেবে তা নিয়ে ভাবতে লাগল ও। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না।

নয়

সোমবার, ৭ মার্চ সকাল ৭:০০

গভীর মনোযোগে মার্কের গবেষণালব্ধ তথ্যের বয়ান শুনলেন ডিরেক্টর তারপর নিজের জোগাড় করা তথ্য শোনালেন।

'অ্যান্ড্রুজ, তোমার পনের জনের তালিকাটি আরও কাটছাট করা যাবে। গত বৃহস্পতিবার সকালে কয়েকজন এজেন্ট আমাদের কেজিবি চ্যানেলে প্রচার হওয়া অবৈধ একটি ট্রান্সমিশন পিকআপ করেছে। ওরা শুধু শুনতে পেয়েছে, 'কাম ইন, টনি। আমি সিনেটরকে মাত্র তাঁর কমিটি মিটিং-এ পৌঁছে দিয়ে এলাম এবং আমি...' তারপর কণ্ঠটি অকস্মাৎ থেমে যায়। আমরা আর কণ্ঠটি শুনতে পাইনি। হয়তো ষড়যন্ত্রকারীরা আমাদের কথা শুনে ফেলছিল, এবং এবারে ওদের একজন কিছু না ভেবেই আমাদের ফ্রিকোয়েন্সিতে ট্রান্সমিট শুরু করে। কাজটা করা সহজ। যে এজেন্টরা কথাগুলো শুনেছে তারা আমাদের ফ্রিকোয়েন্সি অবৈধভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, এরকম একটি রিপোর্ট করেছে কেবল, অন্য কিছু নয়।'

মার্ক সামনের দিকে ঝুঁকে ডিরেক্টরের কথা শুনছে।

'হ্যাঁ, অ্যান্ড্রুজ,' বললেন তিনি, 'তুমি কী ভাবছ বুঝতে পারছি আমি মেসেজটি পাঠানো হয় সকাল সাড়ে দশটায়।'

'সকাল সাড়ে দশটা, ৩ মার্চ,' ব্যগ্র গলায় বলল মার্ক। 'দাঁড়ান, একটু চেক করি...ওই সময় কোন্ কোন্ কমিটির মিটিং ছিল...। ফাইল খুলল ও 'ডার্কসেন বিল্ডিং...ওই সময়...ওইদিন সকালে ফরেন অ্যাফেয়ার্স এবং গভর্নমেন্ট অপারেশন্স কমিটির বৈঠক চলছিল। সিনেটের ফ্লোরে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

আইন নিয়ে বিবেচ হচ্ছিল।'

'এবারে কোথাও পৌঁছানো যাবে,' বললেন ডিরেক্টর।

'তোমার রেকর্ড কী বলছে মার্চের তিন তারিখে তোমার তালিকাভুক্ত পনেরজন সিনেটর ৩ মার্চ কোথায় ছিলেন এবং কী করছিলেন?'

মার্ক পনের টুকরো কাগজের গাদাটাকে দুভাগে ভাগ করল। 'স্যার, এটা চূড়ান্ত রেকর্ড নয়। এই আটজনের ব্যাপারে কোনও রেকর্ড আমার কাছে নেই—' ও একটি স্তূপের ওপর হাত রাখল।

'এরা ওইদিন সকালে সিনেটে ছিলেন কিনা আমি জানি না। তবে বাকি সাতজন ওখানে ছিলেন। গভর্নমেন্ট অপারেশন্স কমিটির বৈঠকে কেউ যাননি। ফরেন রিলেশন্সের বৈঠকে দুজন গিয়েছিলেন, স্যার— পার্সি এবং পারসন। বাকি পাঁচজন অর্থাৎ বে, বার্ড, ডেক্সটার, ডানকান এবং থর্নটন ছিলেন সিনেটের মিটিং-এ। তাঁরা সবাই জুডিসিয়ারি কমিটিতে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইন নিয়ে বিতর্ক করছিলেন।'

মুখ বিকৃতি করলেন ডিরেক্টর। 'তুমি ঠিকই বলেছ, অ্যান্ড্রুজ, চূড়ান্ত রেকর্ড আমরা পাইনি। তবে ওই সাতজনের ওপরে নজর রাখো। আমাদের হাতে সময় আছে আর মাত্র চারদিন। যে আটজন ডার্কসেনে ছিলেন না তাঁদের ব্যাপারটা ডাবল চেক করবে। তবে বাকি সাতজন সিনেটরের ওপর নজরদারির রাখার ঝুঁকিতে আমি যেতে চাইছি না। কারণ ক্যাপিটল হিল এমনিতেই এফবিআইকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। আমাদের ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে হবে। রাজনৈতিকভাবে আমরা ফুল স্কেল তদন্তে যেতে পারব না। শুধু একটি ক্লু'র ওপর নির্ভর করে আমাদের লোকটাকে খুঁজে বের করতে হবে— ওই লোক ২৪ ফেব্রুয়ারি লাঞ্চের সময় কোথায় ছিল এবং গত হপ্তায়, সকাল সাড়ে দশটার জুডিশিয়ারি কমিটির বৈঠকে সে উপস্থিত ছিল কিনা। কাজেই মোটিভ নিয়ে ভাবতে হবে না। আমাদের হাতে সময় খুবই কম। তালিকাটাকে কীভাবে আরও ছোট করে আনা যায় সে চেষ্টা করো। ফরেন রিলেশন্স কমিটি এবং সিনেটের স্টাফ ডিরেক্টরদের সঙ্গে কথা বলবে। ওরা সিনেটরদের ব্যাপারে এমন কিছু নেই যার খবর রাখে না— সেটা ব্যক্তিগত হোক কিংবা অফিশিয়াল।'

'জ্বী, স্যার।'

'আরেকটা কথা। আজ রাতে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার ডিনারের দাওয়াত। তাঁর কাছ থেকে কিছু তথ্য পাবার চেষ্টা করব হয়তো এতে আমাদের সন্দেহভাজনদের তালিকা আরও হ্রস্ব করে আনা সম্ভব হবে।'

'আপনি কি প্রেসিডেন্টকে বলবেন, স্যার?'

'না, বলা ঠিক হবে না। আমি এখনও বিশ্বাস করি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণেই রয়েছে। যদি দেখি ব্যর্থ হতে চলেছি, জানিয়ে দেব প্রেসিডেন্টকে। তার আগে তাঁকে এ বিষয় নিয়ে বিব্রত করতে চাই না।'

ডিরেক্টর গ্রিক প্রিস্টের একটি আইডেন্টিকিট ছবি এগিয়ে দিলেন।

'মিসেস ক্যাসেফিকিসের বর্ণনা অনুযায়ী ছবিটি আঁকা হয়েছে। তবে কী জানো, ছবি দেখে মনে হচ্ছে একে কোথায় যেন দেখেছি। এত এত অপরাধীকে সামাল দিতে হয় আমাকে যে বিশেষ কারও চেহারা মনে রাখা মুশকিল। হয়তোবা এর কথা মনে পড়ে যাবে আমার।'

'এই লোকটা থেকে আমি চব্বিশ ঘন্টা পিছিয়ে আছি,' বলল মার্ক। 'আর এ ব্যাপারটা আমাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে।'

'নিজেকে বরং ভাগ্যবান ভাবো, ইয়ংম্যান। তুমি যদি ওর থেকে এগিয়ে থাকতে, আমার ধারণা এতদিনে মারা যেত আড্রিয়ানা ক্যাসেফিকিস, তোমার দশাও হতো একই। আমি মিসেস ক্যাসেফিকিসের বাড়িতে এখনও এক লোককে পাহারায় রেখেছি যদি ভুয়া প্রিস্ট আবার ফিরে আসে। তবে প্রফেশনাল বাস্টার্ডরা এ ধরনের ঝুঁকি নেয় না বললেই চলে।'

মাথা দোলাল মার্ক। প্রফেশনাল বাস্টার্ড, প্রফেশনাল বাস্টার্ড।

ইন্টারন্যাল টেলিফোনের লাল বাতিটি জ্বলে উঠল।

'ইয়েস, মিসেস ম্যাকগ্রেগর?'

'সিনেটর ইনুই'র সঙ্গে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'ধন্যবাদ, মিসেস ম্যাকগ্রেগর,' ফোন নামিয়ে রাখলেন টাইসন।

'তোমাকে কাল আবার একই সময়ে দেখতে চাই, মার্ক।' এই প্রথম তিনি ওকে 'মার্ক' বলে সম্বোধন করলেন। 'কাজে কোনও গাফিলতি করা যাবে না, কারণ হাতে সময় আছে মাত্র চারদিন।'

মার্ক এলিভেটরে চেপে নেমে এল নীচে। লক্ষ করল না রাস্তার অপর পাশ থেকে ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। ও সিনেট অফিস বিল্ডিং-এ গেল। ফরেন রিলেশন্স এবং জুডিশিয়ারি কমিটির স্টাফ ডিরেক্টরদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল। তারপর গেল লাইব্রেরি অব কংগ্রেসে। তালিকার সাত সিনেটরের ব্যক্তিগত ইতিহাস নিয়ে আরও কিছুক্ষণ গবেষণা করল। এঁরা এসেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। একজনের সঙ্গে আরেকজনের মিল আছে সামান্যই। তবে এক সিনেটরের অপর ছয়জনের সঙ্গে কোনরকম মিল নেই। কোন্ জন? পার্সি— নাহ্। থর্নটন— স্টামপুজিস একে একেবারেই

পাত্তা দিতে চায়নি। কিন্তু তাতে কী আসে যায়? বেহ্— কেনেডির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইনি। ডানকান— স্টামপুজিস বলেছে এ লোক অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরুদ্ধে, কিন্তু সিনেটের প্রায় অর্ধেক তো তা-ই। ডেক্সটার– একে নিয়ে কী ঝামেলা বা বিপদ আছে স্টামপুজিস বলতে চায়নি মার্ককে। হয়তো এলিজাবেথের কাছে এ ব্যাপারে কোনও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। বার্ড– পার্টি অন্তপ্রাণ যদিও কেনেডির প্রতি খুব একটা সহানুভূতিসম্পন্ন নন। পিয়ারসন– ইনি খলনায়ক হতে পারেন, বিশ্বাস করবে না কেউ। কারণ সিনেটে ত্রিশ বছর ধরে আছেন পিয়ারসন। অত্যন্ত সৎ মানুষ।

দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মার্ক– কানাগলি থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে না পাওয়া লোকের হতাশার দীর্ঘশ্বাস।

ঘড়ি দেখল ও : ১০:৪৫। ওকে এখুনি নিক ও কোলভার্টের অন্তেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ছুটতে হবে। কংগ্রেশনাল রেকর্ড-এর ভল্যুম লাইব্রেরিয়ানের হাতে তুলে দিয়েই উর্ধ্বশ্বাসে গাড়িতে দৌড়াল মার্ক।

মেমোরিয়াল ব্রিজের রাস্তার পাশে গাড়ি থামাল ও। সিক্রেট সার্ভিসের দুই লোক ওর পরিচয়পত্র দেখতে চাইল। তারপর ছেড়ে দিল। শ দেড়েক মানুষ দুটি সদ্য কবরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, এসেছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট, সাবেক সিনেটর ডেল বাম্পার্স। তিনি দাঁড়িয়েছেন নরমা স্টেমসের পাশে কালো পোশাক পরা ভঙ্গুর এক নারী। সে তার দুই ছেলেকে নিয়ে এসেছে। বড় ছেলে বিলের পাশে দৈত্যাকার এক লোক। নিশ্চয় ব্যারি কোলভার্টের বাবা। তাঁর পাশে এফবিআই ডিরেক্টর। মার্কের সঙ্গে তাঁর চোখাচুখি হলেও ভান করলেন যেন ওকে চেনেন না। সরিয়ে নিলেন চোখ।

শীতল, দমকা হাওয়ায় ফাদার গ্রেগরির আলখেল্লা উড়ছে। আলখেল্লার কিনারে লেগে আছে মাটি। গতকাল সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে। সাদা উত্তরীয় পরা এক তরুণ ধর্মযাজক তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ফাদার গ্রেগরি মন্ত্র পড়তে লাগলেন। ক্রন্দনরত নরমা এগিয়ে এসে মৃত স্বামীর বিবর্ণ গালে চুমু খেল। বন্ধ করে দেয়া হলো কফিনের ডালা। ফাদার মন্ত্র পড়ছেন, স্টেমস এবং কোলভার্টের কফিন ধীরে ধীরে নামিয়ে দেয়া হলো কবরে। বুকটা হু হু করে উঠল মার্কের। ও দেখল অন্ত্যেস্টিক্রিয়ায় নান্না, অ্যাসপিরিন, জুলি এবং সেই নাম না জানা লোকটাও এসেছে ওর কারও সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ও আস্তে সরে এল ওখান থেকে। ফিরে এল সিনেটে। বুকে দাউদাউ জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন। যে সিনেটর নিক এবং কোলভার্টের মৃত্যুর জন্য দায়ী, তাঁকে ওর খুঁজে পেতেই হবে।

আরেকটুক্ষণ যদি অন্ত্যেস্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠানে থাকত মার্ক, দেখতে পেত ম্যাটসন গ্রান্ট নান্নার সঙ্গে কথা বলছে, বলছে স্টেমস কত ভালো লোক ছিলেন, তাঁর মৃত্যুতে এফবিআই'র যে ক্ষতি হলো তা কোনদিন পূরণ হবে না।

মার্ক বিকেলটা কাটিয়ে দিল ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে পিয়ারসন এবং পার্সির বক্তৃতা শুনে। এঁদের মধ্যে কেউ যদি ষড়যন্ত্রের হোতা হন, বলতেই হবে মহা ধুরন্ধর মানুষ তিনি। কারণ এদের কারও চেহারায় উদ্বেগের ছায়া মাত্র নেই তবে মার্কের মনে হচ্ছে এঁরা গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের অংশীদার নন এঁদের নাম তালিকা থেকে কেটে দেয়ার কথা ভাবছে ও। তবে এখনই নয়, আরও কিছু তথ্য হাতে আসুক, তারপর দেখা যাবে।

পিয়ারসন যখন আসন গ্রহণ করলেন ততক্ষণে সারা শরীর ব্যথায় বিষ মার্কের। বসে থাকতে থাকতে খিঁচ ধরে গেছে গায়ে। আরও তিনটা দিন বেঁচে থাকতে চাইলে আজ রাতটা একটু রিল্যাক্স করা দরকার।

কমিটি রুম থেকে বেরিয়ে এল মার্ক, এলিজাবেথকে ফোন করে ওদের ডিনারের সময় কনফার্ম করল, তারপর ডিরেক্টরের অফিসে ফোন করে মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে বলল প্রয়োজনে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে। রেস্টুরেন্ট, নিজের বাড়ি এবং এলিজাবেথের বাসা– তিন জায়গার ফোন নাম্বারই দিল ও।

বাড়ি ফেরার পথে মার্কের পিছু নিল দুটি গাড়ি : একটি নীল রঙের ফোর্ড সেডান, অপরটি কালো বুইক। বাড়ি এসে গাড়ির চাবি সাইমনের হাতে দিল মার্ক। ভাবছে এলিবাজেথের কথা। আজকের সন্ধ্যাটি কেমন কাটবে ভাবতে খুশি খুশি লাগল বুকের ভেতরটা।

এদিকে এফবিআই'র ডিরেক্টর কোন্ ডিনার জ্যাকেট পরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ডিনার করতে যাবেন তা চেক করে দেখছিলেন।

দশ

সোমবার, ৭ মার্চ, ১৯৮৯ **সন্ধ্যা ৬:৩০**

রাস্তার পাশের দোকানে গেল মার্ক। সারাক্ষণ শুধু এলিজাবেথের কথা ভাবছে। ব্ল্যাকি স্টোনস-এ ঢুকল ও। একডজন গোলাপের অর্ডার দিল। এগারোটি লাল, একটি সাদা। দোকানী মেয়েটি ওকে একটি কার্ড এবং খাম দিল। ও দ্রুত খামের ওপর এলিজাবেথের নাম-ঠিকানা লিখল। তারপর কার্ডে লিখল :

Happy I think on, thee, and the my state
Like to the lark at break of day arising
From Sullen earth, sings hymns at heaven's gate.

'এগুলো এখুনি পাঠিয়ে দিন, প্লিজ।'

'জ্বী, স্যার।'

বাসায় ফিরল মার্ক। কোন্ পোষাকটি পরবে ও? কালো সুট? খুব বেশি ফর্মাল হয়ে যাবে। হালকা নীল সুট? নাহ্, এতে ওকে খেলো লাগবে। শেষে ডেনিম সুটটি নির্বাচন করল মার্ক। নীল শার্ট পরল। টাই বাছাই করল গাঢ় নীল রঙের। জুতো কালো। শ্যাম্পু করল চুলে। খুব সাবধানে দাড়ি কামাল যাতে কোথাও কেটে না যায়। সেজেগুজে আয়নার সামনে দাঁড়াল মার্ক। মন্দ লাগছে না দেখতে। মানিব্যাগ চেক করল। ক্রেডিট কার্ড নিতে ভুলল না। তবে আজ ও সঙ্গে কোনও অস্ত্র বহন করছে না। দরজায় তালা মেরে, এলিভেটরে চেপে নেমে এল নিচে। সাইমনের কাছ থেকে গাড়ির চাবি নিয়ে ও যখন রওনা হলো তখন ঘড়িতে বাজে ৭:৩৪।

এদিকে ডিরেক্টরও ডিনারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। রওনা হবার আগে ডিনার-জ্যাকেটটি আরেকবার পরখ করে নিলেন টাইসন। নাহ্, চলবে। তিনিও মার্কের মত চেক করলেন ওয়ালেট। অবশ্য তিনি যেখানে যাচ্ছেন সেখানে টাকা-পয়সার দরকার হবে না, যদি না অর্থ কষ্টে পড়ে প্রেসিডেন্ট ধার-টার চেয়ে বসেন। হাউসকীপারকে জানালেন রাত এগারোটার আগে তিনি ফিরছেন না। ওভারকোট চাপালেন গায়ে। গাড়ির সামনে বরাবরের মত তাঁর স্পেশাল এজেন্ট স্যাম অপেক্ষা করছিল।

'গুড ইভনিং, স্যাম, বিউটিফুল ইভনিং।'

এফবিআই-এর নিয়োগকৃত শোফার ফোর্ড সেডানের পেছনের দরজা মেলে ধরল। গাড়িতে উঠে পড়লেন ডিরেক্টর। ঘড়ি দেখলেন ৭:৪৫।

ধীরে গাড়ি চালাচ্ছে মার্ক। কারণ হাতে সময় আছে প্রচুর। মনে মনে আশা করছে ইতিমধ্যে গোলাপগুলো পৌঁছে গেছে এলিজাবেথের কাছে। ও যখন এলিজাবেথের বাড়ি পৌঁছাল তখন ঘড়িতে বাজে ৮:০৪।

'আমাদের একটু দেরি হয়ে গেল, স্যাম,' বললেন ডিরেক্টর। স্পিড লিমিট ভাঙতে ইচ্ছে করছে তাঁর। কিন্তু ব্যুরো অফিসকে বিব্রত করা হবে ভেবে শোফারকে আরও জোরে গাড়ি চালানোর হুকুম দেয়া থেকে বিরত রইলেন। যখন তাড়া থাকে তখন এত জ্যাম বাঁধে কেন, ডিরেক্টর হোয়াইট হাউজে হাজির হয়ে ঘড়ি দেখলেন : ৮:০৬। নাহ্, বেশি দেরি হয়ে যায়নি। তিনি ওয়েস্ট সিটিং হল-এ ঢুকলেন।

'গুড ইভনিং, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'হ্যাল্লো, লাভলি লেডি।'

নীল ড্রেসে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে এলিজাবেথকে। এমন সুন্দরী একটা মেয়েকে আমি কীভাবে সন্দেহ করব? ভাবছে মার্ক।

'হ্যাল্লো, মার্ক।'

'ড্রেসটি তোমাকে দারুণ মানিয়েছে।'

'ধন্যবাদ। ভেতরে আসবে না?'

'না, বেরিয়ে পড়ি চলো। রাস্তায় গাড়ি রেখে এসেছি।'

'আচ্ছা, এক মিনিট দেরি দাঁড়াও। কোটটা নিয়ে আসি।'

এলিজাবেথের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিল মার্ক। এ মেয়েটিকে নিয়ে

সোজা বেডরুমে গিয়ে উন্মাদের মত প্রেম শুরু করে দিই না কেন আমি? একটা স্যান্ডউইচ খেলেই আমার চলে যাবে। আমরা দুজনে মনে মনে তো তা-ই চাইছি। এতে দুজনেরই বেঁচে যাবে সময়।

'সারা দিন কেমন কাটল?'

'সাংঘাতিক ব্যস্ততায়। আর তুমি, মার্ক?'

'কাজের চাপে শ্বাস উঠে গেছে। একটা সময় তো সন্দেহই হচ্ছিল তোমাকে নিতে আসতে পারব কিনা?'

গাড়িতে স্টার্ট দিল মার্ক। এম স্ট্রিট ধরে চলে এল উইসকনসিনে। এখানে গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা নেই। গাড়ি চালাতে চালাতে মার্ক ভাবছে এলিজাবেথ কি গোলাপগুলো পায়নি। না পেলে কাল সকালেই ফুলের দোকানের মেয়েটাকে জেলে পাঠাবে।

'ওহ্, মার্ক, কথাটা বলতে ভুলেই গেছিলাম। চমৎকার গোলাপ পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ।'

মার্ক গাড়ি নিয়ে চলে এল অভিজাত এবং দামী ফরাসী রেস্টুরেন্ট রাইভ গুচেতে। রেস্টুরেন্টে ঢুকতে ঢুকতে মার্ক প্রশ্ন করল এলিজাবেথকে। 'তুমি কি জানো এ রেস্টুরেন্টটির কারণে ওয়াশিংটনের আরেকটা নাম হয়ে গেছে—আমেরিকার ফরাসী- রেস্তোরাঁর রাজধানী?'

'না, জানতাম না তো! কেন?'

'এর মালিক ফ্রান্স থেকে তাদের শেফ নিয়ে আসে। আর শেফরা কিছুদিন পরে চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজেরাই রেস্টুরেন্টের মালিক বনে যায়।'

'তোমরা, জি-ম্যানরা কোত্থেকে কী সব অদ্ভুত খবর যে জোগাড় কর!'

ওদেরকে দেখে এগিয়ে এল চিফ ওয়েটার।

'অ্যান্ড্রুজের নামে টেবিল বুক করা আছে।'

'গুড ইভনিং, মি. অ্যান্ড্রুজ। হাউ নাইস টু সী ইউ।'

ব্যাটা এমনভাবে কথাটা বলল যেন মার্ক তার অনেক কালের চেনা। যদিও এ রেস্তোরাঁয় এবারই প্রথম এসেছে মার্ক এবং এ লোককে জীবনেও দেখেনি সে। তবে ভালোই হলো। এলিজাবেথ ভাববে মার্ক এ ধরনের অভিজাত রেস্টুরেন্টে খেয়ে অভ্যস্ত। মার্ক আসলে এলিজাবেথকে পটানোর চেষ্টা করছে। বুদ্ধিমতী মেয়েটি ব্যাপারটা টের না পেলেই হলো!

একটা ভালো টেবিলে ওদেরকে নিয়ে এল ওয়েটার। দেখে পছন্দ হলো মার্কের। সিদ্ধান্ত নিল এ লোককে যাওয়ার সময় পাঁচ ডলার বকশিস দেবে।

'থ্যাংক ইউ, স্যার। এনজয় ইয়োর ডিনার।'

ওরা টকটকে লাল চামড়ার চেয়ারে বসল। রেস্টুরেন্টে গমগম করছে মানুষজন

'অ্যাপেরিটিকের (খিদে বাড়ানোর জন্য) জন্য কী খাবেন বলুন?'

'কী খাবে, এলিজাবেথ?'

'স্কচ অন দা রকস, প্লিজ।'

'একটা স্কচ অন দা রকস, আর আমার জন্য স্প্রিটজার।'

মেনুতে তাকাল মার্ক। শেফের নাম মিশেল লডিয়ের।

প্রতিটি খাবারের জন্য আবার আলাদা কাভার এবং সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সেরেছে! খাবারের যা দাম মার্ক ফতুর না হয়ে যায়। তবে চেহারা থেকে দুশ্চিন্তা গোপন করে রাখল ও। এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করল, 'প্রথম কোর্সে তুমি কী নেবে?'

'আভোকাডো...'

'চিংড়ি ছাড়া?'

'চিংড়িসহ। তারপর...'

'...সিজার সালাদ?'

'ফিলে মিনন হেনরী ফোর রেয়ার।'

মার্ক ওয়েটারকে অর্ডার দিল, 'আমাদের দুজনের জন্য চিংড়িসহ আভোকাডো এবং ফিলে মিনন হেনরী ফোর রেয়ার নিয়ে এসো।'

'ওয়াইন কী নেবেন, স্যার?'

আমার শুধু বিয়ার হলেই চলবে, মনে মনে বলল মার্ক।

'তুমি ওয়াইন নেবে, এলিজাবেথ?'

'নিশ্চয়।'

এক বোতল বিউনি ডি নোয়ার, সোসিয়ান্ত নেফ-এর অর্ডার দিল মার্ক।

'ভেরী গুড, স্যার।' বলে চলে গেল ওয়েটার।

একটু পরেই চলে এল প্রথম কোর্স। সঙ্গে ওয়াইন।

'ওয়াইন কি সার্ভ করব, স্যার?'

'না, ধন্যবাদ, এ মুহূর্তে দরকার নেই। মূল কোর্সের সঙ্গে সার্ভ করলেই চলবে।'

'নিশ্চয়, স্যার।'

'আপনার, আভোকাডো, মাদমোয়াজেল।'

'গুড ইভনিং, হল্ট। অফিস কেমন চলছে?'

'একরকম চলে যাচ্ছে, স্যার।'

ডিরেক্টর নীল সোনালী কক্ষের চারপাশে চোখ বুলালেন। সিক্রেট সার্ভিস প্রধান এইচ, স্টুয়ার্ট নাইট দূর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, একা। ওয়েস্ট উইং এবং নির্বাহী অফিস ভবনের দিকে মুখ ফেরানো জানালার সামনে বসেছেন অ্যাটর্নি জেনারেল মারিয়ান ইডেলম্যান, কথা বলছেন সিনেটের বাচ বেহ্'র সঙ্গে। ম্যাসারচুসেন্টসের সিনেটর মারভিন থর্নটনও আছেন।

'দেখতেই পাচ্ছ আমি থর্নটনকে দাওয়াত দিয়েছি।'

'জ্বী, স্যার।'

'অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

হোয়াইট হাউজের ফ্যামিলি ফ্লোরে ওয়েস্ট সিটিং হল একটি আরামদায়ক কক্ষ। পাশেই ফার্স্ট লেডির বেডরুম। হোয়াইট হাউজের এ কক্ষে আমন্ত্রণ পাওয়া রীতিমত সম্মানের বিষয়। নীচতলায় প্রেসিডেন্টের ডাইনিংরুমে বসে ভক্ষণ করার চেয়ে ফ্যামিলি ডাইনিং রুমে বসে খাদ্য গ্রহণ আরও বেশি সম্মানের বিষয়।

'তুমি কী পান করবে, হল্ট?'

'স্কচ অন দা রকস।'

'স্কচ অন দা রকস ডিরেক্টরের জন্য। আর আমার জন্য কমলার রস আমি এখন ওজন কমাচ্ছি।'

প্রেসিডেন্ট কি জানেন না যে ডায়েট করলে কমলার রস খেতে নেই?

মদ্যপান শেষে প্রেসিডেন্ট তার পাঁচ অতিথিকে নিয়ে ডাইনিংরুমে গেলেন। ওয়াল পেপারে আমেরিকার বিপ্লবের দৃশ্য। উনবিংশ শতকের পূর্বভাগের ফেডারেল স্টাইলের আসবাব দিয়ে সাজানো হয়েছে ঘর।

প্রেসিডেন্ট টেবিলের মাথার আসনটি দখল করলেন। অ্যাটর্নি জেনারেল বসলেন অপর প্রান্তে। বেহ্ এবং থর্নটন একপাশে, ডিরেক্টর ও নাইট অপর পাশে। প্রথম কোর্স পরিবেশন করা হলো চিংড়িসহ আভোকাডো।

চিংড়ি দেখলেই আমার বমি আসে, মনে মনে বললেন টাইসন।

'আমার আইনি কর্মকর্তাদের এখানে একত্রিত করতে পেরে আমি আনন্দিত,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এ সুযোগে আমি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। ১০ মার্চ এ বিল পাশ করানোর ব্যাপারে আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এ জন্যই বার্চ এবং মারভিনকে আজ রাতে এখানে আমন্ত্রণ করেছি। কারণ বিল পাশের ব্যাপারে ওদের দুজনের সমর্থন আমার দরকার।'

আবার ১০ মার্চ। ডিরেক্টরের মনে পড়ে গেল থর্নটন এ বিলের বিপুল বিরোধী এবং তিনি অ্যান্ড্রুজের তালিকার সাত নাম্বারে আছেন।

'গ্রামাঞ্চলগুলো নিয়ে একটু সমস্যা হবে, মি. প্রেসিডেন্ট,' বললেন মারিয়ান ইডেলম্যান। 'ওরা সানন্দে অস্ত্র ফিরিয়ে দেবে বলে মনে হয় না।'

'হয়তো ছয় মাসের মধ্যে একটা ফলাফল পাওয়া যাবে,' বললেন ডিরেক্টর, 'ইতিমধ্যে পাবলিক রিলেশন্সের ছেলেরা ঘোষণা করতে থাকবে স্থানীয় থানায় শতাধিক অস্ত্র জমা পড়েছে।'

'আমি ওর সঙ্গে একমত,' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'এটা মহা ঝক্কির একটা কাজ হতে চলেছে,' বললেন অ্যাটর্নি জেনারেল, 'ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রয়েছে সত্তর লাখ, আর আমেরিকার অস্ত্রের সংখ্যা সম্ভবত পঞ্চাশ লাখ।'

সবাই সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন।

ডিনারের দ্বিতীয় কোর্স চলে এল।

ডোভার সোল। প্রেসিডেন্ট সত্যি ডায়েটিংয়ের ব্যাপারে সিরিয়াস দেখা যাচ্ছে।

'কফি নাকি ব্রান্ডি, স্যার?'

'কিচ্ছু লাগবে না,' মার্কের হাত স্পর্শ করল এলিজাবেথ, 'চলো, বাড়ি গিয়ে খাবে।'

'নাইস আইডিয়া।'

মার্ক এলিজাবেথের চোখে চোখ রেখে হাসল। বুঝতে চাইল মেয়েটার মনে কী আছে...

বিল দিতে বলল মার্ক। এলিজাবেথ মার্কের হাত ধরে রইল।

'খাবারটা চমৎকার ছিল, মার্ক। অনেক ধন্যবাদ।'

'আমরা আবার আরেকদিন আসব এখানে।'

চলে এল বিল। পঁচাত্তর ডলার। বিল মিটিয়ে দিল মার্ক।

'গুড নাইট, মি. অ্যান্ড্রুজ।' বো করতে করতে বলল ওয়েটার।

'আশা করি শীঘ্রি আপনাকে এবং মাদমোয়াজেলকে এখানে দেখতে পাব '

'নিশ্চয়।'

আর কোনদিনই তুমি এখানে আমার চেহারা দেখবে না, বাছাধন।

এলিজাবেথের জন্য গাড়ির দরজা খুলে দিল মার্ক। বিয়ে করার পরেও কি

আমি ওর জন্য এরকমভাবে গাড়ির দরজা খুলে দেব? ক্রাইস্ট, আমি বিয়ে করার কথাও ভাবছি!

'অনেক খাওয়া হয়ে গেছে,' বলল এলিজাবেথ, 'ঘুম আসছে।'

এ কথার মানে কী? এ কথার একশোটা মানে থাকতে পারে।

'ওহ্, রিয়েলি, আই ফিল রেডি ফর এনিথিং।'

গাড়ি নিয়ে এলিজাবেথের বাড়ি চলে এল মার্ক। আবার দরজা খুলে দিল ওর জন্য। ফ্রন্ট ডোরের চাবি খুঁজল এলিজাবেথ। ঢুকল কিচেনে।

'সুন্দর কিচেন।'

হাস্যকর মন্তব্য।

'পছন্দ হয়েছে জেনে খুশি হলাম।'

আরও হাস্যকর মন্তব্য।

ওরা লিভিংরুমে ঢুকল।

ওই তো মার্কের পাঠানো গোলাপগুলো সাজানো রয়েছে।

'হ্যাল্লো, সামান্থা, এসো, এসে মার্ককে 'হ্যাল্লো' বলে যাও '

খাইছে! ওর দেখি আবার রুমমেটও আছে!

সামান্থা এসে মার্কের পায়ে গা ঘষল, গলা দিয়ে আদুরে ঘরঘর আওয়াজ বেরুল

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্ক। সামান্থা একটা সিয়ামিজ বেড়াল

'কোথায় বসব?'

'যেখানে খুশি।'

'ব্লাক কফি খাবে নাকি ক্রিম মেশাবো, ডার্লিং?'

ডার্লিং! আহ্, কী মধুর লাগল শুনতে।

'ব্ল্যাক, প্লিজ . সঙ্গে শুধু এক চামচ চিনি।'

'তুমি একটু বসো। আমি আসছি এক্ষুনি।'

'আর কফি নেবে, হল্ট?'

'না, ধন্যবাদ, স্যার। আপনি অনুমতি দিলে এখন বাড়ি ফিরতে চাই।'

'চলো, তোমাকে তোমার গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।'

'জ্বী, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ওয়েস্ট এন্ট্রান্সের মেরিনরা প্রেসিডেন্টকে আসতে দেখে শিরদাঁড়া টান টান করল। ডিনার-জ্যাকেট পরা এক লোক পিলারের আড়ালে, ছায়ায় ওদের দুজনকে অনুসরণ করছে। সিক্রেট সার্ভিস।

'এই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলে তোমার কাছ থেকে আমি শতভাগ সহযোগিতা আশা করছি। কমিটি তোমার দৃষ্টিভঙ্গির কথা জানতে চাইতে বাধ্য যদিও হাউজের ফ্লোরের বেশিরভাগ সদস্য আমার পক্ষে তবু শেষ মুহূর্তে আমি কোনও হেঁচকি তুলতে চাই না। আমার হাতে সময় খুব কম।'

'আমি আপনার সঙ্গে আছি, স্যার। আপনার ভাইয়ের মৃত্যুর সময় থেকে আমি চেয়ে এসেছি এ বিল একদিন পাশ হবে।' আজকের সন্ধ্যায় এই প্রথম কেউ জে এফ কে'র নাম উচ্চারণ করলেন।

'তোমার কি মনে হয় এ বিষয়টি নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু আছে?'

'না, স্যার। আপনি খসড়ায় সই করে দিন। বাকিটা আমি সামলাচ্ছি '

'কোনও পরামর্শ, হল্ট?'

'না, পরামর্শ দেয়ার মত কিছু নেই...তবে একটা ব্যাপার আমি ঠিক বুঝতে পারি না, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি এত দেরিতে এ বিষয়টি উত্থাপন করলেন কেন? ১০ মার্চ যদি কোনও ঝামেলা হয় কিংবা আপনি আগামী বছরের নির্বাচনে হেরে যান, তাহলে আমরা আবার আগের পরিস্থিতিতে ফিরে যাব।'

'জানি আমি। তবে মেডিকেয়ার বিল আর এটাকে নিয়ে একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম আমি। এক সঙ্গে তো আর দুটো বিতর্কিত আইন পাশ করা যায় না। করতে গেলে দুটোই হয়তো হারাতে হতো। তোমাকে সত্যি কথাটা বলি, এক বছর আগেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলটি কমিটিতে উত্থাপনের ইচ্ছে ছিল আমার। কিন্তু কে জানত কোনও আভাস না দিয়েই নাইজেরিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর হামলা চালাবে এবং আমেরিকাকে শেষাবধি সিদ্ধান্ত নিতে হবে আফ্রিকায় কার পক্ষ সে অবলম্বন করবে। তবে মার্চের ১০ তারিখ আমি অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ করাবই কেউ একে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। পারবে, হল্ট?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন ডিরেক্টর। 'না, স্যার।'

এই প্রথম প্রেসিডেন্টকে আমি একটি মিথ্যা কথা বললাম, মনে মনে বললেন টাইসন।

'শুভ রাত্রি, হল্ট, এবং ধন্যবাদ।'

'শুভ রাত্রি, মি. প্রেসিডেন্ট। চমৎকার ডিনারের জন্য ধন্যবাদ।'

ডিরেক্টর গাড়িতে চড়ে বসলেন। ড্রাইভারের আসনে বসা স্পেশাল এজেন্টটি তাঁর দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকাল।

'এই মাত্র একটি জরুরি মেসেজ এসেছে, স্যার। আপনি কি এক্ষুনি একবার অফিসে যেতে পারবেন?'

ওহ্, না!

'ঠিক আছে। চলো।'

কফি নিয়ে মার্কের পাশে এসে বসল এলিজাবেথ। মার্ক সাহস করে হাত তুলে হালকাভাবে স্পর্শ করল ওর কেশরাজি।

সিধে হলো এলিজাবেথ। 'ওহ্, হো, ভুলেই গেছি। তোমার জন্য ব্রান্ডি নিয়ে আসি?'

না, আমি ব্রান্ডি চাই না। তোমাকে চাই।

'না, ধন্যবাদ।'

এলিজাবেথ আবার বসল। ওর হাতে কফির কাপ। এখন ওকে কীভাবে চুমু খাবে মার্ক? বাহ্, কাপটা নামিয়ে রেখেছে মেয়েটি। ধ্যাত। আবার উঠে দাঁড়িয়েছে।

'মিউজিক শোনা যাক।'

ক্রাইস্ট অল মাইটি, এরপরে আবার কী!

'গ্রেট আইডিয়া।'

'ইন মেমোরি অব সিনাত্রা, চালাব?'

'চালাও।'

স্টেরিওতে গান চালিয়ে আবার মার্কের পাশে এসে বসল এলিজাবেথ। ওকে চুমু খাবে ভাবছে মার্ক, কফির কাপ হাতে তুলে নিল এলিজাবেথ। চুমুক দিল। অবশেষে নামিয়ে রাখল। ওকে চুম্বন করল মার্ক। ইস্, ও যে কী সুন্দরী! দীর্ঘ একটা চুমু খাচ্ছে মার্ক। এলিজাবেথের চোখ কি খোলা?— না বন্ধ। ও চুম্বন উপভোগ করছে। বেশ— যত দীর্ঘস্থায়ী হবে চুমু ততই ভালো।

'আরেকটু কফি খাবে, মার্ক?'

না না না না না না না না না।

'নো, থ্যাংকিউ।'

আরেকটি দীর্ঘ চুম্বন। মার্কের হাত এগিয়ে যাচ্ছে এলিজাবেথের পৃষ্ঠদেশে। কোনও বাধা এল না। সেখান থেকে হাত নেমে এল পায়ে— বিরতি— কী চমৎকার, সুঠাম পা ওর। পা থেকে হাত তুলে নিল মার্ক, মনোযোগ দিল চুম্বনে।

'মার্ক, তোমাকে একটা জরুরি কথা বলা হয়নি।'

ওহ্, ক্রাইস্ট! এখন একটা জরুরি কথা বলার সময় হলো?

'উমম?'

'আমি তোমাকে খুব পছন্দ করি।'

'আমিও তোমাকে খুব পছন্দ করি, ডার্লিং।'

মার্ক এলিজাবেথের স্কার্টের জিপার খুলে ফেলল। মৃদু আদর করছে। মার্কের উরুতে হাত রাখল এলিজাবেথ।

এবারে স্বর্গে যাবার সময় উপস্থিত।

ঝন ঝন ঝন ঝন। বিকট শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

যীশাস!

'তোমার ফোন, মার্ক।'

'অ্যান্ড্রুজ?'

'স্যার।'

'জুলিয়াস।'

ধুস্ শালা।

'আসছি আমি।'

এগারো

মঙ্গলবার, ৮ মার্চ, ১৯৮৩ **রাত ১:০০**

চার্চ ইয়ার্ডের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চাপড় মারছে গালে, হাতে হাত ঘষে ঘষে গরম করে নিতে চাইছে শরীর। ভীষণ ঠাণ্ডা। সে জিন হ্যাকম্যানকে একটি ছবিতে এরকম করতে দেখেছে। জিন হ্যাকম্যানের শরীরে উষ্ণতা এলেও তার শীত যাচ্ছে না মোটেই।

সার্ভিলেন্সে লোক আসলে দুজন। স্পেশাল এজেন্ট কেভিন ও'ম্যালে এবং অ্যাসিস্টান্ট ফিল্ড সুপারভাইজার পিয়ার্স থম্পসন। এদের দক্ষতা এবং বিচক্ষণতা বিবেচনা করেই দুজনকে বেছে নিয়েছেন টাইসন। ডিরেক্টর যেদিন ওদেরকে বললেন এফবিআই'র এক গোয়েন্দাকে সারাদিন চোখে চোখে রাখতে হবে এবং দিনেরশেষে রিপোর্ট দিতে হবে এলিয়টকে, এরা বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করেনি। মার্ক এলিজাবেথের বাড়িতে ঢুকেছে অনেকক্ষণ। এখনও বেরুচ্ছে না। এজন্য অবশ্য ও'ম্যালে তাকে গালাগাল করল না। সে চার্চ ইয়ার্ড ছেড়ে তার সহকর্মীর সঙ্গে যোগ দিল।

'অ্যাই, কেভিন, লক্ষ করেছ এক লোক অ্যান্ড্রুজের পিছু নিয়েছে?'

'হুঁ, ম্যাটসন। কিন্তু কেন?'

'আমি তো জানি ম্যাটসন চাকরি থেকে অবসর নিয়েছে।'

'হুঁ। হয়তো বুড়ো হল্ট নিজেই ওকে অ্যান্ড্রুজের পেছনে লাগিয়েছেন।'

'হয়তোবা। কিন্তু টাইসন এর ব্যাপারে আমাদেরকে কিছু বললেন না কেন!'

'পুরো অপারেশনটাই হচ্ছে ইরেগুলার। কেউ কাউকে কিছু বলছে না তুমি এলিয়টকে জিজ্ঞেস করতে পার।'

'কিংবা তুমি ডিরেক্টরকে।'

'নো, থ্যাংক ইউ।'

কয়েক মিনিট দুজনে চুপচাপ রইল।

'ম্যাটসনের সঙ্গে কথা বলব?'

'স্পেশাল অর্ডারের কথা ভুলে যেয়ো না। কারও সঙ্গে কোনরকম যোগাযোগ করা যাবে না। ও-ও হয়তো একই অর্ডার পেয়েছে . আর জানোই তো ম্যাটসন একটা হারামজাদা।'

ও'ম্যালে মার্ককে দেখল এলিজাবেথের বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। দৌড়াচ্ছে। এক পায়ে জুতো, অন্য পা খালি। ও'ম্যালে ওর পিছু নিল নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে। মার্ক একটি পে ফোনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। ও'ম্যালে ছায়ার আড়ালে লুকাল। শরীর গরম করার বৃথা চেষ্টা চালাচ্ছে।

মার্কের কাছে আর মাত্র দুটো ডাইম আছে। বাকিগুলো পড়ে আছে মেঝেতে, এলিজাবেথের কাউচের পাশে। ডিরেক্টর ওকে কোত্থেকে ফোন করেছেন? ব্যুরো থেকে? তা কী করে হয়? এত রাতে উনি ওখানে কী করছেন? তাঁর না প্রেসিডেন্টের সঙ্গে থাকার কথা! মার্ক ঘড়ি দেখল। সোয়া একটা বাজে ডিরেক্টর হয়তো এখন বাসায় আছেন। মার্ক হাতে করে নিয়ে আসা জুতোর অপর পাটিটি পায়ে গলাল। পকেট থেকে একটা ডাইম বের করল। টস করবে। যদি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পড়ে, ও অফিসে ফোন করবে। টস করল মার্ক। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট। মার্ক ব্যুরোতে, ডিরেক্টরের প্রাইভেট লাইনে ডায়াল করল।

'ইয়েস।'

ঈশ্বর প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মঙ্গল করুন।

'জুলিয়াস।'

'এক্ষুনি চলে এসো।'

গলার স্বর গম্ভীর। ডিরেক্টর হয় প্রেসিডেন্টের কাছে নতুন গুরুত্বপূর্ণ কোনও তথ্য পেয়েছেন নতুবা ডিনারে এমন কিছু ঘটেছে যে তাঁর মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে।

দ্রুত নিজের গাড়ির দিকে হাঁটা দিল মার্ক। হাঁটতে হাঁটতে শার্টের বোতাম লাগিয়ে নিল, ঠিকঠাক বেঁধে নিল টাই। ছায়ায় দাঁড়ানো

লোকটাকে পাশ কাটাল সে। লোকটা দেখছে মার্ক তার গাড়িতে হেঁটে যাচ্ছে। গাড়ির সামনে এসে ইতস্তত করল ও। ও কি এলিজাবেথের কাছে ফিরে গিয়ে বলবে...কী বলবে? জানালার আলোয় মুখ তুলে চাইল মার্ক, বুক চিরে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস, একটা গালি দিয়ে মার্সিডিজের সিটে বসে পড়ল ধপ করে। গোসল করার সময়টুকু পর্যন্ত পায়নি ও।

অফিসে পৌঁছাতে দেরি হলো না। রাস্তা এ সময় প্রায় ফাঁকা এবং নির্জন।

মার্ক এফবিআই'র বেযমেন্ট গ্যারেজে ওর গাড়ি রাখল। সেই নাম না জানা লোকটা ওর জন্য অপেক্ষা করছিল। এ কি ঘুমায় না নাকি? অবশ্য জানার উপায় নেই। কারণ লোকটা সবসময় চুপ হয়ে থাকে। দুজনে মিলে এলিভেটরে চেপে উঠে এল সাততলায়। লোকটা মার্ককে নিয়ে নিঃশব্দে চলে এল ডিরেক্টরের অফিসে।

'মি. অ্যান্ড্রুজ, স্যার।'

ডিরেক্টর সম্ভাষণের ধার কাছ দিয়েও গেলেন না। এখনও সান্ধ্যকালীন পোশাক পরে আছেন। মুখটা থমথমে।

'বসো, অ্যান্ড্রুজ।'

'তোমাকে পার্কিং লটে নিয়ে গিয়ে, দেয়ালের সামনে দাঁড়া করিয়ে গুলি করা উচিত।' হুংকার ছাড়লেন ডিরেক্টর।

মার্ক চেহারায় নিষ্পাপ একটা ভাব ফোটানোর চেষ্টা করল। নিক স্টেমস থাকলে পার পেয়ে যেত ও। কিন্তু ডিরেক্টর হচ্ছেন বাঘ।

'ইউ স্টুপিড, আনথিংকিং, ইরেসপন্সিবল, রেকলেস ইডিয়েট ইউ হ্যাভ কমপ্রোমাইজ মী, দ্য ব্যুরো অ্যান্ড দ্য প্রেসিডেন্ট।'

চুপ করে আছে মার্ক। হৃৎস্পন্দন দ্বিগুণ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে আজ কপালে খারাবী আছে।

গাঁক গাঁক করে চিৎকার করছেন টাইসন। 'তোমাকে আমার সাসপেন্ড, ডিসমিস করতে ইচ্ছে করছে। তোমার তালিকায় কজন সিনেটর আছেন, অ্যান্ড্রুজ?'

'সাতজন, স্যার।'

'নাম বলো।'

'ডানকান, বেন্থ, থর্নটন, বার্ড, পার্সি, ডেক্সু...ডেক্সটার এবং..ওয়ে সাদা হয়ে গেল মার্কের চেহারা।

'ডেক্সটার, আমাদের এমন একজন সিনেটর যে সিনেটরকে কিনা আমরা প্রেসিডেন্টের সম্ভাব্য হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহের তালিকায় রেখেছি আর তাঁর মেয়ের সঙ্গে কিনা তুমি প্রেম করে বেড়াচ্ছ!'

মার্ক আপত্তি করে কিছু বলতে চাইল কিন্তু মুখ দিয়ে রা বেরুল না।

'তুমি এলিজাবেথ ডেক্সটারের সঙ্গে শুয়েছ একথা অস্বীকার করতে পার, অ্যান্ড্রুজ?'

'জ্বী, স্যার,' শান্ত গলায় বলল অ্যান্ড্রুজ।

এক মুহূর্তের জন্য হতভম্ব দেখাল ডিরেক্টরকে। 'ইয়ংম্যান, আমরা ওই বাড়ির সব জায়গায় আড়ি পেতে রেখেছি। ওখানে কী ঘটছে না ঘটছে সব খবরই আমরা রাখি।'

লাফ মেরে খাড়া হলো মার্ক, এবারে রাগে সাদা হয়ে গেছে মুখ।

'ব্যাপারটা আমি অস্বীকার করতাম না যদি না আপনি এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতেন,' চিৎকার করছে ও।

'ভালোবাসা, প্রেম এসবের আপনি কী বোঝেন? ফাক ইয়োর ব্যুরো অ্যান্ড ফাক ইউ, বাস্টার্ড। আমি দিনে ষোলোঘণ্টা ধরে কাজ করছি, চোখ বোজার একটা সেকেন্ড সময় পাইনি। কেউ হয়তো আমাকে খুন করার চেষ্টা করছে অথচ আপনি, যাকে আমি একমাত্র বিশ্বাস করেছিলাম, সেই আপনি আপনার পিম্পগুলোকে হুকুম দিয়েছেন যেন তারা পিপিংটমের ভূমিকা পালন করে। আপনারা সবাই জাহান্নামে যান।'

জীবনেও এতটা রাগেনি মার্ক। ও এলিয়ে পড়ল চেয়ারে। পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে। ডিরেক্টরও চুপ। তিনি হেঁটে জানালার সামনে গেলেন। তাকালেন বাইরে। তারপর ধীরে ধীরে ঘুরলেন। এগিয়ে আসতে লাগলেন মার্কের দিকে।

মার্কের তিন হাত সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি। মার্কের চোখে চোখ রাখলেন।

'আমাকে মাফ করে দাও,' বললেন ডিরেক্টর। 'আসলে সমস্যাটা আমাকে পাগল করে দিয়েছে। আমি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে মাত্র কিছুক্ষণ আগে এসেছি। তিনি এ দেশের ভবিষ্যত নিয়ে চমৎকার স্বপ্ন দেখছেন। অথচ যখন জানলাম তাঁর স্বপ্নটাকে যে মানুষটি বাস্তবায়নে সাহায্য করতে পারে সে সম্ভাব্য এক গুপ্তঘাতকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম করছে, মাথাটা আর ঠিক রাখতে পারিনি।'

এ বিগ ম্যান, ভাবছে মার্ক।

মার্কের চোখ থেকে নজর সরাননি ডিরেক্টর।

'প্রার্থনা করো গুপ্তঘাতক যেন ডেক্সটার না হন। যদি তেমন কিছু ঘটে, মার্ক, তুমিও বিপদ থেকে রক্ষা পাবে না।' বিরতি দিলেন আবার। 'বাই দা ওয়ে, আমার ওই পিম্পগুলো কিন্তু তোমাকে দিন রাত একটানা পাহারা দিয়ে রাখছে যাতে কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে না পারে। ওদের কারও কারও স্ত্রী এবং সন্তানও আছে। সে যাক গে, এবার কাজের কথায় আসি। আগামী তিনদিন মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখার চেষ্টা কোরো।'

মার্ক ভাবল ও জিতেছে। না, আসলে ও হেরে গেছে।

'সাতজন সিনেটর আছেন তালিকায়,' বলে চললেন ডিরেক্টর ধীর এবং ক্লান্ত গলা। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা বলার পরে মার্চের ১০ তারিখ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরোধীতা করা সিনেটরদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে আমার সন্দেহটা আরও জোরালো হয়ে উঠেছে। আইনের প্ল্যানিং স্টেজে যিনি আছেন, জুডিশিয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর বেহ এখনও তালিকায় আছেন। তিনি এবং কমিটিতে থাকা অন্যান্য সন্দেহভাজনরা এ আইন সম্পর্কে কে কী অভিমত দিয়েছেন সেদিকটা খতিয়ে দেখবে. তবে একই সঙ্গে ফরেন রিলেশন্স পিয়ারসন এবং পার্সির ওপরেও তোমাকে নজর রাখতে হবে।' থামলেন তিনি। 'আর মাত্র তিনদিন বাকি আছে। আমি আমার অরিজিনাল প্ল্যান থেকে সরে দাঁড়াব না, ঘটনা যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে, হতে থাকুক। আমি ১০ তারিখ একদম শেষ মুহূর্ত ছাড়া প্রেসিডেন্টের শিডিউল ক্যান্সেল করতে চাইছি না। তুমি কি কিছু বলবে, মার্ক?'

'না, স্যার।'

'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'আমি কাল ফরেন রিলেশন্স এবং জুডিশিয়ারি কমিটির স্টাফ ডিরেক্টরদের সঙ্গে দেখা করব, স্যার। সমস্যার সমাধানে কিংবা কী করতে হবে, তখন হয়তো আরও পরিষ্কার একটা আইডিয়া পেয়ে যাব।'

'গুড। ওই আটাশটি নোট নিয়ে ফিঙ্গারপ্রিন্টের লোকজন দিবা-নিশি কাজ করে যাচ্ছে। হাজারেরও বেশি আঙুলের ছাপ আছে ওতে। এখনও মিসেস ক্যাসেফিকিসের নোটখানা ওরা সনাক্ত করতে পারেনি। তবে কোনও খবর পাওয়া মাত্র তোমাকে জানিয়ে দেব। কাল সকাল সাতটায় তোমাকে আসতে হবে না—' ঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর—। মানে আজ সকালে। বুধবার সকাল সাতটায় এসো।'

মার্ক বুঝতে পারছে ওকে চলে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন ডিরেক্টর। কিন্তু

ও একটা কথা বলতে চাইছিল। ব্যাপারটা বুঝে ফেললেন টাইসন

'সেভ ইট, মার্ক। বাড়ি যাও। বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও। আমি একজন ক্লান্ত বুড়ো মানুষ, কিন্তু আমি ওই হারামজাদাদের প্রত্যেককে বৃহস্পতিবার রাতে হাজতে ঢোকাতে চাই। তোমার নিজের স্বার্থেই প্রার্থনা কোরো ডেক্সটার যেন এর মধ্যে জড়িত না থাকেন। তবে কোন কিছু যেন এড়িয়ে যেয়ো না, মার্ক। চোখ বুজে থেকো না। ভালোবাসা অন্ধ হতে পারে তবে এটা যেন বোবা এবং কালা না হয়।'

আ ভেরী বিগ ম্যান, ভাবছে মার্ক।

'ধন্যবাদ, স্যার। বুধবার সকালে দেখা হবে।'

এফবিআই'র গ্যারেজ থেকে গাড়ি বের করল মার্ক। ওর শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত। নাম না জানা লোকটাকে কাছে পিঠে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল মার্ক। একটা নীল ফোর্ড সেডান ওর পিছু নিয়েছে। অবশ্য জানার কোনও উপায় নেই ওরা কার পক্ষে। আর তিনদিন পরে হয়তো জানা যাবে। আগামী হপ্তায় এসময়ে হয় ও সবকিছু জানতে পারবে নতুবা সবকিছু অগোচরে রয়ে যাবে। প্রেসিডেন্ট কি বেঁচে থাকবেন নাকি মারা যাবেন?

সাইমনকে অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের এন্ট্রান্সে পাওয়া গেল। জেগে আছে এখনও। মার্ক দেখে হাসিতে উদ্ভাসিত হলো মুখ। 'কাজ হয়নি?'

'হয়েছে আর কী।'

'সঙ্গ দরকার হলে বলুন আমার বোনকে ফোন করি।'

হাসার চেষ্টা করল মার্ক।

'লোভনীয় প্রস্তাব, তবে আজ রাতে নয়, সাইমন,' ও চাবির গোছা ছুঁড়ে দিয়ে পা বাড়াল এলিভেটরে। অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় আবার ছিটকিনি লাগিয়ে ঢুকল বাথরুমে। শার্ট এবং টাই খুলল। ফোন তুলে সাত ডিজিটের নাম্বারে ধীরে ধীরে ডায়াল করল। নরম একটি কণ্ঠ সাড়া দিল।

'জেগে আছ এখনও?'

'হ্যাঁ।'

'আই লাভ ইউ।' ফোন রেখে দিল মার্ক। ঘুমিয়ে পড়ল।

বারো

মঙ্গলবার, ৮ মার্চ, ১৯৮৩ সকাল ৮:০০

ফোন বাজছে, তবে মার্ক এখনও গভীর ঘুমে। বেজেই চলল ওটা। অবশেষে ঘুম থেকে জাগল মার্ক, চোখ বুলাল ঘড়িতে : ৮:০৫। ধ্যাত, নির্ঘাত ডিরেক্টর ফোন করেছেন; না, আজ সকালে তো ওঁর সঙ্গে দেখা করার কথা নয়, ফোন ধরল মার্ক।

'ঘুম ভেঙেছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও তোমাকে ভালোবাসি।'

রিসিভার রেখে দেয়ার শব্দ হলো ক্লিক করে।দিনের শুরুটা আজ ভালোই হবে, অবশ্য এলিজাবেথ তো আর জানে না মার্ক আজ ওর বাবার ব্যাপারে তদন্তে নামবে...

চট করে ঘুম ভেঙে গেলে আবার ঘুমিয়েও পড়ে মার্ক, তবে আজ আর ঘুমাবার অবকাশ নেই। অনেক কাজ জমে আছে। ৮:২৫ বাজে। টিভির সুইচ অন করল মার্ক। খবর দেখাচ্ছে। সংবাদ পাঠক বলছে একটি আমেরিকান স্পেসক্রাফট থেকে এই প্রথম বৃহস্পতি গ্রহের ছবি তোলা সম্ভব হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে মানব সভ্যতার বিশাল অগ্রগতি। সংবাদপাঠক যদি জানত মার্কের কাছে কী খবর আছে, চেয়ার থেকে ধপাশ করে পড়ে যেত।

হাসতে হাসতে টিভির সুইচ অফ করে দিল মার্ক। বৃহস্পতি গ্রহের খবর আগামী হপ্তায় আবার নেয়া যাবে।

দেরি হয়ে গেছে। মার্ক সিদ্ধান্ত নিল ওর বাড়ির পাশের ওয়াটারফ্রন্ট স্টেশন থেকে মেট্রোতে চেপে ডার্কসিন সিনেট অফিস ভবনে যাবে। ফরেন রিলেশন্স কমিটির হিয়ারিং শুনবে। বিছানা থেকে নেমে পড়ল মার্ক, পা বাড়াল বাথরুমে।

ফরেন রিলেশন্স কমিটির হিয়ারিং-এ আজ অংশ নিয়েছেন আইডাহোর সিনেটর ফ্রাংক চার্চ এবং সিনেটর পিয়ারসন। ঘণ্টাখানেক কমন মার্কেট বিষয়ে তাদের বক্তৃতা শুনল মার্ক। তারপর বেরিয়ে এল হিয়ারিং রুম থেকে, আজ কমিটি স্টাফ ডিরেক্টর লেস্টার কেনেকের সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কিন্তু লেস্টার কেনেকের সুইটে গিয়ে জানল তিনি অফিসে নেই, বেরিয়ে গেছেন।

'কমিটি সম্পর্কে কিছু তথ্য দরকার আমার,' কেনেকের সেক্রেটারিকে বলল মার্ক। 'কার কাছ থেকে তথ্য পেতে পারি বলা যাবে?'

'মাইকেল ব্রাডলির কাছে যান। উনি আমাদের একজন স্টাফ সদস্য। উনি হয়তো আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন,' সেক্রেটারি কাকে যেন ফোন করল। খানিক বাদে পেছনের একটি ঘর থেকে উদয় হলো চশমা পরা এক লোক।

'আপনার জন্য কী করতে পারি?'

কমিটির সদস্যরা, বিশেষ করে পার্সি কী কী করছেন তা ও জানতে চায়। হাসল ব্রাডলি, 'নো প্রবলেম কাল বিকেলে কিংবা বিষুৎদবার আসুন। ওইদিন আফ্রিকায় অস্ত্র বিক্রির বিষয়ে আলোচনা করা হবে। সিনেটর পার্সি থাকবেন ওখানে। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি, কমন মার্কেটের চেয়ে রসালো হবে আলোচনা। অবশ্য আমজনতার ওই আলোচনা শোনার কোনও সুযোগ নেই। তবে আপনি যদি আসেন এবং মি. কেনেকের সঙ্গে কথা বলেন, উনি আপনার বসার একটা জায়গা করে দিতে পারবেন।'

'অনেক ধন্যবাদ। আরেকটা কথা, আচ্ছা আপনি কি বলতে পারবেন গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ৩ মার্চের হিয়ারিং-এ পার্সি এবং পিয়ারসন উপস্থিত ছিলেন কিনা?'

ভুরু তুলল ব্রাডলি। 'ঠিক জানি না। কেনেক বলতে পারবেন।'

মার্ক ব্রাডলিকে ধন্যবাদ দিল। 'আপনি কি সিনেট গ্যালারিতে আমার একটা পাস জোগাড় করে দিতে পারবেন?'

সেক্রেটারি একটি কার্ডে মার্কের নাম লিখে সিল মেরে দিল। মার্ক পা বাড়াল এলিভেটরে। আফ্রিকায় অস্ত্র বিক্রি, ভাবছে ও. বৃহস্পতিবার। উঁহু, দেরি হয়ে যাবে অনেক। আমি কী করে জানব এ লোকগুলোর কেউ একজন কেন কেনেডিকে হত্যা করতে চাইছেন?

এলিভেটরে চেপে নীচতলায় চলে এল মার্ক। বেরিয়ে এল ডার্কসেন ভবন থেকে। চলল কন্সটিটিউশন এভিন্যুতে। সিনেটের যে অংশটা দখল করে রেখেছে ক্যাপিটল, সেখানে প্রবেশ করল ও। মার্বেল পাথরের অনেকগুলো সিঁড়ি মাড়িয়ে পাবলিক এলিভেটরের সামনে এসে দাঁড়াল। অপেক্ষা করছে এলিভেটরের জন্য।

'ব্যস্ত দিন,' বলল গার্ড। 'গান-কন্ট্রোল ডিবেট দেখতে অনেক ট্যুরিস্ট এসেছে আজ।'

মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'ওপরে কি অনেক লোক?'

'জ্বী, স্যার।'

চলে এসেছে এলিভেটর। এক গার্ড মার্ককে লাইনে দাঁড়াতে বলল। রাগ হলো মার্কের। ও আরেক গার্ডকে আঙুল তুলে ডাকল 'শুনুন, অফিসার। গ্যালারির রেগুলার পাবলিক পাস আছে আমার কাছে। আমি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এখানে এসেছি একটা গবেষণার কাজে। আমাকে কি লাইনে দাঁড়াতেই হবে?'

সহানুভূতির ভঙ্গিতে মাথা দোলাল গার্ড।

খানিক বাদে চেম্বারে ঢোকার সুযোগ পেল মার্ক। ও ফ্লোরের অংশ বিশেষ মাত্র দেখতে পাচ্ছে। অর্ধবৃত্তাকার চেয়ারের সারি দখল করেছেন সিনেটরগণ। কেউ কথা বলছেন, কজন স্টাফ সদস্য এবং সিনেটর হাঁটাহাঁটি করছেন। ফিসফাস করে কথা বলছেন তারা। এখানে যে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় নিয়ে কথা হবে তা গুরুগম্ভীর পরিবেশ দেখে খানিকটা আঁচ করা যায়।

দীর্ঘ শুনানি এবং আলোচনা শেষে জুডিশিয়ারি কমিটি দুই সপ্তাহ আগেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের ব্যাপারে জমা দিয়েছে রিপোর্ট। হাউজ ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে একই ধরনের আইন পাশ করেছে তবে এটির অনুমোদন পেতে হলে এ বিলের বিরোধী সিনেটরদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে হবে।

সিনেটর ডেক্সটার কথা বলছিলেন। আমার হবু শ্বশুর? ভাবছে মার্ক। মানুষটাকে দেখে মোটেই খুনীর মত লাগে না। মেয়ে বাপের কাছ থেকে ঝলমলে চুল পেয়েছে, যদিও সিনেটরের চাঁদির কাছের চুলে পাক ধরেছে। মেয়ের মত বাবারও চোখের রঙ কালো।

সিনেটর ডেক্সটার কুড়ি মিনিট বক্তৃতা করলেন। তারপর একে একে বক্তৃতা দিলেন সিনেটর বেহ্‌, সিনেটর থর্নটন, সিনেটর ডানকান, সিনেটর হাওয়াকাওয়া প্রমুখ। এদের প্রায় সকলেই অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের বিপক্ষে জোরালো বক্তব্য রাখলেন। বেলা দুটো নাগাদ 'সকালের অধিবেশন'-এর সমাপ্তি ঘটল। মার্ক গেল হেনরী লিকসমের সঙ্গে দেখা করতে। এ আরেকজন স্টাফ ডিরেক্টর। মানুষটা বেঁটে খাটো, মোটা, সরু গোঁফ, বেশ হাসিখুশি। মার্ক সকল স্টাফ ডিরেক্টরকে ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে। হেনরী লিকহ্যাম গ্যালারির এক কোণে বসে কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিল। মার্ক লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

'আমার নাম মার্ক অ্যান্ড্রুজ, স্যার।'

'ওহ্‌, হ্যাঁ, গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট। একটু বসুন, মি. অ্যান্ড্রুজ। এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে আমার কাজ।'

মার্ক বসল। অপেক্ষা করছে। ও জানে না কালো চশমা পরা এক লোক বহুক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ করছে। ওকে স্টাফ ডিরেক্টরের সামনে বসতে দেখে সে চেম্বারের সাইড ডোর দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'অল রাইট, মি. অ্যান্ড্রুজ। লাঞ্চ খাবেন তো?'

'খাওয়া যায়।' জবাব দিল মার্ক। নীচ তলায়, সিনেটরদের ডাইনিং রুমে চলে এল ওরা। একটা টেবিল দখল করল। কমিটি স্টাফ ডিরেক্টরদেরকে কত পরিশ্রম করতে হয়, অথচ সব খায় অন্যরা, ইত্যাদি বলে হেনরী লিকহ্যামকে তেল দিল মার্ক। হেনরী লিকহ্যাম সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল। মার্ক লোকটাকে জানাল সে গান কন্ট্রোল বিল নিয়ে থিসিস লিখছে। তাই খবরের কাগজে ছাপা হয়নি এমন কোনও ভেতরের খবর সে হেনরী লিকহ্যামের কাছ থেকে আশা করছে 'মি. লিকহ্যাম,' শেষে যোগ করল মার্ক, 'আমাকে বলা হয়েছে আপনার কাছে আসার জন্য কারণ এসব বিষয়ে আপনার জ্ঞান অগাধ।'

মোটকু এ কথা শুনে মহাখুশি। সে বলল, 'আসলে এ বিল কিংবা এর সঙ্গে জড়িত রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে আমি কতটুকুই বা জানি।'

শুনে হাসল মার্ক। মনে পড়ে গেছে এনওয়াই পিডি'র অবসরপ্রাপ্ত গোয়েন্দা অ্যান্থনি উলসিউজের কথা। ওয়াটার গেট শুনানিতে অ্যান্থনি একবার মন্তব্য করেছিল, 'রাজনীতিবিদ এবং সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়িতে ছারপোকা বসানোর দরকারটা কী? আপনার যা জানা দরকার ফোনেই তাঁরা তা বলে দেবেন, এমনকী চিঠিও লিখবেন আপনার কাছে, সে আপনি যে-ই হোন।'

কমিটিকে নিয়ে এরকম মশকরা মোটেই পছন্দ হয়নি কমিটির চেয়ারম্যান, উত্তর ক্যারোলাইনার সিনেটর স্যাম আরভিনের। তিনি এ জন্য অ্যান্থনিকে ভর্ৎসনা করলে সে বলেছিল, 'আমি কোনও মশকরা করিনি— সত্য কথাটাই বলেছি।'

মার্ক হেনরী লিকহ্যামের কাছে জানতে চাইল কমিটির এগারোজন সিনেটরের মধ্যে কে কে অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের পক্ষে। এদের মধ্যে মাত্র চারজন সকালের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। এঁদের বেশিরভাগের মতামত সম্পর্কে অবগত মার্ক তবু ওর ধারণা কতটুকু সত্যি তা জানা দরকার।

'ডেমোক্রেটদের মধ্যে বেহ্, বারিডক, স্টিভেনসন এবং গ্লেন পক্ষে ভোট দেবেন। অ্যাপুরেজর, বার্ড এবং মইনিহানের ভিন্ন মতামত থাকলেও তাঁরা সম্ভবত প্রশাসনিক অবস্থানকে সমর্থন করবেন। ডেমোক্রেটদের মধ্যে একমাত্র থর্নটনই এর বিপক্ষে ভোট দেবেন। শুনলেনই তো আজ তিনি ডেক্সটারের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। থর্নটনের কাছে এটি নীতির বিষয় নয়। ম্যাসাচুসেটসে ফায়ার-আর্ম কোম্পানির অভাব নেই। আছে স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন, জিকি এন পাওয়ার মেট, হ্যারিংটন অ্যান্ড রিচার্ডসনের মত বড় বড় কোম্পানি। এরা ফেডেরাল গান-কন্ট্রোল অ্যাক্ট বাস্তবায়ন হলে ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। গান-কন্ট্রোল বিলের বিরুদ্ধে আছেন ডানকান এবং ডেক্সটার। ডানকান খুব ভালো করেই জানেন তাঁর নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সহ্য করবেন না এবং তিনি এর পক্ষ নিলে ওঁরা ডানকানের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন ডানকানকে NRA ব্রেইনওয়াশ করেছে কেনা কে জানে। কারণ তিনি যখন আত্মরক্ষার কথা বলেন, খুব আন্তরিকতা নিয়েই তা বলেন। তিনি এক অদ্ভুত মানুষ। তাঁকে আজতক ভালোমতো কেউ চিনতেই পারেনি '

মার্ক লিকহ্যামকে কথা বলতে দিল। সবজান্তা শমসেরের ভূমিকাটি খুব উপভোগ করছে মোটু। অবশ্য হিয়ারিং রুমে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে

সে শুধু বক্তাদের কথা শুনেছে, নোট নিয়েছে আর মাঝে সাঝে চেয়ারম্যানের কানে ফিসফাস করেছে, কথা বলার সুযোগ পায়নি। লিকহ্যামের বউ ছাড়া আর কেউ তার পরামর্শ কানে তোলে না। আর বউ এসবের গুরুত্ব বুঝতেও সম্পূর্ণ অক্ষম। একজন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র তার কাছে ফ্যাক্টস চাইতে এসেছে, এতেই মহা আনন্দিত লিকহ্যাম।

'কানেক্টিকাটের সিনেটর ডেক্সটারকে বলা যায় একটি মসৃণ চরিত্র। যদিও তাঁর নীতি নিয়ে আমার মনে সন্দেহ আছে, অ্যান্ড্রুজ। আপনি কি জানেন কানেক্টিকাটে কতগুলো অস্ত্র কারখানা আছে? রেমিংটন, কোল্ট, ওলিন, উইনচেস্টার, মার্লিন, স্টার্ম-রুগার। ডেক্সটার নিজেও একটি অস্ত্র কারখানার বড় অংশীদার।'

'অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল কি পাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'এতে কোনও সন্দেহই নেই। যদি ডেমোক্রেটরা নিয়ন্ত্রণে থাকে, ১০ মার্চ এটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবে। বৃহস্পতিবার এটিকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না, একমাত্র প্রেসিডেন্টের মৃত্যু ছাড়া। হয় ১০ তারিখ বিলটি পাশ হবে নয়তো আর কোনদিন হবে না।'

মার্ক সিনেটর বার্ড সহ আরও দুএকজন সিনেটরের ব্যাপারে তথ্য জেনে নিল লিকহ্যামের কাছ থেকে। তবে সিনেটর বেহ্‌, সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা গেল না কারণ লিকহ্যামকে কাজে যেতে হবে, তাড়া আছে।

মার্ক তাকে ধন্যবাদ দিল। লিকহ্যাম বলল, 'আরও কোনও তথ্য বা সাহায্যের দরকার হলে দ্বিধা করবেন না, সোজা চলে আসবেন আমার কাছে '

'অবশ্যই আসব,' বলল মার্ক।

মোটকু স্টাফ ডিরেক্টর থপথপ করে চলে গেল গ্যালারিতে। মার্ক কফির কাপে চুমুক দিল। সচেতন নয় যে তিন টেবিল দূরে বসে একটা লোক ওর ওপর নজর রাখছে।

কফি শেষ করে আবার ডার্কসেন বিল্ডিং-এ ফিরে এল মার্ক, ঢুকল ফরেন রিলেশন্স কমিটি সুইটে। বলল মি. কেনেকের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

'কে কথা বলবেন জানতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রিসেপশনিস্ট .

'অ্যান্ড্রুজ, আমি ইয়েলের ছাত্র।'

ফোন তুলে দুটো ডিজিট টিপে ওপ্রান্তের শ্রোতাকে মার্কের নামটা বলল সে।

'উনি ৪৪৯১ নাম্বার রুমে আছেন।'

মার্ক রিসেপশনিস্টকে ধন্যবাদ দিয়ে রুম ৪৪৯১ এর উদ্দেশে পা বাড়াল। করিডর থেকে কয়েক হাত দূরে ঘরটি।

'ওয়েল, অ্যান্ড্রুজ, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

সরাসরি এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না মার্ক। ও একটু থতমত খেয়ে গেলেও সামলে নিল নিজেকে।

'আমি একটা থিসিসের জন্য গবেষণা করছি, মি. কেনেক। বিষয়টি সিনেটরদের কর্মকাণ্ড নিয়ে। মি. লিকহ্যাম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বললেন। আমি জানতে চাইছি ৩ মার্চ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটায় ফরেন রিলেশন্স কমিটিতে সিনেটর পার্সি এবং পিয়ারসন হাজির ছিলেন কিনা।'

কেনেক লাল চামড়ার বাঁধানো একটি খাতায় চোখ বুলাল। 'পার্সি—না,' একটু বিরতি দিল সে। 'পিয়ারসন— না। আর কিছু, মি. অ্যান্ড্রুজ?' আজাইরা প্যাঁচালে সময় নষ্ট করার লোক এ নয়।

'না, ধন্যবাদ।'

লাইব্রেরিতে কদম বাড়াল মার্ক। ওর তালিকা আরও হ্রস্ব হয়ে গেছে। এখন পাঁচজন সিনেটরের নাম আছে। তালিকার সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা হলেন— থর্নটন, বেহ্, বার্ড, ডেক্সটার এবং ডানকান। এরা গান-কন্ট্রোল বিল নিয়ে আলোচনায় সিনেটে ৩ মার্চ সকাল সাড়ে দশটায় উপস্থিত ছিলেন। পাঁচজন লোকের একই উদ্দেশ্য ছিল?

মার্কের জানা নেই একজন ওর পিছু নিয়েছে। সে দেখল মার্ক এলিভেটরে চেপে নীচ তলায় নেমে যাচ্ছে। এলিভেটরের হলঘর থেকে পে ফোনে মার্ক ডিরেক্টরকে ফোন করল।

ডিরেক্টরের প্রাইভেট নাম্বারে ডায়াল করেছে ও।

'জুলিয়াস।'

'তোমার নাম্বার কত?'

মার্ক নাম্বার দিল। কয়েক সেকেন্ড পরে ডিরেক্টরের ফোন এল।

'পার্সি এবং পিয়ারসন সন্দেহের তালিকার বাইরে। আমার তালিকায় এখন আছেন আর পাঁচজন। এঁরা সবাই গান-কন্ট্রোল বিল কমিটির মিটিং-এ হাজির ছিলেন।'

'গুড,' বললেন ডিরেক্টর। 'আমার প্রত্যাশার চেয়ে বেশি আরও ভালো কাজ চাই, মার্ক, মনে রেখো তোমার হাতে কিন্তু সময় খুব কম আর মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

'জ্বী, স্যার।'

কেটে গেল লাইন।

কয়েক সেকেন্ড পরে উড্রো উইলসনে রিং করল মার্ক। গত রাতের ঘটনার ব্যাখ্যা কী দেবে ও? ডিরেক্টরের কথাই যদি সত্যি হয় যে ওর বাবা...'

'ড. ডেক্সটার?'

'তোমার কাজ কখন শেষ হবে, লিজ?'

'পাঁচটার সময়, লাভার,' পরিহাসের সুরে বলল এলিজাবেথ।

'আমি তোমাকে নিতে আসি?'

'সে তোমার ইচ্ছে।'

'শোনো, ভনিতা না করে একটা কথা বলি। আমি তোমাকে বলেছি তোমার জন্য আমার অনুভূতি কতটা গভীর। গতকাল যেমন সত্যি কথা বলেছি, এখনও বলছি।'

'পাঁচটায় দেখা হবে, মার্ক।'

'পাঁচটায় দেখা হবে, লিজ।'

মার্ক বিকেল পোনে পাঁচটায় উড্রো উইলসনে চলে এল। এর আগে ও বাসায় গেছে। সেখান থেকে ফ্রেশ হয়ে এখানে। গাড়িতে আসার সময় লক্ষ করেছে একটা কালো বুইক ওকে অনুসরণ করছে। ব্যাপারটাকে পাত্তা দেয়নি মার্ক। ধীরে সুস্থে গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে হাসপাতালে।

এলিজাবেথ তখনও ফ্রী হয়নি। সান্ধ্য খবর শোনার জন্য গাড়ির রেডিও চালু করে দিল মার্ক। ফিলিপাইনে ভূমিকম্পে ১১২জন মারা গেছে এটাই প্রধান সংবাদ। অন্যান্য খবরে বলা হলো প্রেসিডেন্ট কেনেডি তার অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট আশাবাদী

এলিজাবেথ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এল। ক্লান্ত চেহারা। ধপ করে বসে পড়ল মার্কের পাশে।

'কাল রাতের ব্যাপারে আমি কীভাবে দুঃখপ্রকাশ করতে পারি?' জিজ্ঞেস করল মার্ক।

'দরকার নেই,' জবাব দিল এলিজাবেথ। 'মনে হচ্ছিল আমি যেন বই পড়ছি, আর শেষ অধ্যায়টা কেউ ছিঁড়ে নিয়ে গেল। কে কাজটা করল, মার্ক?'

'শেষ অধ্যায়টা হয়তো আমিই সঙ্গে নিয়ে চলে গেছি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল মার্ক।

'ধন্যবাদ, তবে মনে হয় না খুব শীঘ্রি আরেকটি বেডটাইম স্টোরী শোনার মুড আমার হবে,' বলল এলিজাবেথ। 'শেষ গল্পটা আমাকে দুঃস্বপ্ন দেখিয়েছে।'

এলিজাবেথ আজ খুব চুপচাপ, মার্ক ওর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সাড়া পাচ্ছে না। ইনডিপেনডেন্সের ঠিক পাশের রাস্তায়, মলএর সামনে গাড়ি থামাল মার্ক।

'আজই কি তোমার সঙ্গে শেষ দেখা আমার?' প্রশ্ন করল মার্ক।

'হয়তোবা,' জবাব দিল এলিজাবেথ। 'তুমি কাল রাতে ওভাবে চলে গেলে। নিজেকে আমার খুব বোকা বোকা লাগছিল। তুমি নিশ্চয় আমাকে বলবে না কী ঘটছে?'

'বলা সম্ভব না,' অস্বস্তি নিয়ে বলল মার্ক। 'তবে বিশ্বাস করো এর সঙ্গে তোমার কোনও সম্পর্ক নেই। অন্তত...' থেমে গেল মার্ক।

'অন্তত কী? ফোনকলটা কি এতই জরুরি ছিল যে আমাকে ওভাবে ফেলে রেখে চলে যেতে হলো?'

'এ প্রসঙ্গ থাক। চলো কিছু খেয়ে নিই।'

নিরুত্তর রইল এলিজাবেথ।

আবার গাড়িতে স্টার্ট দিল মার্ক। একই সঙ্গে চালু হলো দুটো গাড়ি। একটি নীল সেডান, অপরটি কালো বুইক। আড়চোখে এলিজাবেথকে দেখল মার্ক। নাহ্, ও ব্যাপারটা লক্ষ করেনি। রিয়ার ভিউ মিররে গাড়ি দুটোকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মার্ক। ও গাড়ি নিয়ে চলে এল উইসকনসিন এভিন্যুতে, ছোট, উষ্ণ একটি জাপানী রেস্টুরেন্টের সামনে এলিজাবেথকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না কারণ হারামজাদা এফবিআই ওখানে ছারপোকা পেতে রেখেছে।

প্রাচ্য দেশীয় ওয়েটার মোটা মোটা চিংড়ি ওদের সামনেই কাটল এবং ওদের টেবিলের মাঝখানে, ধাতব স্ল্যাবে বসিয়ে ঝটপট রান্না করে ফেলল। সুস্বাদু সসে চিংড়ি ডুবিয়ে পরিবেশন করা হলো।

'তোমাকে বোধহয় একটু কড়া কথা বলে ফেলেছি। সরি। আসলে নানা ঝামেলায় মনটা ভারাক্রান্ত।' বলল এলিজাবেথ।

'আমার সঙ্গে শেয়ার করা যায় না?'

'দুঃখিত, সম্ভব নয়। একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাছাড়া বাবা মানা করে দিয়েছিল কারও সঙ্গে যেন এ নিয়ে আলোচনা না করি।'

জমে গেল মার্ক। 'আমাকে বলা যাবে না?'

'না।'

ডিনার সেরে ওরা ঢুকল সিনেমা হল-এ। কেউ কারও হাত ধরল না। মার্ক বুঝতে পারছিল এলিজাবেথ ব্যাপারটা পছন্দ করবে না। ওর নিজেরও মুড নেই। ওরা দুজনেই হয়তো একই লোককে নিয়ে ভাবছে তবে কারণ ভিন্ন। এলিজাবেথ যদি জানতে পারে ওর সঙ্গে পরিচয়ের পরের দিন থেকেই মার্ক ওর বাবার পিছু লেগেছে, কীরকম প্রতিক্রিয়া হবে মেয়েটার? হয়তো ও জানে। ধুস্ শালা, এলিজাবেথকে ও কেন বিশ্বাস করতে পারছে না? মুভিতে মন দিতে পারল না মার্ক। সিনেমা শেষ হওয়া মাত্র এলিজাবেথকে নিয়ে ওর বাড়ি পৌঁছে দিল মার্ক। ও যখন নিজের বাড়ি ফিরছে তখন সেই গাড়ি দুটো ওকে অনুসরণ করছিল।

তেরো

বুধবার, ৯ মার্চ, ১৯৮৩ **রাত ১:০০**

আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে আছে মার্ক এমন সময় ফোনটা বেজে উঠে ভাঙিয়ে দিল ঘুমের চটকা। ধরবে না ভাবছিল মার্ক কিন্তু ফোনটা জুলিয়াসেরও হতে পারে।

'হ্যালো,' হাই তুলতে তুলতে বলল ও।

'মার্ক অ্যান্ড্রুজ?'

'হ্যাঁ,' নড়েচড়ে শুলো মার্ক।

'জর্জ স্টামপুজিস বলছি। তোমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়ার জন্য দুঃখিত। কিন্তু এমন একটা তথ্য পেয়েছি, ভাবলাম তোমাকে এখুনি জানিয়ে দেয়া উচিত।'

স্টামপুজিসের ফোন যেন শীতল জল ঢেলে দিল মার্কের গায়ে। ও পুরোপুরি জেগে গেল।

'ঠিক আছে, তবে এখুনি কিছু বলার দরকার নেই। আমি পে ফোন থেকে তোমাকে রিং ব্যাক করছি। তোমার নাম্বারটা বলো।'

মার্ক হাতের কাছে একটা ক্লীনেক্স বক্স পেল, ওটার পেছনেই জর্জের ফোন নাম্বার লিখে নিল। দ্রুত গায়ে একটা ড্রেসিং গাউন চাপিয়ে, পায়ে টেনিস শূ গলিয়ে ছুটল দরজায়। দরজা খুলে বামে আর ডানে তাকাল একবার। ক্রাইস্ট, ও দেখি পাগল হতে চলেছে। হলঘরে কোনও শব্দ নেই; কেউ ওর জন্য ওঁৎ পেতে থাকলেও নিশ্চয় আওয়াজ করত না। এলিভেটরে

চেপে নেমে এল নীচে। গ্যারেজে একটা পে ফোন আছে। সাইমনকে দেখল চেয়ারে বসে ঘুমাচ্ছে– ও এভাবে ঘুমায় কী করে? অথচ নরম বিছানায় শুয়েও সহজে ঘুম আসে না মার্কের।

এরিয়া কোড ২১২ তে ডায়াল করল ও।

'হ্যালো স্টামপুজিস, অ্যান্ড্রুজ। খবরটা বলো।'

'আমি আজ কিছু তথ্য জোগাড় করেছি,' বলল ক্রাইম রিপোর্টার 'তোমার কাছে আমার এখন দুটো গল্প পাওনা রইল। শোনো, স্টেমসের মৃত্যুর সঙ্গে মাফিয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের তারা বিরোধিতা করলেও এ নিয়ে খুব বেশি মাথাও ঘামাচ্ছে না। তো তুমি এখন সবই জানো। নিক ছাড়া অন্য কেউ হলে আমি এ তথ্য উদ্ধারের জন্য এত খাটাখাটনি করতাম না। আশা করি ব্যাপারটা তুমি ঠিকঠাক সামলে নিতে পারবে।'

'আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি,' বলল মার্ক। 'থ্যাংকস ফর দা হেল্প।'

হুকে ফোন রেখে দিল মার্ক, পা বাড়াল এলিভেটরে।

সাইমন তখনও ঘুমাচ্ছে।

চোদ্দ

বুধবার, ৯ মার্চ, ১৯৮৩ **সকাল ৫:৫০**

'আপনার ফোন, স্যার।'

'কী?' বিড়বিড় করলেন আধো জাগরণ, আধো ঘুমে থাকা ডিরেক্টর।

'আপনার ফোন এসেছে।' ড্রেসিং গাউন পরে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে হাউজকীপার।

'আআহ্। কটা বাজে?'

'ছটা বাজতে দশ মিনিট, স্যার।'

'কে ফোন করেছে?'

'মি. এলিয়ট, স্যার।'

'আচ্ছা, লাইন দাও।'

'দিচ্ছি, স্যার।'

এলিয়ট ডিরেক্টরকে ঘুম ভাঙিয়েছে। খুব জরুরি প্রয়োজন না হলে সে এ কাজ করত না।

'গুড মর্নিং, এলিয়ট। কী ব্যাপার বলো তো।' ও প্রান্তের কথা শুনে যেন থমকে গেলেন টাইসন। 'তুমি শিওর? আরে তোমার তথ্য সত্যি হলে তো গোটা পরিস্থিতিই পাল্টে যাবে। ও কখন আসছে? সাতটায়, তাই না? তুমি সাড়ে ছটায় আমার সঙ্গে দেখা করো।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ডিরেক্টর। বিছানার এক কোনে বসে উচ্চস্বরে বললেন, 'শালার নিকুচি করি।' প্রকাণ্ড পা জোড়া দুম করে পড়ল

মেঝেতে, প্রশস্ত উরুতে বিরাট হাত দুটো বিছালেন। চিন্তা করছেন। অবশেষে খাড়া হলেন তিনি, গায়ে একটা রোব চড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বাথরুমে, অশ্লীল শব্দটা বারবার বিড় বিড় করতে করতে।

মার্কও একটি ফোন পেল তবে নাম না জানা লোকটার কাছ থেকে নয়। ওকে ফোন করেছে এলিজাবেথ। মার্কের সঙ্গে দেখা করতে চায়। জরুরি। এলিজাবেথ ওকে সকাল আটটায় মে ফ্লাওয়ারের লবিতে হাজির থাকতে অনুরোধ করল। ওখানে মার্ককে কেউ চিনতে পারবে না, তবে মার্ক ভেবে পেল না ওই বিশেষ জায়গায় এলিজাবেথ কেন ওকে দেখা করতে বলেছে।

ভোরবেলায় সিনেটরের কাছেও একটি ফোন এল। তবে এলিয়ট কিংবা এলিজাবেথ নয়, ফোন পেলেন তিনি চেয়ারম্যানের কাছ থেকে। জানাল শেরাটন হোটেলের সিলভার স্প্রিং-এ ফাইনাল ব্রিফিং-এর জন্য দুপুরে মিটিং ডেকেছে সে। সিনেটর বললেন তিনি ওখানে যথাসময়ে হাজির হয়ে যাবেন , ফোন রেখে ঘরে হাঁটাহাঁটি শুরু করলেন। চিন্তামগ্ন চেহারা।

'তিনজনের জন্য কফি পাঠিয়ে দিন মিসেস ম্যাক গ্রেগর, দুটো ব্ল্যাক, অপরটিতে ক্রিম এবং চিনি। ওরা দুজনেই কি এসে গেছে?' সেক্রেটারিকে পাশ কাটাতে কাটাতে জিজ্ঞেস করলেন ডিরেক্টর।

'জ্বী, স্যার।'

ফিরোজা রঙের নতুন টু পিস সুটে দারুণ লাগছে মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে। কিন্তু ডিরেক্টর খেয়াল করেননি। ঢুকে পড়েছেন নিজের অফিসে।

'গুড মর্নিং, ম্যাট। গুড মর্নিং, মার্ক,' কখন বোমাটা ফাটাবেন তিনি? স্থির করলেন আগে অ্যান্ড্রুজের কথা শুনবেন।

'তো নতুন কী পেলে তুমি?'

'তালিকা কাটছাট করে পাঁচজন সিনেটরে নামিয়ে এনেছি,স্যার– ইন্ডিয়ানার বেহ্, ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার বার্ড, কানেক্টিকাটের ডেক্সটার, দক্ষিণ ক্যারোলাইনার ডানকান এবং ম্যাসাচুসেটসের থর্নটন।'

এরপর মার্ক ব্যাখ্যা দিল সাতজন সিনেটরের তালিকা থেকে কেন পিয়ারসন এবং পার্সিকে বাদ দিয়েছে ও। লিকহ্যাম ও স্টামপুজিস ওকে যা বলেছিল তার সারমর্ম জানাল। শেষে যোগ করল, 'আমি আজ সিনেটে

যাব। জানার চেষ্টা করব তালিকার অবশিষ্ট পাঁচজন সিনেটের ২৪ ফেব্রুয়ারি লাঞ্চের সময় কে, কোথায় ছিলেন।'

'ওঁদের ধারে কাছে না ঘেঁষাই ভালো, মার্ক। সিনেটরদেরকে সরাসরি কোনও প্রশ্ন করতে যেয়ো না। তাহলে গোটা প্ল্যানটাই কেঁচে গণ্ডূষ হয়ে যেতে পারে। তোমাকে এবারে যে খবরটা আমি দেব তা মোটেই সুসংবাদ নয়। আমরা ভাবতে শুরু করেছি আমরা যাকে খুঁজছি তিনি ডেক্সটার।' বললেন ডিরেক্টর।

গা হিম হয়ে গেল মার্কের। 'কেন, স্যার?' কোনমতে শব্দ দুটো বেরুল ওর গলা থেকে।

সহকারী পরিচালক কথা বলার জন্য ঝুঁকে এল সামনে।

'জর্জটাউন ইন-এ আমি কয়েকজন লোক পাঠিয়েছিলাম চেক করার জন্য। কিছু জানতে পারব সে আশা অবশ্য করিনি। ডে স্টাফদের সকলকে প্রশ্ন করেছি, তাদের জবাব কোনও কাজে আসেনি। আজ ভোরবেলায় নাইট স্টাফকে জিজ্ঞাসাবাদ করি আমরা। জানতে পারি, একজন নাইট পোর্টার, তার দিনের বেলার ডিউটি অফ ছিল, সে নিশ্চিত হয়ে বলেছে ২৪ ফেব্রুয়ারি বেলা আড়াইটার দিকে সে সিনেটর ডেক্সটারকে দেখেছে হোটেলের সামনের রাস্তা ধরে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন।'

হতবুদ্ধি মার্ক, 'ওই লোক কী করে বুঝল উনি সিনেটর ডেক্সটার।'

'লোকটার জন্ম ও বেড়ে ওঠা কানেক্টিকাটের উইলটনে। সে ডেক্সটারের চেহারা বেশ ভালোই চেনে। শুধু তা-ই নয়, সিনেটরের সঙ্গে একটি যুবতী মেয়েও ছিল। বর্ণনা শুনে মনে হয় মেয়েটি ছিল তাঁর কন্যা এলিজাবেথ ডেক্সটার।'

'এটা কোনও প্রমাণ হতে পারে না,' বলল মার্ক। 'কারণ পুরোটাই অনুমান নির্ভর।'

'হয়তোবা,' বললেন ডিরেক্টর, 'তবে যা ঘটেছে তা সিনেটর ডেক্সটারের জন্য ছিল দুর্ভাগ্যজনকভাবে কাকতালীয়। অস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর জড়িত থাকার বিষয়টি ভুলে যেয়ো না। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ হলে তিনি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আমরা খোঁজ নিয়ে জেনেছি। এতে বিপুল পরিমাণে লোকসান হবে তাঁর। কাজেই আমরা একটা মোটিভ পেয়ে যাচ্ছি।'

'কিন্তু, স্যার,' তর্ক করল মার্ক, ও এলিজাবেথের ওপর বিশ্বাস হারাতে চায় না, 'আপনি কি সত্যি বিশ্বাস করেন যে একজন সিনেটর তাঁর কোম্পানি বাঁচিয়ে রাখতে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে চাইবেন? আইন যাতে

পাশ না হয় সেজন্য একে ঠেকিয়ে দিতে আরও কত রাস্তা আছে। উনি কমিটির সঙ্গে জোট বাঁধতে পারেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধা দিতে পারেন '

'চেষ্টা করেছিলেন– কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন, মার্ক,' বলল ম্যাথিউ রজার্স।

'অপর চারজন সিনেটরের আরও শক্তিশালী মোটিভ থাকতে পারে যা আমরা এখনও জানি না। ডেক্সটারই যে শুধু, প্রেসিডেন্টকে হত্যার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এমনটি না-ও হতে পারে।' বলল বটে মার্ক তবে যুক্তিটা নিজের কাছেই দুর্বল লাগল।

'মার্ক, তুমি কী বলতে চাইছ বুঝতে পারছি। তোমার কথায় যুক্তি আছে। স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হয়তো এ যুক্তি আমি মেনেও নিতাম, তবে আমাদের হাতে যে প্রমাণ আছে, হোক তা স্বল্প এবং আবছা, এর ওপর ভিত্তি করেই আমাদেরকে এগোতে হবে। আরেকটা কথা। ৩ মার্চ রাতে, যেদিন খুন হয়ে গেল ক্যাসেফিকিস এবং পোস্টম্যান ওই সময় ডিউটি রেজিস্ট্রারে ড. এলিজাবেথ ডেক্সটারের নাম লেখা ছিল না। পাঁচটার মধ্যে তার কাজ শেষ হয়ে যাবার কথা, কিন্তু রহস্যময় কোনও কারণে সে হাসপাতালে অতিরিক্ত দুঘণ্টা সময় কাটিয়েছে, গ্রীক তার পেশেন্ট না হওয়া সত্ত্বেও তার চিকিৎসা করেছে– তারপর বাড়ি ফিরেছে। এমনও অবশ্য হতে পারে বিবেকবোধ সম্পন্ন ড. ডেক্সটার ওভারটাইম করছিল, হয়তো কারও হয়ে ডিউটি পালন করেছে, কিন্তু পুরো ব্যাপারটার মধ্যে কাকতালীয় অনেক বিষয় রয়েছে, মার্ক, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, পক্ষপাতহীনভাবে বিচার করলে দেখা যায়, হিসেবে মেলে না এরকম ব্যাপারগুলো সিনেটর ডেক্সটার এবং তার কন্যার বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে।'

মার্ক নিরুত্তর।

'এখন মনোযোগ দিয়ে শোনো,' বলে চললেন ডিরেক্টর।

'আমি জানি তুমি বিশ্বাস করতে চাইছ পুরোটাই ছিল কাকতালীয়। অপর চারজনের যে কোনও একজন এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। কিন্তু আমার হাতে সময় আছে মাত্র ছত্রিশ ঘণ্টা। এর আগেই মূল অপরাধীকে পাকড়াও করতে হবে, সে যে-ই হোক। কারণ আমি প্রেসিডেন্টের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারব না। তুমি মেয়েটির সঙ্গে কখন দেখা করছ?'

মুখ তুলল মার্ক। 'আটটার সময়, মে ফ্লাওয়ারে।'

'কেন? মে ফ্লাওয়ার কেন? ওখানে তো কেবল রাজা-বাদশা আর সিনেটররা যান।'

'জানি না, স্যার। শুধু বলল জরুরি।'

'হুম্, ঠিক আছে। তুমি যাও। আমাকে দ্রুত রিপোর্ট করবে।'

'জ্বী, স্যার।'

'বুঝতে পারছি না ও তোমাকে মে ফ্লাওয়ারে কেন যেতে বলল। সাবধানে থেকো, অ্যান্ড্রুজ।'

'থাকব, স্যার।'

'আটটা বাজতে আর দশ মিনিট বাকি। তুমি বরং রওনা হয়ে যাও কুড়ি ডলারের ওই নোট নিয়ে এখনও কাজ চলছে। আর বাকি আছে আটটি। বাট নো প্রিন্টস ফ্রম মিসেস ক্যাসেফিকিস। অবশ্য জার্মান ড্রাইভার গারবাচের ব্যাপারে আরও কিছু তথ্য পেয়েছি। রোডেশিয়া থাকাকালীন কিংবা মৃত্যুর সময় সিআইএ'র সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না।'

কুড়ি ডলারের নোট, জার্মান ড্রাইভার মাফিয়া কিংবা সিআইএ নিয়ে মাথাব্যথা নেই মার্কের, ভাবছে সিনেটের ডেক্সটারকে নিয়ে। হতাশ হয়ে অফিস ত্যাগ করল ও। রাস্তায় নেমে সিদ্ধান্ত নিল হেঁটে যাবে মে ফ্লাওয়ারে। ঠাণ্ডা বাতাসে মাথাটা যদি একটু খোলে। লক্ষ করল না ওর পিছু নিয়ে আসছে দুটো লোক। তারা ওকে পেনসিলভানিয়া এভিন্যু থেকে অনুসরণ করে হোটেল মে ফ্লাওয়ার পর্যন্ত চলে এল।

বোতাম টিপতেই ডিরেক্টরের অফিসে ঢুকল এলিয়ট।

'মে ফ্লাওয়ারের কী খবর, এলিয়ট?'

'ওখানে আমাদের দুজন লোক আছে, স্যার। একজন অ্যান্ড্রুজকে ফলো করছে।'

'গত ছত্রিশ বছরে এই প্রথম আমার চাকরির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে,' বললেন ডিরেক্টর। 'তুমি খুব ভালো কাজ করছ, এলিয়ট। খুব শীঘ্রি তোমাকে পুরো বিষয়টি খুলে বলব।'

'আচ্ছা, স্যার।'

'ওই পাঁচটা নামের ব্যাপারে ফলো আপ করো। কাজে কোনও গাফিলতি চাই না।'

'জ্বী, স্যার।'

'ধন্যবাদ '

এলিয়ট বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

একটু পরে ঘরে ঢুকল মিসেস ম্যাক গ্রেগর। দেখল বিড়বিড় করে কী যেন বলছেন ডিরেক্টর। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে কাউকে গালিগালাজ করছেন।

মিসেস ম্যাক গ্রেগর জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছেন, স্যার?'

'না, মিসেস ম্যাক গ্রেগর। আমার আসলে শুধু পাগল হয়ে যেতে বাকি। তবে আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। যখন যমদূত আসবে আমাকে নিয়ে যেতে, প্রতিলিপিতে সই করে দেবেন।'

হাসল মিসেস ম্যাক গ্রেগর।

'নতুন সুটে আপনাকে খুব মানিয়েছে,' বললেন ওর বস।

ব্লাশ করল মহিলা। 'ধন্যবাদ, স্যার।'

মে ফ্লাওয়ার হোটেলের রিভলভিং ডোর ঠেলে ঢুকল মার্ক, লবিতে ওর চোখ খুঁজল এলিজাবেথকে। নেই এলিজাবেথ। বার-এ একটি আরামদায়ক আসন দখল করল ও। মাথা থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে চাইল এলিজাবেথকে নিয়ে ওর সমস্ত সন্দেহ।

দূর প্রান্তে এক লোক নিউজ পেপার স্ট্যান্ড থেকে 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট' কিনল। মার্ক লক্ষ করলে দেখতে পেত লোকটা খবরের কাগজখানা পড়ছে না। ও এলিজাবেথকে দেখতে পেল। ওর দিকেই আসছে। সঙ্গে ওর বাবা সিনেটর ডেক্সটার।

'হ্যালো, মার্ক,' মার্কের গালে চুম্বন করল এলিজাবেথ। 'এসো, আমার বাবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।'

'গুড মর্নিং, মার্ক, ইটস গুড টু মীট ইউ। এলিজাবেথ তোমার কথা অনেক বলেছে '

কিন্তু আপনি কি আমাকে বলবেন ২৪ ফেব্রুয়ারি আপনি কোথায় ছিলেন? মনে মনে বলল মার্ক এবং কাল কোথায় থাকবেন?

'মার্ক, কী হলো তোমার?' ভুরু কোঁচকাল এলিজাবেথ।

'না, কিছু হয়নি। আয়াম, সরি, সিনেটর। ইট'স গুড টু মীট ইউ।'

'ওয়েল, আমাকে এখন যেতে হবে, ডিয়ার— অনেক কাজ পড়ে আছে। কাল আবার আমাদের নিত্যদিনের সাপ্তাহিক লাঞ্চ।'

'দেখা হবে, বাবা। নাশতা এবং আড্ডার জন্য ধন্যবাদ।'

'গুড বাই, মার্ক। আশা করি শীঘ্রি আবার দেখা হবে,' সিনেটর ডেক্সটার ওর দিকে তাকালেন। অভিব্যক্তিশূন্য চেহারা।

'হয়তোবা,' নিরুত্তাপ গলায় বলল মার্ক।

চলে গেলেন সিনেটর। তাঁর যাওয়া মার্ক এবং এলিজাবেথই নয়, আরও কয়েকজন লোক লক্ষ করল। এদের মধ্যে একজন গেল ফোন করতে

'মার্ক, হয়েছেটা কী তোমার? বাবার সঙ্গে এমন রূঢ় আচরণ করলে কেন? তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব বলে বাবাকে নিয়ে এলাম।'

'আমি দুঃখিত। খুব ক্লান্ত লাগছে।'

'নাকি অন্য কিছু হয়েছে যা আমাকে বলতে চাইছ না?' বলল এলিজাবেথ।

'একই প্রশ্ন আমিও তোমাকে করতে পারি।'

'মানে?'

'বাদ দাও,' বলল মার্ক। 'হঠাৎ এত জরুরি তলব করলে কেন সেটা বলো?'

'বাবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব বলে ফোন করেছিলাম। এতে অবাক হবার কী আছে? আমি কি কোনও অন্যায় করেছি?'

চেয়ার ছাড়ল এলিজাবেথ, প্রায় ছুটে গেল করিডর ধরে, ধাক্কা মেরে খুলে ফেলল রিভলভিং ডোর। তিনজন লোক ওকে দেখল চলে যেতে। এদের মধ্যে একজন পিছু নিল এলিজাবেথের, অপর দুজনের নজর মার্কের ওপর। শ্লথ পদক্ষেপে দরজার দিকে এগোল মার্ক। দারোয়ান অভ্যাস বশে সেলুট ঠুকল।

'ক্যাব ডেকে দেব, স্যার?'

'না, ধন্যবাদ। আমি হেঁটে যাব।'

ফোনে কথা বলছিলেন ডিরেক্টর, মার্ককে ঘরে ঢুকতে দেখে হাত ইশারায় চামড়ার বড় চেয়ারটিতে বসতে বললেন। ধপ করে বসে পড়ল মার্ক, চিন্তা-ভাবনাগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেছে। ফোন রেখে ওর দিকে তাকালেন পরিচালক।

'সিনেটর ডেক্সটারের সঙ্গে তাহলে তোমার পরিচয় হয়েছে, না? এই তোমাকে বলে রাখছি, মার্ক, হয় ড. ডেক্সটার কিছুই জানে না অথবা দারুণ এক অভিনেত্রী সে।'

'আপনি তো সবই জানেন দেখছি,' বলল মার্ক।

'হুঁ। মেয়েটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে– দুমিনিট আগে। এইমাত্র ফোনে একজন বলল।'

লাফিয়ে উঠল মার্ক।

'ডা. ডেক্সটারের কোনও ক্ষতি হয়নি। শুধু তার ফিয়াটের সামনের অংশটা তুবড়ে গেছে। ওটা মেরামত করে নেয়া যাবে। যে বাসটার সঙ্গে

ধাক্কা খেয়েছে সেটার কিছু অবশ্য হয়নি। বুদ্ধিমতী মেয়ে। সীট বেল্ট বাঁধা ছিল বলে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে। এখন ক্যাব নিয়ে ফিরছে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মার্ক। 'সিনেটর ডেক্সটার কোথায়?'

'উনি সিনেটে গেছেন, ওখানে পৌঁছে একটা ফোন করেছেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ কোনও ফোন বোধহয় নয়।'

নিজেকে খেলার পুতুল বলে মনে হচ্ছে মার্কের। 'আমাকে এখন কী করতে হবে?'

দরজায় নক্ হলো। আবির্ভাব ঘটল নাম না জানা মানুষটির। ডিক্টেরের হাতে একখণ্ড কাগজ ধরিয়ে দিল। তিনি ওতে দ্রুত চোখ বুলালেন।

'ধন্যবাদ।'

লোকটা চলে গেল। ডিরেক্টর ডেস্কের ওপর কাগজের টুকরোটা রাখলেন। তাকালেন মার্কের দিকে।

'আজ সাড়ে দশটায়, সিনেটর কমিটি রুম ২২২৮-এ সংবাদ সম্মেলন ডেকেছেন সিনেটর থর্নটন। তুমি এখুনি ওখানে চলে যাও। তাঁর বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র আমাকে ফোন করে জানাবে তিনি কী বললেন।'

গাড়ি নিয়ে সিনেটে চলে এল মার্ক। পার্ক করল। এলিজাবেথকে ফোন করতে ইচ্ছে করছে, জানতে চাইবে কেমন আছে ও, ওকে হাজারটা প্রশ্ন করতে মন চাইছে, কিন্তু জবাব পেতে চায় মাত্র একটা। সেই তিনজনও এসেছে সিনেটে। দুজন একসঙ্গে বাকিজন আলাদা। ওরা তিনজনেই ২২২৮ নাম্বার কক্ষে চলে এল। তবে এরা কেউই সিনেটরের বক্তৃতা শুনতে আসেনি।

ঘর ইতিমধ্যে টিভি ক্যামেরার ইন্ড্রেগ বাতির আলোয় আলোকিত। প্রেসের সাংবাদিকরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে ব্যস্ত। লোকে গমগম করছে ঘর যদিও সিনেটর থর্নটন এখনও এসে পৌঁছাননি। কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এলেন তিনি মুখে হাসি, সঙ্গে তিনজন এইড এবং একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি কালো চুলে গ্রিজ মেখেছেন। নীল পিন-স্ট্রাইপের সবুজ সুট পরেছেন সিনেটর হয়তো এটাই তাঁর সেরা সুট। কেউ নিশ্চয় তাঁকে বলে দেয়নি রঙিন টিভিতে ডার্ক কালারের জামাকাপড়ই বেশি মানায়। হয় সিনেটরকে এ বিষয়ে কিছু বলে দেয়া হয়নি কিংবা বললেও তিনি গ্রাহ্য করেননি।

ঘরের শেষপ্রান্তে সিংহাসনের মত প্রকাণ্ড একটি আসনে উপবিষ্ট হলেন সিনেটর থর্নটন। তাঁকে ঘিরে ধরল আর্কলাইট, টিভি অ্যাকুস্টিক লোকজন

হাজির হলো মাইক্রোফোন হাতে। তিনটে দানবাকৃতির ইড্রেগ বাতির আলো আছড়ে পড়ল তাঁর গায়ে। থর্নটন ইতিমধ্যে ঘেমে গেছেন, তবে মুখে ধরে রেখেছেন হাসি। তিনটে টিভি নেটওয়ার্ক জানাল তারা রেডি। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন থর্নটন।

'লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন অভ দা প্রেস...

সিনেটর জানালেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিল পাশ এবং বন্দুকের ঘরোয়া উৎপাদন বন্ধ করার পরে তিনি অস্ত্র প্রস্তুতকারী ব্যবসায়ীদের যেন কোনও ক্ষতি না হয় সেজন্য তাদেরকে আর্থিক সাহায্য দেবেন প্রেসিডেন্ট আশা করছেন তাঁর এ আর্থিক সহায়তা পেয়ে অস্ত্র প্রস্তুতকারীরা তাদের অর্থ সমাজকল্যাণমূলক ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করবেন।

সিনেটর যোগ করলেন, 'প্রেসিডেন্টের আশ্বাস পেয়ে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাঁর অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরোধিতা করব না। আমি আগামীকাল সিনেটের ফ্লোরে প্রেসিডেন্টের বিরোধী পক্ষ হিসেবে আর হাজির থাকছি না।'

সবশেষে সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শেষ করলেন সিনেটর থর্নটন। বক্তৃতা শেষ হওয়া মাত্র প্রেস কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এল মার্ক। ওর পিছু নিল সেই তিনজন। হলঘরের সবচেয়ে কাছের পে ফোনের দিকে দৌড়ে গেল মার্ক। কিন্তু এখানে ইতিমধ্যে সাংবাদিকরা লাইন ধরেছে কে কার আগে কাগজে সিনেটরের প্রেস কনফারেন্সের খবরটা জানাবে সে জন্য। হলঘরের শেষ মাথায় আরও দুটো পে ফোন রয়েছে। কিন্তু সেখানেও দীর্ঘ সারি। মার্ক এলিভেটরে চেপে নেমে এল নীচ তলায়। এখানেও একই সমস্যা এখন একমাত্র ভরসা রাস্তার ওপারে রাসেল বিল্ডিং-এর পে ফোন। এক দৌড়ে রাস্তা পার হলো মার্ক। পেছনের তিনটে লোকও তাই। মার্ক মাত্র পে ফোনের সামনে এসেছে, মধ্যবয়সী এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা ওর আগেই চট করে ঢুকে পড়ল বুথে। দুটো ডাইম ফেলল স্লটে।

'হ্যালো...আমি। আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি...ইয়াহ্, খুব ভালো চাকরি...শুধু সকালবেলায় কাজ...কাল থেকে শুরু হবে...কোনও অভিযোগ করা যাবে না, বেতনও খারাপ না।'

মার্ক বুথের সামনে পায়চারি করতে লাগল। ওই লোক তিনটে ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে। অবশেষে কথা বলা শেষ হলো মহিলার, মুখভর্তি হাসি নিয়ে বিদায় হলো সে। চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল মার্ক ওকে কেউ লক্ষ করছে কিনা দেখতে। মেডিকেয়ার পোস্টারের পাশে দাঁড়ানো একটা

লোকের দিকে আটকে গেল দৃষ্টি। কালো সানগ্লাসে চেহারা প্রায় ঢেকে রাখা লোকটাকে চেনা চেনা লাগল। এ বোধহয় এফবিআই'র সেই লোক। ওর ওপর নজর রাখছে। বেশ তো, ইদানিং-ও প্রেসিডেন্টের চেয়েও বেশি নিরাপত্তা পাচ্ছে। ও ডিরেক্টরের প্রাইভেট লাইনে ফোন করল। তাঁকে নিজের পে ফোন নাম্বার দিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠল ফোন

'থর্নটনকে তালিকা থেকে বাদ দিন স্যার, কারণ তিনি...'

'জানি আমি,' বললেন টাইসন। 'থর্নটনের বক্তব্য এইমাত্র আমাকে ফোনে জানিয়েছে আমার লোক। উনি এর মধ্যে জড়িত থাকলে যে ধরনের কথা বলতে পারেন বলে মনে মনে ধারণা করেছিলাম ঠিক সে কথাগুলোই তিনি ভাষণ দিয়েছেন। তাঁকে তালিকা থেকে বাদ দেয়া যাবে না। বরং তাঁর প্রতি আমার সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। তুমি তোমার কাজ করতে থাক। কোন খবর পেলেই আমাকে ফোন করবে। কষ্ট করে অফিসে আসতে হবে না।'

কেটে গেল লাইন। দারুণ হতাশ বোধ করছে মার্ক। ও একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে আবার দুটো মুদ্রা ফেলল স্লটে। ডায়াল করল উড্রো উইলসনে। দায়িত্বরত নার্স খবর নিয়ে জানাল এলিজাবেথ আজ সারাদিন অফিসে আসেনি। মার্ক ফোন নামিয়ে রাখল। এলিভেটরে চেপে বেযমেন্ট ক্যাফেটেরিয়ায় চলল লাঞ্চ খেতে। ওর সিদ্ধান্তের কারণে রেস্টুরেন্টটির আরও দুজন খদ্দের জুটে গেল; তৃতীয় লোকটার অবশ্য আরেক জায়গায় লাঞ্চ করার কথা এবং সেখানে পৌঁছাতে তার ইতিমধ্যে দেরি হয়ে গেছে।

পনেরো

বুধবার, ৯ মার্চ, ১৯৮৩ **বেলা ১:০০**

একমাত্র টনি এবং জ্যানই শেরাটনের সিলভার স্প্রিং এ সময় মতো পৌঁছাল। ওরা একসঙ্গে বহু ঘণ্টা কাটিয়েছে, কিন্তু দুজনের মধ্যে বাক্য বিনিময় হয়নি বললেই চলে। টনির অবাক লাগে এই ভিয়েতনামীটা সারাক্ষণ কী চিন্তা করে ভেবে। তার খুব ব্যস্ত দিন গেছে। বুইকটাকে ঠিকঠাক করতে হয়েছে, চেয়ারম্যান এবং ম্যাটসনের ড্রাইভারগিরি করেছে। ওরা তার সঙ্গে স্রেফ মামুলী একটা ক্যাব ড্রাইভারের মত আচরণ করেছে। অথচ টনি কর্মদক্ষতায় ওদের কারও চেয়ে কম নয়। টনি না থাকলে ওদের আজ কী দশা হতো? এফবিআই'র লোক দুটো ওদের ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলত। টনি আছে বলেই ওরা বেঁচে গেছে। যাক গে, এই শালার কাজ কাল রাতের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, টনি তার রক্ত জল করা উপার্জিত অর্থ নিয়ে কেটে পড়বে মৌজ-মস্তি করতে। মিয়ামি নাকি লাস ভেগাস, কোথায় যাবে এখনও মনস্থির করে উঠতে পারেনি টনি। সে অবশ্য টাকা পাবার আগেই সব উড়িয়ে দেয়।

চেয়ারম্যান এল মুখে সিগারেট ঝুলিয়ে, ওদের দিকে তাকাল, রূঢ় গলায় জানতে চাইল ম্যাটসন কোথায়। দুজনেই মাথা নাড়ল। জানে না ম্যাটসন সর্বদা একা একা কাজ করে। কাউকে বিশ্বাস করে না সে ম্যাটসন আসেনি দেখে রেগে গেল চেয়ারম্যান। এবং রাগ গোপন করার চেষ্টাও করল না। একটু পরেই হাজির হলেন সিনেটর। তাঁকে বিরক্ত দেখাচ্ছে তিনি লক্ষই করেননি ম্যাটসন মিটিং এ অনুপস্থিত।

'আমরা এখনও শুরু করছি না কেন?' বললেন সিনেটর। আজকের মিটিং না ডাকলেও চলত। আজ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বিলের ওপর ডিবেটের শেষ দিন।'

চেয়ারম্যান কটমট করে তাকাল সিনেটরের দিকে। 'ম্যাটসন এখনও এসে পৌছায়নি। ওর রিপোর্টটা খুব জরুরী।'

'কতক্ষণ অপেক্ষা করব?'

'দুই মিনিট।'

ওরা নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল। কারও সঙ্গে কারও বাতচিতের কোন প্রয়োজন নেই; কারণ প্রতিটি লোক জানে সে কেন এখানে এসেছে। ঠিক দুমিনিট পরে আরেকটি সিগারেট ধরাল চেয়ারম্যান। টনিকে রিপোর্ট করতে বলল।

'আমি রুটগুলো চেক করেছি, বস্। হোয়াইট হাউজের সাউথ এক্সিট থেকে ই স্ট্রিট এবং পেনসিলভানিয়া থেকে এফবিআই বিল্ডিং-এ পৌছাতে ঘণ্টায় ২২ মাইল বেগে চলা একটি গাড়ির সময় লাগবে তিন মিনিট। আরও তিন মিনিট লেগে যাবে ক্যাপিটলে পৌছাতে। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে সময় নেবে পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। সবমিলে ছয় মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড। তবে পাঁচ মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডের নিচে নয় এবং সাত মিনিটের ওপরে নয়। রাত একটা এবং রাত দুটোর সময় গাড়ি চালিয়ে এ হিসেবটা বের করেছি আমি। মাথায় রেখেছি কেনেডি যখন রাস্তা দিয়ে যাবেন তখন রাস্তা থাকবে ফাঁকা, ট্রাফিক জ্যাম মুক্ত।'

'বাকি অপারেশন?' জানতে চাইল চেয়ারম্যান।

'বেযমেন্ট প্যাসেজওয়ে থেকে রেবার্ন বিল্ডিং এবং সেখান থেকে ক্যাপিটল সাউথ মেট্রো স্টেশনে পৌছাতে সর্বনিম্ন দুই মিনিট এবং সর্বাধিক তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড লাগচে– তবে এ সময়টার হেরফের ঘটতে পারে এলিভেটর এবং লোকজনের ভিড় কতটা থাকবে তার ওপর ভিত্তি করে। জ্যান একবার মেট্রোতে চড়ে বসতে পারলে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কয়েক মিনিটের মধ্যে সে পৌছে যাবে ওয়াশিংটনের অপর প্রান্তে।'

'তুমি কি শিওর ও তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে পালিয়ে যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর। জ্যানের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি উদ্বিগ্ন কারণ খর্বকায় মানুষটি ধরা পড়ে গেলে সবকিছু ফাঁস করে দিতে পারে, সে ভয়ে আছেন

'ওরা যেহেতু কিছুই জানে না কাজেই ধরে নেয়া যায় পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওরা বুঝতেই পারবে না কীভাবে ঘটল ঘটনা,' জবাব দিল চেয়ারম্যান।

টনি বলল, 'প্ল্যান মাফিক কাজ চললে আপনাদের এমনকী গাড়িটার পর্যন্ত দরকার হবে না। আমি ওটাকে ডাম্প করে মিলিয়ে যাব হাওয়ায়।'

'ঠিকই বলেছে ও,' সায় দিল চেয়ারম্যান। 'কালকের গাড়ি রেডি তো?'

'জ্বী। ডেটোনা যাবার জন্য রেডি।'

ভুরুতে জমে ওঠা ঘাম মুছলেন সিনেটর। অথচ ঘরে বেশ ঠাণ্ডা।

'জ্যান, তোমার রিপোর্ট,' বলল চেয়ারম্যান।

জ্যান তার পরিকল্পনা বিস্তারিত জানাল; গত দুদিন ধরে সে মহড়া দিয়েছে। দুটো রাতই সে ক্রেনের মাথায় কাটিয়েছে এবং বন্দুক লুকানো ছিল যথাস্থানে। আজ সন্ধ্যা ছটা থেকে শুরু হবে চব্বিশ ঘণ্টার শ্রমিক ধর্মঘট।

'কাল আমি থাকব আমেরিকার অপর প্রান্তে এবং কেনেডি থাকবেন মৃত।'

'গুড,' বলল চেয়ারম্যান, হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে দিয়ে ধরাল আরেকটা। 'আমি নাইনথ এবং পেনসিলভানিয়ার মোড়ে থাকব। সকাল সাড়ে নটায় ওখানে হাজির হয়ে যাব আমি, ওই সময় কেনেডির গাড়ি ওই রাস্তা দিয়ে যাবে। তোমার সঙ্গে আমার ওয়াচ ব্যান্ড রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করব। তোমার ঘড়িতে যখন ভাইব্রেশন শুরু হবে, বুঝবে কেনেডি তিন মিনিটের দূরত্বে রয়েছেন, তুমি সর্বমোট তিন মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড পাবে। তোমার কতবার ওয়ার্নিং দরকার?'

'দুই মিনিট ত্রিশ সেকেন্ডই যথেষ্টই,' বলল জ্যান।

'তাতে খুব বেশি দ্রুত হয়ে যায় না?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর, এখনও ঘামছেন।

'হয়তোবা,' বলল চেয়ারম্যান। 'সেক্ষেত্রে আপনি সিঁড়িতে দেরি করিয়ে দেবেন কেনেডিকে কারণ অপ্রয়োজনে আমরা জ্যানকে এক্সপোজ করতে চাই না। সে যত বেশি দৃষ্টিগোচরে থাকবে, সিক্রেট সার্ভিস হেলিকপ্টারের চোখে পড়ার সম্ভাবনা ততই বেশি।'

সিনেটর ফিরলেন জ্যানের দিকে। 'তুমি বলছ তুমি প্রতিদিন মহড়া দিয়েছ?'

'জ্বী,' জবাব দিল জ্যান। অপ্রয়োজনে শব্দ ব্যবহারে তার ঘোর আপত্তি, এমনকী যদি তিনি মার্কিন সিনেটরও হন।

'তাহলে লোকের চোখকে কী করে ফাঁকি দিলে? রাইফেল বা বন্দুকের বাক্স কিছুই তাদের চোখে পড়েনি?'

'কারণ ভিয়েনা থেকে ফেরার পরে আমি বন্দুকটি ক্রেনের পাটাতনে টেপ দিয়ে আটকে রেখেছি। পাটাতন মাটি থেকে ৩২০ ফুট উঁচুতে।'

'ক্রেন যদি নিচে নেমে আসে তখন? তখনতো সবাই তোমাকে দেখে ফেলবে।'

'আমার পরনে থাকবে হার্জ-এর হলুদ ওভারঅল। রাইফেলটাকে আট টুকরো করে, হলুদ রঙ করে, পাটাতনের নিচে টেপ দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে। শক্তিশালী ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দেখলেও ওগুলোকে ক্রেনের অংশই মনে হবে. আমি যখন হেলমুট অ্যান্ড স্পিডট কোম্পানি থেকে জাল আমলের স্নাইপার রাইফেলটি কিনি, ওই কোম্পানির ও স্মিডট আমাকে হলুদ পেইন্টের ক্যান কিনতে দেখে খুব অবাক হয়ে যান।'

ওর কথায় সিনেটর ছাড়া অন্য সবাই হেসে উঠল।

'রাইফেল জোড়া লাগাতে কতক্ষণ লাগবে তোমার?' প্রশ্ন করলেন সিনেটর, ত্রুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন, সিনেট কমিটিতে তথাকথিত বিশেষজ্ঞদেরকে প্রশ্ন করার সময় যা সর্বদা করে থাকেন তিনি।

'দুমিনিট লাগবে রাইফেলের আলগা অংশগুলো জোড়া লাগাতে, ত্রিশ সেকেন্ড লাগবে পারফেক্ট ফায়ারিং পজিশনে নিয়ে আসতে, আরও দুমিনিট লেগে যাবে অস্ত্রটার যন্ত্রাংশ খুলে পাটাতনে টেপ দিয়ে আটকে দিতে। এটি ৫.৬ বাই ৬.১ মিলিমিটার ভমহোফ সুপার এক্সপ্রেস রাইফেল। আর আমি ৭৭ গ্রেন বুলেট ব্যবহার করছি যার মাযল স্পিড প্রতি সেকেন্ডে ৩,৪৮০ ফুট, এতে রয়েছে ২০০০ ফুট পাউন্ড মাযল এনার্জি, এর মানে, লে ম্যানের ভাষায়, সিনেটর, যদি হাওয়ার দাপট না থাকে, আমি ২০০ গজ দূর থেকে কেনেডির কপালের দেড় ইঞ্চি জায়গা উড়িয়ে দিতে পারব।'

'এখন সন্তুষ্ট তো?' চেয়ারম্যান জিজ্ঞেস করল সিনেটরকে।

'হুঁ,' বলে নীরব হয়ে গেলেন সিনেটর, হাতের তালু দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে তিনি প্রশ্ন করার জন্য মুখ খুলেছেন, এমন সময় ঠাশ করে খুলে গেল দরজা, ঝড়ের গতিতে প্রবেশ করল ম্যাটসন।

'সরি, বস, দেরি হয়ে গেল,' হাঁপাচ্ছে ম্যাটসন।'

'এত দেরি হলো কেন?' ধমক দিল চেয়ারম্যান।

'খারাপ খবর আছে, বস, খুব খারাপ খবর।'

সবাই ওর দিকে উদ্বেগ নিয়ে তাকাল।

'আচ্ছা, খবরটা শুনি।

'ওর নাম মার্ক অ্যান্ড্রুজ,' বলল ম্যাটসন।

'কে সে?' জানতে চাইল চেয়ারম্যান।

'এফবিআই'র লোক। ও-ই কোলভার্টের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিল।'

'শুরু থেকে বলো,' হুকুম দিল চেয়ারম্যান।

বুক ভরে দম নিল ম্যাটসন। 'আপনারা তো জানেন কোলভার্টের সঙ্গে স্টেমস সত্যি হাসপাতালে গিয়েছিল কিনা এ নিয়ে একটা সন্দেহ ঘুরপাক খাচ্ছিল আমার মনে– কারণ তাঁর মত একজন সিনিয়র মানুষ হাসপাতালে যাবে, এ ব্যাপারটাতে ঠিক সায় দিচ্ছিল না মন।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি,' অধৈর্য গলা চেয়ারম্যানের।

'স্টেমস হাসপাতালে যায়নি। তার স্ত্রী আমাকে বলেছে। আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম শোক প্রকাশ করতে। ওই দিন সন্ধ্যায় স্টেমস কী কী করেছে সব কথা আমাকে বলেছে মহিলা। স্টেমস ডিনারে মুসাকা শেষ না করেই তড়িঘড়ি বেরিয়ে যায়। এফবিআই অবশ্য ভদ্রমহিলাকে মানা করেছিল কাউকে সে যেন কিছু না বলে। তবে মহিলা বোধহয় ভেবেছে আমি এখনও ওই অফিসে চাকরি করি, হয়তো তার মনেও নেই, কিংবা সে হয়তো জানেই না স্টেমসের সঙ্গে আমার সম্পর্ক মোটেই বন্ধুসুলভ ছিল না। আমি অ্যান্ড্রুজের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিতে থাকি। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি ওকে চোখে চোখে রাখছি। ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসে কাজ করে ও। ছুটি নিয়েছে দুহপ্তা'র। কিন্তু তার ছুটি কাটানোর ধরনটি বড়ই অদ্ভুত। আমি ওকে এফবিআই সদরদপ্তরে যেতে দেখেছি, উড্রো উইলসনের এক মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে তার বেশ খাতির, সে সিনেটেও ঘোরাঘুরি করছে.'

সিনেটর কথাটা শুনে যেন কুকড়ে গেলেন।

'আমি যে রাতে গ্রীক আর কালুয়া হারামজাদাকে জবাই করি ওইদিন ওই মহিলা ডাক্তার বোধহয় ডিউটিতে ছিল.'

'তার মানে ওরা সবই জানে,' দ্রুত বলল চেয়ারম্যান।

'তাহলে আমরা সবাই এখনও এখানে আছি কীভাবে?'

'সেটাই তো অদ্ভুত ব্যাপার। আমি সিক্রেট সার্ভিসের এক পুরানো বন্ধুকে মদ পানের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কাল কেনেডির সঙ্গে তার ডিউটি। অথচ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কোন কিছুতেই কোনরকম পরিবর্তন আনা হয়নি। এটা এখন পরিষ্কার যে আগামীকালের ব্যাপারে সিক্রেট সার্ভিস

কিছুই জানে না, কাজেই এফবিআই হয় অনেক কিছু জানে নতুবা কিছুই জানে না আর যদি সব জেনেও যায়, এর মধ্যে তারা সিক্রেট সার্ভিসকে নাক গলাতে দিচ্ছে না।'

'এফবিআই-এ তোমার কন্ট্যাক্টদের কাছ থেকে কী জেনেছ?' চেয়ারম্যানের প্রশ্ন।

'কিছু না। কেউ কিছু জানে না।'

'অ্যান্ড্রুজ কতটা জানে বলে তোমার ধারণা?'

'আমার ধারণা সে লেডি ডক্টরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে এবং বিষয়টি সম্পর্কে জানে খুবই কম। সে অন্ধকারে ঘুরে মরছে।' জবাব দিল ম্যাটসন। 'সে হয়তো গ্রীক ওয়েটারটার কাছ থেকে কিছু শুনেছে। শুনে থাকলে নিজের বুদ্ধিতে চলছে, এফবিআই'র পলিসিতে নয়।'

'বুঝলাম না,' বলল চেয়ারম্যান।

'ব্যুরো পলিসি হলো জোড়ায় মিলে কাজ করা। দুজনে বা তিনজনে মিলে এফবিআই'র গোয়েন্দার কাজ করে। কিন্তু এ ব্যাপারটিতে সেরকম লোকজনের অংশগ্রহণ কোথায়? ছয়/সাতজন থাকলেও আমি জানতে পারতাম। অন্তত আমার একজন কন্ট্যাক্ট এর মধ্যে থাকত,' বলল ম্যাটসন। 'আমার ধারণা, ওরা হয়তো জানে প্রেসিডেন্টের ওপর হামলা হতে পারে। তবে কোথায় এবং কখন হামলাটা হবে জানে না।'

'গ্রীকের সামনে তারিখটা কেউ উল্লেখ করেছিল?' বিচলিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একটাই উপায় আছে নিশ্চিত হবার যে ওরা কিছু জানে না।'

'কী সেটা, বস?' জিজ্ঞেস করল ম্যাটসন।

একটা সিগারেট ধরানোর সময় পর্যন্ত বিরতি নিল চেয়ারম্যান, তারপর বলল, 'মেরে ফ্যালো অ্যান্ড্রুজকে।'

কয়েক মুহূর্তের জন্য পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল ঘরে। নীরবতা ভঙ্গ করল ম্যাটসন।

'কেন, বস?'

'সিম্পল লজিক। অ্যান্ড্রুজ যদি এফবিআই'র তদন্তের সঙ্গে জড়িত থাকে, তাহলে ওরা আগামীকালকের শিডিউল পরিবর্তন করবে। ওরা হোয়াইট হাউজের গেটের এক ইঞ্চি বাইরেও কেনেডির গাড়ি যেতে দেয়ার ঝুঁকি নেবে না। এর কনসিকোয়েন্সগুলোকে কথা চিন্তা করে দ্যাখো। ধরো

ওরা জেনে গেছে প্রেসিডেন্টের ওপর গুপ্ত হত্যার হামলা করা হবে, অথচ ওরা আজ পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করেনি, এমনকী সিক্রেট সার্ভিসকে জানায়নি পর্যন্ত...'

'ঠিক বলেছেন,' বলল ম্যাটসন। 'ওরা শেষ মুহূর্তে যে কোনও একটা কৈফিয়ত তুলে প্রেসিডেন্টের শিডিউল ক্যান্সেল করে দেবে।'

'এগজ্যাক্টলি, কাজেই কেনেডি যদি গেটের বাইরে আসেন, আমরা তাঁকে খুন করতে পারব কারণ কেউ কিছু জানে না। আর যদি তিনি কাল হোয়াইট হাউজ থেকে বের না হন, তাঁকে আর কোনদিন বাগে পাব কিনা সন্দেহ '

চেয়ারম্যান সিনেটরের দিকে ফিরল। তিনি ভয়ানক ঘামছেন।

'আপনাকে একটা ব্যাপার নিশ্চিত করতে হবে– যদি প্রয়োজন হয় ক্যাপিটলের সিঁড়িতে দেরি করিয়ে দেবেন কেনেডিকে, বাকিটা আমরা সামলে নেব।' কর্কশ গলা চেয়ারম্যানের। 'কাল আমরা তাঁকে নাগালে না পেলে আমাদের সময় এবং টাকা সবই বৃথা যাবে– আমরা নিশ্চিত এরকম সুযোগ আর কখনও আসবে না।'

গুঙিয়ে উঠলেন সিনেটর। 'তোমরা পাগলের মত কথা বলছ। তবে আমি এ নিয়ে তর্কে যাব না। এখন সিনেটে যাব। আমার খোঁজ পড়ার আগেই পৌঁছাতে হবে ওখানে।'

'চিন্তা করবেন না, সিনেটর। সবকিছু আমাদের আয়ত্তে আছে। নতুন প্ল্যানটি কিছুতেই ব্যর্থ হতে দেয়া যাবে না।'

সিনেটর কোনও মন্তব্য না করে চলে গেলেন। দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে রইল চেয়ারম্যান।

তারপর বলল, 'পাঙ্কটা গেছে, এখন কাজের কথায় আসি। মার্ক অ্যান্ড্রুজ সম্পর্কে যা যা জান সব আমাকে বলো।'

গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় অ্যান্ড্রুজের পিছু নিয়ে ওর সম্পর্কে সংগ্রহ করা যাবতীয় তথ্য চেয়ারম্যানকে জানিয়ে দিল ম্যাটসন।

'বেশ, মি. অ্যান্ড্রুজকে এখন বিদায় জানাতে হয়। তারপর এফবিআই'র প্রতিক্রিয়া কী হয় আমরা দেখব। কীভাবে কী করবে শোনো, ম্যাটসন। এখুনি তুমি সিনেটে চলে যাও, তারপর...'

চেয়ারম্যানের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনল ম্যাটসন, মাঝে মাঝে নোট নিল এবং তার বসের কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

'কোনও প্রশ্ন?'

'না, বস্।'

'এরপরেও যদি ওরা প্রেসিডেন্টকে হোয়াইট হাউজ থেকে বেরুতে দেয় তো বুঝব ওরা কিছুই জানে না। আরেকটা কথা। কাল যদি উল্টোপাল্টা কিছু ঘটে যায়, আমরা যে যার মত কেটে পড়ব, বুঝেছ? কেউ কোনও কথা বলবে না, ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে পরে, যেভাবে সাধারণত দেয়া হয়।'

সবাই মাথা দোলাল।

'শেষ কথা। পরিস্থিতি যদি উল্টে যায়, এক লোক আমাদের ওপর থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেবে। সে যাতে ওটা করতে না পারে সে জন্য আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে। আমরা কাজটা কীভাবে করব বলে দিচ্ছি। জ্যান, যদি কেনেডি...'

নীরবে শুনল সকলে, কেউ চেয়ারম্যানের কথায় অমত প্রকাশ করল না

'এখন আমরা লাঞ্চ করব। ম্যাটসন, তুমি অ্যান্ড্রুজকে শেষ লাঞ্চটা খাইয়ে দাও।'

হাসল ম্যাটসন। 'ব্যবস্থা করছি, বস্,' চলে গেল সে।

ফোন তুলল চেয়ারম্যান। 'আমাদের খাবারটা পাঠিয়ে দাও। ধন্যবাদ,' সে আরেকটা সিগারেট ধরাল।

ষোলো

বুধবার, ৯ মার্চ, ১৯৮৩ **বিকেল ২:১৫**

মার্কের লাঞ্চ খাওয়া শেষ। ওই লোকদুটোও তাদের স্যান্ডউইচ পেটে চালান দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। মার্ক ফিরে এল সিনেটে। ফ্লোর ডিবেট শুরু হওয়ার আগে হেনরী লিকহ্যামের সঙ্গে ও একটু কথা বলতে চায়। তাছাড়া জুডিশিয়ারি কমিটির গান-কন্ট্রোল হিয়ারিং-এর কপিও জোগাড় করতে হবে। ওতে বেহ্, বার্ড, ডেক্সটার, ডানকান এবং থর্নটনের করা প্রশ্ন লেখা আছে। হয়তো ওদের প্রশ্নের মধ্যে ধাঁধার হারানো কোনও সূত্র মিলে যেতে পারে। যদিও এ ব্যাপারে সন্দিহান মার্ক। কারণ এদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে গিয়ে রাজনীতিবিদদের ব্যাপারে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, এঁরা আসলে খোলা মনে বলেন না কিছুই। সেশন শুরু হওয়ার কয়েক মিনিট আগে পৌঁছাল মার্ক। এক পেজবয়কে অ্যান্টি চেম্বারে পাঠাল লিকহ্যামের খোঁজে।

অল্পক্ষণ পরে ঘর থেকে বেরিয়ে এল লিকহ্যাম। তার চেহারা দেখে বোঝা যায় সেশন শুরুর দশ মিনিট আগে সে কারও দ্বারা মোটেই বিরক্ত হতে চায় না। তাই আলাপ করার সুযোগ পেল না মার্ক। তবে কমিটির শুনানী এবং আলোচনার প্রতিলিপি কোথায় পাবে তা জেনে নিল .

'ওগুলো হলঘরের কমিটি অফিসে পাবেন।'

মার্ক লোকটাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওপরতলায়, গ্যালারিতে চলে এল। ওর নতুন বন্ধু গার্ডটি ওকে গ্যালারিতে বসিয়ে দিল। গ্যালারি পূর্ণ সিনেটররা

চেম্বারে প্রবেশ করছেন, যে যার আসন গ্রহণ করছেন। মার্ক সিদ্ধান্ত নিল হিয়ারিং-এর প্রতিলিপি পরে জোগাড় করবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট সবাইকে চুপ করতে অনুরোধ করলেন। সিনেটর ডেক্সটার ঘরের চারপাশে ধীরে ধীরে নাটকীয় ভঙ্গিতে চোখ বুলালেন, চেম্বারের প্রতিটি কোন ঘুরে এল তাঁর নজর, যেন সকলের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন। মার্কের চোখে চোখ পড়তে বিস্ময় ফুটল দৃষ্টিতে, তবে পরমুহূর্তে সরিয়ে নিলেন চাউনি। গান-কন্ট্রোল বিলের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত তর্ক শুরু করে দিলেন।

বিব্রত বোধ করছিল মার্ক। সামনে বসেছে বলে ডেক্সটারের অন্তর্ভেদী চাউনির মুখোমুখি হয়ে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ও। পেছনের কোনও আসনে বসতে পারলেই বরং ভালো হতো। ডিবেট গড়িয়ে চলল। ডেক্সটার, বেহ্, থর্নটন, ডানকান, বার্ড, সকলেই কালকের ভোটের আগে চূড়ান্ত বক্তব্য দিতে এখানে হাজির হয়েছেন।

তাঁদের সবার বক্তৃতা শুনল মার্ক তবে নতুন কিছুই জানা গেল না। ও যেন একটা কানা গলিতে ঢুকে পড়েছে। এখন বাকি রয়েছে হিয়ারিং-এ প্রতিলিপিগুলো সংগ্রহ করা। সারারাত ওগুলোতে ওকে বুলাতে হবে চোখ। পাঁচজনের বক্তব্য শোনার পরে প্রতিলিপি থেকে নতুন কিছু জানা যাবে কিনা সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দিহান ও। কিন্তু এ ছাড়া আর কীইবা করার আছে ওর? সবকিছু কাভার দিচ্ছেন ডিরেক্টর। ও হলঘর ধরে হেঁটে গেল এলিভেটরে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে এল, পা বাড়াল ডার্কসেন বিল্ডিং-এ।

'গান-কন্ট্রোল হিয়ারিং-এর প্রতিলিপিগুলো আমার দরকার, প্লিজ।'

'সবগুলো?' অবিশ্বাস নিয়ে জানতে চাইল অ্যাসিস্ট্যান্ট।

'হ্যাঁ।'

'ছ'দিনের পুরো সেশনের প্রতিলিপি আছে।'

সেরেছে, ওর ঘুমের আজ সত্যি দফারফা! যদিও ওতে বেহ্, বার্ড, ডেক্সটার, ডানকান এবং থর্নটনের প্রশ্ন আর বিবৃতি ছাড়া অন্য কিছু থাকবে না।

'সাইন করে নেবেন নাকি টাকা দিয়ে?'

'সাইন করে নিতে পারলেই বরং বেঁচে যেতাম?' ঠাট্টার সুরে বলল মার্ক।

'আপনি কি কোনও সরকারি কর্মকর্তা?'

হুঁ, মনে মনে বলল মার্ক। তবে আমার পরিচয় ফাঁস করা যাবে না।

'না,' পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল মার্ক। অ্যাসিস্ট্যান্ট ওকে দশ ডলার দিতে বলল। টাকাটা দিল মার্ক। এমন সময় দোরগোড়ায় উদয় হলেন সিনেটর স্টিভেনসন। হিয়ারিং রুম কমিটি অফিসের সঙ্গে যুক্ত।

'গুড আফটারনুন, সিনেটর,' স্টিভেনসনের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, মেয়েটি।

'হাই ডেবি। সাব কমিটিতে রিপোর্ট করা ক্লীন এয়ার বিল-এর একটা কপি আমাকে জোগাড় করে দিতে পারবে? খুব দরকার।'

'নিশ্চয় পারব, সিনেটর। এক মিনিট,' মেয়েটি পেছনের একটি ঘরে উধাও হলো। একটু পরেই আবার উদয় হলো।

'আমাদের কাছে এ মুহূর্তে এই একটি কপিই আছে। আপনার ওপর ভরসা রাখা যাবে তো, সিনেটর?' হেসে উঠল ডেবি। 'নাকি আপনি সাইন করে নেবেন?'

এমনকী সিনেটরদেরকেও কপি নিতে দস্তখত করতে হয় ভাবল মার্ক। সিনেটরদের সব জায়গায় সাইন করতে হয়। হয়তো খাওয়ার সময়ও তারা সাইন করে খাবার নেন। পরে শোধ করে দেন দাম। খাবার! মাই গড, এ কথাটা আমার আগে মনে পড়ল না কেন?

দৌড়াতে শুরু করল মার্ক।

'স্যার, স্যার, আপনি আপনার হিয়ারিং ফেলে গেছেন,' কিন্তু ততক্ষণে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেছে মার্ক।

'লোকটা পাগল নাকি!' সিনেটর স্টিভেনসনকে বলল ডেবি।

'এতগুলো হিয়ারিং কেউ পড়তে গেলে তার মাথা এমনিতেই খারাপ হয়ে যাবে।' মার্কের ফেলে রেখে যাওয়া কাগজের স্তূপের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন সিনেটর।

মার্ক সোজা ঢুকল রুম নাম্বার G-211তে। গতকাল লিকহ্যামের সঙ্গে ও এখানে লাঞ্চ করেছে। দরজায় লেখা 'অফিশিয়ালস ডাইনিং রুম' মাত্র দু তিনজন লোক আছে ঘরে।

'এক্সকীউজ মী, সিনেটররা কি দিনের বেলা এখানেই তাদের খাওয়া সেরে নেন?'

'ঠিক জানি না। হোস্টেসের সাথে কথা বলুন। আমরা এসেছি ঘর ঝাঁট দিতে।'

'হোস্টেসকে কোথায় পাব?'

'সে নেই। চলে গেছে। কাল আসুন। বলে ওকে পাবেন।

'আচ্ছা,' দীর্ঘশ্বাস ফেলল মার্ক। 'ধন্যবাদ। আরেকটা কথা— এখানে আর কোনও সিনেট ডাইনিংরুম আছে?'

'জ্বী, বড় ডাইনিংটা ক্যাপিটলে। S-109। তবে ওখানে আপনাকে ঢুকতে দেবে না।'

এক দৌড়ে এলিভেটরের সামনে চলে এল মার্ক। অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করছে এলিভেটরের জন্য। বেযমেন্টে নেমে এল এলিভেটরে চেপে। লাফ মেরে নামল মার্ক, গোলক ধাঁধার মত টানেল ধরে এগুলো। টানেলগুলো সমস্ত অফিস আদালতকে ক্যাপিটলের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। টোবাকো শপ পার হয়ে 'সাবওয়ে কারস টু ক্যাপিটল' লেখা সাইন বোর্ডের দিকে ছুটল ও। সাবওয়ে কার আসলে কমপার্টমেন্টসহ ছাদ খোলা একটি ট্রেন, ছাড়ে ছাড়ে দশা। শেষ কমপার্টমেন্টে উঠে পড়ল মার্ক, বসল কয়েকজন সিনেট স্টাফের সামনে। তারা কী সব আইন কানুন নিয়ে অনুচ্চ স্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে। কিছুক্ষণ পরে একটি ঘন্টা বেজে উঠে ঘোষণা করল ওরা পৌঁছে গেছে গন্তব্যে। ক্যাপিটলের সিনেট অংশে থেমেছে ট্রেন। বেযমেন্টের এ অংশটি দেখতে হুবহু অপর বেযমেন্টটির মত। মরাটে হলুদ রঙের দেয়াল, আছে একটি পেপসি মেশিন। সিনেট সদস্যদের জন্য বোধহয় স্বল্পমূল্যে পেপসি সরবরাহ করা হয় এখান থেকে। মার্ক ক্ষুদ্র এস্কেলেটরে চেপে এলিভেটরের সামনে চলে এল। দাঁড়িয়ে আছে পাবলিক এলিভেটরের জন্য। কয়েকজন রাশভারী চেহারার লোক ব্যস্ত পদক্ষেপে ঢুকে পড়ল *'সিনেটরস ওনলি'* লেখা এলিভেটরে।

মার্ক এলিভেটরে চেপে নীচতলায় নামল। চারপাশে তাকিয়ে ও রীতিমত হতবুদ্ধি। মার্বেল পাথরের মস্ত মস্ত খিলান আর করিডর ছাড়া তো আর কিছুই চোখে পড়ছে না। সিনেট ডাইনিং রুমটা কোথায়? ক্যাপিটলের এক পুলিশকে জিজ্ঞেস করল ও।

'সোজা যান, বামে প্রথম করিডর ধরে এগোবেন। সরু একটা করিডর দেখতে পাবেন। ওখানে।'

মার্ক ঘাড় ঘুরিয়ে পুলিশম্যানকে ধন্যবাদ জানিয়েই দ্রুত কদম ফেলে এগোল পেয়ে গেল সরু করিডর। কিচেনের পাশ কাটাল, একটা সাইন বোর্ডে দেখল লেখা আছে *প্রাইভেট প্রেস ওনলি*। সামনে বাড়ল মার্ক,

কাঠের একটা ফলকে বড় সড় অক্ষরে লেখা, *'সিনেটরস ওনলি'*, ডান দিকে খোলা একটা দরজা, তার পাশে অ্যান্টিরুম, ঝাড়বাতি, গোলাপ রঙা কার্পেট, সবুজ চামড়ার আসবাব দিয়ে সাজানো ঘর। ছাদে রঙিন পেইন্টিং আরেকটি দরজা দিয়ে মার্ক দেখতে পেল সুসজ্জিত ডাইনিং রুম– টেবিল ক্লথ, ফুল। দোর গোড়ায় হাজির হল এক মহিলা।

'কী চাই?' মার্কের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল সে।

'সিনেটররা কীভাবে জীবন-যাপন করেন তার ওপর একটি থিসিস লিখছি আমি পিএইচডি ডিগ্রির জন্য।' মার্ক ওয়ালেট খুলে ওর ইয়েল আইডি কার্ড দেখাল, মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখটা সুকৌশলে বুড়ো আঙুল দিয়ে আড়াল করে রেখেছে।

মহিলার চেহারায় কোনও ভাবান্তর নেই।

'আমি শুধু ঘরটিতে একবার চোখ বুলাব, সিনেটররা কীভাবে খাওয়া দাওয়া করেন তা একটু দেখব।'

'কিন্তু এ মুহূর্তে কোনও সিনেটর এখানে নেই, স্যার। বুধবার এ সময়ে কেউ থাকেনও না। তাঁরা বৃহস্পতিবার বাড়ি যান সাপ্তাহিক ছুটি কাটাতে। এ মুহূর্তে তাঁরা সবাই গান-কন্ট্রোল বিল নিয়ে ব্যস্ত।'

কথা বলার ছলে ঘরের মাঝখানে চলে এসেছে মার্ক। এক ওয়েট্রেস একটি টেবিল পরিষ্কার করছিল। মার্ককে দেখে হাসল।

'সিনেটররা কি তাঁদের খাবার বাকিতে খান নাকি নগদে পরিশোধ করেন?'

'প্রায় সবাই বাকিতে খাওয়া দাওয়া করেন, মাসের শেষে শোধ করে দেন পাওনা।'

'আপনি এত হিসেব মনে রাখেন কী করে?

'আমরা প্রতিদিনের রেকর্ড রেখে দিই। সে 'অ্যাকাউন্টস' লেখা, চামড়ার বাঁধানো একটি জাবদা খাতা ইঙ্গিতে দেখাল। মার্ক জানে তেইশজন সিনেটর ওইদিন এখানে লাঞ্চ করেছেন। কারণ তাঁদের সেক্রেটারিরা এ তথ্য ওকে দিয়েছে। অন্য কোনও সিনেটর কি নিজের সেক্রেটারিকে কোথায় যাচ্ছেন তা জানাবার প্রয়োজন মনে করেননি? ওটা জানার রাস্তাটা ওর কাছ থেকে এক গজ দূরে।

'আমি কি যে কোনও একটি দিনের শিডিউলে চোখ বুলাতে পারি? এমনি দেখব। জাস্ট কৌতূহল।'

'আপনাকে এ খাতা দেখতে দেয়া যাবে না। অনুমতি নেই'

'শুধু একবার চোখ বুলাব। আমি থিসিস লিখছি, লোকে যেন নিশ্চিত হয় সত্যি কথাই লিখেছি।'

অনুনয়ের দৃষ্টিতে মহিলার দিকে তাকিয়ে রইল মার্ক।

'ঠিক আছে,' গররাজি হলো মহিলা।

'পুরানো কোনও দিন থেকে শুরু করার যাক। ধরুন, ২৪ ফেব্রুয়ারি।'

মহিলা চামড়ার মলাট উল্টে ২৪ ফেব্রুয়ারি লেখা তারিখে আঙুল ঠেকাল। 'বৃহস্পতিবার,' বলল সে। ওইদিন সিনেটে লাঞ্চ করেছেন স্টিভেনসন, মুস্কি, ময়নিহান, হেইনজ, ডোল, হ্যাটফিল্ড, বার্ড...নামগুলো পড়ে যেতে লাগল মার্ক।...হামফ্রে, বেহ্, চার্চ, রেনল্ডস, ম্যাকগভর্ন এবং থর্নটন তবে খাতায় ডানকান কিংবা ডেক্সটারের নাম নেই। খাতা বন্ধ করল ওয়েট্রেস।

'ইন্টারেস্টিং তেমন কিছু নেই, না?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তা অবশ্য নেই,' সায় দিল মার্ক। মহিলাকে ধন্যবাদ দিয়ে ওখান থেকে পা চালিয়ে চলে এল।

রাস্তায় এসে একটা ট্যাক্সি নিল মার্ক। সেই তিনজনের একজনও তা-ই করল, বাকি দুজন উঠে পড়ল তাদের গাড়িতে। কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে পৌঁছে গেল মার্ক।

ড্রাইভারকে মিটিয়ে দিল ভাড়া। প্রবেশ পথে পরিচয়পত্র দেখিয়ে, এলিভেটরে চেপে উঠে এল সাততলায়। ওকে দেখে হাসল মিসেস ম্যাক গ্রেগর। ডিরেক্টর আশা করি এখন একা আছেন, ভাবল মার্ক দরজায় নক্ করে ঘরে ঢুকে পড়ল।

'কী খবর, মার্ক?'

'বার্ড, বেহ্, এবং থর্নটন এর সঙ্গে জড়িত নেই, স্যার।'

'প্রথম দুজন জড়িত নেই শুনে অবাক হচ্ছি না,' বললেন ডিরেক্টর। 'কারণ এঁদের প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার প্রয়োজন নেই তবে থর্নটনের ওপর আমার সন্দেহ ছিল। তাঁকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিলে কীভাবে?'

সিনেট ডাইনিংরুমের ঘটনাটা বিস্তারিত ডিরেক্টরকে জানাল মার্ক

'এ বুদ্ধিটা তোমার মাথায় আরও তিনদিন আগে আসা উচিত ছিল, তাই না?'

'জ্বী, স্যার।'

'আমার তাই,' বললেন ডিরেক্টর। 'তাহলে আমাদের তালিকায় রইলেন

কেবল ডানকান এবং ডেক্সটার। তোমার অবগতির জন্য জানাচ্ছি, ক্যাপিটলের আগামীকালের অনুষ্ঠানে অন্যান্য সিনেটরদের সঙ্গে এঁরা দুজনও ওয়াশিংটনে হাজির থাকছেন।'

'আশ্চর্য!' বলে চললেন তিনি, 'এমনকী এরকম একটা মুহূর্তেও কিছু লোক আছে যারা তাদের অপরাধ কীভাবে সংঘটিত হলো তা দেখার জন্য মুখিয়ে থাকে। এসো, বিষয়টি প্রথম থেকে আবার একবার ঝালিয়ে নিই, অ্যান্ড্রুজ। আমি আপত্তি না জানালে আগামীকাল সকাল দশটায় প্রেসিডেন্ট সাউথ এন্ট্রান্স থেকে বেরুবেন। কাজেই আমাদের হাতে সময় আছে মাত্র সতের ঘণ্টা এবং ছোট্ট একটি আশা। ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টরা মিসেস ক্যাসেফিকিসের সেই কুড়ি ডলারের নোটটি অবশেষে সনাক্ত করতে পেরেছে ওতে বাইশটি হাতের ছাপ পাওয়া গেছে। ফিঙ্গারপ্রিন্ট সনাক্ত করতে ওরা আজ সারারাত কাজ করবে। আমার বাড়ি ফিরতে ফিরতে মাঝরাত পেরিয়ে যাবে। কোনও খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবে আমাকে। কাল সোয়া আটটার মধ্যে চলে আসবে এখানে। এ মুহূর্তে তোমার করণীয় তেমন কিছু নেই। তবে চিন্তা কোরো না– আমি এর পেছনে আমার কুড়িজন এজেন্টকে লাগিয়ে দিয়েছি। যদিও বিস্তারিত কিছুই কাউকে বলা হয়নি। ওই ভিলেনগুলোকে পাকড়াও না করা পর্যন্ত, ডেনজার জোনের ধারেকাছেও আমি প্রেসিডেন্টকে ঘেঁষতে দেব না।

'আমি তাহলে কাল সকাল সোয়া আটটায় আসছি, স্যার,' বলল মার্ক।

'আর মার্ক, তোমাকে কঠোরভাবে মানা করে দিচ্ছি ড. ডেক্সটারের ধারে কাছেও যাবে না। তোমার প্রেমের কারণে শেষ মুহূর্তে অপারেশন কেঁচে গণ্ডুষ হোক, তা আমি চাই না, তোমাকে অপমান করার জন্য কিন্তু কথাটা বলিনি।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

মার্ক বেরিয়ে এল ডিরেক্টরের ঘর থেকে। মনে হচ্ছে এতদিনকার খাটাখাটনিটা অনর্থকই করেছে ও। ডিরেক্টর তাঁর কুড়িজন এজেন্টকে মাঠে নামিয়েছেন, অথচ ও এ ব্যাপারে কিছুই জানে না? কুড়িজন লোক নজর রাখছে ডেক্সটার এবং ডানকানের ওপর। যদিও কেন কাজটা করছে তারা তা জানে না। সম্পূর্ণ গল্পটা এখনও শুধু ও এবং ডিরেক্টরই জানেন হয়তো ডিরেক্টর ওর চেয়ে একটু বেশিই জানেন। ডিরেক্টর ঠিকই বলেছেন, আগামীকাল সন্ধ্যাতক এলিজাবেথের ছায়া মাড়ানোও উচিত হবে না কিন্তু এতটা সময় প্রেমিকাকে না দেখে থাকবে কী করে মার্ক? নাহ, পারবে না

ও। প্রতিলিপিগুলো নিয়ে আসতে ডার্কসেন বিল্ডিং এর দিকে হাঁটছে ও, চিন্তা করছে এলিজাবেথকে ফোন করবে কিনা। বিল্ডিং এ ঢুকে লক্ষ করল নিজের অজান্তেই টেলিফোন বুথের সামনে চলে এসেছে ও। এলিজাবেথকে ফোন করবে ও, জানতে চাইবে কেমন আছে উড্রো উইলসনে ডায়াল করল মার্ক।

'ওহ্, উনি তো চলে গেছেন।'

'ধন্যবাদ,' বলল মার্ক। এলিজাবেথের জর্জ টাউনের বাড়ির নাম্বারে ফোন করছে ও, টের পেল বেড়ে গেছে হার্ট বিট।

'এলিজাবেথ?'

'হ্যাঁ, মার্ক.' সাড়া দিল এলিজাবেথ। ওর গলার স্বরটা কেমন যেন শোনাল না?– শীতল? ভীত? ক্লান্ত? হাজারটা প্রশ্ন কিলবিল করছে মস্তিস্কে।

'আমি তোমাকে একটু দেখতে আসি?'

'এসো ' কেটে গেল লাইন।

বুথ থেকে বেরিয়ে এল মার্ক, হাতের তালু ঘেমে গেছে। এলিজাবেথের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে হবে ওকে. সিনেট গান-কন্ট্রোল হিয়ারিং থেকে ওই ফালতু কাগজগুলো নিয়ে আসতে হবে। আলগা গেড়োগুলো একত্রে বাঁধতে হবে।

এলিভেটরে পা বাড়িয়েছে মার্ক, পেছনে পায়ের শব্দ পেল। ওর পেছনে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে। একাধিক লোক। এলিভেটরে up লেখা বাটনে চাপ দিল মার্ক, ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। ওর পেছনে সিনেট স্টাফ, কংগ্রেসম্যান এবং পর্যটকদের ভিড়ে দুজন লোক ওর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওকে ওরা লক্ষ করছে নাকি প্রটেকশন দিচ্ছে? আরও একজন আছে। সানগ্লাস পরা এক লোক, তাকিয়ে আছে একটি মেডিকেয়ার পোস্টারে। এও কি এফবিআই'র এজেন্ট?

ডিরেক্টর বলেছেন এ কেসটিতে তিনি কুড়িজন লোক লাগিয়েছেন। এদের মধ্যে তিনজন সারাক্ষণ ছায়ার মত অ্যান্ড্রুজের পিছু লেগে আছে। ওরা জেনে যাবে মার্ক এলিজাবেথের বাসায় যাচ্ছে। ডিরেক্টরের কাছে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে যাবে রিপোর্ট। নাহ্, এ ফেউগুলোকে খসাতেই হবে মার্ক এলিজাবেথের বাসায় যাক বা অন্য কোথাও যাক তাতে তাদের কী? এলিজাবেথের সঙ্গে নিরুপদ্রবে দেখা করতে চায় মার্ক, পেছনে ফেউয়ের নাকুন দৃষ্টি নিয়ে নয়।

দুটো এলিভেটর আসবে। কোন্টা আগে আসে সে অপেক্ষায় রইল

মার্ক। দেখছে দুই এজেন্ট ওর দিকে হেঁটে আসছে, তবে মেডিকেয়ার পোস্টারের সামনে দাঁড়ানো লোকটা নড়াচড়া করছে না। হয়তো সে আদপে কোনও এজেন্ট নয়। তবে লোকটাকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে। আর লোকটার আচরণে এজেন্ট এজেন্ট একটা ভাবও আছে। একজন এজেন্ট চোখ বুজে আরেকজন এজেন্টের উপস্থিতি টের পায়।

এলিভেটরে মনোযোগ ফেরাল মার্ক। ওর ডানদিকের তীরমার্কা আলোটা জ্বলে উঠল, ধীরে খুলে গেল দরজা। মার্ক চট করে ঢুকে পড়ল ভেতরে এবং বোতামের সামনে দাঁড়াল, চোখ করিডরে। দুই অপারেটিভ ঢুকে পড়েছে এলিভেটরে, দাঁড়িয়েছে ওর পেছনে। মেডিকেয়ার পোস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটা পা বাড়াল এলিভেটরে। বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এলিভেটরের দরজা। মার্ক open লেখা বোতামে চাপ দিল আবার খুলে গেল দরজা। মার্ক ভেবেছে তৃতীয় লোকটা এলিভেটরে চড়বে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে রইল, যেন দ্বিতীয় এলিভেটরের জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো লোকটা নীচে যাবে এবং সে আদৌ কোনও এজেন্ট নয়। এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, লাফ মেরে বেরিয়ে এল মার্ক। ভেবেছিল দুই এজেন্টকে ফাঁকি দেবে। পারল না। একেবারে শেষ মুহূর্তে ও'ম্যালে নামের এজেন্টটি বেরিয়ে এল এলিভেটর থেকে। বন্ধ হয়ে গেছে এলিভেটরের দরজা। ও'ম্যারের সঙ্গীকে নিয়ে ধীর গতিতে আটতলায় উঠে যাচ্ছে। এখন দুটো লেজকে খসাতে হবে মার্কের। আরেকটি এলিভেটর এসে হাজির হলো. তিন নাম্বার এজেন্ট সঙ্গে সঙ্গে এটিতে উঠে পড়ল। হয় লোকটা খুব চালাক কিংবা নিতান্তই নিরীহ, নির্দোষ টাইপের, ভাবল মার্ক। ও দাঁড়িয়ে আছে বাইরে. ও'ম্যালে ওর প্রায় ঘাড়ের ওপর।

মার্ক ঢুকে পড়ল এলিভেটরে, Down বাটনে চাপ দিল। ও'ম্যালেও ওর পেছন পেছন চলে এসেছে। মার্ক open বাটনে টিপল, এলিভেটর থেকে বেরিয়ে এল মন্থর গতিতে। ও'ম্যালেও এল পেছন পেছন, নির্বিকার চেহারা তৃতীয় লোকটা নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইল এলিভেটরে। ওরা নিশ্চয় একসঙ্গে কাজ করে। মার্ক লাফ মেরে ভেতরে ঢুকল, জোরে চেপে ধরল close বাটন। ভয়ানক ধীর গতিতে বন্ধ হতে লাগল দরজা। ও'ম্যালে এলিভেটর থেকে কয়েক কদম দূরে সরে গিয়েছিল। সে আসতে আসতে বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। মুচকি হাসল মার্ক। দুজন গেল, একজন অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে, অপরজন যাচ্ছে ছাদে আর তৃতীয়জনকে নিয়ে বেযমেন্টে নেমে যাচ্ছে মার্ক

পাঁচ তলায় পিয়ার্স থম্পসনের সঙ্গে মিলিত হলো ও'ম্যালে। দুজনেই হাঁপাচ্ছে বেদম।

'ও কই?' চেঁচাল ও'ম্যালে।

'ও কই মানে? আমি তো ভাবলাম তুমি ওর সঙ্গে আছ।'

'না, ফার্স্ট ফ্লোরে ওকে হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

'যাশ্‌শালা, ও কোথায় গেছে কে জানে?' বলল থম্পসন। 'এখন ডিরেক্টরকে কী বলব?'

'আমি কিছু বলব না,' বলল ও'ম্যালে। 'তুমি সিনিয়র। তুমি বলবে।'

'আমি কিছু বলতে পারব না,' বলল থম্পসন। 'ওই হারামজাদা ম্যাটসন বলুক গে। ও নির্ঘাত মার্কের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে। নাহ্, ওকে পেতেই হবে। তুমি প্রথম চারটা তলা খোঁজো আমি টপ চারটা ফ্লোরে দেখছি। ওকে দেখামাত্র জানাবে।'

বেযমেন্টে পৌঁছে গেছে এলিভেটর। মার্ক বেরুল না। তৃতীয় লোকটা বেরিয়ে পড়ল। ইতস্তত করছে। মার্ক আবার close বাটন টিপে বন্ধ করে দিল এলিভেটরের দরজা। এলিভেটরে ও এখন একা। ওপরে উঠছে। তবে গ্রাউন্ড ফ্লোরে থেমে গেল এলিভেটর। কেউ এলিভেটরে ওঠার জন্য বোতাম টিপেছে। মার্ক মনে মনে প্রার্থনা করল ওদের কেউ যেন না হয়। গ্রাউন্ড ফ্লোরে লিফট থামা মাত্র বেরিয়ে এল মার্ক। ঝুঁকিটা না নিয়ে উপায় ছিল না. তবে তিন এজেন্টের কাউকে চোখে পড়ল না। করিডরের শেষ মাথায়, রিভলভিং ডোর অভিমুখে ছুটে গেল ও। ডিউটিরত গার্ড সন্দেহের চোখে তাকাল মার্কের দিকে, হাত চলে গেছে হোলস্টারে রাখা অস্ত্রে রিভলভিং ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল মার্ক। ছুটছে। চারপাশে তাকাল। সবাই হাঁটছে, কেউ দৌড়াচ্ছে না। ও খসাতে পেরেছে ফেউ।

পেনসিলভানিয়া এভিন্যুর রাস্তা পার হলো চলন্ত গাড়ির ফাঁক ফোকর দিয়ে, ড্রাইভারদের অগ্নিচক্ষু এবং গালিবর্ষণ অগ্রাহ্য করে। চলে এল পার্কিং লটে। এক লাফে উঠে পড়ল নিজের গাড়িতে। দ্রুত ছুটল জর্জটাউন অভিমুখে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল মার্ক। কোনও সেডান দেখা যাচ্ছে না। হাসি ফুটল ওর মুখে। অন্তত একবারের জন্য হলেও ডিরেক্টরকে ফাঁকি দিতে পেরেছে ও। রিল্যাক্স বোধ করছে মার্ক।

একটি কালো বুইক ট্রাফিক বাতির লাল আলোর শাসন মানল না ছুটে চলেছে সে। তার ভাগ্য ভালো আশপাশে কোনও ট্রাফিক পুলিশ নেই।

জর্জটাউনে পৌঁছে গেছে মার্ক, নার্ভাস ভাবটা আবার পেয়ে বসল ওকে। সদর দরজার বেল টিপে দিল। পাঁজরের গায়ে দ্রিম দ্রিম ঢাকের শব্দ তুলছে হৃৎপিণ্ড। দরজা খুলে দিল এলিজাবেথ। বিধ্বস্ত, ক্লান্ত চেহারা। কিছু বলল না সে। ওর পেছন পেছন লিভিংরুমে চলে এল মার্ক।

'অ্যাক্সিডেন্টে তোমার লাগেনি তো?'

'না, ধন্যবাদ। তুমি কী করে জানলে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছি?' প্রশ্ন করল এলিজাবেথ।

দ্রুত ভেবে নিয়ে জবাব দিল মার্ক। 'হাসপাতালে ফোন করেছিলাম ওরা বলল তুমি অ্যাক্সিডেন্ট করেছ।'

'তুমি মিথ্যা কথা বলছ, মার্ক। আমি হাসপাতালে কিছু জানাইনি। বাবা ফোন করেছিলেন। তাই আমি তাড়াতাড়ি চলে আসি ওখান থেকে।'

এলিজাবেথের চোখে তাকাতে পারছে না মার্ক। সোফায় বসে কার্পেটে নিবদ্ধ করল দৃষ্টি। 'আ...আমি তোমার কাছে মিথ্যা কথা বলতে চাই না, এলিজাবেথ।'

'তুমি আমার বাবার পিছু নিয়েছ কেন?' চিৎকার দিল এলিজাবেথ। 'মে ফ্লাওয়ারে তোমাকে দেখার পর বাবার তোমাকে চেনা চেনা লাগছিল। তুমি বাবার কমিটি মিটিং-এ গিয়েছ, সিনেটে তাঁর ডিবেটেও তোমাকে দেখা গেছে।'

চুপ হয়ে রইল মার্ক।

'ঠিক আছে, আমাকে কোনও ব্যাখ্যা দিতে হবে না। আমি অন্ধ নই। আমি জানি তুমি কী করছ। তুমি গভীর রাত অবধি কাজ করছ তাই না, এজেন্ট অ্যান্ড্রুজ? তুমি একজন সিনেটরের মেয়ের সঙ্গে তোমার অ্যাসাইনমেন্টের স্বার্থে প্রেমের ভান করছ। এ হপ্তায় আর কজন মেয়েকে তুমি পটিয়েছ? বিনিময়ে কিছু কি পেয়েছ? এরপরে সিনেটরদের বউদের পটাও না কেন? তোমার নিষ্পাপ চেহারা দেখলে ওরা গলে যাবে। তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ, মিথ্যাবাদী শয়তান!'

গলা ধরে এসেছে এলিজাবেথের। মার্ক ওর দিকে তাকাতে পারছে না। তবে বুঝতে পারছে কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে এলিজাবেথের।

'মার্ক, প্লিজ, চলে যাও,' ধরা গলায় বলল ও। 'তোমার চেহারা আমি আর দেখতে চাই না।'

'আমি তোমার সঙ্গে ভালোবাসার ভান করিনি, লিজ,' বলল মার্ক.

'জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো, তোমার জীবনে অন্য কোনও নারীর স্থান নেই,' তেতো গলা এলিজাবেথের। 'অন্তত নতুন আরেকটি কেস-এ হাত দেয়া

পর্যন্ত। ওয়েল, দিস কেস ইজ ফিনিশড। যাও, অন্য কারও মেয়েকে খুঁজে বের করে তাকে মিথ্যা ভালোবাসার গল্প শোনাও গে।'

এলিজাবেথ রাগে-দুখে কাঁপছে। গালাগাল করছে বলে ওর ওপর রাগ হচ্ছে না মার্কের। ভীষণ ইচ্ছে করছে ওকে বুঝিয়ে বলতে যাতে ও শান্ত হয়। কিন্তু মার্ক নিজেই সন্দেহের কাঁটার আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, ও কী করে আশা করে এলিজাবেথ ওকে বিশ্বাস করবে।

'এলিজাবেথ, তুমি যা বলছ তা সত্যি নয়,' মার্ক জানে ও ওর প্রেমিকাকে হারাতে চলেছে।

'চমৎকার বলেছেন, মি. অ্যান্ড্রুজ। এটা সত্য নয় যে আপনি আমার বাবার পিছু লেগেছেন। এটা সত্য নয় যে একই সময় আপনি আমার সঙ্গে প্রেম করে বেড়াচ্ছেন। এটা সত্য নয় যে...

'এটা সত্য নয়। আমি তোমাকে ভালোবাসি,' বলল মার্ক। 'তবে এর প্রমাণ আমি তোমাকে দিতে পারব না।'

'তুমি শুরু থেকে আমাকে মিথ্যা বলে আসছ। তুমি আমার বাবার ক্ষতি করতে চাইছ আবার আশা করছ যে আমি বিশ্বাস করব তুমি আমাকে ভালোবাসো? যাও, অন্য কাউকে খুঁজে নাও গে।' চেয়ারে এলিয়ে পড়ল এলিজাবেথ। 'যাও, ঈশ্বরের দোহাই, তুমি চলে যাও।'

ওকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে মার্কের, ওকে জড়িয়ে ধরে সব কথা খুলে বলতে মন চাইছে, কিন্তু জানে ও কিছুই বলতে পারবে না। চব্বিশ ঘণ্টা পরে ও বলতে পারবে– ওকে কী বলবে?– ও কি আর শুনতে চাইবে? দরজায় পা বাড়াল মার্ক। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ওর চেহারাটা যে এলিজাবেথ লক্ষ করেনি তাতেই ও খুশি। লক্ষ করলে দেখত দু গাল বেয়ে জল গড়াচ্ছে মার্কের। কারণ মার্ক জানে এলিজাবেথকে সে চিরদিনের মত হারিয়েছে।

হতবুদ্ধির মত গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরল মার্ক। সাইমনকে চাবির গোছা দিয়ে এলিভেটরে উঠে পড়ল। জানে না ওকে কালো একটা বুইক অনুসরণ করছিল। বুইকটা মার্কের বিল্ডিং থেকে একশো গজ দূরে পার্ক করল। গাড়িতে বসা লোকদুটো দেখতে পাচ্ছে মার্কের অ্যাপার্টমেন্টে আলো জ্বলছে। মার্ক এলিজাবেথের নাম্বারে ফোন করতে যাচ্ছিল। সাত ডিজিটের ছয় ডিজিট পর্যন্ত ডায়াল করে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন করল মত। ক্রেডলে ফিরে গেল রিসিভার। নিভে গেল ঘরের বাতি।

বুইকে বসা দুজনের একজন একটি সিগারেট ধরাল বুক ভরে ধোঁয়া টানল তারপর তাকাল তার হাতঘড়ির দিকে।

সতেরো

বৃহস্পতিবার, ১০ মার্চ, ১৯৮৩ **সকাল ৫:০০**

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল ডিরেক্টরের। বিছানায় শুয়ে রইলেন তিনি, হতাশ। এই অসময়ে ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে চিন্তা করা ছাড়া আর কিছু করতেও পারবেন না। গত সাতদিনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আবার এক এক করে স্মরণ করলেন ডিরেক্টর। থেমে গেলেন গোটা অপারেশন ক্যান্সেল করবেন কী করবেন না সে জায়গায় এসে। অপারেশন বাতিল করা মানে সিনেটর এবং তার কুকর্মের সঙ্গীদেরকে ছেড়ে দেয়া। হয়তো তারা ইতিমধ্যে ব্যাপারটি টের পেয়ে গেছে। তাদের ক্ষত চেটে উপশম করার জন্য অদৃশ্য হয়ে গেছে। অপেক্ষা করছে আরেকটি সুযোগের জন্য। ডিরেক্টর যে সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন না কেন, সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে।

ঘেমে নেয়ে উঠে সকাল ৫:৩৫ মিনিটে ঘুম থেকে জেগে গেলেন সিনেটর। অবশ্য ঝড় আর বজ্রপাতের শব্দে এক মিনিটও ঠিকমত ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। ভীষণ নার্ভাস বোধ করছেন তিনি। এতটাই নার্ভাস লাগছিল, ভোর তিনটার দিকে একবার চেয়ারম্যানকে ফোন করে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি আর এত টেনশন নিতে পারছেন না। চেয়ারম্যানের কাছ থেকে পুনরায় আশ্বাসবাণী শুনতে চাইছিলেন সিনেটর যে ঘটনা ঠিকঠাক ঘটবে।

ইতিমধ্যে চারজন লোক মারা গেছে। কিন্তু সামান্য বুদ্বুদও ওঠেনি আর কেনেডি মারা গেলে ভয়ানক কেঁপে উঠবে গোটা দুনিয়া।

খোলা জানালা দিয়ে অনেকক্ষণ বাইরে তাকিয়ে রইলেন সিনেটর তারপর ঘুরে দাঁড়ালেন। বারবার ঘড়ি দেখছেন। নাশতা সারলেন সিনেটর . ভোরের কাগজ পড়লেন। গতরাতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হয়েছে। এমন ঝড়ের কবলে ওয়াশিংটন পড়েনি কোনদিন। বজ্রপাতে আগুন ধরে গেছে অনেক ভবনে। কেনেডি সম্পর্কে কাগজে তেমন কিছু লেখা নেই। ইস্‌, কালকের কাগজটা যদি আজ পড়া যেত! ভাবলেন তিনি।

ডিরেক্টরের কাছে প্রথম ফোনটি এল এলিয়টের। সে সিনেটর ডেক্সটার এবং ডানকান সম্পর্কে লেটেস্ট রিপোর্ট দিল। তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও খবর নেই। ডিরেক্টর ডিমের সাদা অংশ খেতে খেতে আপন মনে ঘোঁত ঘোঁত করে উঠলেন। ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় চোখ বুলাচ্ছে। গত রাতের ঝড়-জলের খবর ছেপেছে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ডিরেক্টর। গত রাতের প্রবল ঝড়ের চিহ্নমাত্র নেই। পরিষ্কার, শুকনো, রৌদ্রকরোজ্জ্বল একটি দিন। গুপ্তহত্যার জন্য একটি যথার্থ দিন, ভাবলেন ডিরেক্টর। প্রেসিডেন্ট সকাল দশটায় বেরুবেন হোয়াইট হাউজ থেকে। তাকে সিক্রেট সার্ভিস প্রধান এইচ. স্টুয়ার্ট নাইটের কাছে ব্রিফ করতে হবে। আর প্রেসিডেন্টকে যদি ঘটনা জানাতে চান তো কমপক্ষে দুঘণ্টা আগে বলতে হবে। নাহ্‌, জানাতে হলে তিনি শেষ মুহূর্তে জানাবেন এবং এর ব্যাখ্যা দেবেন পরে। বদমাশ সিনেটরকে হাতে-নাতে ধরার জন্য তিনি নিজের ক্যারিয়ারের ঝুঁকি নিতে রাজি। কিন্তু প্রেসিডেন্টের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা...

ছটার পরপর অফিসে চলে এলেন ডিরেক্টর। অ্যান্ড্রুজের হাজিরা দিতে আরও দুই ঘণ্টা বাকি। এর মধ্যে তিনি সমস্ত রিপোর্টে চোখ বুলিয়ে নেবেন। তাঁর অফিসের সিনিয়র কর্মকর্তারা গতরাতে কাজের চাপে ঘুমাবার খুব একটা অবকাশ পায়নি। তারা জানেও না কেন রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। তবে জানতে পারবে শীঘ্রি। ডিরেক্টরের ডেপুটি অ্যাসোসিয়েট, ডিরেক্টর ফর ইনভেস্টিগেশন, জেনারেল ইনভেস্টিগেশন বিভাগের সহকারী পরিচালক এবং ওই বিভাগের ক্রিমিনাল সেকশনের প্রধানরা তাঁকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে তিনি এগিয়ে যাবেন নাকি বাতিল করবেন অপারেশন।

ডিরেক্টরের ফোর্ড সেডান ঢুকে গেল তাঁর জন্য সংরক্ষিত বিশেষ পার্কিং প্লেসে। এলিয়ট এলিভেটরের সামনে ডিরেক্টরের জন্য অপেক্ষা করছিল . সে

সবসময় ওখানে যথাসময়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কখনও দেরি করে না। মানুষ নয় যেন যন্ত্র।

এলিয়টের কাছ থেকে তেমন কিছু তথ্য পাওয়া গেল না। জানা গেল রাতে এবং ভোরবেলায় ডেক্সটার এবং ডানকান উভয়ের কাছে ফোন এসেছে এবং তাঁরা ফোন করেছেন। তবে ফোনকলগুলো ছিল নির্দোষ। ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন ওই সময় সিনেটরদ্বয় কোথায় ছিলেন

'দুজনেই বাড়িতে বসে নাশতা খাচ্ছিলেন। ডেক্সটার কেনসিংটনে, ডানকান আলেকজান্দ্রিয়ায়। ছজন এজেন্ট আজ ভোর পাঁচটা পর্যন্ত ওঁদের ওপর নজর রেখেছে।'

'গুড। কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানাবে।'

'অবশ্যই, স্যার।'

এরপরে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বিশেষজ্ঞ এল। তাকে সারারাত জাগিয়ে রাখার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন ডিরেক্টর। যদিও লোকটার মুখ চোখে ডিরেক্টরের চেয়ে সজীব লাগছিল।

ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্টের নাম ডেনিয়েল সমারটন। সে পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, হালকা-পাতলা গড়ন। দাঁড়িয়েই রিপোর্ট পড়তে শুরু করল সমারটন। মানুষের আঙুলের ছাপ নিয়ে কাজ করা তাঁর কাছে প্যাশনের মত।

'আমরা সতেরোটি ভিন্ন আঙুল এবং তিনটি ভিন্ন বুড়ো আঙুলের ছাপ পেয়েছি, ডিরেক্টর,' খুশি খুশি গলায় বলল সমারটন। 'আরও দুটো প্রিন্ট আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারব। আগামী দুই, বড় জোর তিন ঘন্টার মধ্যে সবগুলো আঙুলের ছাপের বিস্তারিত বর্ণনা আপনাকে দিতে পারব।'

ঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর- প্রায় পোনে সাতটা বাজে।

'ঠিক আছে। ফলাফল যা-ই আসুক, আমাকে জলদি জানাও। আর সারারাত জেগে কাজ করার জন্য তোমার স্টাফদেরকে আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দিও।'

চলে গেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট। ডিরেক্টর একটি বোতাম টিপে মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে প্ল্যানিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন বিভাগের সহকারী পরিচালককে তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

দুই মিনিট পরে ডিরেক্টরের সামনে এসে দাঁড়াল ওয়াল্টার উইলিয়ামস।

সে পাঁচফুট এগার ইঞ্চি লম্বা, সরু মুখ, উঁচু কপাল। ব্যুরোতে তাকে ডাকা হয় 'ব্রেন' কিংবা ডব্লু ডব্লু নামে। সে ব্যুরোর থিংকট্যাংক বিভাগের

প্রধান। ডিরেক্টর প্রায়ই তার হাইপোথেটিকাল প্রশ্ন নিয়ে তার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হন এবং শেষে দেখা যায় ওয়াল্টারের যুক্তিই মেনে নিতে হচ্ছে। ওয়াল্টারের বুদ্ধি-বিবেচনার ওপরে যথেষ্ট ভরসা রাখেন ডিরেক্টর। তবে আজ তিনি কোনও ঝুঁকিতে যাবেন না।

'গুড মর্নিং, ডিরেক্টর।'

'গুড মর্নিং, ডব্লু ডব্লু। আমার ক্ষুদ্র সমস্যাটি নিয়ে কী চিন্তা করলে?'

'সবচেয়ে মজার কথা কী জানেন... যে কোনও দৃষ্টিকোন থেকেই পরিস্থিতি যাচাই করি না কেন, জবাবটা আসবে পানির মত সহজ।'

সারা সকালে এই প্রথম হাসির রেখা ফুটল ডিরেক্টরের মুখে।

'আশা করি, আপনাকে ভুল কিছু বলিনি, ডিরেক্টর।'

ডিরেক্টরের মুখের হাসি চওড়া হলো : ডব্লু ডব্লু কোনও ভুল করে না কিংবা ভুল বলে না। কথা বলার সময় তার ভুরু ওপরে-নিচে উঠতে-নামতে লাগল।

'আপনি আমাকে অনুমান করতে বলেছেন প্রেসিডেন্ট এক্স হান্ড্রেড আওয়ার্সে হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে ক্যাপিটলের উদ্দেশে রওনা হবেন। ওখানে পৌঁছুতে তাঁর ছয় মিনিট সময় লাগবে। আমি ধারণা করছি, তাঁর গাড়ি বুলেট-প্রুফ এবং সিক্রেট সার্ভিস তাঁকে ঘিরে রাখবে। এ পরিস্থিতিতে কি তাঁকে হত্যা করা সম্ভব? জবাব হলো সম্ভব তবে কাজটা করা খুব কঠিন, ডিরেক্টর। তবু হাইপোথেসিসের ভিত্তিতে যৌক্তিক যে উপসংহারে পৌঁছানো যায় তাতে অ্যাসাসিনেশন টীম প্রেসিডেন্টকে হত্যার জন্য তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে : ক. বিস্ফোরক, খ. ক্লোজ রেঞ্জের শটগান, গ. রাইফেল।

ডব্লু ডব্লু টেক্সট বই পড়ার মত বলে যেতে লাগল।

'রাস্তায় যে কোনও জায়গা থেকে নিক্ষেপ করা যেতে পারে বোমা। তবে প্রফেশনালরা এ কাজটি কখনও করবে না। কারণ তাদেরকে ফলাফল পাবার জন্য টাকা দেয়া হয়, চেষ্টা করার জন্য নয়। বোমা মেরে প্রেসিডেন্টকে হত্যা করার মত কোনও ঘটনা আজতক ঘটেনি। আমাদের চারজন প্রেসিডেন্ট কর্মস্থলে গুপ্তহত্যার শিকার হয়েছেন। বোমার আঘাতে শুধু নিরীহ জনতাই মারা যায়, মাঝে মাঝে হামলাকারী নিজেই। কাজেই, যেহেতু আপনি বলেছেন এতে জড়িত লোকগুলো প্রফেশনাল হতে পারে, সে জন্য ধরে নিচ্ছি এরা হ্যান্ডগান কিংবা রাইফেলের ওপর নির্ভর করবে তবে স্বল্প দূরত্বের কোনও বন্দুক ব্যবহারের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে

কারণ এ অস্ত্র ব্যবহারকারীকে প্রেসিডেন্টকে গুলি করতে হবে কাছে থেকে। অর্থাৎ নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে হচ্ছে তাকে। আর প্রেসিডেন্টের লিমুজিন ভেদ করার ক্ষমতা আছে একমাত্র এলিফ্যান্ট গান কিংবা অ্যান্টি ট্যাংক গানের আর অনুমতি ছাড়া এ দুটি অস্ত্র ওয়াশিংটন শহরের কেন্দ্রস্থলে আপনি নিয়ে আসতেই পারবেন না।'

ডিরেক্টর বুঝতে পারছেন না ডব্লু ডব্লু তাঁর সঙ্গে মশকরা করছে নাকি আরেকটা তথ্য তাঁকে দিল। ডব্লু ডব্লু'র ভুরু এখনও ওঠা-নামা করছে, এ মুহূর্তে উল্টো পাল্টা প্রশ্ন করে তাকে বাধা দেয়া ঠিক হবে না।

'প্রেসিডেন্ট যখন ক্যাপিটলের সিঁড়িতে এসে পৌঁছাবেন, জনতার ভিড় তাঁর কাছ থেকে এত দূরে থাকবে যে অতদূর থেকে হ্যান্ডগান দিয়ে হত্যা করা সম্ভব হবে না। শুধু দূরত্ব নয়, গুপ্তঘাতক ক্লোজ রেঞ্জে প্রেসিডেন্টকে গুলি করার পরে পালাবার পথও পাবে না। তাই ওই ঝুঁকিতে সে যাবে না। কাজেই আমরা অনুমান করতে পারি রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার জন্য সবচেয়ে সফল উপায়টি বেছে নেবে গুপ্তঘাতক– অনেক দূর থেকে গুলি করার জন্য টেলিস্কোপিক রাইফেল। সেক্ষেত্রে গুপ্তঘাতককে স্বয়ং ক্যাপিটলে হাজির হতে হবে। সে হোয়াইট হাউজের ভেতরে কী ঘটছে দেখতে পাচ্ছে না, কারণ জানালার কাচগুলো চার ইঞ্চি পুরু। তাকে অপেক্ষা করতে হবে কখন প্রেসিডেন্ট লিমুজিন থেকে নেমে ক্যাপিটলের সিঁড়িতে পা রাখেন। আজ সকালে আমরা হিসেব কষে দেখেছি ক্যাপিটলের সিঁড়ি মাড়াতে প্রায় পঞ্চাশ সেকেন্ড সময় লাগে। গুপ্ত হামলা করা যায়, এরকম জায়গা ক্যাপিটলে নেই বললেই চলে, তবু আমরা এলাকাটি ভালোভাবে ঘুরে দেখেছি এবং কোন্ কোন্ পয়েন্ট থেকে হামলা করা যেতে পারে তার একটা তালিকা আমার রিপোর্টে আপনি দেখতে পাবেন। তাছাড়া ষড়যন্ত্রকারীরা ভাবছে তাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না এবং তারা জানে আমরা প্রতিটি সম্ভাব্য শ্যূটিং সাইটে কাভার দেব। ওয়াশিংটনের কেন্দ্রস্থলে গুপ্তহত্যার প্রচেষ্টা প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার তবু দুঃসাহসী এবং দক্ষ কোনও লোক অথবা দলের পক্ষে এটা করা সম্ভব।'

'ধন্যবাদ, ডব্লু ডব্লু, তুমি ঠিকই বলেছ।'

'আ প্লেজার, স্যার। তবে আশা করি আমার অনুমান স্রেফ অনুমানই হয়ে থাকবে।'

'আমিও তাই আশা করি ডব্লু ডব্লু।'

স্কুলের পড়া পেরেছে, এরকম ছাত্রের মত সন্তুষ্টির হাসি ফুটল ডব্লু. ডব্লুর মুখে সে ফিরে গেল নিজের ঘরে অন্যান্য সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে। ডিরেক্টর একটু বিরতি দিয়ে তাঁর অপর অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে আসতে বললেন।

দরজায় নক করে ঘরে ঢুকল ম্যাথিউ রজার্স।

'ওয়েল, ম্যাট?' ডিরেক্টর ওকে চামড়ার চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করলেন।

'আমি গতরাতে অ্যান্ড্রুজের লেটেস্ট রিপোর্টটি পড়েছি, ডিরেক্টর। এখন সিক্রেট সার্ভিসকে আমাদের জানানো উচিত।'

'ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানিয়ে দেব,' বললেন ডিরেক্টর। 'ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি তোমার লোকদের কীভাবে ডেপ্লয় করবে চিন্তা করেছ?'

'ব্যাপারটা নির্ভর করবে ম্যাক্সিমাম রিস্কের ওপর, স্যার।'

'ঠিক আছে, ম্যাট, ধরো ম্যাক্সিমাম রিস্ক হলো ক্যাপিটলের সিঁড়ি, সকাল দশটা ছয় মিনিটে। তারপর?'

'আমি চারদিক থেকে পোনে এক মাইল এলাকা ঘিরে ফেলব। বন্ধ করে দেব মেট্রো, বন্ধ হয়ে যাবে সকল পাবলিক এবং প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট চলাচল, যাদেরকে অতীতে বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছে, এদের সবাইকে জেরা করা হবে। পেরিমিটার সিকিউরিটির সহায়তা পাব MPD থেকে। ওই এলাকায় যতটা সম্ভব খোলা চোখ-কান চাই আমার। ক্লোজ স্ক্যানিংয়ের জন্য অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেস থেকে দুই থেকে চারটে হেলিকপ্টার পাব আমি। প্রেসিডেন্টকে খুব কাছে থেকে নিরাপত্তা দেয়ার জন্য আমি ফুল সিক্রেট সার্ভিস প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবহার করব।'

'ভেরী গুড, ম্যাট। এ অপারেশনের জন্য কত লোক চাই তোমার? আমি যদি এ মুহূর্তে ইমার্জেন্সি প্রসিডিউর ঘোষণা করি তাহলে তোমার লোকদের রেডি হতে কত সময় লাগবে?'

ঘড়ি দেখল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর– সাতটা বেজে কয়েক মিনিট। একটু ভেবে জবাব দিল, 'আমার তিনশো স্পেশাল এজেন্টের প্রয়োজন হবে তাদেরকে ব্রিফ করে ফুল অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করাতে দুঘণ্টা সময় লাগবে।'

'ঠিক আছে, গো অ্যাহেড,' আমুদে গলায় বললেন ডিরেক্টর।

'ওরা রেডি হওয়া মাত্র আমাকে জানাবে তবে ফাইনাল ব্রিফিং করবে শেষ মুহূর্তে। আর ম্যাট, দশটা পাঁচের আগে আমি আকাশে কোনও

হেলিকপ্টার দেখতে চাই না। কোথাও যেন কোনও ছিদ্র তৈরি না হয়, আশা করি এভাবে আমরা গুপ্তঘাতককে পাকড়াও করতে পারব।'

'আপনি প্রেসিডেন্টের যাত্রাটা বাতিল করে দিচ্ছেন না কেন, স্যার? আমরা সঙ্কটে পড়েছি, আর সমস্ত দায়ভার তো আপনার নয়।'

'এখন যদি পিছিয়ে আসি, কাল থেকে পুরোটা আবার নতুন করে শুরু করতে হবে,' বললেন ডিরেক্টর। 'এরকম সুযোগ আর হয়তো না-ও পেতে পারি।'

'জ্বী, স্যার।'

'আমাকে ডুবিয়ো না কারণ গ্রাউন্ড অপারেশনের পুরোটাই তোমার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি আমি।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

চলে গেল রজার্স। ডিরেক্টর জানেন রজার্স তার কাজটা আমেরিকার যে কোনও প্রফেশনাল ল-এনফোর্সমেন্ট অফিসারের মত করে দেবে।

'মিসেস ম্যাক গ্রেগর?'

'জ্বী, স্যার?'

'হোয়াইট হাউজে সিক্রেট সার্ভিস প্রধানকে ধরুন।'

'জ্বী, স্যার।'

হাতঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর : ৭:১০। অ্যান্ড্রুজের আসার কথা সোয়া আটটায়। বেজে উঠল ফোন।

'মি. নাইট লাইনে আছেন, স্যার।'

'স্টুয়ার্ট, আমার প্রাইভেট লাইনে ফোন করতে পারবে? তবে সাবধান, কেউ যেন আমাদের কথা শুনতে না পায়।'

হল্টকে খুব ভালো চেনেন এইচ. স্টুয়ার্ট নাইট। এফবিআই ডিরেক্টর কী বলতে চেয়েছেন বুঝতে পারলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর স্ক্রাম্বলারে ফোন করলেন।

'স্টুয়ার্ট, তোমার সঙ্গে আমি এখুনি একবার দেখা করতে চাই। সেই আগের জায়গায়। ত্রিশ মিনিটের বেশি সময় নেব না। টপ প্রায়োরিটি।'

হল্ট এ ধরনের অনুরোধ বছরে বড় জোর দুই/তিনবার করেন। আর এ অনুরোধ রক্ষার জন্য যত জরুরি কাজই থাকুক, বাতিল করে দিতে দ্বিধা করেন না সিক্রেট সার্ভিস চিফ। প্রেসিডেন্ট এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের পরেই সর্বাধিক প্রায়োরিটি পেয়ে থাকেন হল্ট।

এফবিআই পরিচালক এবং সিক্রেট সার্ভিস প্রধান দশ মিনিট পরে ইউনিয়ন স্টেশনের সামনে মিলিত হলেন। স্টেশনের সামনে সার সার ক্যাব দাঁড়ানো। ওরা সারির সপ্তম ট্যাক্সিটি বেছে নিলেন। কেউ কারও সঙ্গে বাক্য বিনিময় করলেন না, তাঁদের আচরণেও ফুটল না যে তাঁরা একে অপরকে চেনেন। ট্যাক্সির পেছনের আসনে উঠে পড়লেন দুজনে। সাত নাম্বার হলুদ ক্যাবটির চালক এলিয়ট। সে ক্যাপিটলের উদ্দেশে গাড়ি ছোটাল। কথা বলে গেলেন ডিরেক্টর, মনোযোগী শ্রোতার ভূমিকা পালন করলেন সিক্রেট সার্ভিস চিফ।

সকাল সোয়া সাতটায় অ্যালার্মের শব্দ জাগিয়ে তুলল মার্ককে সে গোসল এবং শেভ সেরে নিল। সিনেটে রেখে আসা প্রতিলিপিগুলোর কথা ভাবছে। নিজেকে সান্ত্বনা দিল এ ভেবে যে ওগুলো পড়ে ডেক্সটার কিংবা ডানকান সম্পর্কে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যাবে না। সে মনে মনে ধন্যবাদ দিল সিনেটর স্টিভেনসনকে। এ মানুষটির জন্যই সে সিনেটর থর্নটন এবং বার্ডকে দ্রুত তালিকা থেকে বাদ দিতে পেরেছে। কিন্তু ডেক্সটারকে কি সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া যায় না? ডিরেক্টর ঠিকই বলেছেন– সন্দেহের আঙুল ডেক্সটারের দিকেই ওঠে। তবু...মার্ক ঘড়ি দেখল। ও একটু তাড়াতাড়িই উঠে পড়েছে ঘুম থেকে। পা চুলকাল মার্ক। রাতের বেলা পোকা-মাকড় কামড়েছে বোধহয়। মনে করার চেষ্টা করল কোনও কিছু ও মিস করে যাচ্ছে কিনা।

সকাল ৭:২০ মিনিটে বিছানা ছাড়ল চেয়ারম্যান। ধরাল দিনের প্রথম সিগারেট। ঠিক কখন ঘুম ভেঙেছে মনে পড়ছে না। ৬-১০-এ সে টনিকে ফোন করেছিল, টনি রেডি হয়ে তার ফোনের জন্যই অপেক্ষা করছিল। চেয়ারম্যানের গাড়িটি জরুরি প্রয়োজন না হলে দুজনের সাক্ষাতের অবকাশও নেই ওরা আবার সাড়ে নটার সময় কথা বলবে চেক করতে যে সবকিছু ঠিক আছে।

ফোন সেরে চেয়ারম্যান রুম সার্ভিসকে নাশতা দিয়ে যেতে বলেছিল পেট পুরে ব্রেকফাস্ট সেরেছে সে। আজ সকালে যে কাজ সে করতে যাচ্ছে, খালি পেটে থাকা যাবে না। সাতটায় তাকে ফোন করার কথা ছিল ম্যাটসনের। সে হয়তো এখনও ঘুমাচ্ছে। কাল যা খাটনি গেছে ম্যাটসনের ওপর দিয়ে, ওর খানিকটা বিশ্রাম পাওনা হয়েছে। মৃদু হাসল চেয়ারম্যান।

বাথরুমে গেল সে, ছেড়ে দিল শাওয়ার। বরফ শীতল জল পড়তে লাগল শালার ফালতু হোটেল। এক রাতের ভাড়া ষাট ডলার অথচ গরম জলের ব্যবস্থা নেই। ঠাণ্ডা শাওয়ার নিতে নিতে সে ভাবতে লাগল আগামী পাঁচ ঘণ্টায় কী কী কাজ আছে তার। কেনেডি আজ মারা যাচ্ছেন, সুইজারল্যান্ডের জুরিখের ইউনিয়ন ব্যাংকে AZL376921B অ্যাকাউন্ট নাম্বারে জমা পড়বে পাঁচ লাখ ডলার। অস্ত্র ব্যবসায় জড়িত তার কৃষ্ণ বন্ধুরা তাকে এ ক্ষুদ্র উপহারটি দিচ্ছে। আংকেল স্যাম এ টাকা থেকে একটি পয়সাও আয়কর পাবে না।

ঝনঝন শব্দে বাজল ফোন। ধুরো! মেঝেতে জলের স্রোত ঝরিয়ে চেয়ারম্যান ফোন ধরতে ছুটে গেল। ধড়ফড় করছে বুক। ম্যাটসন।

ম্যাটসন এবং চেয়ারম্যান গত রাত আড়াইটার দিকে মার্কের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে জরুরি একটি কাজ সেরে এসেছে। ম্যাটসন আধঘণ্টা বেশি ঘুমিয়েছে। হারামজাদা হোটেল ওকে ঠিক সময় জাগিয়েও দেয়নি। আজকাল আসলে কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। জেগে উঠেই চেয়ারম্যানকে ফোন করে রিপোর্ট দিল ম্যাটসন। জ্যান ক্রেনের মাথায় চড়ে নিশ্চিন্তে বোধহয় এখনও ঘুমাচ্ছে।

চেয়ারম্যানের গা বেয়ে এখনও টপটপ জল ঝরছে। খবরটা তাকে খুশি করে তুলল। ফোন রেখে বাথরুমে ফিরে এল সে। শালার জল এখনও ঠাণ্ডা।

ম্যাটসন হস্তমৈথুন করল। যখন সে নার্ভাস থাকে এবং কাউকে খুন করার প্রয়োজন হয় তখন সে এ কাজটা করে।

৭:৩৫-এর আগে ঘুম ভাঙল না এডোয়ার্ড কেনেডির। বিছানায় গড়ান দিলেন তিনি। এইমাত্র দেখা স্বপ্নটি মনে করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মনে পড়ছে না কিছুই। তিনি অন্য কথা ভাবতে লাগলেন। সিনেটের বিশেষ সেশনের সামনে, ক্যাপিটলে আজ তিনি গান-কন্ট্রোল বিল উত্থাপন করবেন, তারপর এ বিলের পক্ষ-বিপক্ষ সকলের সঙ্গে লাঞ্চ করবেন। বিল যেদিন কমিটিতে অনুমোদন পেল, তিনি অবশ্য অনুমোদনের ব্যাপারে নিশ্চিতও ছিলেন, তখন থেকে নিজের কৌশলের ওপর কেন্দ্রীভূত করেছেন মনোযোগ ফ্লোর যুদ্ধের আজকের চূড়ান্ত দিনটির জন্য। তাঁর দিকে পেছন ফেরা স্ত্রী জোনকে লক্ষ করে মুচকি হাসলেন প্রেসিডেন্ট। কদিন ধরে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মাঝে কাটছে দিন, ক্যাম্প ডেভিডে ছুটিতে কাটাতে যাবার জন্য

আনচান করছে মন। ওখানে পরিবারকে আরও বেশি সময় দিতে পারবেন তিনি। নিজেকে তাড়া দিলেন কেনেডি। আমেরিকার অর্ধেক মানুষ ঘুম থেকে উঠে পড়েছে আর তিনি কিনা এখনও পড়ে আছেন বিছানায়... অবশ্য এ অর্ধেক আমেরিকানকে তো আর আগের রাতে ৫০০ পাউন্ড ওজনের টোঙ্গার রাজার সঙ্গে সময় কাটাতে হয়নি। তিনি রাত ভোর না হওয়া পর্যন্ত তো হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করতেই চাইছিলেন না। যদিও টোঙ্গা নামের এ দেশটিকে মানচিত্রের কোনাকাঞ্চিতেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দিহান মার্কিন রাষ্ট্রপতি। দেশটা বোধহয় প্রশান্ত মহাসাগরের কোথাও, তবে সাগরটি তো বিশাল। তিনি সেক্রেটারি অব স্টেট এবি চেসকে টোঙ্গার রাজার কাছে গছিয়ে দিয়ে যখন বিছানায় এসেছেন তখন বাজে রাত আড়াইটা.

টোঙ্গার রাজার কথা মস্তিস্ক থেকে দূর করে দিলেন প্রেসিডেন্ট, পা রাখলেন মেঝেতে। বা বলা যায় প্রেসিডেন্সিয়াল সীলের ওপর। শুধু টয়লেট পেপার ছাড়া আর সবকিছুর ওপরে এ সীলটা আছে।

প্রেসিডেন্ট জানেন তিনি যখন নাশতা খেতে ডাইনিংরুমে হাজির হবেন, ওখানে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে *দ্য নিউইয়র্ক টাইমস*-ও *দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট*-এর তৃতীয় সংস্করণ এবং *লস এঞ্জেলস টাইমস* ও *বোস্টন গ্লোব*-এর প্রথম সংস্করণ, যেসব খবরে তাঁর নাম থাকবে, ওগুলোতে থাকবে লাল দাগ, সঙ্গে গতকালকের খবর। প্রেসিডেন্ট অবাক হয়ে ভাবলেন তিনি পোশাকও পরেননি, অথচ তার আগেই ওরা সব কাজ কী করে সম্পন্ন করে রাখে! বাথরুমে ঢুকলেন তিনি, ছেড়ে দিলেন শাওয়ার। পানির তাপমাত্রা সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। তিনি ভাবতে লাগলেন সিনেটের দোদুল্যচিত্তদেরকে গান-কন্ট্রোল বিলের ব্যাপারে নিজের পক্ষে টেনে আনার জন্য কী বলবেন। এটাকে তিনি আইনে রূপান্তর ঘটাবেনই। পিঠে সাবান ঘষতে গিয়ে তাঁর চিন্তা বাধাগ্রস্ত হলো। প্রেসিডেন্টদেরকে এখনও এ কাজটা নিজে নিজেই করতে হয়, ভাবলেন তিনি।

আর আধঘণ্টা পরে ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে মার্ক। মেইল চেক করল– আমেরিকান এক্সপ্রেস থেকে শুধু একটি খাম এসেছে। ও ওটা না খুলেই রান্নাঘরের টেবিলের ওপর রেখে দিল।

একশো গজ দূরে ফোর্ড সেডানে বসে হাই তুলছিল ও'ম্যালে ও স্বস্তি নিয়ে রিপোর্ট করবে যে মার্ক বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়েছে এবং কৃষ্ণাঙ্গ গ্যারেজ

অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে শুধু অল্প দু একটা কথা বলেছে। ও'ম্যালে কিংবা থম্পসন কেউই কাউকে বলতে যাবে না যে গতকাল সন্ধ্যায় কয়েক ঘণ্টার জন্য তারা মার্ককে হারিয়ে ফেলেছিল।

মার্ক বিল্ডিং-এর কিনারে অদৃশ্য হয়ে গেল। ও'ম্যালে দুশ্চিন্তাবোধ করল না। সে ঘণ্টাখানেক আগে দেখে এসেছে মার্কের মার্সিডিজ গাড়িটি কোথায় আছে। আর এ ভবন থেকে বেরুবার রাস্তা একটিই।

মার্ক বিল্ডিং-এর কিনারে পৌঁছেছে দেখল একটি লাল ফিয়াট এগিয়ে আসছে ওর দিকে। এলিজাবেথের গাড়ির মত দেখতে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মার্ক। আরি, এলিজাবেথই তো! স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে গাড়ির দরজা খুলল মার্ক, বসল ওর পাশে। কয়েক মুহূর্ত দুজনেই নিশ্চুপ। তারপর মুখ খোলার সময় কথা বলে উঠল একযোগে, হাসল লাজুক ভঙ্গিতে। আবার কথা বলার চেষ্টা করল এলিজাবেথ এবারে চুপ করে রইল মার্ক।

'গতকালকের বাজে ব্যবহারের জন্য আমি ক্ষমা চাইতে এসেছি। তোমাকে একটা সুযোগ দেয়া উচিত ছিল আমার। তুমি আরেকজন সিনেটরের মেয়ের সঙ্গে ঘুমাবে এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না,' জোর করে মুখে হাসি ফোটানোর চেষ্টা করল এলিজাবেথ।

'ক্ষমা আসলে আমারই চাওয়া উচিত, লিজ। আমার ওপর আর খানিকক্ষণ আস্থা রাখো। আজ যা-ই ঘটুক না কেন, সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে তুমি দেখা কোরো। আমি তোমাকে সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তার আগে কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। কথা দাও, আজ যা-ই ঘটুক, আমার সঙ্গে রাতে দেখা করবে। তারপর যদি তুমি আমার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে না চাও, কথা দিচ্ছি, তোমার জীবন থেকে চিরতরে সরে যাব আমি '

মাথা দোলাল এলিজাবেথ। 'তবে গতবারের মত অমন করে চলে যাবে না কিন্তু।'

মার্ক ওকে জড়িয়ে ধরে চট করে চুমু খেল। 'না, অমন কাণ্ড আর করব না। আমি আরেকটা সুযোগ পাবার জন্য মুখিয়ে আছি।'

দুজনেই হেসে উঠল। গাড়ি থেকে নামতে যাচ্ছে মার্ক, বাধা দিল এলিজাবেথ। 'তোমাকে আমি অফিসে পৌঁছে দিই, মার্ক? হাসপাতালে যাবার পথেই তো তোমার অফিস। সন্ধ্যায় দুজনে আলাদা গাড়িতে যাবার কী দরকার?'

একটু ইতস্তত করে মার্ক বলল, 'তা অবশ্য মন্দ বলোনি।'

ওরা মোড় ঘুরছে, সাইমন ওদের দেখে হাত নাড়ল। মার্ক ওর হাতে মার্সিডিজের চাবি দিল। সাইমন এলিজাবেথের দিকে এক পলক চোখ বুলিয়ে দাঁত বের করে হাসল।

'আমার বোনকে তাহলে আর আপনার দরকার হচ্ছে না।'

এলিজাবেথ গাড়ি নিয়ে সিক্সথ স্ট্রিটে চলে এল। একশো গজ দূরে, গাড়িতে বসে চুয়িংগাম চিবুচ্ছিল ও'ম্যালে।

'আজ রাতে কোথায় ডিনার করছি আমরা?' জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

'সেই ফরাসী রেস্তোরাঁয়,' জবাব দিল মার্ক।

জি স্ট্রিটের মোড়ে ট্রাফিক জ্যামে আটকা পড়ল ওরা। মার্কের পা আবার চুলকাতে শুরু করেছে। কী যন্ত্রণা!

এখনও ক্যাপিটল চক্কর দিচ্ছে ক্যাব, এইচ. স্টুয়ার্ট নাইটকে হল্টের ব্রিফিং প্রায় শেষ পর্যায়ে।

'প্রেসিডেন্ট যখন ক্যাপিটলে গাড়ি থেকে নামবেন, ওই সময় তাঁর ওপর হামলার চেষ্টা করা হবে বলে ধারণা করছি। তুমি বিল্ডিং-এ প্রেসিডেন্টকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো, আমরা ক্যাপিটল সামাল দিচ্ছি। সবগুলো ভবনের ছাদে পাহারা দেখে আমার লোকজন, থাকবে প্রেসিডেন্টের খুব কাছাকাছি জায়গাগুলোতে যেখান থেকে গুলি আসার সম্ভাবনা রয়েছে।'

'প্রেসিডেন্ট যদি সিঁড়ি বাইবার জন্য গোঁ না ধরেন তাহলে কাজটা আমাদের জন্য সহজ হবে,' বললেন সিক্রেট সার্ভিস চিফ। 'আচ্ছা, হল্ট, এ কথাগুলো তুমি আমাকে আগে জানাওনি কেন?'

'কারণ ছিল, স্টুয়ার্ট। এখনও তোমাকে বিস্তারিত সবকিছু বলতে পারছি না। তবে ভয় নেই, এতে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা এক বিন্দু বিঘ্নিত হবে না।'

'আশা করি তুমি ঠিক জানো, শেষ মুহূর্তে আমার লোকজনের তোমার সাহায্যের দরকার হবে না?'

'না, দরকার হবে না। কারণ জানি প্রেসিডেন্টের ওপর তোমার তীক্ষ্ণ নজর থাকবে হারামজাদাগুলোকে আমি হাতে-নাতে ধরতে চাই তাই ওদের মনে কোনও সন্দেহের উদ্রেক করা যাবে না। খুনীকে অস্ত্রসহ অকুস্থলে পাকড়াও করতে চাই আমি।'

'শ্যাল আই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন নাইট।

'নো। প্রেসিডেন্টকে কিছু বলতে হবে না। শুধু বলবে তুমি নিরাপত্তার নতুন একটি মাত্রা প্রাকটিস করছ। এরকমটি মাঝে মাঝে ঘটবে '

'তাঁকে নিয়ে এত বেশি এরকম প্রাকটিস করা হয় যে তিনি কোনরকম সন্দেহ করবেন না,' বললেন নাইট।

'টাইমটেবিল এবং রুটের কোনও হেরফের কোরো না। আমি কোনও ছিদ্র চাই না। প্রেসিডেন্টের লাঞ্চ শেষে তোমার সঙ্গে দেখা করব ভালো কথা, প্রেসিডেন্টের জন্য আজ কী কোড নেম ব্যবহার করছ?'

'জুলিয়াস।'

'গুড গড, আই ডোন্ট বিলিভ ইট!'

ডিরেক্টর এলিয়টের কাঁধে টোকা দিলেন। ক্যাব ঢুকে গেল ট্যাক্সির সারিতে, দাঁড়াল আগের জায়গায়। ওঁরা দুজন নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। চললেন বিপরীত দিকে। নাইট গেলেন মেট্রোতে, হোয়াইট হাউজে ফিরবেন। ডিরেক্টর অফিসে। দুজনের কেউই পেছন ফিরে তাকারেন না।

ডিরেক্টর যখন অফিসে এলেন তখন বাজে সকাল আটটা। অ্যান্ড্রুজ আসবে আরও পনের মিনিট পরে। মিসেস ম্যাকগ্রেগর দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। উত্তেজিত

'চ্যানেল ফোর, স্যার, আপনাকে চাইছে। বলছে জরুরি।'

'লাইন দাও,' বলে অফিসে ঢুকে পড়লেন ডিরেক্টর। এক্সটেনশন ফোন তুললেন।

'পেট্রল কার থেকে স্পেশাল এজেন্ট ও'ম্যালে বলছি, স্যার।'

'বলো, ও'ম্যালে?'

'অ্যান্ড্রুজ মারা গেছে, স্যার। তার সঙ্গে গাড়িতে আরও একজন ছিল।'

মুখের রা হারিয়ে ফেললেন ডিরেক্টর।

'আপনি লাইনে আছেন, ডিরেক্টর?' বলল ও'ম্যালে। 'আই রিপিট, আর ইউ দেয়ার ডিরেক্টর?'

অবশেষে কথা বললেন ডিরেক্টর। 'এখুনি চলে আসো।' ফোন নামিয়ে রাখলেন তিনি। প্রকাণ্ড হাতজোড়া দিয়ে চেপে ধরলেন মেরী অ্যান ডেস্ক আঙুলগুলো বাঁকা হয়ে ধীরে ধীরে ঢুকে গেল হাতের তালুতে, শক্ত মুঠোর আকার ধারণ করল, নখ বসে গেল চামড়ায়। ডেস্কের ওপর ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে রক্ত, গাঢ় দাগ ফেলছে লেদারে। এভাবে একঠায় বসে রইলেন তিনি কয়েক মিনিট। তারপর মিসেস ম্যাক গ্রেগরকে বললেন

হোয়াইট হাউজে, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করিয়ে দিতে। গোটা ব্যাপারটা ক্যান্সেল করে দেবেন তিনি, তিনি আসলে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন, চুপচাপ বসে রইলেন ডিরেক্টর। অপেক্ষা করছেন। বাস্টার্ডগুলো তাকে ঘোল খাইয়েছে। ওরা সব জানে।

দশ মিনিটের মাথায় অফিসে পৌঁছে গেল ও'ম্যালে। সোজা ঢুকে পড়ল ডিরেক্টরের কক্ষে।

মাই গড, কয়েক মিনিটে মানুষটার বয়স বেড়ে গেছে ত্রিশ বছর! ভাবল ও'ম্যালে।

কটমট করে ওর দিকে তাকালেন ডিরেক্টর। শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কীভাবে ঘটল ঘটনা?'

'বোমা বিস্ফোরণে মারা গেছে ও। ওর সঙ্গে আরও একজন ছিল।

'কেন? কীভাবে?'

'ইগনিশনের সঙ্গে সেট করা ছিল বোমা। আমার চোখের সামনে বিস্ফোরিত হয়েছে গাড়ি। সে ভয়ানক হুলস্থূল কাণ্ড।'

'তোমার হুলস্থূল কাণ্ডের আমি নিকুচি করি।' আস্তে আস্তে গলা চড়ছে ডিরেক্টরের। এমন সময় খুলে গেল দরজা।

ঘরে ঢুকল মার্ক অ্যান্ড্রুজ। 'গুড মর্নিং, স্যার। আশা করি বিরক্ত করিনি– আপনি আমাকে সোয়া আটটায় আসতে বলেছিরেন।'

ওঁরা দুজনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন মার্কের দিকে।

'তুমি তো মারা গেছ।'

'কী বললেন, স্যার?'

'কে আপনার গাড়ি চালাচ্ছিল?' প্রশ্ন করল স্পেশাল এজেন্ট ও'ম্যালে।

মার্ক বোকার মত তাকিয়ে থাকল ও'ম্যালের দিকে।

'আমার মার্সিডিজ!' সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত বলে উঠল ও। 'মানে?'

'আপনার মার্সিডিজ একটু আগে বোমার আঘাতে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। আমি নিজের চোখে সে দৃশ্য দেখেছি। রাস্তায় কালো মানুষের একটা হাত ছিটকে পড়ে ছিল।'

দেয়াল ধরে দাঁড়াল মার্ক, নইলে হাঁটু ভেঙে পড়ে যেত।

'কুত্তার বাচ্চারা সাইমনকে মেরে ফেলেছে, 'রাগে-দুঃখে কেঁদে ফেলল ও। 'ওদের প্রত্যেকটার আমি ছাল ছাড়াব।'

'তুমি তখন কোথায় ছিলে?' জানতে চাইলেন ডিরেক্টর।

'আমাকে এলিজাবেথ ডেক্সটার ওর গাড়িতে অফিসে পৌঁছে দিয়েছে ও আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।' বলল মার্ক।

'বসো, অ্যান্ড্রুজ। তুমিও বসো, ও'ম্যালে।'

ফোন বাজল। 'প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ, স্যার। প্রেসিডেন্ট দুমিনিট পরে লাইনে আসছেন।'

'ক্যান্সেল ইট। ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে মি. মার্টিনকে বলুন জরুরি কোনও বিষয় নয়। গান-কন্ট্রোল বিলের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টকে শুভেচ্ছা জানাতে কথা বলতে চেয়েছিলাম।'

'আচ্ছা, স্যার।'

'তাহলে ওদের চোখে তুমি এখন মৃত, অ্যান্ড্রুজ। ওরা ওদের হাতের শেষ তাসখানা খেলে ফেলেছে। এখন আমরা খেলব। তুমি আরও কিছুক্ষণের জন্য মৃত মানুষ হয়েই থাকো।'

বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করল মার্ক এবং ও'ম্যালে।

'ও'ম্যালে, তুমি তোমার গাড়িতে ফিরে যাও। তোমার সঙ্গীকে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। অ্যান্ড্রুজকে তুমি জীবিত দেখনি, বুঝতে পেরেছ আমার কথা?'

'জ্বী, স্যার।'

'তাহলে তুমি এখন যেতে পার।'

'মিসেস ম্যাক গ্রেগর, আমাকে এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্সে লাইন দিন।'

'জ্বী, স্যার।'

ডিরেক্টর মার্কের দিকে তাকালেন, 'তোমার জন্য আমার ভীষণ মন খারাপ হচ্ছিল।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

'ধন্যবাদ দিয়ো না। আমি আবার তোমাকে হত্যা করতে যাচ্ছি।'

দরজায় নক্ হলো, ঘরে ঢুকল বিল গান। সে পাবলিক রিলেশন্স কর্মকর্তা, ভবনের সবচেয়ে পরিপাটি ভাবে সেজেগুজে থাকা মানুষ। মুখে তার সবসময় হাসি লেগে থাকে। তবে এ মুহূর্তে থমথমে চেহারা

'আমাদের একজন তরুণ এজেন্ট মারা গেছে শুনেছেন, স্যার?'

'হ্যাঁ, বিল। এখুনি একটা বিবৃতি লিখে ফেল। লিখবে আজ সকালে একজন স্পেশাল এজেন্ট মারা গেছে তবে তার নাম জানা যায়নি। বলবে এ ব্যাপারে সকাল এগারোটায় প্রেসকে ব্রিফ করা হবে।'

'ওরা তার আগেই আমাকে তাড়া করবে, স্যার।'

'তাড়া করুক,' তীক্ষ্ণ গলা ডিরেক্টরের।

'জ্বী, স্যার।'

'এগারোটার সময় আরেকটি বিবৃতিতে বলবে যে এজেন্টটি বেঁচে আছে...'

বিস্ময় ফুটল বিল গানের চেহারায়।

'...এবং একটি ভুল হয়ে গেছে, যে লোকটি মারা গেছে সে একজন গ্যারেজ মেকানিক এবং তার সঙ্গে এফবিআই'র কোনরকম সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু স্যার, আমাদের এজেন্ট?'

'যে এজেন্টটি মারা গেছে বলে শুনেছ তার সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ তুমি নিশ্চয় হারাতে চাইবে না, বিল। এ হলো সেই স্পেশাল এজেন্ট অ্যান্ড্রুজ। এখন আর কোনও কথা নয়, বিল। এ লোকটি আগামী তিন ঘণ্টা মরা মানুষ হয়ে থাকবে আর এ ব্যাপারটা যদি কোনভাবে ফাঁস হয়ে যায়, তোমাকে নতুন চাকরি খুঁজতে হবে।'

ভয় পেয়ে গেল বিল গান। 'জ্বী, স্যার।'

'প্রেস বিজ্ঞপ্তি লেখার পরে ফোনে আমাকে শোনাবে।'

'জ্বী স্যার।'

চলে গেল বিমূঢ় বিল গান। সে সহজ-সরল মানুষ। আর ডিরেক্টরকে বিশ্বাস করে খুব।

ডিরেক্টর খুব ভালো করেই জানেন কত মানুষ তাঁকে বিশ্বাস করে, তাঁর ওপর আস্থা রাখে, নির্ভর করে তাঁর ওপর। মার্কের দিকে তাকালেন তিনি। ওর বদলে সাইমনের মৃত্যু হয়েছে– এ ধাক্কাটা এখনও সামলে উঠতে পারেনি।

'আমাদের হাতে আর দুঘণ্টা সময় আছে, ইয়াংম্যান। শোক করার পরে সময় পাবে।'

'জ্বী, স্যার। এখনও বেঁচে আছি বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'সকাল এগারোটা পর্যন্ত যদি বেঁচে বর্তে থাকতে পার বাকি জীবনটা যে তোমার হেসে-খেলে কেটে যাবে তা আমি ঠিক জানি। যাক গে, কাজের কথায় আসি। আমরা কিন্তু এখনও জানি না গুপ্তঘাতক কে– ডেক্সটার নাকি ডানকান। তবে আমার ধারণা ওটা ডেক্সটার।' আবার ঘড়ি দেখলেন ডিরেক্টর। ৮:৩০। আর ছিয়ানব্বই মিনিট বাকি। 'তুমি কিছু বলবে?'

'জ্বী, স্যার আমি নিশ্চিত এলিজাবেথ ডেক্সটার এর সঙ্গে জড়িত নয়। ও আমার জীবন বাঁচিয়েছে। আমাকে মেরে ফেলতে চাইলে ওর গাড়িতে আমাকে তুলে নিত না।'

'তোমার যুক্তি মানছি,' বললেন ডিরেক্টর, 'তবে এর মানে এ নয় যে ওর বাবাকেও আমরা সন্দেহ করব না।'

'যে লোক তাঁর হবু জামাতা তাকে নিশ্চয় তিনি খুন করতে চাইবেন না,' বলল মার্ক।

'তুমি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছ, মার্ক। যে লোক একজন প্রেসিডেন্টকে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে পারে তার কাছে তার মেয়ের বয়ফ্রেন্ডের কোনও গুরুত্ব না থাকাটাই স্বাভাবিক।'

ফোন বাজল। পাবলিক রিলেশন্স থেকে বিল গান।

'ঠিক আছে, পড়ে শোনাও,' ডিরেক্টর মনোযোগ দিয়ে শুনলেন।

'গুড। এটা এখনও রেডিও, টিভি এবং খবরের কাগজে পাঠিয়ে দাও আর দ্বিতীয় বিবৃতি প্রচার করবে সকাল এগারোটায়, তার আগে নয়। ধন্যবাদ, বিল ' ফোন নামিয়ে রাখলেন ডিরেক্টর।

'কংগ্রাচুলেশন্স, মার্ক, তুমিই একমাত্র মানুষ যে মার্ক টোয়েনের মত মরেও বেঁচে আছ। নিজের শোকসংবাদ পড়ার মত বিচিত্র অভিজ্ঞতা কজনের হয়? এখন শোনো, আমি তিনশো ফিল্ড এজেন্টকে পাঠিয়েছি গোটা ক্যাপিটল এবং এর আশপাশের এলাকা নিরাপত্তার মোড়কে ঢেকে ফেলতে। প্রেসিডেন্সিয়াল কার ওখানে প্রবেশ করা মাত্র গোটা জায়গা সীল করে দেয়া হবে।'

'আপনি ওঁকে ক্যাপিটলে যেতে দিচ্ছেন, স্যার?' অবাক মার্ক।

'সকাল নটা থেকে ওই দুই সিনেটরের ব্যাপারে প্রতি মিনিটের ব্রিফিং আমার কাছে পৌঁছে যাবে। ছজন লোক ওঁদের পিছু লেগে আছে। সকাল সোয়া নটায় আমরা নিজেরাই রাস্তায় যাব। ঘটনা ঘটার সময় অকুস্থলে হাজির থাকাই ভালো। দায়িত্ব যখন নিয়েছিই, ব্যক্তিগতভাবে ওখানে আমি উপস্থিত থাকতেও পারব।'

'জ্বী, স্যার।'

বেজে উঠল ইন্টারকম।

'মি. সমারটন, স্যার। আপনার সঙ্গে এখুনি দেখা করতে চাইছেন ' ঘড়িতে চোখ বুলালেন ডিরেক্টর। ৮:৪৫।

ডেনিয়েল সমারটন সবেগে ঢুকল ঘরে, খুশি খুশি ভাব চেহারায়। সরাসরি কাজের কথায় চলে এল সে। 'একটি বুড়ো আঙুলের ছাপ ক্রিমিনাল ফাইলে খুঁজে পাওয়া গেছে। তার নাম ম্যাটসন– র‍্যালফ ম্যাটসন .'

ম্যাটসনের ছবি দেখাল সমারটন, আইডেন্টিকিট পিকচার সঙ্গে বড় আকারের বুড়ো আঙুলের ছাপ।

'ও একজন সাবেক এফবিআই এজেন্ট, স্যার,' ম্যাটসনের কার্ড এগিয়ে দিল ডিরেক্টরের কাছে। মার্ক ছবি দেখল। এ সেই গ্রীক অর্থডক্স প্রিস্ট, প্রকাণ্ড নাক, ভারী চিবুক।

'ওয়েল ডান, সমারটন,' বললেন ডিরেক্টর। 'ছবিটির তিনশো কপি প্রিন্ট করে এখুনি ইনভেস্টিগেশন বিভাগের সহকারী পরিচালকের কাছে পাঠিয়ে দাও– এক্ষুনি।'

'জ্বী, স্যার,' তড়িঘড়ি চলে গেল ফিঙ্গারপ্রিন্ট এক্সপার্ট।

'মিসেস ম্যাক গ্রেগর, মি. রজার্সকে ধরুন।'

লাইনে সাড়া দিল সহকারী পরিচালক, ডিরেক্টর তাকে ব্রিফ করলেন।

'ওকে কি দেখামাত্র গ্রেফতার করব?'

'না, ম্যাট। ওর ওপর লক্ষ রাখবে। তোমার ছেলেদেরকে যেন ও দেখতে না পায়। মনে কোনরকম সন্দেহ জাগলেই সে পুরো ব্যাপারটা বাতিল করে দিতে পারে। ১০:০৬ মিনিটে ওকে পাকড়াও করবে। প্ল্যানে কোনও পরিবর্তন হলে আমি তোমাকে জানাব।'

'জ্বী, স্যার। আপনি কি সিক্রেট সার্ভিসকে জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, জানিয়েছি,' ফোন রেখে দিলেন ডিরেক্টর।

ডিরেক্টর ঘড়ি দেখলেন– ৯:০৫। একটা বোতাম টিপতেই ঘরে ঢুকল এলিয়ট। 'দুই সিনেটর কোথায়?'

'ডানকান এখনও তাঁর আলেকজান্দ্রিয়ার বাড়িতে। ডেক্সটার কেনসিংটন থেকে ক্যাপিটলের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন, স্যার।'

'তুমি এ অফিসে থাকবে, এলিয়ট, সহকারী পরিচালক এবং আমার সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ রাখবে। আমরা রাস্তায় থাকব। এ ঘর থেকে একদমই বেরুনো চলবে না, বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বী, স্যার।'

'আমি চ্যানেল ফোরে আমার ওয়াকি টকি ব্যবহার করব। চলো, অ্যান্ড্রুজ। 'ওঁরা এলিয়টকে ঘরে রেখে বেরিয়ে এলেন।

'আমাকে যদি কেউ ফোন করে, মিসেস ম্যাক গ্রেগর, ফোনটা স্পেশাল এজেন্ট এলিয়টকে দেবেন। ও আমার ঘরে আছে। আমার সঙ্গে কোথায় যোগাযোগ করতে হবে তাও জানে।'

'জ্বী, স্যার।'

কিছুক্ষণ পরে ডিরেক্টর এবং মার্ক পেনসিলভানিয়া এভিন্যু ধরে ক্যাপিটলের উদ্দেশে হাঁটা দিলেন। মার্কের চোখে কালো চশমা, কলার তুলে রেখেছে

পথে বেশ কয়েকজন স্পেশাল এজেন্টের সঙ্গে দেখা হলো কিন্তু কেউ ওদেরকে চিনতে পারল না। পেনসিলভানিয়া এভিন্যু এবং নাইনথ স্ট্রিটের মোড়ে চেয়ারম্যানকে পাশ কাটালেন ওঁরা। চেয়ারম্যান তখন সিগারেট ধরাতে ধরাতে ঘড়ি দেখছে : ৯:৩০। ফুটপাতের কিনারে হেঁটে গেল সে পেছনে অসংখ্য পোড়া সিগারেটের টুকরো রেখে। পোড়া টুকরোগুলো আড়চোখে একবার দেখে ডিরেক্টর মনে মনে ভাবলেন রাস্তা নোংরা করার জন্য এ ব্যাটার একশো ডলার জরিমানা হওয়া উচিত। ওদের হাঁটার গতি দ্রুততর হলো।

'কাম ইন, টনি। কাম ইন, টনি।'

'টনি, বস। আই য়্যাম ইন পজিশন। কার রেডিওতে এইমাত্র শুনলাম সেই সুদর্শন বালক অ্যান্ড্রুজ পটল তুলেছে।'

হাসল চেয়ারম্যান।

'কাম ইন, জ্যান।'

'রেডি, আপনার সংকেতের অপেক্ষা করছি।'

'কাম ইন, ম্যাটসন।'

'অল সেট, বস। আশপাশে শত শত এজেন্ট ঘুরঘুর করছে।'

'ভয়ের কিছু নেই। প্রেসিডেন্টের সফরের সময় সিক্রেট সার্ভিসের শত শত লোক ওভাবে ঘুরঘুর করেই। বিশেষ কোনও সমস্যা না হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করা নিষেধ। তোমরা তিনজনেই যে যার লাইন খোলা রাখবে। আবার যখন ডাকব, শুধু তোমাদের ঘড়ির ভাইব্রেটর অন করব। তোমাদের হাতে তখন তিন মিনিট পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড সময় থাকবে, কারণ ওই সময় কেনেডি আমাকে পাশ কাটাবেন। বুঝতে পেরেছ?'

'জ্বী।'

'জ্বী।'

'জ্বী।'

চেয়ারম্যান লাইন কেটে দিল। ধরাল আরেকটা সিগারেট : ৯:৪০।

ডিরেক্টর দেখলেন ম্যাথিউ রজার্স স্পেশাল স্কোয়াড বারে বসে আছে তিনি দ্রুত ছুটে গেলেন ওর দিকে।

'সবকিছু নিয়ন্ত্রণে আছে তো, ম্যাট?'

'জ্বী, স্যার। কেউ কিছু করার চেষ্টা করলেও এখান থেকে আর বেরুতে পারবে না।'

'গুড। তুমি এখান থেকে কন্ট্রোল করো। আমি ক্যাপিটলে গেলাম।'

হল্ট এবং মার্ক সহকারী পরিচালককে রেখে হাঁটতে লাগলেন।

'এলিয়ট কলিং দ্য ডিরেক্টর।'

'কাম ইন, এলিয়ট।'

'ক্যাপিটল গ্রাউন্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, মেরী ল্যান্ড এবং ফার্স্ট স্ট্রিটের সংযোগস্থলে, গারফিল্ড স্ট্যাচুর কাছে ম্যাটসনকে ওরা সনাক্ত করেছে, স্যার।'

'গুড। ওই এলাকায় পঞ্চাশ জন লোককে পাঠিয়ে দিয়ে নজর রাখতে বলবে। তবে এখুনি নয়। মি. রজার্সকে সব কথা জানিয়ে বলবে তার লোকেরা যেন ম্যাটসনের দৃষ্টিসীমার বাইরে থাকে।'

'জ্বী, স্যার।'

'ক্যাপিটলের ওখানটাতে ও কী করছে?' মৃদু গলায় বলল মার্ক। 'চপারে না চড়লে উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে ক্যাপিটলের সিঁড়িতে দাঁড়ানো কাউকে তো গুলি করা সম্ভব নয়।'

'তুমি ঠিকই বলেছ,' সায় দিলেন ডিরেক্টর, 'আমারও অবাক লাগছে ব্যাপারটা।'

ক্যাপিটল ঘিরে রাখা পুলিশ কর্ডনে পৌঁছালেন ওরা। নিজের পরিচয়পত্র দেখালেন ডিরেক্টর। ক্যাপিটলের তরুণ পুলিশ কর্মকর্তা দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে দেখল পরিচয়পত্র। সে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জীবন্ত কিংবদন্তী এফবিআই'র পরিচালক এইচ.এ.এল টাইসন স্বয়ং।

'সরি স্যার, আসুন।'

মার্ককে নিয়ে কর্ডনের ভেতরে ঢুকলেন ডিরেক্টর।

'এলিয়ট টু দ্য ডিরেক্টর।'

'বলো, এলিয়ট।'

'সিক্রেট সার্ভিস প্রধান আপনার সঙ্গে কথা বলবেন, স্যার।'

'স্টুয়ার্ট।'

'অ্যাডভান্স কার এ মুহূর্তে ফ্রন্ট গেট ত্যাগ করছে। জুলিয়াস পাঁচ মিনিটের মধ্যে বেরুবেন।'

'ধন্যবাদ, স্টুয়ার্ট।'

পাঁচ মিনিট পরে প্রেসিডেন্সিয়াল কার সাউথ এন্ট্রান্স থেকে বেরিয়ে বামে মোড় নিয়ে উঠে এল E স্ট্রিটে। অ্যাডভান্স কার পেনসিলভানিয়া এভিন্যু

এবং নাইনথ স্ট্রিটের মোড়ে দাঁড়ানো চেয়ারম্যানকে পাশ কাটাল। হাসল চেয়ারম্যান। একটা সিগারেট ধরিয়ে অপেক্ষা করছে। পাঁচ মিনিট বাদে, বৃহদাকারের একটি লিংকন, দুটোর ফেন্ডারেই পতপত করে উড়ছে পতাকা, দরজায় প্রেসিডেন্সিয়াল ছাপ মারা, চেয়ারম্যানের পাশ দিয়ে হুশ করে বেরিয়ে গেল। ধোঁয়াটে, ধূসর জানালা দিয়ে গাড়ির পেছনের আসনে তিনজনকে বসে থাকতে দেখল সে। এ লিমুজিনটির নাম 'গান কার', এটি দখল করে রেখেছে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত চিকিৎসক। এটি অনুসরণ করছে প্রেসিডেন্টের গাড়ি। চেয়ারম্যান তার ঘড়ির একটি বোতাম টিপল। ঘড়ির পাশের ভাইব্রেটর কাঁপা শুরু করল। দশ সেকেন্ড পরে বোতাম টিপে ভাইব্রেশন বন্ধ করে দিল সে। উত্তরে এক ব্লক হেঁটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠে পড়ল।

'ন্যাশনাল এয়ারপোর্ট,' ভেতরের পকেটে রাখা টিকেটে ইংগিত করে ক্যাব ড্রাইভারকে বলল সে।

ম্যাটসনের ঘড়ির ভাইব্রেটর ওর গায়ের চামড়ায় খোঁচা মারছে। দশ সেকেন্ড পরে থেমে গেল ভাইব্রেশন। ম্যাটসন ফুটপাতে হেঁটে গেল, উবু হয়ে বাঁধতে লাগল জুতোর ফিতা।

জ্যান টেপ খুলছে, কাল সারারাত দলা মোচড়া হয়ে শুয়ে থাকার পরে শরীরটা নড়াচড়া করতে পারছে বলে খুশি। সে সাইট ফাইন্ডারে ব্যারেল বসাতে লাগল স্ক্রু পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে।

'অ্যাসিস্টান্ট ডিরেক্টর টু ডিরেক্টর। ম্যাটসন কন্সট্রাকশন সাইটের দিকে যাচ্ছে। এইমাত্র থেমে দাঁড়াল জুতোর ফিতা বাঁধার জন্য। কন্সট্রাকশন সাইটে কাউকে দেখা যাচ্ছ না তবে পরীক্ষা করে দেখতে আমি একটা হেলিকপ্টার পাঠাতে বলেছি। ওখানে প্রকাণ্ড একটা ক্রেন আছে। তবে ওতে মানুষজন নেই বলে মনে হচ্ছে।'

'গুড হোল্ড ইট আনটিল দ্য লাস্ট মিনিট। প্রেসিডেন্টের গাড়ি আসামাত্র তোমাকে টাইমিংটা জানিয়ে দেব। তুমি ওদেরকে হাতে-নাতে ধরবে। ক্যাপিটলের ছাদে থাকা এজেন্টদেরকে সতর্ক করে দাও '

ডিরেক্টর ফিরলেন মার্কের দিকে। তাঁকে আগের চেয়ে বিল্যাক্স মনে হচ্ছে। 'মনে হচ্ছে কোনও সমস্যা হবে না।'

ক্যাপিটলের সিঁড়িতে মার্কের চোখ। 'একটা জিনিস খেয়াল করেছেন, স্যার, সিনেটর ডেক্সটার এবং সিনেটর ডানকান দুজনেই প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানাতে এসেছেন?'

'হুঁ,' বললেন ডিরেক্টর। 'আর দু মিনিটের মধ্যে গাড়ি এসে পড়বে। সিনেটরদেরকে ধরতে না পারলেও তার স্যাঙাতদের ঠিকই পাকড়াও করতে পারব। তারপর যথাসময়ে ওদের মুখ খোলানো হবে। এক মিনিট– অদ্ভুত তো!'

ডিরেক্টর পকেট থেকে এক তাড়া কাগজ বের করে ওতে দ্রুত চোখ বুলালেন

'হুঁ, যা ভেবেছি। প্রেসিডেন্টের বিস্তারিত শিডিউল লেখা আছে এখানে, ডেক্সটার ওখানে বিশেষ বক্তৃতা করবেন তবে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে লাঞ্চ করছেন না। আশ্চর্য! বিরোধী দলের সকল প্রধান নেতাকে তো লাঞ্চে দাওয়াত দেয়া হয়েছে।'

'এতে অদ্ভুতের কিছু নেই, স্যার। উনি বৃহস্পতিবার সবসময় তাঁর মেয়ের সঙ্গে লাঞ্চ করেন। গুড গড! "আমি বৃহস্পতিবার আমার বাবার সঙ্গে লাঞ্চ করি।"

'কথাটা এই প্রথম শুনলাম, মার্ক।'

'না, স্যার। "আমি বৃহস্পতিবার সবসময় আমার বাবার সঙ্গে লাঞ্চ করি।"

'মার্ক, এক মিনিটের মধ্যে চলে আসবে গাড়ি।'

'ওটা ডানকান, স্যার। ডানকান। আমি একটা গর্দভ– বৃহস্পতিবার, ফেব্রুয়ারি ২৪, জর্জটাউন। আমি দিনটাকে সবসময় তারিখ হিসেবে দেখেছি, ২৪ ফেব্রুয়ারি, দিনটা যে বৃহস্পতিবার তা আমার মাথাতেই আসেনি ডেক্সটার তাঁর মেয়ের সঙ্গে ওইদিন লাঞ্চ করছিলেন। এ জন্যই ওদেরকে ওইদিন জর্জটাউনে দেখা গেছে। বাবা মেয়ে কখনো লাঞ্চ মিস করে না।'

'তুমি ঠিক জানো? এর ওপরে কিন্তু অনেক কিছু নির্ভর করছে।'

'আমি নিশ্চিত, স্যার। ওটা ডানকান, ডেক্সটার নয়। প্রথম দিনই ব্যাপারটা আমার বোঝা উচিত ছিল। আমি এমন গাধা!'

'ঠিক আছে, মার্ক, ওখানে জলদি চলে যাও। ওঁর প্রতিটি মুভমেন্টের ওপর লক্ষ রাখবে। যা-ই ঘটুক না কেন, ওঁকে গ্রেফতার করবে '

'জ্বী, স্যার।'

'রজার্স।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সাড়া দিল। 'স্যার?'

'প্রেসিডেন্টের গাড়ি আসছে। এক্ষুনি ম্যাটসনকে গ্রেফতার করো। ক্যাপিটলের ছাদ চেক করো।' ডিরেক্টর আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। 'ওহ্, মাই গড, হেলিকপ্টার নয়, ইটস দ্যাট ড্যাম ক্রেন ইট হ্যাজ টু বী দ্য ক্রেন।'

হলুদ রাইফেলের কুঁদো কাঁধে ঠেকিয়ে জ্যান দেখল প্রেসিডেন্টের গাড়ি আসছে। নলের শেষ প্রান্তে একটা পালক বেঁধেছে সে যাতে হাওয়ার দাপটে গুলি চালাতে বাধা পেতে না হয়। অপেক্ষার প্রহর শেষ হতে চলেছে। সিনেটর ডানকান দাঁড়িয়ে রয়েছেন ক্যাপিটলের সিঁড়িতে। রেডফিল্ড স্কোপ দিয়ে লোকটার কপালে ফুটে থাকা ঘামের বিন্দু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে জ্যান।

ক্যাপিটলের উত্তর দিকে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেসিডেন্টের গাড়ি। সবকিছু চলছে পরিকল্পনা মাফিক। জ্যান টেলিস্কোপিক সাইট তাক করল গাড়ির দরজায়। অপেক্ষা করছে কেনেডির জন্য। সিক্রেট সার্ভিসের দুই লোক লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে, ভিড়ের ওপর চোখ বুলাল, দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয়জনের জন্য। কিন্তু তৃতীয়জন গাড়ি থেকে নামছেন না। জ্যান সাইট তাক করল ডানকানের ওপর, তাঁকে উৎকণ্ঠিত এবং হতবুদ্ধি লাগছে। কেনেডি কোথায়? গাড়ি থেকে নামছেন না কেন তিনি? জ্যান পালকে চোখ বুলাল। স্থির পালক। হাওয়ার মাতামাতি নেই। রাইফেল ঘোরাল প্রেসিডেন্সিয়াল কারের দিকে। গুড গড, ক্রেন নড়ে উঠেছে। আর কেনেডি গাড়িতে নেই। ম্যাটসন ঠিকই বলেছিল ওরা সবকিছু জানে। ইমার্জেন্সি প্ল্যানের কথা মনে করল জ্যান : একজন মাত্র মানুষ ওদেরকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে এবং সে নির্ঘাত কাজটা করবে। ক্যাপিটলের সিঁড়িতে ফোকাস করল টেলিস্কোপ। টার্গেটের কপালের দেড় ইঞ্চি ওপরে স্থির হলো। ট্রিগার টিপে দিল জ্যান... একবার, দুইবার... কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটা করার সময় ও পরিষ্কার দেখতে পায়নি টার্গেটকে, সেকেন্ডের ভগ্নাংশ সময় বাদে ক্যাপিটলের সিঁড়ি অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। দ্রুত নিচে নেমে যাচ্ছে ক্রেন নিচে তাকাল জ্যান। কালো সুট পরা পঞ্চাশজন লোক ওকে ঘিরে ফেলেছে, সবার অস্ত্র ওর দিকে তাক করা।

ডানকানের কাছ থেকে প্রায় এক গজ দূরে মার্ক, এমন সময় কাতরে উঠলেন সিনেটর, পড়ে গেলেন সিঁড়িতে। মার্ক লাফ দিল তাঁকে লক্ষ্য করে, দ্বিতীয় বুলেটটা ওর কাঁধের মাংস ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। সিঁড়ির মাথায় দাঁড়ানো সিনেটর আর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল আতংক। ওয়েলকাম পার্টি হুড়মুড় করে ঢুকে গেল ভেতরে। এফবিআই'র ত্রিশজন গোয়েন্দা শুরু করে দিয়েছে ছোটাছুটি। একমাত্র ডিরেক্টর ক্যাপিটলের সিঁড়িতে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন, চোখ ক্রেনে। লোকে খামোকা তাঁকে 'হল্ট' বলে ডাকে না।

'আমি কোথায় যাচ্ছি জানতে পারি, স্টুয়ার্ট?'

'জ্বী, মি. প্রেসিডেন্ট, ক্যাপিটলে।'

'কিন্তু এটা তো ক্যাপিটলে যাওয়ার রাস্তা নয়।'

'না, স্যার। আমরা কন্সটিটিউশন এভিনু হয়ে রাসেল বিল্ডিং-এ যাব। ক্যাপিটলে একটু গোলমাল হয়েছে। আন্দোলন করছে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন।'

'আর আমি কাপুরুষের মতো ওটা এড়িয়ে যাচ্ছি, স্টুয়ার্ট?'

'না, স্যার। আমি বেযমেন্ট দিয়ে আপনাকে নিয়ে যাব। এটা নিরাপত্তার নতুন একটা কৌশল বলতে পারেন।'

'তার মানে ওই বাজে সাবওয়ে ধরে আমাকে যেতে হবে। সিনেটর থাকাকালীনও আমি হেঁটে যাওয়াটাই পছন্দ করতাম।'

'আমরা আপনার জন্য রাস্তা ক্লিয়ার করে রেখেছি, স্যার। আপনি যথাসময়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাবেন।'

অসন্তোষ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট, জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। একটা অ্যাম্বুলেন্স ছুটে গেল বিপরীত দিক থেকে

হাসপাতাল নিয়ে যাওয়ার আগেই মারা গেলেন ডানকান। আর মার্কের ক্ষতস্থানে অপূর্ব সুন্দরী একটি নার্স বেঁধে দিল ব্যান্ডেজ। মার্ক ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। এগারোটা চার বাজে। ও বেঁচে গেছে।

'আপনার ফোন, মি. অ্যান্ড্রুজ।'

'মার্ক?'

'স্যার?'

'শুনলাম ভালোই আছ। গুড। সিনেট ডানকানের মৃত্যুতে দীর্ঘ ছুটির

ঘোষণা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট শক পেলেও বলেছেন অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে আলোচনার এটাই মোক্ষম সময়। তাই আমরা সবাই লাঞ্চে যাচ্ছি দুঃখিত, তুমি আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারছ না। আমরা ওদের তিনজনকে পাকড়াও করেছি– ম্যাটসন, একজন ভিয়েতনামী শার্প-শুটার এবং টনি লোরাইডো নামে এক ছিঁচকে চোরকে। ওদের সঙ্গে আরও লোক থাকতে পারে, তবে পরে তোমাকে জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ, মার্ক।'

মার্ক কিছু বলার আগেই কেটে গেল লাইন।

আঠেরো

বৃহস্পতিবার, ১০ মার্চ, ১৯৮৩ সন্ধ্যা ৭:০০

সন্ধ্যা সাতটায় জর্জটাউনে হাজির হলো মার্ক। বিকেলে সাইমনের অন্তেষ্টিক্রিয়ায় গিয়েছিল ও, সান্ত্বনা দিয়েছে সাইমনের শোক-সন্তপ্ত বাবা-মাকে। ওদের আরও পাঁচটি সন্তান আছে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়?

এলিজাবেথ লাল সিল্কের শার্ট আর কালো স্কার্ট পরেছে। ওর সঙ্গে পরিচয়ের দিনে একই ড্রেসে এলিজাবেথকে দেখেছিল মার্ক। ওকে দেখা মাত্র হড়বড় করে কথা বলতে শুরু করল এলিজাবেথ।

'এসব কী ঘটছে কিছুই বুঝতে পারছি না। বাবা ফোন করে বললেন তুমি নাকি সিনেটর ডানকানকে রক্ষা করতে গিয়েছিলে। তুমি ওখানে কী করছিলে? বাবা গুলির ঘটনায় ভয়ানক আপসেট। তুমি বাবার পিছু নিয়েছিলে কেন? বাবা কি কোনও বিপদের মধ্যে ছিল?'

মার্ক ওর দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল, 'না, উনি কোনকিছুর সঙ্গে জড়িত ছিলেন না।'

এলিজাবেথ এ কথার অর্থও বুঝতে পারল না।

ওরা রিভে গাউচে ঢুকল। চিফ ওয়েটার ওদেরকে দুহাত বাড়িয়ে আমন্ত্রণ জানাল।

'গুড ইভনিং, মি. অ্যান্ড্রুজ, হাউ নাইস টু সী ইউ এগেইন কিন্তু আপনি টেবিল বুক করেছেন কিনা মনে পড়ছে না।'

'আমার নামে টেবিল বুক করা আছে, ড. ডেক্সটার,' বলল এলিজাবেথ।

'ও, হ্যাঁ, ডক্টর, মনে পড়েছে। প্লিজ, আসুন।'

ওরা স্টিক আর ওয়াইন দিয়ে ডিনার সারল। বাড়ি ফেরার পথে মার্ক সারাটা রাস্তা গুণগুণ করে গান গাইল। বাসায় ঢুকে দৃঢ় মুঠিতে ধরল এলিজাবেথের হাত, প্রবেশ করল অন্ধকার লিভিং রুমে।

'আমি এখন তোমাকে সিডিউস করব। নো কফি, নো ব্রান্ডি, নো মিউজিক, জাস্ট স্ট্রেইট ফরোয়ার্ড সিডাকশন।'

ওরা শুয়ে পড়ল কাউচে।

'তুমি মাতাল হয়ে গেছ।'

'এবারে দেখবে আমার মাতলামি,' এলিজাবেথের ঠোঁটে দীর্ঘ চুম্বন করল মার্ক, ওর স্কার্টের বোতাম খুলছে।

'সত্যি কফি খাবে না?' জিজ্ঞেস করল এলিজাবেথ।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়,' ধীরে ধীরে এলিজাবেথের গা থেকে খুলে ফেলল শার্ট, হাত এগিয়ে গেল মসৃণ পায়ের দিকে।

'আহ্, মোজা। ভেরী সেক্সি!'

হেসে উঠল এলিজাবেথ। 'মিউজিক চালিয়ে দিই? স্পেশাল মিউজিক।' হাই-ফাই'র বোতামে চাপ দিল ও, আবার গেয়ে উঠলেন সিনাত্রা।

মার্কের বুকে এলিয়ে পড়ল এলিজাবেথ।

ওর স্কার্ট খুলে ফেলল মার্ক।

মৃদু আলোয় সুঠাম পা দুটো অদ্ভুত সুন্দর লাগছে। পায়ে আদর করে হাত বুলাতে লাগল মার্ক।

'আজ আসলে কী ঘটেছে বলবে আমাকে, মার্ক?'

'পরে, ডার্লিং।

শার্ট খুলে ফেলল মার্ক। ওর কাঁধের ব্যান্ডেজে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল এলিজাবেথ।

'গুলি লেগেছে, না?'

'না, আমার লাস্ট লাভার ওখানে কামড়ে দিয়েছে।'

'আমার চেয়ে নিশ্চয় বেশি সময় পেয়েছে সে।'

ওরা একে অপরকে জড়িয়ে ধরল।

মার্ক হুক থেকে খুলে রাখল ফোন– আজ রাতে আর বিরক্ত করা চলবে না, জুলিয়াস

'ফোনে শুধু বিজি সিগনাল পাচ্ছি, স্যার,' বলল এলিয়ট।

'আবার চেষ্টা করো। আমি ঠিক জানি ও ওখানে।'

'অপারেটরকে বলব?'

'বলো, বলো,' অধৈর্য গলা ডিরেক্টরের।

ডিরেক্টর অপেক্ষা করছেন। তাঁর কুইন অ্যান ডেস্কে আঙুল দিয়ে তবলা বাজাচ্ছেন, স্থির দৃষ্টি টেবিলের লাল দাগটার দিকে। ভাবছেন এখানে লাল দাগটা হলো কী করে।

'অপারেটর বলছে ফোন হুক থেকে খুলে ফেলা হয়েছে, স্যার। আমি কি সংকেত দিতে বলব? তাহলে ও শুনতে পাবে।'

'দরকার নেই, এলিয়ট। তুমি বাড়ি যাও। আমি কাল সকালে ওকে ফোন করব।'

'ইয়েস, স্যার। গুড নাইট, স্যার।'

ওহায়ো কিংবা অন্য কোথাও থেকে বেড়িয়ে আসবেন, ভাবলেন ডিরেক্টর। অফিসের বাতিটাতি নিভিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন তিনি।

উনিশ

শুক্রবার, ১১ মার্চ, ১৯৮৩ **সকাল ৭:০০**

ঘুম থেকে আগে জাগল মার্ক। পাশ ফিরে শুতেই দেখল এলিজাবেথকে। মেয়েটা কখনোই কড়া প্রসাধনী নেয় না, ভোরের আলোয় মেকআপ ছাড়া মুখখানা সুন্দর একটা সকালের মতই পবিত্র ও তাকা। কালো, ঘন চুল ঘাড়ের পেছনে গুটিয়ে রয়েছে। চুলের গোছায় আদর করে হাত বুলাচ্ছে মার্ক। নড়ে উঠল এলিজাবেথ, ঘুরল, চুম্বন করল ওকে।

'যাও, দাঁত মেজে আসো।'

'দিনের শুরুতেই এটা কোনও রোমান্টিক কথা হলো!'

'তুমি আসতে আসতে আমার ঘুমের পালা শেষ হয়ে যাবে।' উউ শব্দ করল এলিজাবেথ।

মার্ক পেপসোডেন্ট নিয়ে বাথরুমে ঢুকল। ঘরে এসে দেখল ফোনটা এখনও হুক থেকে খোলাই রয়েছে। ঘড়িতে চোখ বুলাল ও ৭:০৫ বিছানায় আবার উঠে পড়ল ও। এলিজাবেথ চট করে নেমে পড়ল বিছানা থেকে.

'আসছি এখুনি।'

এলিজাবেথ এসে আবার শুয়ে পড়ল মার্কের পাশে।

টুকটাক কথা বলল দুজনে। এলিজাবেথ জানতে চাইল মার্ক নাশতায় কী খাবে মার্ক কী খাবে জানিয়ে বাথরুমে ঢুকল গোসল করতে. এলিজাবেথ ঠোঁট ফোলাল, 'ভাবলাম দুজনে একসঙ্গে ঢুকে পড়ল বাথরুমে।

গোসল সেরে দ্রুত জামাকাপড় পরে নিল মার্ক। ফোন রেখে দিল হুকে। এলিজাবেথ শর্ট স্লিপ পরে হাজির। ফোন বেজে উঠল। মার্ক ফোন ধরল না। এলিজাবেথ রিসিভ করল ফোন। 'গুড মর্নিং, হ্যাঁ, ও এখানে আছে। এই তোমার ফোন। বোধহয় তোমার কোনও হিংসুটে প্রেমিকা।'

কিচেনে উধাও হলো এলিজাবেথ।

'মার্ক অ্যান্ড্রুজ বলছি।'

'গুড মর্নিং, মার্ক।'

'ওহ্, গুড মর্নিং, স্যার।'

'গত রাত আটটা থেকে তোমাকে ফোন করছি।'

'কিন্তু আমি তো যদ্দুর জানি, স্যার আমি এখন ছুটিতে আছি। WFO'র অফিশিয়াল বুকটাতে একবার চোখ বুলালে, স্যার দেখবেন আমার ছুটি চলছে।'

'ঠিক আছে, মার্ক। তবে তোমার ছুটি খানিকটা বিঘ্নিত হবে কারণ প্রেসিডেন্ট তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'প্রেসিডেন্ট, স্যার?'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি।'

'কিন্তু উনি কেন আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবেন?'

'গতকাল আমি তোমাকে খুন করেছি আর আজ তোমাকে বানিয়ে দিলাম হিরো। ডানকানকে রক্ষা করতে গিয়েছিলে বলে প্রেসিডেন্ট নিজে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে চান।'

'কী?'

'তুমি বরং ভোরের কাগজগুলোতে একবার চোখ বুলিয়ে নাও। পরে কথা হবে।'

'আমাকে কখন, কোথায় যেতে হবে, স্যার?'

'তোমাকে জানিয়ে দেয়া হবে,' কেটে গেল লাইন।

ফোন রেখে দিল মার্ক। ডিরেক্টরের কথাগুলো নিয়ে ভাবছে। ভোরের কাগজ এসেছে কিনা এলিজাবেথকে জিজ্ঞেস করতে যাবে ও, আবার বাজল ফোন

'মার্ক, ডার্লিং, ফোনটা একটু ধরবে? তোমার প্রেমিকারা জানে তুমি এখানে কাজেই একটার পর একটা ফোন আসতেই থাকবে।'

ফোন কানে ঠেকাল মার্ক।

'মি. অ্যান্ড্রুজ?'

'বলছি '

'একটু ধরুন, প্লিজ : প্রেসিডেন্ট আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'গুড মর্নিং। টেড কেনেডি বলছি। আপনি কি আজ সকাল দশটায় একটু কষ্ট করে হোয়াইট হাউজে আসতে পারবেন? আপনার সঙ্গে একটু আড্ডা দিতাম।'

'আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি, স্যার।'

'আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব, মি. অ্যান্ড্রুজ। আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে অভিনন্দিত করতে চাই। ওয়েস্ট এন্ট্রান্সে চলে আসুন। ওখানে মি. রথ আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন।'

'ধন্যবাদ, স্যার।'

এলিজাবেথ বলল, 'কে ফোন করেছিল, ডার্লিং?'

'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।'

'তাঁকে বলে দাও তুমি কলব্যাক করবে; উনি সবসময়ই লাইনে থাকেন।'

'না, আমি সিরিয়াস।'

'ইয়েস, সুইটি।'

'উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন।'

'ইয়েস, ডার্লিং, তোমার বাড়িতে নাকি আমার বাসায়?'

মার্ক কিচেনে ঢুকল। এলিজাবেথ সকালের তরতাজা *পোস্ট* পত্রিকা নিয়ে এল।

'দ্যাখো,' বলল এলিজাবেথ। 'তুমি এখন ভিলেন নও, হিরো।'

হেডলাইনে লিখেছে : **তরুণ এফবিআই এজেন্টের সিনেটর ডানকানের জীবন বাঁচানোর চেষ্টা।**

লেখাটি পড়ল ওরা। তারপর এলিজাবেথ জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে কিছু একটাতে জড়িয়ে পড়েছিলে, না?'

'হুঁ '

'আমাকে বললে না কেন?'

'বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু তুমি শুনতে চাওনি।'

'আমি দুঃখিত,' বলল এলিজাবেথ।

'আই লাভ ইউ।'

'আই লাভ ইউ টু, তবে প্রতি হপ্তায় যেন এরকম ঘটনা আর না ঘটে, খবরদার'

পেপার পড়ছে এলিজাবেথ, নাশতার প্লেটে ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্ক।

'সিনেটর ডানকানকে কে হত্যা করতে চাইবে, মার্ক?'

'আমি জানি না। পোস্ট কী বলছে?'

'ওরা এখনও কোনও কারণ খুঁজে বের করতে পারেনি। বলছে ডানকানের নাকি দেশে-বিদেশে শত্রুর অভাব নেই।' ও আবার মন দিল পড়ায়।

ফন্টেইনব্লু হোটেলে, সুইমিং পুলের পাশে বসে এক লোক মায়ামি হেরাল্ড পড়ছিল আর কফির কাপে চুমুক দিচ্ছিল। সিনেটর ডানকান মারা গেছেন জেনে স্বস্তিবোধ করছে সে। জ্যান তার দায়িত্ব পালন করেছে।

কফিতে আবার চুমুক দিল সে। একটু বেশি গরম তাতে সমস্যা নেই। তার কোন তাড়া নেই। ইতিমধ্যে নতুন নির্দেশ দিয়েছে সে, কোনও ঝুঁকির মধ্যে যেতে চায় না এ লোক। জ্যানকে সন্ধ্যার মধ্যে মেরে ফেলা হবে। তার আইনজীবী জানিয়েছে প্রমাণের অভাবে ছাড়া পেয়ে যাবে ম্যাটসন এবং টনি। আর সে বেশ কিছুদিন ওয়াশিংটন থেকে দূরে থাকবে বীচ চেয়ারে আরাম করে গা মেলে দিল সে। মায়ামির সূর্য উষ্ণ তাপ বিলোচ্ছে। সে আরেকটা সিগারেট ধরাল।

৯:৪৫ মিনিটে হোয়াইট হাউজে প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি হ্যাডলি রথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ডিরেক্টর। দুজনে গল্প গুজবে মেতে উঠলেন। ডিরেক্টর স্পেশাল এজেন্ট অ্যান্ড্রুজ সম্পর্কে ব্রিফ করলেন প্রেস সেক্রেটারিকে রথ নোট টুকে নিলেন।

দশটার ঠিক আগে আগে হাজির হয়ে গেল মার্ক। সে দ্রুত বাড়ি ফিরেই কোনমতে নতুন একটা সুট গায়ে চাপিয়েই চলে এসেছে এখানে।

'গুড মর্নিং, ডিরেক্টর,' উদাস গলায় বলল ও।

'গুড মর্নিং, মার্ক। তুমি আসতে পেরেছ বলে খুশি হয়েছি,' হালকা গলায় বললেন ডিরেক্টর। 'ইনি প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারি মি. হ্যাডলি রথ '

'গুড মর্নিং, স্যার,' বলল মার্ক।

রথ বললেন, 'আমার অফিসে কিছুক্ষণ বসবেন, চলুন। প্রেসিডেন্ট আজ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দেবেন তার এখন ভিডিও টেপ চলছে উনি কাল সকাল সোয়া এগারোটায় ক্যাম্প ডেভিডে চলে যাবেন

আপনি এবং ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মিনিট পনেরো কথা বলতে পারবেন।'

হ্যাডলি রথ ওদেরকে নিজের অফিসে নিয়ে এলেন। ওয়েস্ট উইং-এ তাঁর সুপ্রশস্ত অফিস, ধনুকাকৃতির প্রকাণ্ড জানালা দিয়ে রোজ গার্ডেনের মনোরম দৃশ্যপট চোখে পড়ে।' প্রেস সেক্রেটারির ডেস্কের পেছনে, দেয়ালে ঝুলছে জন, রবার্ট এবং এডোয়ার্ড কেনেডির ছবি।

ডিরেক্টর এবং মার্ক আরামদায়ক চেয়ারে বসলেন। এক দেয়ালে বিরাট লিকুইড-ক্রিস্টাল মনিটরে ছবি ফুটে উঠেছে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ওভাল অফিস। রথ ওদের জন্য কফির অর্ডার দিলেন। তারপর ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ফোন নিয়ে।

'মার্ক?'

'স্যার?'

'তুমি আজ বিকেলে WFO তে রিপোর্ট জমা দেবে, তারপর গ্রান্ট নান্নার সঙ্গে কাজ শুরু করবে।'

'জ্বী, স্যার।'

'তারপর ছুটি নেবে। সত্যিকারের ছুটি। মে'র কোনও এক সময়। মি. এলিয়ট কলম্বাস ফিল্ড অফিসে স্পেশাল এজেন্ট ইন চার্জ হিসেবে মে'র শেষের দিকে যোগ দিচ্ছে। আমি চাই তুমি ওর জায়গায় বসবে, আমার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করবে।'

তাজ্জব বনে গেল মার্ক। 'থ্যাংক ইউ ভেরী মাচ, স্যার।'

'শোনো, মার্ক, যখন আমরা দুজন একা থাকব তখন এত 'স্যার, স্যার' করতে হবে না। তুমি আমাকে হর্স্ট কিংবা হোরাশিও যে কোনও নামে ডাকতে পারো– আমি মাইন্ড করব না।'

হাসছে মার্ক।

'আমার ডাক নাম শুনে হাসি পাচ্ছে?'

'না, স্যার। আমি এইমাত্র একটি বাজিতে জিতে গেলাম।'

ডিরেক্টর জানেন না তাঁর ডাক নাম কী এ নিয়ে এফবিআই অফিসের এজেন্টদের মধ্যে কৌতূহলের অন্ত নেই। একটা বাজি ধরা হয়েছে যে ডিরেক্টরের আসল ডাক নাম জানতে পারবে, তাকে মোটা অংকের টাকা দেয়া হবে। আর মার্ক সে টাকাটা এইমাত্র জিতল।

'টেস্টিং ওয়ান, টু, থ্রী। লাউড অ্যান্ড ক্লীয়ার। আমাদেরকে একটা ভয়েস টেস্ট দেবেন, মি. প্রেসিডেন্ট?' জানতে চাইল মহিলা ফ্লোর প্রডিউসার। কেনেডির ভাষণ ভিডিও করার জন্য এনবিসি, সিবিএস এবং এবিসি সবাই এসেছে।

'মেরী হ্যাড এ লিটল ল্যাম্ব,' সুর করে বললেন প্রেসিডেন্ট।

'থ্যাংক ইউ, স্যার। চমৎকার। লেটস গো।'

সবগুলো ক্যামেরা ফোকাস করল প্রেসিডেন্টকে, তিনি নিজের ডেস্কের পেছনে বসে আছেন। গম্ভীর এবং সিরিয়াস।

'শুরু করুন, মি. প্রেসিডেন্ট।'

প্রেসিডেন্ট এক নাম্বার ক্যামেরার লোকের দিকে তাকালেন।

'প্রিয় দেশবাসী, আজ রাতে আমি ওভাল অফিস থেকে যখন কথা বলছি তার আগের দিন সকালে ক্যাপিটলের সিঁড়িতে ঘটে গেছে সিনেটর ডানকানের রক্তাক্ত গুপ্তহত্যার ঘটনা। রবার্ট এডোয়ার্ড ডানকান ছিলেন আমার বন্ধু এবং সহকর্মী। আমরা সকলেই তাঁর শূন্যতা দারুণভাবে অনুভব করব। তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি রইল আমাদের গভীর সমবেদনা। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্দুকের অবাধ বিক্রি এবং মালিকানার ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনার ব্যাপারে নতুন অধিবেশনে যে আইন পাশ হতে যাচ্ছে তাতে আমার ভূমিকাকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। আমি এ কাজ করব সিনেটর রবার্ট ডানকানের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে যাতে আমরা অনুভব করতে পারি যে তাঁর মৃত্যু বৃথা যায়নি।'

ডিরেক্টর তাকালেন মার্কের দিকে; দুজনেই নিশ্চুপ। প্রেসিডেন্ট বক্তৃতা দিয়ে চললেন, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার দিকগুলো তুলে ধরলেন, ব্যাখ্যা দিলেন এ আইনের জন্য মার্কিন জনগণের সমর্থন কেন জরুরি।

'আমি এই বলে আমার বক্তৃতা শেষ করতে চাই, প্রিয় দেশবাসী, যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমেরিকা এখন সেসব মানুষ জন্ম দিতে পারে যারা জনগণের সেবক হিসেবে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি।'

ক্যামেরা প্যান করে ঘুরে গেল প্রেসিডেন্সিয়াল সীলের ওপর। তারপর বাইরের ব্রোডকাস্ট ইউনিট হোয়াইট হাউজের ছবি দেখাল, পতাকা অর্ধ নিমীলিত।

'ভাষণটা রি-রান করো, হ্যারি,' মহিলা ফ্লোর প্রডিউসার বলল, 'দেখি তো কেমন হয়েছে।'

ওভাল অফিসে বসে প্রেসিডেন্ট এবং হ্যাডলি রথের অফিসে বসে ডিরেক্টর এবং মার্ক ভাষণের রি-রান দেখলেন। খুব ভালো হয়েছে বক্তৃতা। মার্ক ভাবল কেনেডি যদি পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন, গান-কন্ট্রোল বিলের পালে হাওয়া লাগবে।

চিফ আশার এসে দাঁড়াল হ্যাডলি রথের অফিসের দোরগোড়ায়। ডিরেক্টরকে বলল, 'প্রেসিডেন্ট আপনার এবং মি. অ্যান্ড্রুজের জন্য ওভাল অফিসে অপেক্ষা করছেন। আপনারা আসুন, প্লিজ।'

ওরা চেয়ার ছাড়ল, নীরবে হেঁটে চলল ওয়েস্ট উইংয়ের লম্বা মার্বেল করিডর ধরে। দেয়ালে সাবেক প্রেসিডেন্ট এবং তাঁদের স্ত্রীদের ছবির সঙ্গে আমেরিকার ইতিহাসের বিখ্যাত কিছু ঘটনার চিত্র শোভা পাচ্ছে। ওঁরা লিংকনের আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তিকে পাশ কাটাল। পৌঁছে গেল ইস্ট উইংয়ে। দাঁড়িয়ে পড়ল ওভাল অফিসের সাদা রঙের অর্ধ-বৃত্তাকার বিরাট দরজার সামনে। দরজায় প্রেসিডেন্সিয়াল ফলক। হল-এ, একটি ডেস্কের পেছনে বসে আছে সিক্রেট সার্ভিসের এক লোক। সে চিফ আশারের দিকে চোখ তুলে চাইল, কেউ কথা বলল না। মার্ক দেখল সিক্রেট সার্ভিস ম্যানের হাত চলে গেছে ডেস্কের নিচে, একটা শব্দ হলো 'ক্লিক।' প্রেসিডেন্সিয়াল সীলকে দুভাগ করে খুলে গেল দরজা। আশার দাঁড়িয়ে রইল প্রবেশপথে।

এক লোক প্রেসিডেন্টের টাইয়ের সঙ্গে বাঁধা খুদে একটা মাইক্রোফোন খুলছিল, একটি মেয়ে প্রেসিডেন্টের নাকে লেগে থাকা পাউডার সযত্নে মুছে দিচ্ছে। টেলিভিশন ক্যামেরাম্যানরা তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে ইতিমধ্যে চলে গেছে। চিফ আশার ঘোষণার সুরে বলল :

'ফেডেরাল ব্যুরো অভ ইনভেস্টিগেশনের ডিরেক্টর মি. এইচ.এ.এল টাইসন এবং স্পেশাল এজেন্ট মার্ক অ্যান্ড্রুজ, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ঘরের দূরপ্রান্তে, নিজের আসন ছেড়ে সিধে হলেন প্রেসিডেন্ট ওদেরকে স্বাগত জানাতে। ওরা ধীর পায়ে এগোল প্রেসিডেন্টের দিকে।

'মার্ক,' অনুচ্চ গলায় ডাকলেন ডিরেক্টর।

'স্যার?'

'শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট?'

* * *



জেফরি আর্চার

জেফরি আর্চারকে বলা হয় সেরা গল্প-কথক। ধ্রুপদী ঢঙে গল্প বলা, প্লট উপস্থাপনায় দারুণ মুন্সিয়ানা- এ সবই তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য। জেফরি আর্চারের জন্ম ১৯৪০ সালে, ইংল্যান্ডে। পড়াশোনা করেছেন ওয়েলিংটন স্কুল এবং অক্সফোর্ডের ব্রেসনোজ কলেজে। ষাটের দশকের শুরুর দিকে ১০০ মিটার দৌড়ে অক্সফোর্ড, সমারসেট এবং গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। ১৯৬৯ সালের লুথ-এর উপ-নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে হাউজ অব কমন্সের কনিষ্ঠতম সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। ১৯৭৪-এ হাউজ ছেড়ে দেবার বছর রচনা করেন তাঁর প্রথম উপন্যাস 'নট এ পেনি মোর, নট এ পেনি লেস'। প্রকাশিত হবার সাথে সাথে সাড়া ফেলে দেয় উপন্যাসটি। রাতারাতি বনে যায় আন্তর্জাতিক বেস্ট সেলার। এরপর প্রকাশিত হয় টানটান উত্তেজনার থ্রিলার 'শ্যাল উই টেল দ্য প্রেসিডেন্ট'। বেস্ট সেলারের এ ধারাবাহিকতা বজায় থাকে তার পরবর্তী গ্রন্থ 'ক্যান এন্ড আবেল', এবং এর সিকুয়েল 'দ্য প্রডিগাল ডটার-এ'।
স্ত্রী এবং দুই ছেলেমেয়ে নিয়ে লন্ডন এবং ক্যামব্রিজে বসবাস করছেন তিনি।

অনুবাদক

অনীশ দাস অপু জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৯। জন্মস্থান বরিশাল, পিতা প্রয়াত লক্ষী কান্ত দাস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে অনার্স সহ এম. এ. করেছেন ১৯৯৫ সালে।
লেখালেখির প্রতি অনীশের ঝোঁক ছেলেবেলা থেকে। ছাত্রাবস্থায় তিনি দেশের শীর্ষস্থানীয় সাপ্তাহিক, পাক্ষিক এবং মাসিক পত্রিকাগুলোতে চিত্তাকর্ষক, ফিচার, গল্প এবং উপন্যাস অনুবাদ শুরু করেন। হরর এবং থ্রিলারের প্রতি তাঁর ঝোঁকটা বেশি। তবে সায়েন্স ফিকশন, ক্লাসিক এবং অ্যাডভেঞ্চার উপন্যাসও কম অনুবাদ করেননি। এ পর্যন্ত তাঁর অনূদিত গ্রন্থ সংখ্যা ১০০'র বেশি।
অনীশ দাস অপু লেখালেখির পাশাপাশি সাংবাদিকতার পেশায় জড়িত। তিনি দৈনিক যুগান্তর-এ সিনিয়র সাব এডিটর হিসেবে কাজ করেছেন। তবে লেখালেখিই তাঁর মূল পেশা এবং নেশা।